

ভাগবত-সিদ্ধান্ত-গোহাবলী ।

১

শ্রীলয়ভাগবতামৃত

মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য

ও

স্বাভিস্তৃত সূচীপত্রাদি সংবলিত ।

“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।”

শ্রীশ্রীরাধাপ্রাণামসেবাসংরত শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশসম্ভৃত

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী

ও

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

কর্তৃক সম্পাদিত ।

কলিকাতা

সিমুলীয়া মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন ১১সংখ্যক ভবন

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে

সম্পাদকর্তৃক প্রকাশিত ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, সন ১৩০৪ সাল ।

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

যশ্র ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রিসত্ত্বা-
 প্যংশোন্মশ্র্যাংশকৈঃ সৈব্ভবতি বশয়নৈব মায়া পুমাংশচ ।
 একং যশ্রৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নিন্মারায়ণাখ্যং
 স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্যাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥

কলিকাতা

সিমুলীয়া স্ট্রিটপাড়া, ২৩ নং বৃগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা-যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র ।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থাবলীর

অমার্জ্জনীয় অসহ অঙ্গবৈগুণ্য

এবং

জগৎপাবক বৈষ্ণবসমাজের

বর্তমান ষ্ঠার অবনতি ও দাক্ষণ দুর্গতি

দর্শন করিয়া যাহারা হুঃস্থিত,

সেই অঙ্গবৈগুণ্য ও অবনতি

অগনোদনের,

সেই মঙ্গলবেদনাদায়িনী দুর্গতি

দূর করিবার,

যে-কোনরূপ আয়োজন হুইতেছে দেখিলেও,

যাহারা বিপুল আশ্রমে আয়োজনকাবীদিগকে

বিবিধ আশা, আশ্বাস ও উৎসাহ পূর্ণ,

অশ্রান্ত, অকাতর ও অ্যাচিত

সহানুভূতি বিতরণেব জন্ত

স্বতঃপরত

সর্বদাই উন্মুখ, উদ্বোধন ও সকলের অগ্রবর্তী,

পতিতপাবন প্রেমাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর

যাহাদিগের

জীবনসর্বস্ব আরাধ্যদেবত,

শ্রীরাধাকৃষ্ণের

অতুলনীয় অলৌকিক লীলানন্দে

বিভোব রুহিবাব জগৎ,

যাহাবা যার পর নাই ব্যাকুল,

লালসাময়ী সেই ব্যাকুল তাব অবিশ্রান্ত তাড়নায়

আপনাদিগের প্রকাপ্ত সুবিশাল হৃদয়ের

অত্যন্ত বৃত্তিসমুদায় গ্রহণ করিয়া,

প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি উৎসর্গ করিবার উদ্দেশে

যাহারা

সর্বজনশরণ্য শ্রীকৃষ্ণচেতন্য

ও

তদীয় দীনদয়াল পার্শদবর্গের

অমিয়শ্রীচরণমরোজের সন্নিধানে

সততই অতি দীনভাবে দণ্ডায়মান,

সেই সকল

বিশ্বহিতৈষী, বিশালচেতা, উদারলক্ষ্য, উন্নতবুদ্ধি

মহাপুরুষের সুপরিচিত শ্রীকরণপদে,

হৃদয়ের আবেগময়ী প্রীতি ও উচ্ছ্বাসপূর্ণিত আদবেব

অকৃত্রিম নিদর্শন

এই মহারত্ন

সম্পাদকগণ কর্তৃক

মহোৎসাহে উৎসর্গীকৃত হইল ।



সম্পাদকীয় বক্তব্য ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদে, শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী-বাসরে, শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাত্তম্যবিরচিত টীকা, শ্রীমদনগোপাল-গোলামি-প্রভুপাদ-কৃত বঙ্গানুবাদঃ ও তৎকৃত 'তাৎপর্যের সহিত, শ্রীমৎপূজ্যপাদ-রূপসুখ্যামি-বিরচিত শ্রীলগ্নভাগবতামৃত প্রকাশিত হইল। শ্রীলগ্নভাগবতামৃত সৰ্বস্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের, স্তত্রাং সমগ্র বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের, একরূপ পরিভাষাশ্রী। অতএব ইহা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠার্থীর—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা-ভিলাষী অবশ্যপাঠ্য।

বিশেষত, যাহাকে আমি উপাসনা করিব—ভজনা করিব, তিনি কে?—তিনি কিরূপ? আব ফাঁহারি মৃত হইয়া আমাকে উপাসনা করিতে হইবে—ভজনা করিতে হইবে, তিনিই বা কে?—তিনিই বা কিরূপ? এইরূপে উপাস্ত ও উপাসকের স্বরূপতত্ত্ববিষয়ের বিশিষ্ট উপদেশ ব্যতিরেকে এপর্যন্ত জগতের কোনকপ উপাসনাবিধিই প্রবর্তিত হইতে পারে নাই। উপাস্ত ও উপাসকের তত্ত্বালোচনা—উপাস্ত ও উপাসকের স্বরূপপরিজ্ঞান, ভগবৎসাধন-ব্রত মানবমণ্ডলীর একটি সৰ্বপ্রধান সাধনাস্ত্র—একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। উপাস্ত ও উপাসকের তত্ত্বালোচনা ব্যতীত,—উপাস্ত ও উপাসকের স্বরূপচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া,—উপাসনা বা সাধনকার্য্য কদাপি সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই লগ্নভাগবতামৃতে প্রধানত উপাস্ত ও উপাসকের তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে।

এই অমূল্য গ্রন্থ,—এই মহারত্ন, শ্রীমদ্বলদেববিরচিত টীকা এবং শ্রীমদনগোপালকৃত তাৎপর্য্য ও অনুবাদাদির সহিত,—গ্রন্থসম্পাদনে সম্পাদকগণ যেরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই রীতি অনুসারে সম্পাদিত হইয়া,—এ পর্য্যন্ত প্রচাৰিত হয় নাই।

সংসিদ্ধান্তপূর্ণ এই অপূর্ণ গ্রন্থের বলদেবকৃত টীকা অতি প্রামাণিক ও

মূলগ্রন্থেব প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবাব পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু সেই টীকা যে এতদিন কিরূপ দুর্ভাগ ছিল, তাহা শাস্ত্রালোচনশীল সুবিজ্ঞ বৈষ্ণবসমাজের আর্য্য-অবিদিত নাই। সম্পাদকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, অনেক কষ্টে শ্রীলঘুভাগবতামৃতের দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথি, সংগ্ৰহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দুইখানিই শাস্ত্রসিদ্ধান্তদর্শী বিজ্ঞ-লোকের পঠিত ও আলোচিত, দুইখানিই অতি প্রাচীন ও অতি বিশুদ্ধ, আবার দুইখানিতেই বলদেবকৃত টীকা আছে।

বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা, টীকাকার ও অনুবাদক, সকলেই স্বনামদেহ লোক বিখ্যাত মহাপুরুষ।

“শ্রীকৃপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।

শ্রীজীব গোপালভট্ট দাম্ভ-রঘুনাথ ॥

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।

এই গুরুগণে আগে করি নমস্কার ॥”

“শ্রীকৃপ-রঘুনাথ-পদে বার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥”

এই বলিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে বাহ্যিক শিক্ষাগুরু বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে নমস্কার করিয়াছেন, আবার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষেও বাহ্যার পাদপদ্মপ্রাপ্তির আশা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—সংসারের শত শত স্নেহ, মমতা, প্রীতি ও সোহাগের সামগ্ৰী, তাহাদিগের হৃদে বন্ধনে বাহ্যকে অধিকদিন বাধিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই—যিনি আপনার নরলোকলোভনীয় অতুল ধনসম্পত্তি ও বিপুল পদবৈভব তুণের স্থায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া,—বিষবৎ সূতীব্র-জ্বালাজনক অনুভব করিয়া, স্বলোক-সুচর্চা সুধাময় শ্রীগৌরঙ্গাগরে অবগাহন করিবার জন্ত ব্যাকুল ও লালায়িত হইয়াছিলেন এবং দেখিতে দেখিতে—

“গৌরঙ্গ অন্তরে, গৌরঙ্গ বাহিরে,

গৌরঙ্গ জগৎময়”

হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই বৈরাগ্য, ভক্তি ও প্রেমের মূর্ত্তিমান আদর্শ, বৈষ্ণব-

সিদ্ধান্তাচার্য্য, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ রূপসিদ্ধ, অলৌকিক-কবিত্বপ্রতিভা-সম্পন্ন, জগজ্জনবিদিত ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামীকে কে না জানেন ?

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিচারযুদ্ধে যাহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন, সেই সকল মহাত্মার নামনির্দেশ করিতে হইলে, ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থের প্রণেতা ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীমান্ জীবগোস্বামীর পরেই যাহাব নামোল্লেখ করিতে হয়, সেই গীতা, দশোপনিষৎ, বেদান্তসুন্দরনাম ও বিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতির ভাষ্যকার, ভাষ্যপীঠক সিদ্ধান্তরত্ন, প্রেমেররত্নাবলী ও বেদান্ত-সুসুন্দর প্রভৃতি দশনগ্রন্থের প্রণেতা, স্তবমালা ও তদ্বন্দ্বিতাদিবিটীকাকার, স্ববিমলবিদ্যাবিভূতিসম্পন্ন, বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী, শ্রীরন্দাবনে শ্রীভগবৎসেবানিরত, বিশ্বনাথশিষ্য, বঙ্গীয়ব্রাহ্মণপ্রতিভার জলন্ত জ্যোতি শ্রীমদ্বলদেবত্ব এখন অনেকের নিকট—বিশেষত ভক্তিসিদ্ধান্তের দার্শনিকতায় পক্ষপাতী বিদ্বজ্জনের নিকট সুপরিচিত।

শ্রীমদবৈতাচার্য্যবংশের সমুজ্জল অলঙ্কার শান্তিপুত্রনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীমন্নন্দন-গোপাল গোস্বামীই বা এখন কাহার নিকট অপরিচিত ? মধুর-গভীর ওজস্বিনী কলিত্ব দ্বারা দেশে দেশে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রচার করিয়া তিনি এখন নিখিল-ভারতবাসীর হৃদয়ে অহরহ জাগরুক রহিয়াছেন। তিনি নিজ জন্মভূমি শ্রীপাট শান্তিপুরে উপযুক্ত অধ্যাপক প্রভুপাদ ৬ শ্রীবাম গোস্বামীর নিকট পাঠসমাপনের পর, সেই বহুদিনার্জিত বহুশ্রমবিগত বিদ্যাও তাঁহার অত্যন্ত জীবনব্রত উদ্ভাষণের পক্ষে পর্যাপ্ত মহে বিবেচনা করিয়া, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সুগভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার আতিপ্রাক্ষ, হৃদয়ের আবেগে স্বদেশ ও স্বজন হইতে বহুদূরে কীলাময়ের নিত্যলীলাভূমি শ্রীরন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হন। লীলাভূমির অপরিদূরী পূণ্যশক্তির মধ্যে গোস্বামী প্রভু, ৬ সুখালাল গোস্বামী ও কৌলীনা-মর্যাদামণ্ডিত ব্রাহ্মণের কুলজাত ৬ জগদানন্দ দাসবাবাজী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়, সিদ্ধস্বল্প, মহামহোপাধ্যায় মহানুভবগণের স্নেহপ্রীতি মধিকার করিয়া, পুনরায়নৈ প্রবৃত্ত হন এবং অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত সেই অধ্যয়নব্রত সমাধা করিয়া, সিদ্ধান্তসমুদ্রের পারদর্শী হইয়া, মুহুর্তকালের পর স্বদেশে ও স্বজনের নিকট ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার শাস্ত্রানুগত সদাচার ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে প্রগাঢ় অধিকার, তাহাকে বর্তমান বৈষ্ণবমণ্ডলীর আদর্শস্থানীয় করিয়াছে ; তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ব্যাখ্যা তাহাব সেই প্রগাঢ় ব্যাপ্তি ঘোষণা করিতেছে ; তিনি

এখন ভবিষ্যৎ জগতেরও চিরস্বর্ণীয় হইয়াছেন। সম্পাদকদিগের প্রতি আশ্রয় যে অকপট আন্তরিক স্নেহ ও ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থের প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত অক্লান্ত আগ্রহ, সেই স্নেহ, সেই অনুরাগ এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ অনৌদ্ধিক লোক-হিতৈষিতার বশবর্তী হইয়াই, তিনি আপনার ঐহিক-পারত্রিক সহস্র ব্যাপারের মধ্যেও এই লঘুভাগবতামৃতের অনুবাদভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেহেতু হস্তেই যোগ্য ভার অর্পিত হইয়াছিল।

যেদ্রুপ ঐকান্তিক বন্ধ ও অনুরাগ, যেদ্রুপ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং যেদ্রুপ অকাতর অর্থব্যয়, সতর্কতা ও মনোযোগের ইহিত, এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়বান্ বিচক্ষণমাত্রের অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সম্পাদকগণ স্বয়ং সে-বিষয়ের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে, যে কারণেই হউক, বিশেষ আগ্রহবান্ বা অভিলাষী নহেন। তবে সম্পাদনরীতি-সূক্ষ্মকণ্ঠেও কতকগুলি কথার উল্লেখ আবশ্যক। সম্পাদকীয় কর্তব্যপালনের অনুরোধে সেই সকল কথার উল্লেখ করিতে যাইয়া, হয় ত, অল্পসকল কথাও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। কথাগুলি এই :—

১ম। অপর লিপিকরের হস্তে লিখনভার গ্রস্ত করিতে, সাহসী হইতে না পারিয়া, সম্পাদকগণ স্বহস্তেই সমস্ত পুঁথিখানি নকল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২য়। সংগৃহীত দুইখানি পুঁথি অতি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া, বিশেষ বিচার-বিতর্ক সহকারে মূলগ্রন্থ ও টীকার পাঠস্থির করা হইয়াছে।

৩য়। মূল বা টীকায় মধ্যে যে যে স্থলে দুই, তিন বা তাহা অপেক্ষা অধিক পাঠান্তর পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে যে পাঠ সর্বাঙ্গপেক্ষা সুসঙ্গত, সেই পাঠ, মূল বা টীকার মধ্যে বিনিবেশিত করিয়া, আবশিষ্টগুলির মধ্যে যেগুলি রাখিবার যোগ্য, সেইগুলি সর্বনিম্নে ‘বর্জাইস্’ অক্ষরে রাখা হইয়াছে। উদ্ভিন্ন অস্তিত্বগুলি অসঙ্গত ও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪র্থ। মূলগ্রন্থ ছোট বড় নানারূপ অক্ষরের অগ্রপশ্চাৎ-ভাবে নানারূপে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত অংশগুলি ‘ইংলিশ্’ অক্ষরে, উদ্ধৃত অংশগুলি “ ” এইরূপ উদ্ধারচিহ্নের মধ্যে ‘পাইকা’ অক্ষরে, যে সকল শ্রুতি-পুরাণাদি হইতে সেই উদ্ধৃত অংশগুলি সংকলিত, সেই সকল শ্রুতি-পুরাণাদির

নামের লেখাংশ ‘স্বলপাইকা’ অক্ষরে, আর বিশেষ দ্রষ্টব্য কয়েকটি অংশ ‘গ্রেট’ অক্ষরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ ‘সন্নিবেশ-প্রণালী’র সাহায্যে পাঠার্থিগণ গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াবলী অতি সহজে নির্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন।

৫ম। মূল ও টীকার মধ্যে উদ্ধৃত বচনগুলি যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, বহু অনুসন্ধানে সেই সেই গ্রন্থের নাম এবং অধ্যায় ও শ্লোকাদির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া (৭) এইরূপ বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। তদর্শনে পাঠার্থিগণ অনান্বাসে সেই সেই উদ্ধৃত বচন বাহির করিয়া, আপনাদিগের আবশ্যকমত তীষ্য ও টীকাদি দেখিয়া লইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন বাঁহারা, বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণের উদ্ধৃত বচনগুলির অধিকাংশই গঠিত বা কল্পিত, এই কথা খালিয়া মহাজনচরিত্রে অথবা দোষারোপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারাও আপনাদিগের সেই বিদেষবিজ্ঞিত অসত্য উক্তির প্রত্যাহার করিয়া, অমার্জনীয় মহদপরাধ হইতে মুক্ত হইবার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ লাভ করিবেন।

৬ষ্ঠ। উক্ত অভিপ্রায়ে গ্রন্থসংক্ষেপার্থ যে সকল সাংক্ষেপিক চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে, বর্ণক্রম অনুসারে তাহার একটি স্বতন্ত্র তালিকা সংস্কৃতভাষ্যের অভিধাপিত্রে অব্যবহিত পূর্বে সংযোজিত হইয়াছে।

৭ম। উদ্ধৃত বচনগুলি যে সকল শ্রুতিপুরাণাদি হইতে সংকলিত, সেই সকল শ্রুতিপুরাণাদির মধ্যে যেরূপ পাঠ আছে, সেই পাঠের সহিত অতি সাবধানে উদ্ধৃত বচনগুলির পাঠ মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৮ম। একটি সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ উভয়ের মিলিতাংশের, একটি কেবল সংস্কৃতভাষ্যের, আর একটি কেবল অনুবাদাংশের, এইরূপে তিনটি অভিধাপত্র যথাযথস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

৯ম। সকলের সুখপাঠ্য ও সুখসোধ্য করিবার জন্ত সংস্কৃত টীকার মধ্যে সর্কজই (,) ‘কমা’, (;) ‘সেমিকোলন’, (—) ‘ড্যাশ’ প্রভৃতি সর্কপ্রকার চিহ্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক পদের অর্থ অনুসরণ করিয়া বিশেষ বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করা হইয়াছে। মূলের মধ্যেও স্থানে স্থানে সুবিধা জ্ঞ প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। চিহ্নবিদ্যে একটি স্থলও

উপেক্ষিত হয় নাই, সর্বত্রই যথাযথ চিত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে (।) একদাড়ি ও (।।) দুদাড়ি ভিন্ন আর কোন চিত্রের প্রচলন বা ব্যবহার নাই। অতএব নানা কারণে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া, পাশ্চাত্যভাষায় প্রবর্তিত চিত্রনির্দেশবিধি অবলম্বিত হইয়াছে। সর্বত্রই প্রচলিতবিধি অনুবর্তিত হইয়াছে। কেবল দুই এক স্থলে তাহাব সামান্য ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে; যেমন—টাকার মধ্যে, মূল হইতে উদ্ধৃত শব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ, দুইটিকে স্পন্দন পৃথকরূপে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্ত, মূলশব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ, উভয়ের মধ্যে একটি ‘ড্যাশ্’ দিয়া প্রতিশব্দটির পরেই একটি ‘কুমা’র ব্যবহার।

১০ম। টাকাকার মূল শ্লোকের দক্ষিণভাগে আপনাদের প্রয়োজনমত যে অঙ্ক নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অঙ্ক অনুসারে অনুবাদ করিলে, নানাবিধ অসুবিধা ঘটিতে পারে। তজ্জন্ত মূলশ্লোকের বামভাগে () এইরূপ বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে সম্পাদকদিগের বিবেচনামত অনুবাদার্থ একটি স্বতন্ত্র অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১১শ। আবগুকমত স্থানে স্থানে দুই একটি টিপ্সনীও সর্বনিম্নে ‘বর্জাইস্’ অক্ষরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১২শ। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলি শ্রীমদ্ভাগবত ও অপরাপর অনেকগুলি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-গ্রন্থের প্রক্ষেপদ্বার। সুতরাং ইহার সিদ্ধান্তগুলি অভ্যাস ও আয়ত্ত করিয়া রাখা শ্রীমদ্ভাগবতাদির পাঠার্থীগণের অগরিহার্য্য কর্তব্য। অতএব লঘুভাগবতামৃত পাঠ করিবার পূর্বে কি উপায়ে ইহার বিশিষ্টরূপ মনসঃপূর্ণ সংক্ষেপে ও সহজে হইতে পারিবে—অথবা, পাঠার্থীগণকালে এই গ্রন্থের কোন একটি বিষয় বিস্মৃত হইলে, সেই বিস্মৃত বিষয়টি কি উপায়ে আবার সহজে স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারিবে,—এই দুইটি বিষয় ও ইহার আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বিশদ বাঙ্গালাভাষায় দুইটি সুবিস্তৃত হুঁচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। একটি মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব-লঘুত্ব বা অপ্রাধিক্য অনুসারে ক্ষুদ্রবহিঃ শাস্ত্রপ্রকার অক্ষরে সুসজ্জিত। ইহাতে সংস্কৃতভাষা ও অনুবাদভাষা, একত্র উভয়েরই পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়টি টীকাংশের, এটি ‘বর্জাইস্’ অক্ষরে বিহীন। ইহাতে টীকাংশের পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দিষ্ট আছে। সম্পাদকীয় বক্তব্যের পর ১মটি, আর ১মটির পর ২য়টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৩শ। গ্রন্থখানি যে কল্প শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত—কর্তৃ গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়া যে গ্রন্থখানি রচিত, তাহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, মূলগ্রন্থ ও টীকার মধ্যে ব্যবহৃত গ্রন্থাবলীর একটি স্বতন্ত্র তালিকা বর্ণক্রমানুসারে ২য় স্থচীপত্রের অব্যবহিত পরভাগে সংযোজিত হইয়াছে।

১৪শ। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে যাহাতে একটিও মুদ্রাকরপ্রমাদ না থাকে, সে বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

১৫শ। অনেকানেক মূলসংস্কৃত গ্রন্থের টীকায় অক্ষসন্নিবেশের যেকোন পদ্ধতি বঙ্গানুবাদকে মূলোব মত, আর তাহার তাৎপর্য্যকে টীকার মত মনে করিয়া, তদনুসারে তাৎপর্য্যগুলির অক্ষ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৬শ। গ্রন্থের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির প্রতি যাহাতে সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত বঙ্গানুবাদের মধ্যে ‘বর্জাইস্’ অক্ষরে একটি পার্শ্বস্থচী প্রদত্ত হইয়াছে।

এত কথা বলিবার পর উৎকৃষ্ট ও নূতন অক্ষরে এই গ্রন্থের মনোহর মুদ্রাক্ষর, স্তবাক্ষরে সুশোভিত সুন্দর বিলাতি বাধাই, অথবা যথাসম্ভব সুলভ মূল্য, ইত্যাদি কথার উল্লেখ করাষ্ট বাহুল্য।

ফলত সম্পাদকগণ গ্রন্থখানিকে সর্বদাঙ্গসুন্দর করিবার জন্ত চেষ্টা ও যত্নের অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে যদি কোনকপ ত্রুটি হইয়া থাকে, সে ত্রুটি তাহাদিগের অজ্ঞানকর্ত নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত উপাধিপত্রীক্ষায় শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণপরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। এই লঘুভাগবতমিত শ্রীমদ্ভাগবতের,—কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের কেন, সমগ্র পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ ১০, সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তগ্রন্থ অধীত, অভ্যস্ত ও আলোচিত না থাকিলে, কদাপি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্মপরিগ্রহ হইতে পারে না। অতএব এতদ্বারা পুরাণপরীক্ষার্গিগণেরও বিলক্ষণ উপকারের আশা আছে।

সম্পাদকগণ ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি অবশুপাঠ্য ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থের এইরূপ সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।^{১০} কিন্তু সে সঙ্কল্পসিদ্ধির একটি প্রধান কারণ সর্বসাধারণের উৎসাহ। সাধারণের এই উৎসাহ সংসারে কত শত অসাধ্যসাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ সম্পাদকদিগের উপস্থিত সঙ্কল্পসিদ্ধির সহিত তাহাদিগের নিজের স্বার্থ যেরূপ জড়িত,

অপর সুধারণের স্বার্থও সেইরূপ জড়িত। এ স্বার্থও আবার যে-সে স্বার্থ নহে।
পরমার্থ পর্য্যন্ত ইহার গুতি।

শুরিশেষে সম্পাদকগণ তাঁহাদিগের নিবতিশয় প্রীতিভাজন পণ্ডিতকুল্যায়ী
শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে
পারিলেন না। গ্রন্থসম্পাদনকালে সম্পাদকদিগের প্রতি তিনি যে সহানুভূতি
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সম্পাদকগণ তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।
তাঁহারী অকপটহৃদয়ে আশীর্ব্বাদ কম্বিতেছেন, শ্রীমানের স্বাভাবিকী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি
উন্নরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক।

কালিকাষত্বের অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীহবিভক্তিবিলাস-প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র
চক্রবর্তী মহোদয়ের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির সূচাঙ্ক মুদ্রাঙ্কন-
বিষয়ে সম্পাদকদিগের ঐকান্তিক যত্ন, আগ্রহ ও একাগ্রতা উপলক্ষ্য করিয়া,
তিনি যথাসময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সেই মুদ্রণকার্যের সুশৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতি
যেক্রপ তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই নিরতিশয়
প্রশংসার্হ। 'তাঁহার মুদ্রাষত্বের খ্যাতিপ্রতিপত্তি, ক্রমশ আরও দূরদূরান্তরে বিস্তৃত'
হইতে থাকুক, সম্পাদকগণের ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি বলিয়াছেন :—

“সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য এবং
তৃষ্ণার যাহাতে পরমা তৃপ্তি, মনুষ্যের প্রাণ চিরদিনই সেই
‘অমৃতের’ জন্ত লালায়িত।

ভাগবতামৃতের অমৃতই সেই ‘অমৃত’। এই ‘অমৃত’ আশ্বাদনের জন্ত
উন্মুখ হও—অবহেলা করিও না, দেবভোগ্য অমৃত তুচ্ছ বোধ হইবে। ইতি।

কলিকাতা, সিমুলীয়া,
৬৮/ বলরাম দেব ষ্ট্রীট,
ও
১১/ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন।
শ্রীচৈতন্যচন্দ ৪১২,
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

সম্পাদক
শ্রীশ্রীধাশ্যাম সেবা-সংরত
শ্রীবলীইচাঁদ গোস্বামী
ও
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীলঘুভাগবতায়িত ।

মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	সংস্কৃতভাংশের		অনুবাদভাংশের	
	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।
মঙ্গলাচরণ—ভগবৎপ্রণতিরূপ	১	১	১	১
—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের বিজয়ব্যাঙ্গক ...	২	"	"	৪
—বংশীধ্বনির বিজয়ব্যাঙ্গক ...	৩	"	"	৮
—শ্রীকৃষ্ণনামের বিজয়ব্যাঙ্গক ...	"	৩	"	৯
লঘুভাগবতামৃতপ্রকাশের আবশ্যিকতা	৪	১	২	১
লঘুভাগবতামৃত সনাত্তন-গোখামি কৃত				
বৃহত্তাভবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার ...	"	"	"	"
ভাগবতামৃত দ্বিবিধ :—				
কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত ...	"	৩	"	৪
শব্দপ্রমাণেরই শ্রেষ্ঠতা	"	৫	"	৭
শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ-স্বরূপ-নিরূপণ	৭	১	৩	১
[১] স্বয়ংরূপ ...	৮	"	"	৬
[২] উদেকাত্মরূপ ...	৯	"	"	১২
উদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ :—				
বিলাস ও স্বাংশ ...	"	৩	"	১৫
১। বিলাস	"	৫	"	১৭
২। স্বাংশ ...	১০	১	৪	১
[৩] আবেশ ...	"	৪	"	৫

বিষয়।		সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
প্রকাশ	...	১১	১	"	১৫
প্রকাশের লক্ষণ	...	"	৩	"	১৩
অবতারতত্ত্ব	...	১৩	১	"	৪
অবতারের লক্ষণ	...	"	৩	"	৬
অবতারের দ্বার দ্বিবিধ :—					
১. তদেকান্তরূপ ও ভক্ত					
...	...	"	৫	"	৯
অবতার ত্রিবিধ :—					
১ পুরুষাবতার, ২ গুণাবতার,					
৩ লীলাবতার	...	"	৭	"	১২
অধিকাংশ অবতারই বাংশ ও আবেশ	...	"	৮	"	১৩
[১] পুরুষাবতার	...	১৫	১	৬	১
পুরুষের লক্ষণ	...	"	"	"	"
পুরুষাবতার ত্রিবিধ	...	১৫	"	"	১৪
১। ১ম পুরুষাবতার :—মহৎস্রষ্টা বা					
প্রকৃতির অন্তর্ধামী কারণার্ণবশায়ী					
সমুৎপাদ	...	"	৫	৭	১
২। ২য় পুরুষাবতার :—চতুর্শৃংখরাকার					
অন্তর্ধামী গর্ভোদশায়ী প্রহ্মার					
গর্ভোদশায়ী প্রহ্মার সহিত অনিরুদ্ধ	...	১৬	৪	"	১৬
অভ্যাসীকার করিয়াই মহাভারতীয়					
শান্তিপর্বে অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম					
বলা হইয়াছে, বস্তুত কিঞ্চিৎ দ্বিতীয় পুরুষ					
প্রহ্মার হইতেই ব্রহ্মার জন্ম					
...	...	"	৬	"	১২
৩। ৩য় পুরুষাবতার :—সর্বভূতান্ত					
ধামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ					
...	...	১৭	৭	৮	১
[২] গুণাবতার	...	"	৩	"	৪
১। ব্রহ্মা	...	১৯	১	৯	১
ব্রহ্মা দ্বিবিধ :—১ ঈশ্বরমাত্রদৃশ্য ও দেবা-					
দ্বির এতদৃশ্য সৃষ্ট বা মহত্ববশায়ী					

বিষয় ।

কৃৎ পৃ. সং. পং. অ. পৃ. অ. পং.

১. হিরণ্যগর্ভ ; ২. দেবান্নির দৃশ্য ও তাঁহা-
নিগের প্রতি বরপ্রদ স্থল বা সমষ্টিশরীর
বৈকল্য । হিরণ্যগর্ভের ভোগকর্তৃত্ব, আর
বৈরাগ্যের সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও চতুর্মুখত্ব ।

[এই দ্বিবিধ ব্রহ্মাই জীবকোটি !]

কখন কখন গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর ব্রহ্মা
হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন । [বিষ্ণু যখন
'ব্রহ্মা' হন, তখন সেই ব্রহ্মাকেই ঈশকোটি
ব্রহ্মা বলে ।] ৫

ঈশকোটি ব্রহ্মা যে সময়ে সৃষ্টিকার্য্যে
প্রবৃত্ত হন, তৎকালে জীবকোটি বৈরাগ্যের
[হিরণ্যগর্ভকে আপনার অন্তর্গত করিয়া]
বিষ্ণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ভোগসম্পদ
উপভোগ । ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব
কালভেদে ৮

ব্রহ্মাতে অবতারশীল প্রয়োগের মুখ্য
কারণ ঈশ্বরত্ব । আর গৌণ কারণ কাহা-
রও মতে ভগবানের সহিত ব্রহ্মার অতি
নৈকট্য বা একতা, কাহারও বা মতে
ব্রহ্মাতে ভগবানের আবেশ ১২

আবেশরূপে ব্রহ্মসংহিতোক্ত উদাহরণ

১৭

ব্রহ্মার অবির্ভাবস্থান — কখন গর্ভোদ-
শায়ী নাভিসরোবর, কখনও বা গর্ভোদ-
দক, কখনও বা গর্ভোদকস্থ তেজ ও
বায়ু প্রভৃতি ২১

শ্রীরূপ

৩ ১০ ৪

ঈশকোটি ব্রহ্ম । জীবকোটি ব্রহ্ম । ব্রহ্মের
নির্গুণ ও নির্দণ ব্রহ্মের বিকারিত্ব-
প্রতীতি । ব্রহ্মের আবির্ভাবস্থান । ব্রহ্মের
সদাশিব মূর্তি ৪ " "

বিষয়।				সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
৩।	শ্রীবিষ্ণু	২৫	১	১১	৫১
গভোদশায়ী প্রহ্মা লোকপদ্মে প্রবিষ্ট হইলে কি নাম ধারণ করেন? জগৎ- পালক ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণুকে নারায়ণ ও বিরাড়মুখ্যামী বলা যায় কেন? ...				"	২	"	"
ক্ষীরাক্ষিপতি বিষ্ণুর ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তি- ধামসমূহ ...				২৬	১	১১	১২
ষেতদ্বীপ। যেতদ্বীপ কোথায়, এ বিষয়ে মতভেদ ...				"	১৫	১২	১
বিষ্ণু 'সম্বতন্ত্র' ইহার অর্থ কি? ...				২৭	২	"	১২
বসন্ত বিষ্ণু নিগূর্ণ ...				"	১২	"	১৬
বিষ্ণুভক্তির নিত্যতা ...				২৮	৫	"	২১
বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্মরূপাদির ন্যূনতা ...				২৯	৭	১৩	১০
চিৎশক্তি ভগবানের সমা ও অসমা কেন? ...				৩০	৫	"	১৭
[৩] লীলাবতার ...				৩১	১	"	২১
১। চতুঃসন ...				"	৩	১৪	১
সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন, চারিটিতে এই একটি অবতার ...				"	৬	"	৪
২। নারদ ...				"	১৫	"	৯
চতুঃসন ও নারদের ব্রাহ্মকল্পেই আবি- র্ভাব ও অন্যান্য সকল কল্পে বিদ্যমানতা ...				৩২	৩	"	১৩
৩। বরাহ ...				"	৫	১৪	১৬
বরাহের দুইবার আবির্ভাব;—একবার ব্রাহ্মকল্পের স্বায়ত্ত্ব-মধ্যস্তরে ব্রহ্মার নামারক্ষ্য হইতে, আর একবার ব্রাহ্ম- কল্পেরই চাক্ষুষ-মধ্যস্তরে জল হইতে। স্বায়ত্ত্ববীর বরাহ শাস্ত্রবর্ণ ও চতুঃপাৎ, তৎকাল কেবল পৃথিবীর উদ্ধার; আর চাক্ষুষ-মধ্যস্তরীয় বরাহ যৌতবর্ণ ও							

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পৃ.	অ. পৃ.	অ. পৃ.
<p>নবরাত্রি, তৎকালে হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথি- বীর উদ্ধার। চাক্ষুষমন্মথের পূর্বে হির- ণ্যাক্ষের জন্ম হইতে পারে না। ওয়স্তুক্ষে- মৈত্রেয় বরাহদেবের দুই সময়ের দুইটি লীলা এক করিয়া বলিয়াছেন। স্বায়ত্ত্ব- বায়-মন্মথের মধ্যভাগে প্রলয়ের কারণ কি? চাক্ষুষমন্মথরীয় প্রলয়েরই বা কারণ কি? প্রতি মন্মথের শেষেই প্রলয় হয়, ইহা বিশ্বধর্মোক্তরের অভিপ্রায়। শ্রীধর- স্বামী মন্মথের প্রলয় স্বীকার করেন নাই মংস্ত্র, ৩২ " ১৩ ৭৫ ১</p>	৩২	১৩	৭৫	১
<p>মংস্ত্র, ৩৬ ১৪ ১৬ ১৫</p> <p>মংস্ত্রদেবের দুইবার আবির্ভাব;— স্বায়ত্ত্ব মন্মথের আদিভাগে একবার, চাক্ষুষমন্মথের শেষে আর একবার। স্বায়ত্ত্ববায় অবতারে হ্রয়গ্রীকবধ ও কৈলা- হরণ, চাক্ষুষমন্মথরীয় অবতারে সত্য- ব্রতের প্রতি কৃপা। বস্তুতঃ প্রতি মন্ম- থেরই মংস্ত্রদেবের আবির্ভাব, হুতরীঃ প্রতিকল্পে চতুর্দশবার আবির্ভাব</p>	৩৬	১৪	১৬	১৫
<p>৫। যজ্ঞ ৩৮ ৩ ১৭ ৯</p> <p>যজ্ঞের আর একটি নাম 'হরি' .. " ৬ ১ " ১১</p>	৩৮	৩	১৭	৯
<p>৬। নরনারায়ণ ৩৮ " ১৮ " ১৪</p> <p>'হরি' ও 'কৃষ্ণ' নামে ইহাদেব দুই গুণেদর আছেন, হুতরীঃ ইহারও চতুঃসনের ন্যায় টারিটিতে একটি অবতার ৩৯ ১ ১ " ১৫</p>	৩৮	১৮	১৮	১৪
<p>৭। কপিল ৩৯ ৩ ১ " ২০</p> <p>কপিল দুইটি :—সেখর ও নিরীশ্বর। নিরীশ্বর কপিল জীব, বাহুদেবের অধ- তার নহেন ৩৯ ৩ ১ ১৮ ১</p>	৩৯	৩	১	২০

বিষয়।				সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
৮।	দত্ত বা দত্তাত্রেয়	৩৯	১৪	১৮	৫
	অত্রিগতী অনন্যায় প্রার্থনাতোষে						
	দত্তের আবির্ভাব, তাহা ব্রহ্মাওপূর্ণাণে						
	কথিত আছে	৪০	৬	"	১২
৯।	হয়শীর্ষা	৪০	১২	১৮	১৮
১০।	হংস	৪১	৩০	১৯	৩
১১।	ঋবপ্রিয় বা পৃথ্বিগর্ভ	"	১০	"	১০
	পৃথ্বিগর্ভই ঋবপ্রিয় কিরূপে?	"	১৫	"	১৫
১২।	ঋষভ	৪২	১১	২০	১৫
১৩।	পৃথু	৪৩	৩	"	১৬
	স্বায়ত্ত্বীয় মনস্তরে চতুঃসন. নারদ,						
	বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল,						
	দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষা, হংস, ঋবপ্রিয় বা						
	পৃথ্বিগর্ভ, ঋষভ ও পৃথু, এই ত্রয়োদশ						
	অবতার। তন্মধ্যে বরাহদেব চাক্ষুষ-						
	মনস্তরে পুনর্বার আবির্ভূত হন। আর						
	মৎস্যদেবেরও আপাতদৃষ্টিতে আর						
	একবারমাত্র চাক্ষুষ-মনস্তরে, বিশেষ-						
	দৃষ্টিতে প্রতি মনস্তরে আবির্ভাব	"	৮	"	২১
১৪।	নৃসিংহ	"	১০	"	২৩
	ষষ্ঠ-চাক্ষুষ-মনস্তরে সমুদ্রমহনের পূর্বে,						
	মৃতরাং কূর্মাদি অবতারের পূর্বে						
	ইহার অবতার	৪৪	১৬	২১	৫
১৫।	কূর্ম	"	৩	"	৮
	পদ্মপুরাণের মতে শিবি মন্দরবারী,						
	তিনিই দেবগর্ভের প্রার্থনায় ভূধারী						
	হইয়া থাকেন; কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তরাদির						
	মতে ভূধারী কূর্মই মন্দরধারণার্থ						
	প্রকট হন	"	৬	"	১১

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
১৬। ধনন্তরি	৪৪	১১	২১	১২
ধনন্তরির দুইবার আবির্ভাব;—এক- বার ষষ্ঠ-চাক্ষুণীয়-মঘন্তরে, আর একবার সপ্তম-বৈবস্বতীয়-মঘন্তরে	"	১২	"	"
১৭। মোহিনী	৪৫	১	"	২৪
মোহিনী মূর্তির দুইবার আবির্ভাব,— একবার দৈত্যমোহনার্থ, আর এক- বার মহাদেবের প্রমোদার্থ	"	২	"	"
ষষ্ঠ চাক্ষুণীয়-মঘন্তরে নৃসিংহ, কুর্গ, ধন- ন্তরি ও মোহিনী, এই চারিটি অবতাব	"	৫	"	২৭
১৮। বামন	"	৫	২২	১
বামনের তিনবার আবির্ভাব;— একবার ষায়ত্ত্ববীয়-মঘন্তরে, দ্বিতীয়- বার সপ্তম বৈবস্বতীয়-মঘন্তরে, তৃতীয়- বার ঐ ষৈবস্বতীয়-মঘন্তরেরই সপ্তম চতুর্গে অদিতি ও কণ্যপের পুত্ররূপে	"	৮	"	৩
১৯। ভার্গব বা পরশুরাম ...	৫৬	১	"	১০
কাঁইবও মতে বৈবস্বত-মঘন্তরের সপ্ত দশ চতুর্গে, কাহারও মতে রাবিশ চতুর্গে ভার্গবের আবির্ভাব	"	৫	"	১৩
২০। রাঘবেন্দ্র	"	৬	"	১১
বৈবস্বত-মঘন্তরের চতুর্বিংশ চতুর্গের ত্রৈলোক্য ইহার জন্ম। লক্ষণাদির তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতভেদ	"	১০	"	১৮
২১। বাস	৪৭	১	২৩	১
বাসদেবের সাক্ষাৎ ইন্দ্রবদ। অপাস্তুর- তমার দ্বৈপায়নত্ব-প্রাপ্তি ও আবেশত্ব	"	৮	"	৪
২২। বলরাম	৪৮	১	"	১৪
দ্বিতীয় বৃহ সঙ্কর্ষণই বলরাম। ইনি অবতরণকালে ভূধারী 'শেষের' সহিত				

বিষয়।		সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হন, তজ্জগৎই					
ই হাকেও 'শেষ' বলা হইয়া থাকে।					
শেষ দ্বিবিধ :—১ম ভূধারী, ২য় ভূগ-					
বানের শয্যারূপ। ১মটি জীবকোটি,					
২য়টি ঈশ্বরকোটি। ভূধারীতে সঙ্ক-					
র্ষপের আবেশ হয় বলিয়া ভূধারীকেও					
'সঙ্কর্ষণ' বলে		৪৮	৪	২৭	১৬
২৬। শ্রীকৃষ্ণ	২	২	২১
২৪। বুদ্ধ	২২	২	২৪
কলির দুই হাজার বৎসর অতীত হইলে,					
বুদ্ধের আবির্ভাব। সূত যখন ভাগ-					
বত কথা কীর্তন করেন, তখন ডাহা-					
দিগের নিকট বুদ্ধ ভবিষ্যৎ অবতার।					
বর্তমানকালে তিনি অতীত অবতার		৪৯	১	২৪	১৭
২৫। কঙ্কী	৫	২	৫
বিষ্ণুযশা কে? বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টা-					
বিংশ-চতুর্যুগস্থ কলিতে কঙ্কির ও					
বুদ্ধের আবির্ভাব। কেহ কেহ বলেন,					
প্রতি কলিতেই বুদ্ধ ও কঙ্কির					
আবির্ভাব		...	৮	৮	৮
বামন, পরশুরাম, রাঘবেন্দ্র রাম, ব্যাস,					
বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কঙ্কী, এই					
আটটি বৈবস্বত-মন্বন্তরের অবতার		...	১২	২	১৩
চতুঃসন, হইতে কঙ্কী পর্য্যন্ত পট্টিটিকে					
কল্পাবতারও বলে। কল্পাবতার বলিবার					
কারণ		...	১৩	২	১৪
মন্বন্তরাবতার।—মন্বন্তরাবতারের লক্ষণ		৫০	১	২	১৮
কল্পাবতার হইলেও বজ্রাদি মন্বন্তরা-					
বতার কিরূপে? বজ্র হইতে বৃহত্তাত্ত্ব					

বিষয়।		অং. পৃ.	সং. পং.	অং. পৃ.	অং. পং.
পর্যন্ত যে কয়টি অবতার, তাঁহারাই					
মহাস্তর-ব্রত	...	৫১	১	২৪	২০
১। যজ্ঞ	...	৫	৫	২৫	৩
ইনি দায়ভুব মহাস্তর-পালক। পিতা					
কচি, মাতা আকুতি	...	"	"	"	"
২। বিভূ	...	"	৬	"	৬
ইনি বাবোচিবীয় মহাস্তর-পালক।					
পিতা বেদশিরা, মাতা ভূষিতা	...	"	"	"	"
৩। সত্যসেন	...	"	১১	"	১১
ইনি গুপ্তমীয় মহাস্তর-পালক। পিতা					
ধর্ম, মাতা হনুতা	...	"	"	"	"
৪। হরি	...	৫২	১	"	১৬
ইনি তামসীয় মহাস্তর পালক ও গজেন্দ্রের মোক্ষদাতা। পিতা হরিমেধা,					
মাতা হরিণী	...	"	"	"	"
৫। বৈকুণ্ঠ	...	"	১৫	"	২২
ইনি রৈবতীয় মহাস্তর-পালক। পিতা					
গুরু, মাতা বিকুণ্ঠা	...	"	"	"	"
৬। অজিত	...	"	১৩	২৬	৩
ইনি চাক্ষুশীয় মহাস্তর-পালক। পিতা					
বৈরাজি, মাতা সন্তুতি। ইনিই কূর্ম-রূপধারী	...	"	"	"	"
[এই ছয়টি মহাস্তর-ব্রতের অতীত]					
৭। বীমন	...	৫৩		"	৯
ইনি বৈবস্বত মহাস্তর-পালক, হুতরাং বর্তমান মহাস্তর-ব্রত। পিতা কশ্যপ,					
মাতা অনিতি	...	"	"	"	"
৮। সার্কভৌম	...	"	৩	"	১৩
ইনি সাবর্ণীয় মহাস্তর-পালক। পিতা					
দেবগুহ, মাতা সরস্বতী	...	"		"	"

ବିଷୟ ।	ସଂ. ପୃ.	ସଂ. ପୃ.	ଅ. ପୃ.	ଅ. ପୃ.
୧୮ । ଶ୍ଵାସତ	୧୭	୬	୨୬	୧୭
ইনি ব্রহ্মসাবর্ণ্য-মহন্তর-পালক । পিতা				
আব্রাহাম, মাতা অম্বুধারা । [ইনি				
ନାତି ଓ ମେକଦେବୀର ପୁତ୍ର କଳାବତାର				
ସ୍ଵଭାବ ନାହିଁ ।] ... ,	"	"	"	"
୧୯ । ବିଷ୍ଠକ୍ସେନ	"	୯	"	୨୧
ইনি ব্রহ্মসাবর্ণ্য-মহন্তর-পালক । পিতା				
ବିଷ୍ଠକ୍ସି, ମାତା ବିଷ୍ଠା	"	"	"	"
୨୦ । ଧର୍ମସେତୁ	"	୨୨	"	୨୫
ইনি ধର୍ମসাবর্ণ্য-মহন্তর-পালক । পিতା				
আସ୍ୟକ, মাতା ଦେବତା	"	"	"	"
୨୧ । ଅଧାର୍ଯ୍ୟ	୫୮	୧	୨୭	୧
ইনি ব্রহ্মসাবর্ণ্য-মহন্তর-পালক । পিতା				
সত্যସହ, মাতା ହନୁତା	"	"	"	"
୨୨ । ଯୋଗେଶ୍ଵର	"	୮	"	୧
ইনি দেବসাবর্ণ্য-মহন্তর-পালক । পিতା				
ଦେବହୋତ୍ର, ମାତା ବୃହତୀ	"	"	"	"
୨୩ । ବୃହତ୍ସାମ	"	୯	"	୯
ইনি ইନ୍ଦ୍ରସাবর্ণ্য-মহন্তর-পালକ । পিতା				
ସତ୍ୟାୟ, ମାତା ବିନତା	"	"	"	"
মহন্তର-বতার-সংখ্যা ୨୪—(୧ যକ୍ତ + ୧				
বামନ) = ୧২	"	୧୦	"	୧୩
যুগାବতার	"	୧୩	"	୧୮
চারি যুগের চারিটি যুগାବতার । সত্য-				
যুগে ଶୁକ୍ର, ତ୍ରେତାୟ 'ରକ୍ତ, ଦ୍ଵାପରେ ଶ୍ରାମ,				
କଳিতে କୃଷ୍ଣ । 'মহন্তର-বতার'ই যୁଗା-				
বতার-ହইয়া থাকেন ...	"	୧୪	"	୨୭

অବতার-ସଂଖ୍ୟା :— ୬

বিষয় ।	সং পৃ.	সং পং.	অং পৃ.	অং পং.
কল্পাবতার ২৫ + মনসুত্তাবতার ১২ +				
যুগাবতারঃ = ৪১	৫৫	৩	২৮	৪
অতীত ও বর্তমান কল্প	"	৫	"	৭
বর্তমান কল্প দ্বিতীয়পর্যায়গত যেতঃ				
বারাহ কল্প	"	৬	"	৮
লোককল্পের অবতার	"	৭	"	১০
মহু ও মনসুত্তাবতারগণের প্রতিকল্পেই				
তুল্য-নাশিতা	"	৯	"	১৩
অবতার অগ্ন একপ্রকারে চতুর্বিধ :—				
১ আবেশ, ২ প্রাভব, ৩ বৈভবাবস্থ,				
৪ পরাবস্থ	৫৬	৮	২৯	৭
[১] আবেশাবতার				
চতুঃসর্প, নাবদ, পৃথু, গরুড়রাম ও				
ককী, হইহাবাই আবেশাবতার	"	১০	"	৯
[২] প্রাভব				
ও				
[৩] বৈভব	৫৭	"	৩০	৩
প্রাভবে অল্প শক্তির প্রকাশ, বৈভবে				
তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ ...	"	১১	"	৫
প্রাভব দ্বিবিধ	"	১৩	৩১	১
১ম অল্পকালব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত- কীর্তি । মেহিনী ও হংস আর শুক, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই চারিটি যুগা- বতার, সমুদায়ে এই ছয়টি ১ম-শ্রেণীস্থ প্রাভব । ২য় দীর্ঘকালব্যক্ত, শাস্ত্রকর্তা ও মুনিজনবৎ চেষ্টাবিশিষ্ট । ধনুস্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত ও কপিল, এই পাঁচটি ২য়- শ্রেণীস্থ প্রাভব । তাহা হইলেই সর্ব- সমুদায়ে ১১টি প্রাভবাবস্থ অবতার	"	১৪	"	১

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পং.	অং. পৃ.	সং. পং.
বৈভবাক্ষ অবতার ২১টিঃ—				
১ কুর্গ, ২ মৎস্য, ৩ নরনারায়ণ, ৪ বরাহ, ৫ হরগ্রীব, ৬ পুষ্কিগর্ভ, ৭ বল- রাম, আর যজ্ঞ ও বামন প্রভৃতি ১৪টি মহন্তরাবতার। $৭+১৪=২১$ । তন্মধ্যে নববাহমধ্যে পরিগণিত বরাহ ও হর- গ্রীব, আর হরি, বৈকুণ্ঠ, অম্বিত ও বামন, এই চারটি মহন্তরাবতার, সমু- দায়ে এই ৬টি বৈভবাক্ষ পরাবহুতলা	৫৮	৮	৩১	৭
কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তি- ধামসমূহ	২২	১২	৩২	১৩
অবতারগণের পরব্যোমস্থ ধাম ...	৬১	৪	৩২	১১
শ্রীকৃষ্ণের বদরীশাবতার ও উপেক্ষা- বতারত্ব প্রণয়ন	১০	৩৩	১	
উক্তমতবাদীর স্বমতপোষক বচন ...	১২	৩	৫	
উক্ত মতের প্রণয়ন অসম্ভব ...	৬৩	১	৩৪	৩
পরাবহুত্বের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ...	১২	১৪	১৪	
সেই সেই বচনের বাস্তবার্থ ...	১৪	১৪	১৭	
অসিদ্ধান্তহাপন ...	৬৪	১৬	৩৫	২
[৪.] পরাবহুত্ব	৬৫	১	৩৫	১২
১ নৃসিংহ, ২ রাঘবেশ্বর রাম, ৩ শ্রীকৃষ্ণ, ই হারা পরাবহুত্ব	২	৩	৩	
১। শ্রীনৃসিংহ	৪	৩	১৭	
শ্রীনৃসিংহের বাসস্থান :—জনন্যাক ও পরব্যোম	৬৬	১২	৩৬	১২
২। শ্রীরাঘবেশ্বর	১৪	৪	১৫	
শ্রীরাঘবেশ্বের জন্মপত্রী ...	৬৭	৬	১২	
শ্রীরাঘবেশ্বর ও লক্ষ্মণাদির তত্ত্বমধ্যক্ষে বিশুদ্ধমোক্তাদি ও পদ্মপুরাণের মত	৬৯	৮	৩৭	২০

বিষয়।	সং পৃ.	সং পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
শ্রীরাঘবেন্দ্রের বাসস্থান;—অযোধ্যা ও				
মহাবৈকুণ্ঠলোক	৬৯	১২	৩৭	২৪
৩। শ্রীকৃষ্ণ	৭০	১	৩৮	১
শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থার প্রতিপাদন	২	..	১
শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান;—ব্রজ, মথুরা,				
দ্বারবতী ও গোলাক.	৬	..	৫
শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরাঘবেন্দ্রের সহিত সমতা				
নিরাসপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপতা				
প্রতিপাদনার্থ বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়ার				
উল্লেখ	৮	..	৭
যে দৈত্য হিরণ্যকশিপু ও রবিশের				
দেহে নৃসিংহ ও রাঘবেন্দ্রের হস্তে নিহত				
হইয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই,				
সে-ই দৈত্যই কিন্তু শিশুপালের হস্তে				
শ্রীকৃষ্ণের করে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ				
করিল, ইহার কারণ কি? ...	৭১	:	..	১০
বিষ্ণুপুরাণোক্ত শিশুপালাদি অস্থির,				
ভগবৎপাণ্ডব-জয়-বিজয় নহে ...	৭৫	১	৩৯	২০
বিষ্ণুপুরাণীয় গদ্যের ব্যাখ্যা ...	৭৬	..	৪০	২
শ্রীকৃষ্ণে বিধিল ভগবন্মামের প্রবৃত্তি	৭৯	..	৪১	২৫
নারায়ণের ভিন্ন ভিন্ন নামের শ্রীকৃষ্ণে				
প্রবৃত্তি	২	..	২৬
হেঁটুসাম্যে প্রবৃত্ত নহে	৪	৪২	১
হেতুভেদে প্রবৃত্ত নাম	৭	..	৪
গীতাবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুপুরাণোক্ত				
হতারিগতিদায়কত্বের সমর্থন ...	৮০	১৪	৪৩	১
শ্রীকৃষ্ণের আবরণদেবতারূপে শ্রীরাঘ-				
বেন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহের পূজা ...	৮১	১০	..	১৩
ভগবৎস্বরূপমাত্রেরই পূর্ণতা	..	১২	..	১৬

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
নিৃত্যই শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশই				
অংশিত্ব ও অংশহরূপ তারতম্যের কারণ	৮২	৬	৪৫	২:
শক্তি-শব্দের অর্থ	৮৩	১	"	৭
শক্তির সমতাসত্ত্বেও উহার আবিষ্কার				
অনুসারেই আনন্দের তারতম্য	"	৩	"	৯
অচিন্ত্যশক্তিহেতু একই ভগবৎস্বরূপে				
যুগপৎ একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশত্ব ও				
অংশিতা	৮৪		"	১৬
ভগবান্ পূর্বস্পরবিরুদ্ধ বিবিধ				
অচিন্ত্যশক্তির আশ্রয়	"	১২	৪৫	১
ভগবান্ বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয় বলিয়া				
যে অনিত্যত্বাদি দোষেরও আশ্রয়,				
তাহা নহে	৮৫	৩	"	৭
যষ্ঠদ্বন্দ্বীয় গদ্যদ্বারা ভগবানের পরস্পর-				
বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির সমর্থন	"	৫	"	৮
ব্রহ্মত্ব ও ভগবৎ দুইটি পৃথক্ স্বরূপ				
নহে, একই স্বরূপের দুইটি পৃথক্				
ধর্মমাত্র	৯১	১	৪৭	১২
ভগবানে বিরুদ্ধশক্তিমাত্রার অল্প এক-				
প্রকারে সমর্থন	"	৭	"	১৯
শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী				
পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, কারণ তিনি				
ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণুর অবতার, এইরূপ				
পূর্বপক্ষ উত্থাপন	৯২	২	৪৮	১
ষোড়শ-শক্তি	৯৪	১	"	২২
উক্ত গর্ভোদশায়ীর বিলাস ক্ষীরাক্ষি-				
পতির অবতার শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ পূর্বপক্ষ	৯৫	৫	৪৯	১৩

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পৃ.	অ. পৃ.	অ. পৃ.
উক্ত পূর্বপক্ষসমূহের উত্তরপক্ষ ...	৯৬	১	৪৯	২৪
‘শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীর্ণাক্ষিপতির কেশের অব- তার’, একাদশ মতেব উত্থাপন ও খণ্ডন ...	৯৯	৮	৫১	৫
উক্ত মতের নিরাসার্থ বিবৃধিগ্রহণ- তরোক্ত প্রক্রিয়া ...	১০১	১	১	৩৬
‘শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমপতি নাবায়ণের ১ম- বাহ বাহুদেবের অবতার’, এইরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপন ...	১০২	১৬	৫২	১
২য় বাহু সঙ্কর্ষণ ...	১০২	৮	১	১০
৩য় বাহু প্রস্থান ...	১০৩	১৫	১	১৭
৪র্থ বাহু অনিষ্টক ...	১০৩	৬	১	২৪
চতুর্বাহুর অধিষ্ঠাতৃ-সমূহে মতভেদ। বাহুদেব চিত্তের, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কারের, প্রস্থান বুদ্ধির এবং অনিষ্টক মননের অধিষ্ঠাতা; কিন্তু মহাভারতীয় মোক্ষ- ধর্মের মতে প্রস্থান মনের এবং অহি- ঙ্কার অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ...	১০৪	১১	৫৩	১
চতুর্বাহুর স্থান ...	১০৪	১৪	১	৫
নব-বাহু ...	১০৪	৪	১	১১
নববাহুর মধ্যে চতুর্বাহুর ও চতুর্বাহুর মধ্যে বাহুদেবের আধিক্য ...	১০৪	১৮	১	১৬
‘শ্রীকৃষ্ণ বাহুদেবের অবতার’, এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান ...	১০৫	১	১	২৩
নানৈকমুতা ও অধিকৈকমুতা ...	১০৬	৮	৫৪	১৬
বাহুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণদেহতা ...	১০৭	১১	৫৫	৯
নির্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা- বিষয়ে পূর্বপক্ষ ও তাহার সমাধান ...	১০৮	১	১	১৪
ভগবদ্গুণ অপ্রাকৃত ...	১১১	৩	৫৬	২১

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পৃ.	অ. পৃ.	অ. পৃ.
শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট ও সূর্যাতুলা, আর ব্রহ্ম নির্ধর্মক ও কৃষ্ণসুধোর প্রভাতুলা	১১২	৬	৫৭	১৫
‘শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের বিলাস’ রামাঙ্কজীয়গণের এই পূর্বপক্ষ উত্থাপন	১১৫	৬	৫৮	১৫
বৈকুণ্ঠধামের নিত্যতা	১১৬	৭	”	২৪
চারি, ষোড়শ ও পঞ্চ শক্তি	১২০	৮	৬০	১৯
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ	”	১৯	৬১	৩
পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় মহাবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠপতি, বৈকুণ্ঠসহিবী ও বৈকুণ্ঠপরিকরবর্গের বর্ণনা,	১২১	১	”	”
মহাবৈকুণ্ঠের সপ্ত আবরণ ও চতুঃসপ্ততি আবরণদেবতা	১২৭	১	৬৪	১৫
‘শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস’ এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরপক্ষ	১২৯	৪	৬৬	৪
নিরপেক্ষ-রব-রূপা প্রতি দ্বারা নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রতি- পাদন	১৩০	১	”	৯
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, কণিষথ ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, তন্ন্যায়বর্ত্তিত্ববনসংখ্যা ও তদ- ধিকারী চিরজীবী লোকপালগণ ...	১৩২	১৭	৬৮	৪
চতুঃখণ্ড ব্রহ্মার সম্বন্ধে এক অপূর্ব পৌরাণিক আখ্যায়িকার স্থূল মর্ম্ম ...	১৩৩	১৪	”	২০
বিষমব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ি পূর্বকথিত প্রাণ- মতের সহিত সমব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ি বিষ্ণু- ধর্ম্মোত্তরবচনের বিরোধ ও তাহার সীমাংসা	১৩৪	২০	৬৯	১২
শাস্ত্রীয় বচনদ্বয়ের বিরোধস্থলে কৃষ্ণ- পুরাণের সিদ্ধান্তনির্ণায়ক বচন ...	১৩৫	৫	”	১৯

বিষয়।	মং পৃ.	সং পৃ.	অ. পৃ.	অ. পৃ.
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিষ্ণুহের অসাম্যাতিশয়				
বা অসমোদ্ধিত	১৩৬	১	৭০	৮
ভগবানের দেবাদিলীলা অপেক্ষা মনুষ্য-				
লীলাই মনোহারিণী ও নরাকৃতি দেহই				
লীলার একান্ত উপযোগী ...	১৩৬	১	৭০	১৩
ভগবানে দেহদেহিভেদ নাস্তবিক নহে,				
ঔপচারিক বা আরোপিত ...	১৩৭	১৬	৭১	৮
“শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস” এই পূর্ব-				
পক্ষের পূর্বোক্ত উত্তরপক্ষ ব্যতীত				
অগ্রপ্রকার উত্তরপক্ষ ..	১৩৮	১	৭১	১৫
নারায়ণমহিমী লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা দ্বারা				
নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য				
প্রতিপাদন	১৩৮	১	৭১	২১
লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা-সম্বন্ধে পদ্মপুঙ্খলীয়				
উপাখ্যানের স্থূল মর্ম্ম	১৩৯		৭২	১০
নারায়ণনাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের				
মহিম্যাধিক্য ও তদ্বারা নারায়ণ অপেক্ষা				
শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ...	১৪০	১	৭২	২২
শ্রীকৃষ্ণই ‘স্বরূপ’	১৪০	১০	৭৩	৪
‘নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ				
নারায়ণের বিলাস নহেন’, এই নিজ				
সিদ্ধান্ত স্থাপন; আর প্রতিসমূহেরও				
উহাই তাৎপর্য	১৪১		৭৩	১২
‘শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে প্রাদুর্ভূত হন, নারা-				
য়ণ কিন্তু অনাদি, জ্ঞাত এবং নারায়ণ				
‘শ্রীকৃষ্ণের বিলাস হইতে পারেন না,’				
‘নারায়ণের স্বয়ংরূপতাবাদীর এতাদৃশী				
আপত্তির নিরাসার্থ—				

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পৃ.	অ. পৃ.	অ. পৃ.
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার অনাদিত্ব				
প্রতিপাদন	১৪১	১০	৭৩	১৮
নারায়ণবাহু কৃষ্ণবাহুসহ বিলাস ...	১৪৩	৭	৭৪	১৪
শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণাদির অন্তর্ভাব ও নারায়ণাদি-লীলার প্রকাশ	"	১৫	"	২২
শ্রীকৃষ্ণকে যে কেহ নরসখ নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরাকিশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা, কেহ বা বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ বলেন, তাহা 'মূর্খোক্ত' কারণে অসঙ্গত নহে	১৪৫	১	৭৭	২০
ভগবানের অজ্ঞত ও জন্মিদের অবিরোধ				
স্থাপন	"	৫	"	২৫
জন্মাদিলীলার আবিষ্কার কিরূপ?	"	৯	৭৬	১৪
জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্য ও গৌণ কারণ	১৪৬	১	"	৮
ভক্তজনের অদ্যাপি সেই সেই লীলা দর্শন	"	৭	"	১৪
ভগবৎপার্বদ ও ভগবানের নিত্যমুর্তিতা				
ও তদ্বিশয়ে পুরাণাদি বচন	"	১১	"	২০
নিত্যমুর্তিতার বিকল্পে আশঙ্কাবাদ্য	১৪৮	১৬	৭৭	২২
উক্ত আশঙ্কাবাক্যের সমাধান ...	১৪৯	৬	৭৮	৭
ভগবদ্বিচ্ছাই ভগবদ্ব্যুত্তি দর্শনের কারণ	১৫০	৩	"	১৭
কোন কোন স্থানে 'মাদা'-শব্দের অর্থ চিহ্নিত	"	৮	"	২২
ভগবানের উক্ত 'যেহেঁক প্রকাশত' সম্বন্ধে পৌখক প্রমাণ	১৫১	১	"	২৭
ভগবদ্বিচ্ছাহের যুগপৎ সর্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব	১৫২	৮	৭৯	২৩

বিষয় ।	সং. পৃ.	সং. পৃ.	অ. পৃ.	অ. পৃ.
শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা ...	১৫৩	৩	৮০	৯
লীলাপরিষ্কারবর্ণ ...	১৫৫	৯	৮১	৮
লীলা দ্বিবিধি :—প্রকট ও অপ্রকট	"	১২	"	১২
ব্রহ্মাদি যদি লীলাপরিষ্কার, তবে কেমন করিয়া তাহার ভগবানের প্রতিকূলাচরণ করেন, এই আশঙ্কার উত্তর ...	১৫৬	৩	"	১৬
প্রকট ও অপ্রকট লীলার লক্ষণ ...	"	৩	"	১৯
প্রকটলীলার আরম্ভপ্রকার	"	৯	৮২	১
<p>প্রথমে লীলাপরিষ্কার বহুদেব ও নন্দাদির অবতার, পরে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের অংশস্বরূপ ও তাহাদিগের নামধারী কৃষ্ণপদ্মোপাদি দেবকীগণের অবতার, তাহার পর মৃকুর্গণ বা বলরামের অবতার, তাহার পর অন্তর্হিত প্রহ্মা ও অনিরুদ্ধ নামক বৃহৎসংখ্যে যথাসময়ে পুত্রপৌত্ররূপে আবিষ্কার করিবেন স্থির করিয়া লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বহুদেবকৃন্দয়ে প্রকাশ ...</p>				
<p>বহুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া, ক্ষীরোদশায়ী অন্ত্রবৃদ্ধের দেবকীহৃদয়ে প্রকাশ ...</p>				
<p>দেবকীহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, তদনন্তর ভাস্কর্য্যমাসের কৃষ্ণষ্টমী তিথিতে ৩</p>				
<p>অর্দ্ধরাত্রি দেবকীর হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া তাহার শয্যায় প্রাচুর্য্যাব ...</p>				
<p>শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন চতুর্ভুজ হইলেও, তদ্বারা তাহার কৃষ্ণ বা নরাকৃতি-ব্রহ্মদেব হানি হয় না, ...</p>				

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
‘তথাপি দ্বিভুজদেব প্রাধিক্ত, কখনও				
বা যেন গোণ্ড	১৫৯	১	৫২	২০
যশোদার স্ততিকাগৃহে বহুদেবের				
প্রবেশ, নিজপুত্র রক্ষা এবং যশোদার				
কন্যাকে লইয়া নিঃসরণ	”	৪		৫৩
শ্রীকৃষ্ণ যশোদার নিত্যপুত্র, স্মরণ				
প্রকটলীলাতেও উক্তপ্রকারে দেবকীর				
স্তায় যশোদাকেও দ্বার করিয়া তাঁহর				
আবির্ভাব	”		”	২১
ব্রজমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি-লীলার				
প্রকাশ	১৬১	১	৫৩	২
‘বহুদেবগৃহে প্রথমবাহু বাহুদেবের ও				
নন্দগৃহে মায়ার সহিত স্বয়ংভগবান্				
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, পরে বহুদেব				
যশোদার গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যাকে				
লইয়া বহির্গত হইলে, উক্ত বাহুদেব,				
শ্রীকৃষ্ণের অভ্যস্তক্রে প্রবেশ করেন,’				
কোন কোন প্রাচীন ভাগবতজনের				
এতাদৃশ মত ও তাহার পরিণামক				
প্রমাণবচনের উল্লেখ	”	৮	”	৮
ব্রজে বাল্যাদিলীলা প্রকাশের পর নন্দ-				
‘মন্দনই আচ্ছাদন’ ও বহুদেব-নন্দনও				
প্রকটনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপে				
মথুরাগমন	১৬২	১১	৮৪	১১
মথুরালীলার পর দ্বারকালীলা	”	১৪	”	১৪
‘দ্বারকা’ ও বৃহ প্রদ্রাঘ ও ঐর্ধ বৃহ				
অনিষ্টের প্রকাশ	১৬৩	১	৮৫	২
প্রকটলীলার ব্রজে ৩ তিন মাস বিরহ।				
বিরহে বিক্ষুণ্ণি। ৩ তিন মাসের পর				
সাক্ষাৎ সঙ্গতি	”	৫	”	৬
সঙ্গতি দ্বিবিধ :—আবির্ভাব ও আগতি	”	৮	”	৯

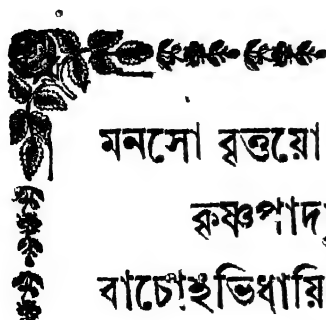
বিষয়।	সং পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব ...	১৬৩	৯	৮৫	১১
বিরহ-বিবর্ণ ব্রজবাসিগণের নিকট				
অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের যে আবির্ভাব,				
তাহাকেই 'আবির্ভাব' বলে ...	"	১০	"	"
মথুরাগমনের ৩ তিন মাসের পর উদ্ধ-				
বেব ব্রজে আগমন ও উদ্ধবগমনের পর				
হইতেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব।				
আবির্ভাবের পর হইতে শ্রীকৃষ্ণের				
মথুরাগমন-সম্বন্ধে ব্রজবাসিগণের স্বপ্ন-				
বৎ প্রতীতি ...	"	১২	"	১৪
আগতি না আগমন ...	১৬৪	৪	"	১৮
ব্রজে পুনরাগমন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-				
শ্রুতি ও তাহার পালন ...	"	৭	৮৬	১
সম্বন্ধে দ্বারকাবাসিবাক্যে যে 'মুধু-				
শব্দ আছে তাহার 'ব্রজ' অর্থ কিরূপ				
সঙ্গত হইতে পারে? আর তাদৃশ				
অর্থ করিবার কারণই বা কি? ...	১৬৫	১০	"	১৮
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন-সম্বন্ধে পদ্ম-				
পুরাণীয় বচন ..	১৬৬	১	"	২০
ব্রজলীলার নিত্যতা ...	"	১৮	৮৭	৯
নন্দাদির অংশ দ্রোণাদির বৈকুণ্ঠ গমন				
ও অংশী নন্দাদির ব্রজের অপ্রকট				
প্রদেশ অবস্থান ...	১৬৭	৪	"	১৩
অংশীর সহিত অংশের মায়ুজ্য ও				
কাষ্যাবসানে পুনর্বীর অংশী হইতে				
নিষ্কাসন প্রতীপাদনার্থ লক্ষণের দৃষ্টান্ত	"	৮	"	১৮
দ্বারকালীলার নিত্যতা ...	১৬৮	২	৮৮	৬
দ্বারকালীলার অপ্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণ				
প্রবিষ্ট স্বীকারিপতি অনিরুদ্ধের এবং				

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
ষড়গুণে প্রবিষ্ট দেবাংশগণের স্ব স্ব ধামে প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের নিজ লীলাপরি- কর ষড়বরগণের সহিত দ্বারকাতেই অবস্থান	...	১৬৮	৪	৮
শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধ :—				
মাথুর ও দ্বারকা	"	৮	১২
মাথুর ধাম আবার দ্বিবিধ :—				
গোকুল ও মথুরানগরী	"	৯	১৩
গোলোক গোকুলেরই বৈভব	"	১১	১৪
গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্য	১৬৯	১০	১০	২
মথুরামণ্ডলের নিত্যতা ...	১৭০	৩	"	৯
পরিচ্ছিন্ন হইলেও লীলাভূমিতে মথুরা- মণ্ডলের বিস্তার ও সঙ্কোচ	"	৭	১২
মথুরামণ্ডলস্থ লীলাস্থানসমূহের বিবিধ গুণের নির্দেশ	"	১৩	১৯
মথুরামণ্ডলের স্থায় দ্বারকারও নিত্যতাদি	১৭১	৫	১০	৫
একই স্থানে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রকাশ হেতু দ্বারকার অত্যন্ত ভাব	"	১১	১১
দ্বারকার চন্দ্র-সুধ্য প্রাকৃত, কৃত্ত প্রকট-প্রকাশগত লীলাপরিবর্তন উইদগকে প্রাকৃতের স্থায় অন্তর্ভব করণ	"	১৩	১৪
শ্রীকৃষ্ণের মাথুরী গোকুলেই সর্বাধিক বয়স ...	১৭২	২	"	১৮
বয়স ত্রিবিধ :—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। বাল্যের লক্ষণ	"	"	২৩

বিষয়।	সং. পৃ.	পং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
শ্রীকৃষ্ণের আর কোন রূপই গোপ-				
রূপের তুল্য নহে ...	১৭২	১০	২০	২৫
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ মাধুরী প্রভেদ				
বিরাজমানা ...	১৭৩	১	২১	৬
১। ঐশ্বর্যমাধুরী ...	"	৩	"	৭
২। ক্রীড়ামাধুরী ...	"	১৩	"	১৬
৩। বেণুমাধুরী ...	১৭৪	১	"	২১
৪। শ্রীবিগ্রহমাধুরী ...	১৭৫	১	২২	৬
<hr/>				
ভক্তপূজার আবশ্যকতা ...	১৭৬	১	২৩	১
সার্কণ্ডেয়াদি ভক্তবর্গ ...	"	৪	"	৩
স্বিকৃত আরাধনা অপেক্ষা বৈষ্ণব				
আরাধনা শ্রেষ্ঠ ...	১৭৭	২	"	৮
ভক্তের ভক্তই ভক্ততম ...	"		"	১৪
প্রহ্লাদ ...	"	১৩	২৪	৩
সার্কণ্ডেয়াদি ভক্তবর্গের মধ্যে প্রহ্লাদ				
শ্রেষ্ঠ ...	"	"	"	"
পাণ্ডবগণ ...	১৭৮	২	"	১৪
প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ...	"	"	"	"
যাদবগণ ...	১৭৯	১২	২৫	৫
পাণ্ডবগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ যদুগণ				
শ্রেষ্ঠ ...	"	"	"	"
উদ্ধব ...	১৮০	১১	"	১৭
যদুগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ ...	"	"	"	"
শ্রীব্রজদেবীগণ ...	১৮১	১৩	২৬	৪
উদ্ধব অপেক্ষা শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ ...	"	"	"	"

বিষয়।	সং. পৃ.	সং. পং.	অ. পৃ.	অ. পং.
লক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রীব্রহ্মদেবীগণ শ্রেষ্ঠা	১৮২	১১	২৬	১৮
শ্রীকৃষ্ণের পূজাস্তে তন্নিবেদিত ঐসাদ				
মুগ্ধাদি দ্বারা শ্রীব্রহ্মদেবীগণের পূজা				
অবশ্যকর্তব্য	১৮৩	১৬	২৭	১৮
শ্রীরাধিকা	"	১৮	"	১৬
শ্রীব্রহ্মদেবীগণের মাধ্যম শ্রীরাধিকাই				
সর্বশ্রেষ্ঠা	"	"	"	"

ইতি শ্রীলঘুভাগবতায়তের সংক্ষিপ্তসার সূচীপত্র
সম্পূর্ণ।



মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ

কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ।

বাচোহুভিধারিণীর্নামাং

কায়ন্তংপ্রসঙ্গাদিসু ॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃত ।

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিত—

টীকার সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।
শ্রীভগবান্ বিভাগশূন্য হইলেও কেমন করিয়া বিভাগবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন ?	২	৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণকাল	৩	৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেন শ্রীভগবদবতার, তদ্বিশেষে শ্রুতি ও স্মৃতিবচন আট প্রকার প্রমাণ ও তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ...	৩	১০
লৌকায়তিক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও পৌরাণিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণের মধ্যে কে, কোন্ কোন্ প্রমাণকে স্বীকার করেন, তাহার উল্লেখ ...	৪	১৬
অন্যান্য প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনেরই অন্তর্গত	৫	১০
বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদি দ্বিপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রমাণেরই অভিচারিতা	৫	১৪
অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর-নিরূপণের অসম্ভাবিতা ...	৫	২৩
বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর নিরূপ ?	৬	৪
উপনিষৎসম্বন্ধে ঈশ্বরলক্ষণ	৬	১৬
শ্রীকৃষ্ণ এক হইলেও গ্রাহ্য স্বরূপ-বাহুলা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?	৬	১৮
ভগবৎস্বরূপে অন্যত্বপ্রতীতির কারণ কি ?	৭	১৫
শ্রীকৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ার্থ	৮	২
গোত্রান্তির শ্রেষ্ঠতা	৮	১০
নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের কোন্ কোন্ গুণ অধিক ? ...	৯	১
		১৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
আকৃতিগত ইকাসবেও 'বাহুদেব' নারায়ণের বিলাস কিরূপে ?	১০	২
ভগবৎ স্বরূপের অংশাংশিতাব মক্ষাচাখোর অমুমোদিত কি না ?	১০	৮
ধারকার স্থায় ব্রজমধ্যেও ভগবানের 'প্রকাশ' পরিদৃষ্ট হইয়াছিল কি না ?	১১	১২
শ্রীব্রজগোপিকাগণের সহিত রমণ করিয়াও ভগবান্ আত্ম- রাম কিরূপে ?	১১	১৬
চতুর্ভুজ-রূপ অপেক্ষা দ্বিভুজ-রূপের শ্রেষ্ঠতা	১২	৩
ভগবানের ধাম ও মংস্ত-কৃষাদি স্বরূপের নিতাতা সম্বন্ধে স্থান ও পান্ন বচন	১২	১৫
শ্রীকৃষ্ণ অবতারা হইলেও যে, অবতারগণমধ্যে কীর্তিত হইয়া- ছেন, তাহার কারণ কি ?	১৩	৩
অবতারের লক্ষণ	১৩	৭
বিশ্বকাষ্যার্থ ভগবানের অবতার, সে বিশ্বকাষ্য কিরূপ ?	১৩	১০
ভগবান্ সৃষ্টিকর্তা হইলেও, প্রাকৃত বা প্রকৃতিজাত সামগ্রী সহিত যে লিপ্ত হন না, — প্রাকৃত বা প্রকৃতিজাত সামগ্রী যে তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, তাহার কারণ কি ?	১৪	২
নারায়ণ-নামের ব্যুৎপত্তি	১৫	২
বস্তুত প্রদ্ব্য হইতেই ব্রহ্মার জন্ম, কিন্তু মহাভারতীয় শাস্তি- পর্বে অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম বর্ণিত আছে। সেই অনি- রুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম-সম্বন্ধে মহাভারতীয় বচন উদ্ধার পূর্বক বিচার ও সীমাংসা	১৬	১২
৩য় পুরুষাবতার সম্বন্ধে ভাগবতীয় প্রমাণবচন	১৭	১৩
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, তিনের মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেয়ঃপ্রদাতা। কেন ?	১৮	১৪
হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরমাত্রদৃষ্ট ও দেবদিত্র অদৃষ্ট, আর বৈরাজ দেবদিত্র দৃষ্ট ও তাঁহাদিগের প্রতি বরপ্রদ	১৯	৭
ব্রহ্মার অবতারত্ব-সম্বন্ধে সুখ্যতা ও গৌণতা	২০	৯
ব্রহ্মের একাদ্যা বৃহৎ ও অষ্ট তনু	২১	৮
জীবকোটি-রক্ত-সম্বন্ধে শ্রৌত ও স্মার্ত বচন	২১	১৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি :
কোন 'শেষ' ঈশাং টি ও কোন 'শেষ' জীবকোট ? ...	২২	১০
ঈকুত্র তমোঃগুণবৃত্ত হইলেও, তাহাকে কেমন করিয়া		
• ত্রিলিঙ্গ বা গুণত্রয়বৃত্ত বলা হইয়াছে ?	২২	২১
সদাশিব যে মূলতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে শ্রীত-বচন	২৩	১৪
তৈত্তিরীয়গণ 'শিব, অচ্যুত' ও 'নারায়ণ' তিনটি শব্দকে		
একার্থক বলেন কেন ?	২৪	৫
রমাদেবী যে ভগবানের স্বরূপভূতা, তদ্বিষয়ে প্রমাণবচন ...	২৪	১৬
যেতদ্ব্যাপ কোষায়, এ বিষয়ে যে মতভেদ আছে, কিরূপে		
তাহার সমীপস্থ বিধান করিতে হইবে ?	২৭	৪
নিত্যক্রিয়ার লক্ষণ	২৮	৮
বিকৃভজন নিত্যকর্ম হইলেও, তাহার কোনরূপ ফল-জনক		
আছে কি না ?	২৮	৯
বিষ্ণু লকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও, ব্রহ্মরূপাদি দেবগণ অবজ্ঞেয় নহেন	২৯	
ব্রহ্মাদি যে বিষ্ণুর সমান নহেন, এতদ্বিষয়ে রামচন্দ্র কবিরাজ		
কি বলিয়াছেন ?	৩০	৩
ভগবানের স্বরূপশক্তি কিরূপ ?	৩০	১০
শক্তি ভগবানের সহিত অভিন্ন হইলেও, 'ভগবানের শক্তি'		
এইরূপ ভেদপ্রত্যক্তির কারণ কি ?	৩০	১৭
'বিশেষ-তত্ত্ব'	৩০	১৭
নৈকর্ম্যের অর্থ কি ?	৩২	৪
প্রতি মনুষ্যের, অবসানেই প্রলয় হয় মীতা, কিন্তু সেই মনুষ্য		
স্তর-প্রলয়ে কি পৃথিবী প্রলয়জর্মে নিমগ্না হন ?	৩৫	৩
মনুষ্যরাধিপতি দেবগণ প্রলয়কালে ব্রহ্মার লোকে গমন		
করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন কি না ? আর অধিকারিগণই বা কিরূপ		
অবস্থা লাভ করেন ?	৩৫	১০
কুর্শদেব 'অজিতের' অবতার	৪৪	৪
কুর্শ, ধনুস্তরি ও যোহিনী, তিনটিই 'অজিতের' অবতার ...	৪৫	৪
কন্দপুত্রের মতে ঈরাষবেন্দ্র রাম বাহুদেব, লক্ষণ সঙ্কর্ষণ, সুরত		
প্রহ্মা ও শক্রয় অনিরুদ্ধ, আর পদ্মপুত্রের মতে ঈরাষবেন্দ্র		
রাম নারায়ণ, লক্ষণ শেষ, সুরত শম্ব ও শক্রয় চন্দ্র	৪৬	

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি
শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভেও জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি গ্রন্থকার কেবল দ্বেষকার গর্ভেই তাঁহার জন্ম, এ কথা বলিয়াছেন কেন ?	৪৮	৬
কল্প ও কল্পসংখ্যা	৫০	১
ব্রাহ্মকল্প ও পাদ্মকল্প	৫০	১৩
এক একটি কল্পের মন্বন্তরসংখ্যা, এক একটি মন্বন্তরের যুগ-সংখ্যা ও চতুর্দশ মন্বন্তরাস্ত্রক কল্পের যুগসংখ্যা	৫০	১৪
মন্বন্তরবত্বের লক্ষণ	৫১	১
যে কলিতে শ্রীপৌরান্দ্রদেবের আবির্ভাব, সেই কলিতে যুগ-বত্বার কৃষ্ণ তাঁহার অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন	৫৫	৩৬
চতুঃসনে জ্ঞানসলার, নারদে ভাস্করলাব, আর পৃথু, পরশুরাম ও ককিতে শক্তিকলার আবেশ	৫৬	৩
কলিযুগে শ্রীভাবদেবতারের প্রত্যক্ষ-রূপতা-সম্বন্ধে বিবদ্বৎ বচন সত্ত্বেও শ্রীপৌরান্দ্রদেবের প্রত্যক্ষ-রূপত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বিচার ও মীমাংসা	৫৭	১
নবব্রাহ্ম	৫৮	৬
কেনোপনিষদে ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ুর ব্রহ্মবিষয় দর্শনেও ইন্দ্রকে কিরূপে অল্পজ্ঞ বলা হইয়াছে ?	৬২	১
পরাবহুত্বের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের পরাবহুত্বের সহিত শ্রীরাঘবেশ ও শ্রীনৃসিংহের পরাবহুত্বের পার্থক্য	৬৫	৬
শ্রীরামলক্ষ্মণাদির তত্ত্বসম্বন্ধে বিশ্বধর্মোত্তরীয় ও পদ্মপুরাণীয় মতভেদের সামঞ্জস্য-বিধান	৬৮	৯
বৃন্দলতাদির প্রেম শ্রীরাঘবেশের প্রতি একরূপ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর একরূপ	৭০	১
এতদ্ব্য ও মাধুর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে শ্রীরাঘবেশ ও শ্রীকৃষ্ণের তারতম্য	৭০	১২
নৃসিংহ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু, তথাপি নৃসিংহের করে নিহত হইয়া হিরণ্যাক্ষিপী এবং রামের হস্তে নিহত হইয়া রাবণ মুক্তিলাভ করিতে পারিল না, কিন্তু শিশুপাল যে শ্রীকৃষ্ণের করে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিল, ইহা বোঝায় কি ?	৭১	১০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।
ভগবান্‌রূপ আবিষ্কার করেন, সেই 'আবিষ্কার'-শব্দের অর্থ	৭১	১১
'গ্রহণ'-শব্দের অর্থ	৭১	১৩
'বিষ্ণু'-শব্দের বৃদ্ধপত্তি	৭১	২
বাবু ভগবানের আবৃত রূপ দর্শন করে,—ভগবৎরূপের এই 'আবৃত্ত' কিরূপ ?	৭৩	৬
মোক্ষজনিকা 'মনোরঞ্জন' কিরূপে সমুদিত হইতে পারে ?	৭৩	৯
ভগবান্‌মুক্তিই কর্তব্য, বিবেচবুদ্ধি পুরিত্যাজ্য, তবে বিবেচ- বুদ্ধি দ্বারা চিত্তের যে অভিনিবেশ, তাহাই ফলপ্রদ	৭৫	৩
বৈকুণ্ঠ হইতে যদি সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়-ই না, তবে ভগবৎ- পার্বদ জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ-বিভ্রংশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে কিচাৰ ও মীমাংসা	৭৫	১৪
নারায়ণের যে সকল নাম শ্রীকৃষ্ণে হেতুভেদে প্রবৃত্ত বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে, সেই সকল নামের নারায়ণে প্রবৃত্তির কারণকল্পন	৮০	৭
ভগবানে দেহদেহীর অভেদ সত্ত্বেও, 'ভগবানের দেহ' এরূপ বাবহার বা প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?	৮২	৩
অশঙ্ক ও অশিষ্ট বা পূর্ণত্বের বিচার	৮২	১৪
ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা ও তেজ, প্রত্যেকের লক্ষণ	৮৩	১৪
বিকল্প, বিতর্ক ও বিচার	৮৭	৪
ঈশ্বরের 'কেবলত্ব' ও 'ভগবত্ব'	৮৭	১৬
কিমলা প্রভৃতি নথি শক্তি	৯৪	২
সাক্ষাৎভগবানের লক্ষণ	৯৬	১১
কেশাবতারত্ব-বাদীর মতামূলক মহাভারতীয় বচন	৯৯	১০
কেশ-শব্দের ঐশ্বর্য্যবাচিত্ব	১০০	১২
'অধিক-কৈমূর্ত্তা'-বিষয়ে গ্রন্থকারপ্রদর্শিত উদাহরণ হইতে ভিন্ন আর একটি নূতন উদাহরণ	১০৮	৪
ভগবৎস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ, উভয়ের মধ্যে বস্তুগত ভিন্নতা না থাকিলেও, একটু তারতম্য আছে	১০৯	৮
নিগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধিপ্রকার	১১০	৪
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিরূপ ?	১১৬	৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
কেবলদ্বৈতীদিগের প্রতিপাদিত ব্রহ্মে গ্রন্থকারের অনভি- মতি ও তাদৃশ ব্রহ্মের তুচ্ছতা প্রতিপাদন	১১৫	৮
রামানুজীয়াগণের 'পর', 'বাহ', 'বিভব', 'অন্তর্ধানী' ও 'অর্চা'	১১৫	১৮
সংক্লেপ পাচপ্রকার	১১৬	১১
নারায়ণের সহিত ভাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিরূপা লক্ষ্মীর ভেদাভেদ	১২১	৪
তাৎপর্য-নির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গ	১২১	১৩
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই 'স্বয়ং'-পদের অভ্যাস বা পুনঃ- পুনঃকথন	১৩১	১৫
শাস্ত্রীয় বচনধর্মের বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই বচনধর্ম অপ্রামাণিক নহে, এতদ্বিষয়ে বিচার ও বিরোধমীমাংসার রীতি	১৩৫	১
চিরজীবী লোকপালগণের চিরজীবিত্ব-সম্বন্ধে মতভেদ ও তাহার মীমাংসা	১৩৫	৩
উপোদ্ভবতের লক্ষণ	১৩৫	১১
নরাকৃতি দেহেই ভগবতীলা প্রকাশের পরমোপযোগিতা ...	১৩৬	৫
শ্রীকৃষ্ণভক্তের বামনার লক্ষ্মী যে স্থলে তপস্তা করেন, তাহা এক্কে 'শ্রীবন' বলিয়া প্রসিদ্ধ	১৩৯	১৩
নারায়ণের পত্নী হইয়াও লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন, তদ্বারা ভাঁহার রতি, রসাতাসতা দোষে দ্রষ্ট হইতে পারে কি না?	১৪০	১
বৈশম্পায়নোক্ত মহাত্মার্ত্তীর সহস্রনাম অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ড- পুরাণোক্ত অষ্টোত্তরশত-নামের সহিমাধিক্য ও তাহার কারণ- নির্দেশ	১৪০	৫
শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাঘবেশ্বর রাম ও নারায়ণাদির অভেদ হইতু কদাচিত্‌ স্নেহ রাম-নারায়ণাদিতেও নিম্নলিখিত্তির অভিব্যক্তি হইতে পারে কি না?	১৪১	১
'অজ'-শব্দের অর্থ	১৪২	৬
'শম'-শব্দের অর্থ	১৪৩	১
শ্রীকৃষ্ণাবতারের সময়	১৪৬	১
	১৫৭	১৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।
শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে মহাভারতীয় বচন ...	১৪৭	
ঈশ্বর 'অনাম', 'অরূপ' ও 'অকর্তা', ইহার অর্থ কি ? ...	১৪৯	৮
'অধোক্ষজ'-শব্দের অর্থ ...	১৫২	৪
ভগবদ্গীতার নিত্যতার বিরুদ্ধে আশঙ্কা উত্থাপন ও তাহার সমাধান ...	১৫২ ১৫৩	৫ ৫
'দেবকী'-শব্দে, বহুদেবপত্নী দেবকীপত্নী ও নন্দপত্নী বশোদা, উভয়কেই বুঝায় ...	১৫৪	১২
নিতাধামকেশী ও কালিষ প্রভৃতি লীলাপরিবর্তন কিরূপ ?	১৫৫	৫
'প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়ে নিখিলপ্রপঞ্চের বিনাশহেতু প্রপঞ্চগত লীলা হইতে পারে না, অতএব লীলা অনিত্য', এই-কণ আশঙ্কার সমাধান ...	১৫৬	১০
নিতাপরিবর্তন বহুদেব ও নন্দাদির অংশ স্বর্গস্থ কৃষ্ণ-জ্যোতি-দির নামও বহুদেব ও নন্দাদি ...	১৫৭	৬
শ্রীকৃষ্ণাবতারের সময় সম্বন্ধে মৎস্যপুষ্কলীর বচন ...	১৫৭	১৮
জন্মকালে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর 'হৃদয়ে' প্রকট হইন, এ কথা বলিলেও, দেবকীর 'গর্ভে'ও যে তিনি অবস্থান করেন, ইহা বুঝিতে হইবে ...	১৫৮	৭
শ্রীকৃষ্ণ ও তদন্থে ঈশ্বরামর্ত্য যখন যুগপৎ অনাদিসিদ্ধ, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ভাব বা গুণলব্ধ-ভাব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?	১৫৯	১৩
শ্রীকৃষ্ণের একই কালে, দেবকী ও বশোদা, উভয়কেই গর্ভ হইতে জন্ম ও তৎসম্বন্ধে বিচার ...	১৬০	১৭
বহুদেবগৃহে সম্ভব বা বহুদেবের প্রসঙ্গভাব-বিষয়ক মতে গ্রন্থকারের অনভিমতি প্রতিপাদন ...	১৬২	৪
শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে সম্ভব বা বহুদেবের ক্ষরণ ...	১৬৩	২
বিরহাবস্থা প্রকাশের কারণ ...	১৬৩	৭
শ্রীকৃষ্ণের সত্যবাদিতা ...	১৬৫	৪
অংশী লক্ষণের সহিত তাহার অংশ ভূধারী শেখের সাদৃশ্য ও কার্য্যবসানে তাহা হইতে নির্গমন ...	১৬৮	১
গোলোক বৈকুণ্ঠেরই উচ্চ প্রদেশ ...	১৬৯	৮
'গোকুল হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি, তাহার সর্বোচ্ছাদ্য, ...		

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
বর্তমানকালে অধিবাসিগণের জরাসিদ্ধিঃখ দর্শন, ইত্যাদি কারণে গোকুল গোলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ আপ ত্তির উত্তর	১৬৯	৮
‘গোকুল প্রপঞ্চের মধ্যমর্তী, অতএব অনিতা’, এইরূপ আশঙ্কা ও তাহার সমাধান	১৭০	৩
দ্বারকায় যুগপৎ প্রভাত, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নের প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ বিচার ও নীমাংসা	১৭১	১২
শ্রীকৃষ্ণের ‘বাল্য’,—এস্থলে ‘বাল্য’ শব্দের অর্থ কি ? ..	১৭২	৯
শ্রীকৃষ্ণের ‘ঐশ্বর্য’,—এস্থলে ‘ঐশ্বর্য’-শব্দের অর্থ কি ?	১৭৩	৪
দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিষয়ের একটি কারণ	১৭৩	৫
ব্রজের যে কৃষ্ণ, দ্বারকায় এবং মথুরায়ও সে-ই কৃষ্ণ, তথাপি ব্রজে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মাধুরী অধিক, ইহার কারণ কি ?	১৭৫	১
<hr/>		
ভক্ত ও ভগবানের ঐক্যতাব	১৭৬	৫
বিকৃপজ্ঞা অপেক্ষা বৈকবপূজ্ঞাঃ শ্রেষ্ঠতার কারণ ..	১৭৭	২
ভক্তের কুলাদিপরীক্ষার অনাবশ্যকতা ও অবৈধতা এবং পাদোদক ও উচ্ছিষ্টের গ্রহণীয়তা	১৭৭	৬
ভগবানের যেমন স্বয়ং, বিলাস ও ব্যাহ্নিকপ তারতম্য, শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ, তদ্রূপ ভক্তস্বর্ণের তারতম্য ভক্তিরূপ	১৭৭	৭
শ্রীবিষ্ণুর মূর্তিপ্রদত্ত	১৭৯	৫
শ্রীকৃষ্ণ সভ্যভাসাদিতে নিরত হইয়াও আত্মারাম ..	১৭৯	৭
শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বৃন্দগোতমীর বচন ..	১৮৪	২

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীবলদেবকৃত-টীকা

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত ও শ্রীলঘুভাগবতামৃতের বলদেবকৃত টীকার মধ্যে

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ।

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ১। অহুমানখণ্ড (জগদীশকৃত) । | ২২। নারায়ণতন্ত্র । |
| ২। অমরকোষ । | ২৩। নিঘণ্টু । |
| ৩। অলঙ্কারকৌস্তভ । | ২৪। পদ্মপুরাণ । |
| ৪। আদিপুরাণ । | ২৫। পাবিনি ব্যাকরণ । |
| ৫। ঈশোপনিষৎ । | ২৬। পুরুষবোধিনী ক্রতি । |
| ৬। ঋগ্বেদ । | ২৭। বৃহৎসংহিতা । |
| ৭। কঠোপনিষৎ । | ২৮। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । |
| ৮। কুর্মপুরাণ । | ২৯। বৃহদগোতমীয়তন্ত্র । |
| ৯। কেনোপনিষৎ । | ৩০। বৃহদ্যান্মনপুরাণ । |
| ১০। কৈবল্যোপনিষৎ । | ৩১। বৃহন্নারদীয়পুরাণ । |
| ১১। গোপালতাপনী । | ৩২। ব্রহ্মতর্ক । |
| ১২। গোবিন্দভাষ্য (শ্রীবলদেবকৃত) । | ৩৩। ব্রহ্মসংহিতা । |
| ১৩। গোসুক্ত । | ৩৪। ব্রহ্মসূত্র । |
| ১৪। চতুর্বেদশিখা । | ৩৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । |
| ১৫। ছান্দোগ্যোপনিষৎ । | ৩৬। ভক্তিসাম্যতদিকু । |
| ১৬। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ । | ৩৭। ভট্টমত । |
| ১৭। ত্রিকাংশেষ অভিধান । | ৩৮। ভার্গবতন্ত্র । |
| ১৮। ধনঞ্জয়কোষ । | ৩৯। মৎস্যপুরাণ । |
| ১৯। নারদপঞ্চরাত্র । | ৪০। মহানারায়ণোপনিষৎ । |
| ২০। নারায়ণাধ্যায় । | ৪১। মহাভারত । |
| ২১। নারায়ণোপনিষৎ । | ৪২। মহাবরাহপুরাণ । |

৩০ স্থ. ১৭২৮ শং. ভা. ; ৩৭।১১ গো. ভা. = বক্ষহৃত্র ১ম অধ্যায় ৩য় পাদ ২৮তম সূত্রের
শঙ্করভাষ্য. এবং ৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ১১শ
সূত্রের শ্রীবলদেব-বিদ্যাহুত্ব-কৃত গোবিন্দ
ভাষ্য।

ভা. ৪০ সিং, দং ১১৮ = তজ্জিন্নসামুতসিকু দক্ষিণবিভাগ ১ম লহরী ১৮শী কারিকা।

ভা. ৪০ সিং, পূ. ২১০২ = তজ্জিন্নসামুতসিকু পূর্ববিভাগ ২য় লহরী ৩২তমা কারিকা।

ভা. ১০৮৯ = শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮৯তম অধ্যায়।

ভা. ১১।৫১০২ = শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ৩২তম শ্লোক।

ভা. ১০।৩।৩২ ; ৪১ = শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩২তম শ্লোক ও ৪১তম শ্লোক।

ভা. ১১।৫।২০ — ৩২ = শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ২৫তম শ্লোক হইতে ৩২তম শ্লোক
পর্যন্ত।

ভা. ৪।১৫ — ২৬ অং. = শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১০শ অধ্যায় হইতে ২৩তম অধ্যায় পর্যন্ত।

ভা. ৩।৩২।১০ স্বাং টী. = শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩২তম অধ্যায় ১০ম শ্লোকের শ্রীধরখামিকৃত
টীকা।

ভা. ১।৩।১৫, ১২৪।৪৬ স্বাং টী. = শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ১৫শ শ্লোকের, আর
৮ম স্কন্ধ ২৪তম অধ্যায় ৪৬তম শ্লোকের খামিকৃত টীকা।

মং উ. ২ = মহোপনিষৎ ২য় শ্রুতি।

মং নাং উ. ২৫।১ = মহানারায়ণোপনিষৎ ২৫তম খণ্ড ১ম শ্রুতি।

মং ভা. ৪০ পং ২২০২২ = মহাভারত বনপর্বে ২২০তম অধ্যায় ২২তম শ্লোক।

মং ভা. ১।৩ পং ৩৪০।২৭ — ২৮ = মহাভারত শান্তি পর্বে ৩৪০তম অধ্যায় ২৭তম ও ২৮তম
শ্লোক।

মু. ৩।১।৩ = মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৩য় শ্রুতি।

মু. উ. ৩।১।৩ = মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৩য় শ্রুতি।

রা. ৮০ ৫ পং. = রামায়ণচন্দ্রিকা ৫ম পটল।

বাং উ. ৩৫ = বায়ুদেবোপনিষৎ ৩য় গদ্যশ্রুতির অন্তর্গত ৫মী পদ্যশ্রুতি।

বাং রা. ৪০, স্ব. ৮০ ১১২।৭ = বায়ীকিরামায়ণ বৃদ্ধকাণ্ড ১১২তম সর্গ ৭ম শ্লোক।

বিষ্ণু পু. ৬।৫।৭৪ = বিষ্ণুপুরাণ ৬ষ্ঠ অংশ ৫ম অধ্যায় ৭৪তম শ্লোক।

শি. বং ১।৩ = শাখ্যকৃত শিশুপালবধ ১ম সর্গ ৩য় শ্লোক।

যে. ৬।১ = খেতাষতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১মী শ্রুতি।

যে. উ. ৬।১৬ = খেতাষতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬শী শ্রুতি।

হং বং ১২৭।৩৭ = হরিশংখ ১২৭তম অধ্যায় ৩৭তম শ্লোক।

অন্তান্ত স্থল এতদনুসারেই বিবেচ্য।

শ্রীলঙ্কাভাগবতামৃতম্।

শ্রীমৎপূজ্যপাদ-রূপগোস্বামি-বিরচিতম্।

শ্রীমদ্ভাগবতলোকং শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ সহ ।

শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্থাপ্যং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ॥

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-
টীকাসমেতম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবঃ ৪১২ ।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিষফলাধরৌষ্ঠাৎ ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পৰং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্ ।

পূর্বপ্রণাম ।

শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ।

(১) “নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়”কুণ্ঠমেধসে ।

“যে ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥” ১ ॥ *

অথ শ্রীমদ্বলদেববিন্দ্যাভূষণবিরচিতা টিপ্পনী ।

শ্রীগোবিন্দায় নমঃ ।

ভক্ত্যভাসেনাপি তৌষং দধানে ধর্মশ্রদ্ধে বিশ্বনিস্তারিনামি ।

নিত্যানন্দাদৈবতচৈতন্যরূপে তস্মৈ তস্মিন্মিত্যুস্মাত্ত্বং মীতিনঃ ॥ ০ ॥

দেবচর্য্যাং যং বিদুঃ সংকির্ষিত্তে পারাশর্য্যাং তত্ত্বাদে মহাস্তুঃ ।

শৃঙ্গারার্থব্যঞ্জনে ব্যাসমুখং স শ্রীকৃপঃ পাতু নো ভূত্যবর্গিন্ ॥ ০ ॥

অথ সৌম্যং নিখিলশাস্ত্রসারস্বতঃ শ্রীকৃপাভিধানঃ শাস্ত্রকুং সংক্ষিপ্তভাগবতামৃতং
শাস্ত্রং নিখিন্নমাগন্তদ্ব্যভ্যুতগবৎপ্রণতিরূপঃ প্রত্যাভূতগরাশিবহ্নিমভীষ্টপূর্তিপীষ্ম-
বলাহকং মঙ্গলং তাবদ্বিব্রাতি, নমস্তস্মৈ ইতি । ভগবতে—“ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্ত

* “নমস্তস্মৈ” ইত্যেতস্মিন্ দশমস্কন্ধীয়পদো (ভূ. ১০।৮৭।৪৬) “অমলকীর্তয়ে” ইত্যসৌব
পাঠস্য* বিদ্যমানতথ্যামপি দুর্জহত্তগবন্তবনিরূপণে প্রবর্তমানেন গ্রন্থকৃত্য তদুপযোগিহমেধস-
সিদ্ধয়ে পবিতৃত্য “অকুণ্ঠমেধসে” ইতি বিশেষিতমিতি স্থবীভিষবধেয়ম্ ।

(২) “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং শাস্ত্রোপাঙ্গাস্ত্রপার্বদম্ ।

যজ্ঞঃ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈবজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥” ২ ॥

[ভা০ ১১৮৫১২]

বীৰ্য্যস্ত্র যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চাপি বধ্যাং ভগ-ইতীক্ষনা ॥” (বি০ পু০ ৬৫৭৭৪) ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তপূৰ্ণৈশ্বৰ্য্যঘটকবিশিষ্টায়, নিত্যযোগে মতুপ্ । কৃষ্ণায়—যশোদাস্তনক্ৰয়ায় । অকুণ্ঠা মেধা যস্মাৎ তস্মৈ, “ভূতো জ্ঞানং হি জীবা নাম্” (ভা০ ১১২২১২৮) ইতি স্মরণাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়ত,র্থঃ । ভগবতা তস্ত্র স্বয়ংসিদ্ধেতি বোধয়িতুং বিশিনষ্টি, য ইতি । ধত্তে—প্রকটয়তি, সর্কেষাং, ভূতানাং—জীবানাং, অভবায়—মোক্ষায় । উশতীঃ—কমনীয়াঃ, কলাঃ—ভাগান্ স্বাংশকলাবিত্তিলক্ষণান্, “কলা শ্রাৎ মূলরৈবুজ্জো শিল্লাদাংশমাত্রকে । ঘোড় শাংশে চ চন্দ্রস্ত্র কলনা-কালমানয়োঃ ॥” ইতি মেদিনী । যদ্যপি নির্ভাগো ভগ্নঃ বাংস্তথাপি বিশেষাৎ * সভাগঃ প্রতীয়তে ইত্যুত্তরত্র ব্যক্তীভাবি । ১৩তঃসনসংবাদঃ বেদস্তবং বদরীশাং উপশ্রুতবতো নারদস্ত্র তন্মিষ্ণুবেদকমিদং পদ্যং কৃষ্ণস্ত্র মূলবস্ত্ত্বং স্ফুটয়তি ।

আলম্ব্যাদপ্রতিঃ শ্রাৎ পুংসাং যদগ্রহবিস্তরে ।

ততোহত্র ক্রিয়তে স্মৃদ্ধা টীকা ‘ভাগবতাত্মতে ॥ ১ ॥’

অথ কৃষ্ণাবিভাবস্ত্র স্বসাক্ষাৎকৃতপাদাম্বুজস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্ত্র বিজয়রাজনং মঙ্গলম্ । নিমিনূপেণ পৃষ্ঠঃ করতালংযোগী সত্যাদিযুগাবতারাম্বুজ্জু। “কলাবপি তথা শৃণু” (ভা০ ১১৫৫৩১) ইতি তমবধাপয়ন্নাহ, কৃষ্ণেতি । স্মমেধসঃ পুংসাঃ কলাবপি হরিং যজন্তি । কৈঃ ? ইত্যাহ, সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রায়ৈঃ, যজ্ঞৈঃ—অৰ্চাবিধি-ভিরিতি । তং কীদৃশম্ ? ইত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যন্ত্রান্তরিত্তি শেষঃ ; “বর্ণো বিজাদিগুরুাদিযশোগুণকথাস্ত্র চ ।” ইতি মেদিনী । ত্রিষা স্বকৃষ্ণং—“গুরুো রক্তস্ত্রথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ ।” (ভা০ ১০৮১১৩) ইতি গর্গোক্তি-

* বিশেষাদিতি—অনেনৈব টীকাকৃত্যে অবিরচিতশ্রীগীতাত্ত্ববর্ণভাষ্যস্ত্রোপক্রমণিকায়ঃ বিশেষ-লক্ষণং নিরূপিতং, যথা—“বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ । স চ ভেদাভাবেশ্চি ভেদকার্থ্যস্ত্র ধর্ম্মধর্ম্মিভাষাদিব্যবহারস্ত্র হেতুঃ ‘সত্তা সতী, ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্বদান্তি’ ইত্যাদিষু বিষয়ভিঃ প্রতীতঃ ।”

(৩) মুখ্যারবিন্দ-নিশ্চন্দ-মরন্দভর-তুন্দিল ।

মমানন্দং মুকুন্দস্ত সন্দুখ্যং বেণুকাংকলী ॥ ৩ ॥

(৪) শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ ।

• মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেমুণি বিজয়ন্তাং তদাহব্যাঃ ॥ ৪ ॥

পাঁবিশেষীং বিদ্যুৎগোষকাস্তিকমিতার্থঃ । অস্মেতি—নিত্যানন্দাধৈতৌ, উপা-
• স্তেতি - শ্রীবাসপুণ্ড্রিতাদিঃ, অস্থানি—অবিদ্যাবনচ্ছেক্ত্বাং তৎসমানি ভগবন্মানি,
পার্বদাঃ—শ্রীগদাধরগোবিন্দাদিঃ, তৈঃ সহিতম্, ইতি মহাবলিত্বমগ্র ব্যজ্যতে ।
গর্গবাক্যে পীত ইতি প্রাচীনতদবতারাৎপেক্ষয়া । অয়মবতারঃ শ্বেতবাহাংকল্প
গতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমরন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ, তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য এব পদ্যোক্ত-
দম্মাণাং নৃণাং ; অত্রেয় কলিষু তু কুচিচ্ছ্যামহেন, কাপি শুকপত্রাভয়েন বাবতার
দ্যোক্তেঃ ; স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি “প্রত্যক্ষরপঞ্চ দেবো দৃশ্যতে
কলৌ ৩৮ঃ” (বিষ্ণুধর্ম্মে) ইত্যাদিবাক্যং তদ্বিষয়ম্ । তদ্ব্যাজিনঃ স্মমেধসস্ত
“ছন্নং কলৌ যদভবঃ” (ভাঃ ৭।৩৩) “শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ” “কলাবপি তথা
শুণু” ইত্যাদিবাক্যভাববিদো বোধ্যঃ । ছন্নং প্রেমবীজিব্রতত্বম্ । বৃহন্নারদীয়ে
চৈবমুক্তম্ - “অহমেব কলৌ বিপ্র ! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ । ভগবন্ত্তরুপেণ
লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা ॥” ইতি ১৮শ্চৈতন্যমভিপ্রোতি—“যদা পশুঃ পশুতে
কল্পবর্ণং কর্ত্তব্যমীশং পুরুষং ব্রহ্মবোনিম্ ।” ইত্যাদিনা মুণ্ডকে (৩।১৩), “মহান্
প্রভুবৈ পুরুষঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তকঃ ।” ইতি শ্বেতাশ্বতরারণ্যম্পনিষদি চ (৩।১২) ।
যত্তু দ্বাপরেইপি কচিৎ স্থানে হরিবংশে চ পীতমুক্তং, তদপি কাদাচিত্তকমন্ত,
হরেনানাবতারহাং ॥ ৩ ॥

স্বস্ত নন্দাশ্রজৈকাস্তিতাং দ্যোতয়ন্তদেণুনাদবিজয়বজ্রনং মঙ্গলমাহ, মুখেতি ।
সন্দুখ্যং—প্রপূরয়তু । বেণুগোঃ, কাকলী—স্বখদঃ স্বস্রো নাদঃ, “কাকলী তু
কলে হৃক্ষে” ইত্যমরঃ ॥ ৩ ॥

অত্র কলৌ প্রকটিতাতিপ্রভাবহাং, স্বপ্রভূগাং সংপ্রচারিতহাং, পরমপূমর্থ-
দহাং, তজপত্নাচ্চ কৃষ্ণনাম্নাং বিজয়ং মঙ্গলমাহ, শ্রীতি । হরে-কৃষ্ণেতি—ইতিশব্দ
আদবর্থঃ, “ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকাশাদিসমাপ্তিযু ।” ইত্যমরোক্তেঃ ; তেন্দ্বাত্রিংশ
দক্ষণো নামমন্তো বোধ্যতে । তদাহব্যাঃ—কৃষ্ণনাম্নানি, “হরেন্নাম হরেন্নাম হরে-

- (৫) শ্রীমৎপ্রভুপদাভ্যোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ।
 যদ্ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ॥ ৫ ॥
- (৬) ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা ।
 আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র স্তূহন্যঃ পরিবেষ্যতে ॥ ৬ ॥
- (৭) নির্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ময়াত্র পরিমুক্ততা ।
 প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে ॥ ৭ ॥

নামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরত্থা ॥” (বৃহন্নারদীয়ে);
 “যজ্ঞঃ সঙ্কীর্ণপ্রায়ৈর্যজন্তি ‘ই’ স্তূমেদসঃ ।” (ভা০ ১১।৫।৩২), “মধুরমধুর-
 মেতন্নঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসংফলং চিংস্বরূপম্ । সৰুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া
 হেলয়া বা ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥” (প্রভাসথণ্ডে) ইত্যাদিভ্যঃ ॥ ৪৫ ॥

নমু ভাগবতামৃতং গ্রন্থঃ শ্রীদনাতনচরণৈঃ প্রকাশিত্বাৎ অৰ্গমেনৈন প্রায়াসেন
 ইতি চেৎ? তত্রাহ, শ্রীমদिति । বিস্তৃতং তত্র গ্রহণেঃসমর্থানাং বৈষ্ণবানাং
 কার্যাবহমিদং, সংক্ষিপ্তত্বাৎ ইতি ন নিরর্থবো মৎপ্রয়াস ইতি ভাবঃ । নিষে-
 ব্যতে—আস্বাদ্যতে ॥ ৫ ॥

নমু ভগবতো ভাগবতানাং বা যৎ স্বরূপগুণনিরূপণং, তৎ খলু ভাগবতামৃতং
 ভবেৎ, তয়োর্মধ্যে কিং প্রথমং নিষেব্যং? তত্রাহ, ইদমिति । “তৎ কথ্যস্তাং
 মহাভাগ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্ । স্তম্ববাস্য পদাভ্যোজমকরন্দলিহাং সতাম্ ॥”
 (ভা০ ১১।৬।৬) ইতি শ্রীশৌর্যকপোরণাৎ শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ আদৌ পরিবেষ্যতে,
 তত্ছত্তরং তত্ত্বামৃতম্, ইতি নাপূর্ব্বো মৎক্রয়ঃ ॥ ৬ ॥

নমু প্রমাণানি বিনা প্রমেয়ানি ন সিধ্যন্তি, অতঃ প্রমেয়নির্গেত্রা ভবতা প্রমা-
 গানি গ্রাহ্যানি, তানি চ কানি কিস্তি চ ইতি চেৎ? তত্রাহ, নির্বন্ধমिति ।
 শব্দ এবতি—শ্রুতি-তদনুসারি-স্মৃতিরূপ প্রবেত্যর্থঃ । এতদ্বক্তং ভবতি—প্রত্যক্ষানু-
 মানোপমানশঙ্কার্থাপত্ত্যানুপলব্ধিসম্ভবতিহাত্ত্বৌ প্রমাণানি তীর্থকারৈরুক্তানি ।
 তেষু অর্থসম্বন্ধঃ চক্ষুরাদিকমিদ্ৰিয়ং—প্রত্যক্ষং, যথা ‘চক্ষুযা ঘটমহং পশ্যামি’
 ইত্যাদৌ; অথ অনুমিতিকরণম্ অনুমানং; পরামর্শজন্তজ্ঞানম্—অনুমিতিঃ;
 ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষদর্শনজ্ঞানং—পরামর্শঃ; ব্যাপ্তিশ্চ—সাধ্যবদত্বাভিস্তিষ্ঠং, হেতুসমা-

নাধিকরণাত্যস্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামান্যাদিকরণাৎ বা ; তদিদমনুমানং ‘বহুমান্
 ধূমাৎ’ ইত্যাদৌ বহু্যাদিভ্রুজ্ঞানে প্রমাণম্ । উপমিতিকরণম্—উপমানং, ‘গোসদৃশো
 গবয়ঃ’ ইত্যাদৌ ; সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধজ্ঞানম্—উপমিতিঃ, তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্ ।
 আপ্তবাক্যাৎ-শব্দঃ, যথা ‘নদীতীরে পঞ্চ তালাঃ সন্তি’ ইত্যাদিঃ ; যস্মাৎ বাক্যাৎ
 ‘নদীতীরং তালপঞ্চকযুক্তম্’ ইতি শব্দী প্রমিতিঃ শ্রুতং, তৎ তু অত্র প্রমাণম্ ।
 অসিধ্যদর্থকৃষ্টা সাধকাত্মার্থকল্পনম্—অর্থাপত্তিঃ, যথা দিবা অভুজ্ঞানশ্চ পীনত্বং
 ক্লান্তিভোজিতাং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে । অভাবগ্রাহিণী-বুদ্ধিঃ—অনুপলব্ধিঃ, যথা
 ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা ঘটাত্মবোং গৃহ্যতে । ‘শতে দশকং সম্ভবতি’ ইতি বুদ্ধৌ
 সম্ভাবনা-সম্ভবঃ । অজ্ঞাতবজ্জকং পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধম্—ঐতিহ্যং ; যথা ‘ইহ বটে
 যক্ষো নিবসতি’ ইতি ইহ লোকাঃ কথয়ন্তি’ ইতি । ‘এষ প্রত্যক্ষমেকং লোকায়তি-
 কস্ত চার্কাক্ষুঃদেহায়াবদিনঃ ; তচ্চ অনুমানঞ্চ বৈশেষিকস্ত ; তে চ শব্দশ্চেতি
 ত্রৈলোক্যসাংখ্যাতত্ত্বজ্ঞানয়োঃ ; তানি চ উপমানক্ষেতি নৈয়ায়িকস্ত ; তানি চ অর্থ-
 পক্ষানুপলব্ধী চৌত্ৰি যট মীমাংসকস্ত ; তানি চ সম্ভবৈতিহ্যে চেতি অষ্টৌ পৌরাণি-
 কস্ত ইতি ৮ তেষু উপমানং পৃথক্ ৮ ভুক্তবাৎ, প্রত্যক্ষাদিষন্তর্ভাবত্বাৎ । চক্ষুঃসম্ব-
 রূপস্ত গবয়স্ত গোসদৃশভুজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ; ‘গবয়শদৌ গোসদৃশাভিধায়ী’ ইতি
 জ্ঞানম্ অনুমানং ; ‘যথা গোসুখা গবয়ঃ’ ইতি বাক্যস্ত শব্দং নাতিক্রামতীতি ।
 অর্থাপত্তিশ্চ ন পৃথক্, কেবলব্যতিরেকিণ্যানুমানেনহন্তর্ভাবাৎ ; ‘এব রাত্রৌ ভুঙক্তে,
 দিবা অভুজ্ঞানত্বে সতি পীনত্বাৎ, যস্তু রাত্রৌ ন ভুঙক্তে, ন স দিবা অভুজ্ঞানত্বে
 সতি পীনঃ, যথাসৌ পীনঃ, ন চায়ং তথা’ ইত্যর্থাপত্তিরনুমানমেব । সম্ভবোহপি ন
 পৃথক্, ‘দশকং শতাস্তর্গতং, তদবিনাভূতত্বাৎ’ ইত্যনুমানাৎ । ঐতিহ্যঞ্চ প্রত্যক্ষে-
 হস্তঃ শ্রুতং, আদিমেন দৃষ্টত্বাৎ । অনুপলব্ধিশ্চ ন পৃথক্, ঘটাদ্যভাবস্ত বিশেষণতা-
 সন্নিকর্ষণে চাক্ষুযত্বাৎ । ইথঞ্চ প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি, সম্মতানি চ মধ্বমুনি-
 নাস্তৎপ্রাচ । তানি চ লৌকিককৃত্যর্থস্ত গ্রহে প্রমাণানি, ন অলৌকিকস্ত, তেষু ব্রহ্মদি-
 প্রমাতৃদোষসংক্রমাৎ । মায়ামণ্ডাবলোকে প্রত্যক্ষং, তৎকালবৃষ্টিনির্ভাপিতবহৌ
 চিরং ধুমোদগারিণি গিরৌ ‘বহুমান্ ধূমাৎ’ ইত্যনুমানঞ্চ ব্যতিচর্য্য প্রতীতম্ ; আপ্ত-
 বাক্যঞ্চ তাদৃগেব, তত্বেন ব্যাখ্যাতানাং কপিলাদিবাক্যানাং মিথঃ খণ্ডনাৎ । তস্মা-
 দলৌকিকতত্ত্বপ্রমাতুর্মমাপৌরুষং বাক্যং প্রমাণং ; তচ্চ বেদ ঋগাদিঃ, তন্তাগশ্চ
 পুরাণেতিহাসায়া, “এবং বা অরে অস্ত্য মহতো ভূতস্ত নিবাসিতমেতদ্যদ্যদ্বদো

(৮) যতশ্চৈঃ ‘শাস্ত্রযোনিহ্মাৎ’ ইতি ন্যায়প্রদর্শনাৎ ।

শব্দশ্চৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮ ॥

(৯) কিঞ্চ ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ’ ইতি ন্যায়বিধানভেদঃ

অমীভিরেব স্বেভ্যক্তং তর্কস্থানাদরঃ কৃতঃ ॥ ৯ ॥

যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কাদ্ভিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্” ইতি বৃহদারণ্যকাৎ (৪।৪।১০) ।
তথাপি তদ্ভাগে শূদ্রাবিকারঃ, তন্নিদেশাৎ ; যথা “বর্ষাস্থি রথংকারোহগ্নীনুদধীত”
ইতি রথকারস্ত সঙ্করস্তাপ্যগ্ন্যাধানাস্তে মনুসমাজে বিধিসামর্থ্যাৎ সঃ ॥ ৭ ॥

নমু পুংসাং বাহিতং ন সিধ্যতি, অবাহিতঞ্চাপততীতি তদ্বাধকস্তং সাধকশ্চ ।
বাহিতপুংভিন্নঃ কশ্চিৎ ক্ষিত্যক্ষুরাদীনামস্বদসাধানাত্ কাৰ্য্যাণাং কর্তৃ মহাশক্তিরস্তি,
স এবেশ্বর উপাসিতঃ ক্লেশানাং হন্তেতি কৈশেখিকাদিভিন্নুনিভিরস্মৃতিত্বাৎ অন্ত-
মানং হিহ্মা শব্দমেব ‘স্বীকৃত্বান্ নোপাদেয়বাগ্ভবিষ্যতি ইতি ১০? তত্রাহ,
যতশ্চৈরিতি দ্বাভ্যাম্ । ব্যাসানুযায়িনো হি বয়ং তন্মতমেবীহ্মমরামঃ, নঃ তু
‘তদ্বিক্রান্তবহেলনাদবিতীম ইতি ভাবঃ । “শাস্ত্রযোনিহ্মাৎ” ইতি ব্রহ্মসূত্রম্ (১।১।৩) ।
তস্তায়মর্থঃ—পরতো নৈত্যাকর্ষণীয়ম্ । পরৈশোহম্মমানেন বিদিত্তোপাস্তঃ, উপ-
নিষদা বা? ইতি সন্দেহে, বৈশেষিকাট্যোঃ “মন্তব্যঃ” (বৃঃ আঃ ৪।৪।৫)
ইতি শ্রুত্যা চাক্ষরীকৃতত্বাদম্মমানেনৈবেতি প্রাপ্তে সতি, নাম্মমানেন বিদিত্তা স
উপাস্তঃ । কৃতঃ? শাস্ত্রযোনিহ্মাদিতি । শাস্ত্রম্—উপনিষৎ তদ্ভাগশ্চ ভগবদগীতং
শুকভাষিতঞ্চ, যোনিঃ—জ্ঞানকাবণঃ, যন্ত, তদ্বাৎ । “উপনিষদঃ পুরুষঃ” “নাবেদ-
বিন্মমুতে তং বৃহস্তুম্” ইত্যাদিবু তদ্বোধ্যত্বাবগমাদিত্যর্থঃ । “যোনিঃ কারণে
ভগতাত্ময়োঃ” ইতি হৈমঃ । তৈঃ খলু শুদ্ধেণ তর্কেণ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিকো
জড়ো বিভূরীশ্বরঃ কদাচিৎ ভূতাবেশস্ত্রায়েন গৃহীতভৌতিকদেহঃ কৃতকার্য্যস্তং
ত্যজেদিত্যম্মমিতম্ । উপনিষদস্ত বিজ্ঞানানন্দঘনঃ স্তম্ভমন্ধিজ্ঞানাদিগুণঃ কূটস্তো
বিচিহ্নানস্তশক্তির্মধ্যমোহপি বিভূর্নিত্যদিব্যাধামা নিত্যলীলাপরিকর ইত্যাহঃ,
তদম্মমাস্ত্রী ব্যাসঃ পরমর্ষিঃ কথং তদম্মমানং স্বীকুর্যাদিতি । তথা চ পরতত্ত্ব-
নিরূপণে ব্যাসস্তোপনিষদেব প্রমাণমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

নমু “মন্তব্যঃ” ইতি শ্রুত্যাপি স্বীকৃতত্বাৎ ব্যাসোহপ্যম্মমানং স্বীকুর্যাদেবেতি
চেৎ? তত্রাহ, কিঞ্চৈতি । সাংখ্যেন শুদ্ধতর্কমাশ্রিত্য পরেশবিষয়কে বেদান্ত

(১০) • অর্থোপাশ্বেষু মুখ্যত্বং বক্তৃমুৎকর্ষভূমতঃ ।

কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ ১০ ॥

(১১) স্বরূপস্তুদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ ।

• ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাভীতধামস্ব ॥ ১১ ॥ *

সম্বন্ধে বিরুদ্ধব্যোমসীদং সূত্রমাহ, তর্কেতি (ভাঃ সূঃ ২।১।১১) । নেতাস্থ
বর্ত্ততে । পুরুষবুদ্ধিবৈধেয়ং গুণতর্কস্ব, অপ্ৰতিষ্ঠানাং—স্থৈর্য্যভাবাৎ, ন তেন
পুরুষার্থবস্তুনির্ণয়ঃ শ্রাদিত্যর্থঃ । এবমাহ শ্রুতিঃ—“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্তেনৈব সূক্তানায় প্রোক্ত ! ॥” (কঠঃ ২।৯০) ইতি । ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপ-
কারোপসংকঃ ; • যদ্যয়ং নির্বহিঃ স্তাৎ, তদানির্ধূমঃ স্তাৎ ইত্যেবংরূপঃ ; স চ
ব্যাপ্তিশঙ্কাং নিরস্ত্বান্ন অনুমানাস্তং ভাষেদিতি তর্কশব্দেনানুমানং গ্রাহস্ব । চেদেবং,
তাই “মন্তব্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ কা গতিরिति চেৎ ? স্বানুসারিতর্কপরাং সেতি
গৃহীত্ব “গুণতর্কং পরিত্যজ্য স্পষ্টত্বস্ব শ্রুতিস্বতী ।” ইতি ভারতবাক্যাৎ । তথাচ
বেদ এব ব্যাসস্ত প্রমাণং, তর্কশ্চ তদনুসারী ন নিবার্য্যতে, গুণতর্কস্ত প্রহেয়
এবেতি তদনুযায়িনো মেতদেব ॥ ৯ ॥

এবং প্রমাণং নিরূপা প্রমেয়ানি নিরূপয়িতুং প্রবর্ত্ততে, অথেতি । উপাশ্বেষু—
ভগবদবিভাবেষু তদাবিষ্টেযু চ মুখ্যে, উৎকর্ষভূমতঃ—শক্তি-গুণ-বিভূতি-লীলা-
হেতুকাং পারম্যবাহল্যাৎ, কৃষ্ণস্য—অশোদ্যন্তনক্লমস্য, মুখ্যত্বং—পারম্যং, বক্তৃ-
তস্য স্বরূপাণি ক্রমাদিহ নিরূপ্যন্তে ॥ ১০ ॥

• নস্তু “একমেবাদ্বয়ম্” ইতি শ্রুতেঃ, “বৈদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞান-
মদ্বয়ম্ ।” (ভাঃ ১।২।১১) ইতি স্বতেন্চ স্বরূপাণীতি বহুত্বং কথং ? তত্রাহ, স্বয়-
মিতি । অগৌ—কৃষ্ণঃ । একস্বাত্ম্যাগেনৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপপ্রাকট্যাৎ তদ্বক্তি-
র্নাসঙ্গতা । এবঞ্চাখ্যর্থগী শ্রুতিঃ—“একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপি সন্
বহুধা যো বিভাতি ।” (গোঃ ভাঃ, পৃঃ ২০) ইতি, স্বতিশ্চ “একানেকস্বরূপায়”
(বিঃ পুঃ ১।২।৩) “বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্” (ভাঃ ১০।৪০।৭) ইত্যাদ্যা । বৈদূর্য্য-
মণিবৎ দিব্যাভিনেতৃনটবচৈতদবোধ্যম্ । পূর্বপক্ষবাক্যয়োস্তয়োস্তদেকত্বং তত্ত্বং

তত্র স্বয়ংরূপঃ ।—

(১২) অনন্তাপেক্ষি যক্রূপং স্বয়ংরূপং স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫১)—

(১৩) “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥” ১৩ ॥ ইতি ।

বিশিষ্টমেব মন্তব্যম্, উত্তরত্র বৈশিষ্ট্যস্য ব্যক্তেঃ, তেনাচিন্ত্যশক্তিতো বহুত্বসিদ্ধিঃ ।
প্রপঞ্চাভীতেষু ধামসু—শ্রীগোকুলাদিষু পূর্ণমব্যোমাখ্যেযু বৈকুণ্ঠভেদেষু চ, পরাখ্য-
শক্তিবিজ্ঞপ্তিতেষু ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ংরূপস্য লক্ষণমাহ, অনন্তেতি । যস্য, রূপং—স্বরূপম্, অনন্তাপেক্ষি
ভবতি, স স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ । ‘স্বয়ংদাসানুপস্থিতঃ’ ইত্যত্র যথা তপ্তস্বিদাস্যাম্
অন্তাপেক্ষি ন প্রতীয়তে, কিন্তু স্বমাত্রাপেক্ষ্যেব, স্বেনৈব সিম্মিতঃ, তথা চ
যস্য স্বরূপং স্বতঃসিদ্ধং, ন তু অন্ততো ব্যক্তং, স স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ । এত-
দলক্ষণস্য মূলস্থ “গোপান্তপঃ কিমচরন্” (ভাণ ১০৪৪১৪) ইত্যাদিকে শ্রীদশম-
বাক্যে “অনন্তসিদ্ধম্” ইত্যেতদবোধ্যম্ । ইহ অন্তঃস্বভেদকাৰ্য্যং বিশেষাদেব,
ন তু ভেদাৎ, বস্তুনি ভেদবিরহাদিতি বোধ্যম্ ॥ ১২ ॥

তমুদাহরতি, ঈশ্বর ইতি । কৃষ্ণ ইতি বিশেষাৎ, তমাদায় শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তত্বাৎ ;
স চ যশোদান্তনক্কয়ো রূঢ়ার্থোহত্র গ্রাহঃ, ন তু সত্তাভিনানন্দো যোগার্থোহপি,
‘রূঢ়ির্যোগমপহরতি’ ইতি ত্রায়াৎ;—এবমুক্তং ভট্টে:—“লক্ষ্যত্রিকা সতী রূঢ়ি-
র্ভবেদযোগাপহারিণী । কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবোধতঃ ॥” ইতি ; নাম-
কৌমুদীকৃতিচ—“কৃষ্ণশব্দস্য তমালগ্রামভ্রমিষি যশোদান্তনক্কয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ”
ইতি ; যোগার্থস্যাভূতো লাভাভ । পরম ঈশ্বর ইতি বিশেষণদ্বয়াম্ অনন্তা-
পেক্ষিস্বরূপং তস্য স্বয়ম্বমুক্তম্, অন্তথা ঈশ্বর ইত্যেতৎ ক্রায়াৎ । ইথঞ্চ বিলাস-
স্বাংশবর্ণেভ্যো বৈলক্ষণ্যম্ । স চ কিংধাতুঃ ? ইত্যাহ, সচ্চিদিতি । চিদ্ৰূপো য
আনন্দঃ, তদ্বূতো বিগ্রহ ইতি কন্দধারণঃ, মূর্ত্ত্বপ্রকাশানন্দ ইত্যর্থঃ । সন্নতি
সৌন্দর্য্যমুক্তম্, অতিরম্যাক্সসন্নিবেশ ইত্যর্থঃ । এবঞ্চ মুক্তজীবভ্যো বৈলক্ষণ্যং,
তেষাং বিগ্রহাশ্চভেদসত্ত্বাৎ । সচ্ছন্দেন সর্বত্রাহুবৃত্তত্বং নোক্তং, তদ্বস্ত্ব সর্বকারণ-
স্বোক্ত্যা প্রাপ্তেঃ । গীলামাহ, গোবিন্দ ইতি—“স্বরভীরুভিপালয়ন্তম্” (ব্রহ্মসংঃ ৫২৯)

অথ তদেকাত্মরূপঃ ।—

(১৪) যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে ।

আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥

স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র বিলাসঃ ।—

(১৫) স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ ।

প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥

(১৬) পরমব্যোমনাথস্ত গোবিন্দস্য ন্যথা স্মৃতঃ ।

পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্যন্তরপাঠাৎ গোপাননলীল ইত্যর্থঃ । ন চানয়া ন্যনস্বং, “গোভ্যো যজ্ঞাঃ পবন্তস্ত গোভ্যো দেবাঃ সমুখিতাঃ । গোভির্বেদাঃ সমুদগীর্ণাঃ সমভঙ্গপদক্রমাঃ ॥” ইতি গোসূক্তাৎ । নাদীরতে স্ববিধেয়ত্ত্বা ন গৃহতে অয়মিত্যনাদির্ঘদূনাম্ ; আদীরতে স্ববিধেয়ত্বেনি আদিব্রজৌকসাম্ ; উপসর্গে ঘোঃ কিঃ । স্বয়মনাদির্হেতুশূন্যঃ, অগ্নেযাং হাদিঃ, ইত্যর্থস্ত নোক্তঃ, তস্মা উত্তরতো লাভাৎ । লীলাস্তরমাহ, সর্কেতি । “স কারণং কীরণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিচ্ছ্রীত ন চাধিপঃ ।” (শ্বেং ৬৯) ইতি মন্তবর্ণঃ । এষা লীলা স্বাংশপুরুষদ্বয়েতি বোধ্যম্ । তথাচ স্বয়ংরূপঃ কৃষ্ণ ইত্যাদাহুতম্ ॥ ১৩ ॥

তদেকাত্মরূপস্ত লক্ষণং, যদ্রূপমিতি । তদভেদেন স্বয়ংকপৈকোনা আকৃত্যা-
দিভিঃ—~~অন্য~~সম্মিবেশেন চরিতৈশ্চ, অনাদৃক্—ততোহগ্র ইব দৃশ্যতে, ন তু অগ্রঃ ;
“আকৃতিঃ কথিতা কুণ্ডে স্যামান্ধ-বপুযোরপি ।” ইতি বিষ্ণুঃ ॥ স ইতি—তদেকাত্ম-
রূপঃ ॥ ১৪ ॥

বিলাসস্ত লক্ষণমাহ, স্বরূপমিতি । অন্যাকারং—বিলক্ষণসম্মিবেশম্ । তস্মা—
মূলরূপস্তাব্যবহিতস্ত, বিলাসতঃ—লীলাবিশেষাৎ । আত্মসমং—স্বমূলতুল্যম্ । প্রায়ে-
ণেতি—কৈশ্চিদগুণৈকরনমিত্যর্থঃ । তে চ—“লীলা প্রেমণা প্রিয়াধিক্যে মাধুর্যে
বেণু-কপয়োঃ । ইত্যসাধারণং প্রৌক্তং গোবিন্দস্ত চতুঃস্বয়ম্ ॥” (তং রং সিং, দং ১১৮)

স্বাংশঃ ।—

(১৭) তাদৃশো ন্যূনশক্তিঃ যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঐরিতঃ ।

সঙ্কৰ্ষণাদির্মৎস্যাদির্ঘথা তত্তৎস্বধামস্ব ॥ ১৬ ॥

অথ আবেশঃ ।—

(১৮) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনাৰ্দ্দনঃ ।

ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ *

(১৯) বৈকুণ্ঠেহপি যথা শেযো নারদঃ সনকাদয়ঃ ।

অক্রূরদৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্তিতাঃ ॥ †

ইতি ভেদত্রয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ইতুক্তা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ । এবমত্র ॥ উদাহরতি, পরমে । প্রমাণমিহ
“গোলোকনামি” (ব্রং সং. ৫।৪৯) ইতি জ্ঞেয়ম্ : বদ্যপি নারায়ণ-বাসুদেবয়ো-
রুভয়োরপি চাতুৰ্ভূজ্যামস্বাচ্ছাকৃত্যোতৈক্যমিব প্রতীতং, তথাপি সেব্য-সেবক-
ভাবতঃ শ্রীরাম-ভরতয়োর্মিব প্রাগলভ্য-সঙ্কোচহেতুকং তদ্বৈলক্ষণামন্তীতি লক্ষণ
সঙ্গতিঃ ॥ ১৫ ॥

স্বাংশশ্চ লক্ষণমাহ, তাদৃশ ইতি—বিলাসসদৃশ ইতি, বিলাসসদৃশঃ স্বয়ংকণা-
দভিন্ন ইত্যর্থঃ । যো বিলাসশক্তিতোহুপি ন্যূনাঃ শক্তিঃ, ব্যনক্তি—প্রকাশয়তি, স
স্বাংশ ইত্যর্থঃ । নন্দেতদংশাংশিভাবাভিবানং স্বপ্রাচো মধ্বমুনেদিকং, তেন
“স্বাপায়াং” (ব্রং সূ. ১।১১৯) ইতি স্বদ্রে সর্কেবাং ভগবদ্রূপাণাং পূর্ণত্বাবগা-
দিতি চেৎ ? ন । তেনৈব “প্রকাশাদিবং নৈবং পরং” (ব্রং সূ. ২।৫৪৪) “স্মরন্তি
চ” (ব্রং সূ. ২।৫৪৭) ইত্যাদাবিকরণে তদ্বাবশ্যঃ † । “স্বাপায়াং”
ইত্যন্ত্ৰ ভাষ্যে তু স্বকপসংপূর্ণত্বমিত্যবিশোধঃ । ইহাপ্যভিধাত্তে “শক্তিব্যক্তিঃ”
ইত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥

* “মহত্তমাঃ” ইত্যত্র “মহোত্তমাঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† “দৃষ্টান্তে” ইত্যত্র “দৃষ্টো তে” ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ তদ্বাবশ্য—স্বাংশাংশিভাবশ্চ†

(২০) প্রকাশস্ত ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্ ॥

• তথাহি—

(২১) • অনেকত্র একটতা রূপশ্চৈকস্মৈ যৈকদা ।

• সৰ্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীৰ্য্যতে ॥

(২২) দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতিমন্দিরম্ ।

‘চিত্রং বতৈতৎ’ ইত্যাদিপ্রমাণেন স সেৎসৃতি ॥ ১৮ ॥

(২৩) কচিচ্চতুভূজং হপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্ ।

• অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভূজস্য চ ॥ ১৯ ॥

মার্গশলক্ষণমাহ, জ্ঞানেতি । কলয়া—ভাগেন ॥ বৈকুণ্ঠেহপীতি । শেষঃ—
প্ৰকাশপদার্থো বোধ্যঃ ॥ ত্রয়মিতি—স্বরূপ-তদেকান্নকপাবেশকপং ভেদত্রয়ং
নৈকপিতিমত্যাং ॥ ১৭ ॥

নমু চন্দ্রাবলীরাধিকাদীনাম্ কুন্নিগীসত্যভামাদীনাম্ সদ্ভাস্ত বহুতয়া হিতঃ
কৃষ্ণঃ স্মর্য্যতে, তেষু বহুবু কোহংসী কস্বংশ ইতি চেৎ ? তত্রাহ, প্রকাশস্থিতি ।
ভেদেষু বিলাস স্বাংশকপেষু প্রাপ্তভেদেষু, ন গণ্যতে—সাম্তর্ভবেদিত্যর্থঃ । হি—
হেতো । নো পৃথগিতি—বিশেষবিভক্তেনাপাত্ত্বেন বিশিষ্টো ন ভবেৎ ॥ প্রকাশ-
লক্ষণমাহ, অনেকত্রিতি । নন্দমন্দিরাং বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণস্তাসাং তাসাঞ্চ
মন্দিবেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিভাতিত্যেকতৈশ্চ—বিগ্রহস্ত যুগপদেব বহুতয়া বিরাজ-
মানতা, স প্রকাশাত্মো ভেদঃ পূর্ব্বোক্তভেদভেদৈহিহ এব । কুতঃ ? ইত্যাহ,
সৰ্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈলীলাভিষ্টে—রূপাদিত্যর্থঃ ॥ উদাস্থতিমাহ, দ্বারবত্যাং
যথেনিতি । ইতঃপূর্ব্বং ব্রজেহপি “কুত্বা তাবন্তমাদ্বানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ । ররাম
ভগবাংস্তভিরাষ্ট্রারামেহপি লীলয়া ॥” (ভা০ ১০।৩৩।১৯) ইত্যেতজ্জ্ঞেয়ম্ । কুত্বা—
প্রকাশ্য । অপি—অবধারণে । পবাংধ্যাক্তিরূপাভিস্তাভিঃ সহ রমণমাত্রারামম্ভমেবে-
ত্যত্র বিস্তৃতম্ । চিত্রমিতি—“একেন বপুষা যুগপৎ ত্বংক্ । গৃহেষু দ্বাষ্ট-
সাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥” (ভা০ ১০।৬৯।২) ইতি বাক্যশেষঃ । অত্রত্যানি
পদানি বার্তিকার্থগ্রহে সমর্থানি দৃষ্টব্যানি ॥ ১৮ ॥

নমু ত্যাগভীতিমুচ্ছিতাং কুন্নিগীং প্রতি চতুভূজস্মৈ একটোনাকৃতিভেদাৎ

(২৪) প্রপঞ্চাতীতধামত্বমেবাং শাস্ত্রে পৃথগ্বিধে ।

পাদ্মীয়োত্তরথণ্ডোদৌ ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥ ২০ ॥

॥ * ॥ [ইতি স্বয়ংকপ-বিলাস-স্বাঃশাবেশ-প্রকাশলক্ষণভগবত্বনিরূপণম্] ॥ * ॥

বিলাসাদিহে তদন্তঃ শ্রাদিতি চেৎ ? তত্রাহ, কচিদিতি । কৃষ্ণকপতামিতি—“কপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে” ইতি মেদিনীকোষাৎ যশোদাস্তনকয়ত্বস্বভাবঃ, ন ত্যজেৎ, ইতি তৎস্বভাবস্য তত্র সত্ত্বাৎ ন দোষঃ । তত্রাপি দ্বিভুজমেব তস্য রূপং, “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।” (বিঃ পুঃ ৪।১।২৮) ইত্যাদিস্মৃতেঃ । তথাপি কদাচিৎ হাসাদিধর্ম্মবৎ চতুর্ভুজস্য প্রকাশেহপি তৎস্বভাবস্য তত্র স্থিতত্বাৎ ন কাচিৎ বিক্ষতিঃ । এবঞ্চ স্থতীগৃহেহপি তদ্রূপদর্শনং ব্যাখ্যায়ম্, অত উক্তং “বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ” (ভাঃ ১০।৩।৪৬) ইতি, প্রকৃত্য স্বভাবেন ব্যক্তঃ প্রাকৃত ইত্যর্থঃ, শৈবিকোহং । দ্বিভুজহে প্রমাণন্ত, “সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাতং যৈতু-তাম্বরম্ । দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমৌষধম্ ॥” (গোঃ তাঃ, পুঃ ১০।৩০) ইতি শ্রুতিঃ । ন চ দ্বিভুজাৎ চতুর্ভুজং রূপং বরীয়ঃ, “স্থলমষ্টভুজং প্রোক্তং স্থলমষ্টৈব চতুর্ভুজম্ । পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতৎ ত্রয়ং যজ্ঞং ॥” ইতি আনন্দাখ্য-সংহিতোক্তিব্যাকোপাৎ । বস্তুভেদাভাবাৎ ‘ত্রয়ং যজ্ঞং’ ইত্যুক্তম্ । দ্বিভুজমেবেদ-মুপাস্য সষ্টৈত্বং ব্রহ্মণা লব্ধম্ ইত্যগর্কণ্যাক্তেচ্চ (গোঃ তাঃ, পুঃ ২৬—২৭) শাস্ত্রোদিতত্বকল্পনং নিরন্তম্ ॥ ১৯ ॥

প্রভোঃ সর্বাণি ধর্ম্মাণি বিত্যানীতি কৈমুতাং ব্যঞ্জয়ন্বাহ, প্রপঞ্চতি । “বা, যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ । তাস্থথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্ত্বলীলাগ-মাদৃতাঃ ॥” ইতি স্কান্দাৎ, “বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যো নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ । অবতারাঃ সদা তত্র মংস-কুর্মা-দয়োহখিলাঃ ॥” ইতি পাদ্মাচ্চ তৈঃ নিত্যং স্থবাক্তম্ ॥ ২০ ॥

॥ * ॥ [ইতি স্বয়ংকপ-বিলাস-স্বাঃশাবেশ-প্রকাশলক্ষণভগবত্বনিরূপণম্] ॥ * ॥

(১) • অথাবতারাঃ কথ্যন্তে কৃষ্ণে যেষু চ পুঙ্কলঃ ॥

তল্লক্ষণম্ ।—

(২) পূর্বোক্তা বিশ্বকার্যার্থম্ অপূর্বা ইব চেৎ স্বয়ম্ ।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্বরষতারান্তদা স্মৃতাঃ ॥ ১ ॥

(৩) তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদন্ত এব চ ।
শেষশায়াদিকৌ যদ্বদ্বন্দ্বদেবাদিকৌহপি চ ॥ ২ ॥

(৪) পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা ॥

(৫) প্রায়ঃ স্বাংশান্তথাবেশা অবতরা ভবন্ত্যমী ।
অত্র যঃ স্মাৎ স্বয়ংরূপঃ স্মোহগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

‘কৃষ্ণঃ স্বয়ম্’ ইত্যুক্ত্য সর্বাভাবতারিষ্মৎ তস্যাবিভক্তম্, অতন্তদবতারান্
নির্দেশমপক্রমতে, অথেতি । • নতু কৃষ্ণোহপ্যবতারেষু কীর্ত্যতে ? তত্রাহ, কৃষ্ণো
যেধিতি । প্রসঙ্গাৎ তেষু তস্য কীর্তনং, প্রপঞ্চপ্রাকট্যমাত্রসামান্যং ; স তু,
পুঙ্কলঃ—স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ ; “পুঙ্কলস্ত পূরণে শ্রেষ্ঠে” ইতি হৈমঃ ॥ অবতার-
লক্ষণমাহ, পূর্বোক্তা ইতি—পূর্বতঃ কৃতলক্ষণাঃ স্বয়ংরূপাদয়ঃ, চেৎ—যদি,
স্বয়ম্—অদ্বারকৃতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃস্বয়ঃ, তদা অবতারাঃ স্মৃতাঃ ।
অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চোহবতরণং তদবতারঃ । যথা মৎস্যঃ, যথা চ বিবেইংসোহদ্বারক-
তয়াবিভূতঃ সূর্য্যতে ভারতাদিষু । • সদ্বারকস্ত যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ
গভৌদকশয়ঃ, যথা বহুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, যথা চ দশরথাৎ রামঃ । প্রয়োজনমাহ,
বিশেতি । বিশ্বরূপং বিশ্বস্মিন বা যৎ, কাষ্যৎ—প্রকৃতিশ্চেত-মহদাহ্যংপাদনং,
দৃষ্টবিমর্দনং দেবাদীনাম্ স্পর্শকিনং, সমুৎকান্ততানাম্ সাকানাম্ স্বসাক্ষাৎকারেণ
প্রেমানন্দবিস্তরণং, * বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ । অপূর্বা ইব—নূতনা
ইব, ইত্যাম্বয়ঃ তেষাম্ ॥ ১ ॥

দ্বারমাহ, তচ্চেতি—ব্যখ্যাতপ্রায়ম্ ॥ ২ ॥

অবতারান্ বিভজতি, পুরুষাখ্যা ইতি ॥ প্রায় ইতি । স্বাংশাঃ—শেষশায়াদয়ঃ ।

* “বিস্তরণম্” ইত্যত্র “বিস্তরণম্” ইতি পাঠান্তরম্ ।

তত্র পুরুষলক্ষণং, যথা বিষ্ণুপুরাণে (৬।৮।৫৯)—

(৬) “তস্মৈব মোহমু গুণভুগুবহুধৈক এব
শুদ্ধোহপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ ।

জ্ঞানাস্বিতঃ সকলসকলভূতিকর্ত্তা

তস্মৈ নতোহস্মি পুরুষায় সদাব্যায় ॥” ইতি ।

“তস্মৈব অমু—পূর্বোক্তাং পরমেশ্বরাং সমনস্তরম্” ইতি স্মামী
অত্র কারিকা ।—

(৭) পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব ।

তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

অবতারত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে (২।৬।৪০)—

(৮) “আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরম্” ॥ ৪ ॥ ইতি

আবেশাঃ—চতুঃসনাদয়ঃ, পৃথাদবশ্চ । প্রাগ্রোগ্রহণাং কদাচিৎ স্বয়ংরূপশ্চ । অত্র
ইতি—এষবতারেষু মধ্যে । অগ্রে—পরব্যোমাদীশপক্ষাদনন্তরম্ ॥ ৩ ॥

পুরুষাবতারলক্ষণং—বৈষ্ণবোক্ত্যাহ, তস্মৈবেতি—“নাস্তোপস্টিং যস্য ন চ যস্য
সমুদ্ভবোহস্টি বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবজ্জিৎকস্য । নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু
যন্তং নতোহস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীড়াম্ ॥” (বিঃ পূঃ ৬।৮।৫৮) ইতি পূর্বোক্তস্য
পরেণস্য, অমু—অনন্তরং, যঃ—অংশঃ, প্রধানগুণভাগ- প্রকৃতি-প্রাকৃত*বীক্ষণ-
নিয়মন প্রবর্ত্তনাদ্যনুভবী, এক এব—একতামজ্জহদেব, মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ বহুধা-
স্ববিগ্রহাংশভেদৈঃ নানাকপঃ সন্, সকলমুদ্বিভূতৈঃ—নিখিলপ্রাণিবিত্তারস্য, কর্ত্তা
ভবতি, স পুরুষ ইত্যর্থঃ । চেদেব তর্হি প্রকৃতি-প্রাকৃতলেশঃ প্রাপ্তঃ ? তত্রাহ,
শুদ্ধোহপ্যশুদ্ধ ইবেতি । সঙ্কলেনৈব তন্তংকরণং তৎপ্রবেশেহপ্যচিস্তাস্ত্য
তদম্পর্শাচ্চ-শুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ পদ্যার্থং নৈকশ্চৈবাহ, অত্রৈতি । কারিকা—বৃত্তিঃ, †
“কারিকা যাতনা-বৃত্তোঃ” ইত্যমরঃ । ইৎং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লক্ষণমিদং সিদ্ধম্ ॥
আদ্য ইতি । পরস্য—অবতারিণঃ কৃষ্ণস্য ॥ ৪ ॥

* প্রাকৃতৈতি—প্রাকৃতং মহাদদয়ঃ ।

† বৃত্তিরিতি—“গংক্ষেপেণ মোকৈদ্বিবরণং বৃত্তিঃ” ইত্যমরটীকায়াং ।

অস্ম্য চ ভেদাঃ, সাত্ততত্ত্বে—

(৯) “বিশ্বোক্ত্র ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাচ্ছতো বিদ্বঃ ।

একম্ মহতঃ শ্রুত্ব দ্বিতীয়ং তৃত্যুসংস্থিতম্ ।

• তৃতীয়ং সর্বভূতস্যং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥” ৫ ॥ ইতি ।

তত্র প্রথমং, যথা একাদশে (১১।৪।৩) —

(১০) “ভূতৈরুদা পঞ্চভিরাত্মশ্রুতৈঃ পুরং বিদ্বাজং বিরচয়া তস্মিন্ ।

স্মাংশেন বিক্ৰঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥” ৬ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১০—১৩) —

(১১) “তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিশ্বকর্জগৎপতিঃ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ” ইত্যাদি ।

• নারায়ণঃ স ভগবান্ আপস্তম্যাত্ সনাতনীৎ ।

• আবিরাসন্ কারণাগ্রোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ।

• যোগনিজাংগতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্ ॥

বিশ্লেষ্যতি — স্বয়ংকপস্যোত্যাৎ । একং মহতঃ শ্রুত্ব — প্রকৃতিরস্তুয়ামি সঙ্কর্ষণ-
কপং, দ্বিতীয়ং — চতুর্থমখ্যাস্তুয়ামি প্রহ্মারূপং, তৃতীয়ং — সর্বজীবাস্তুয়ামি অনি-
কঙ্করূপম্ ॥ ৫ ॥

ভূতৈরিতি । আদিদেবঃ — নারায়ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, যথা, আত্মনা — সঙ্কর্ষণেন,
শ্রুতৈঃ — উৎপাদিতৈঃ, পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ, বিদ্বাজং — জগদগুরুপং, পুরং নিশ্চয়, তস্মিন্
প্রহ্মমবপুমা প্রবিষ্টঃ, তদা, পুরুষাভিধানমবাপ — তস্য তত্তদরূপং পুরুষাবতারে-
নাখ্যায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ লিঙ্গে — স্বয়ংকপস্য অঙ্গভূতে গম্যকে নারায়ণে, তৎসম্বন্ধাবিত্যাৎ,
মহাবিশ্বঃ — সঙ্কর্ষণঃ, আবিরভূৎ — প্রকৃতিবীক্ষকতয়া একটোহভূৎ ॥ ননু “আপো
নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ । অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ
স্বতঃ ॥” (বিং পুং ১।৪।৩) ইতি নারায়ণশব্দস্য প্রবৃত্তৌ নিমিত্তং স্বরস্তু, তস্যা-

* “একম্ মহতঃ” ইত্যত্র “প্রথমং মহতঃ” ইতি, “আদ্যম্ মহতঃ” ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণশ্চ চ ।

হৈমাশ্চগুণি জাত্যানি মহাত্মভাবতানি তু ॥” ইত্যেতদন্তম্ ।

(১২) লিঙ্গমত্র স্বয়ংরূপশ্চাস্তভেদ উদীরিতঃ ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়ং, যথা তত্রৈব তদনন্তরং (ব্রহ্ম সং ৫।১৪,)—

(১৩) “প্রত্যেকমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্ ॥” ৮ ॥ ইতি ।

(১৪) গর্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভোহসাবনিরুদ্ধকঃ ।

ইতি নারায়ণোপাখ্যাননূক্তং মোক্ষধর্ম্মকে ।

সোহয়ং হিরণ্যগর্ভশ্চ প্রদ্যুম্নস্তে নিয়ামকঃ ॥ ৯ ॥

স্মিন্ প্রবৃত্তৌ কিং তদন্তি ইতি চেৎ ? তত্রাহ, তস্মাৎ সনাতনাং আপঃ আবিবাস-
ম্ভিতি । তাশ্চাপঃ সঙ্কর্ষণাচ্ছাতস্মাৎ সঙ্কর্ষণায়কঃ কারণার্ণোনিষ্ক্রি-
তস্যম্ভিত্যেত । তস্মিন্—অর্ণোনিধৌ, স স্বয়ং শেষপর্য্যন্তে যোগনিদ্রাং গতঃ, ইতি তস্যাস্মিন্
প্রবৃত্তৌ তদেব কারণান্তঃশয়ত্বং নিমিত্তমিত্যর্থঃ । সহস্রম্—অসংখ্যং, অংশাঃ,
যস্মাৎ প্রদ্যুম্নরূপাহিত্যর্থঃ ॥ তস্য কৃত্যমাহ, তস্মিন্ শেষপর্য্যন্তে স্থিতঃ স প্রকৃতিম্
ঐক্ষত, তেনেক্ষণেন সঙ্কর্ষণস্য রোমবিলজালেষু নিলীনং জগদ্বীজং, তৎ—জীবাখ্য-
চিংপরমাণুবলং, প্রকৃতিযোনৌ ব্রহ্মাদিতি শৈবঃ । ততো হৈমাশ্চগুণি জাতানি ।
ক্ষুটমন্তঃ ॥ লিঙ্গমত্রেতি—ব্যখ্যাতমেব ॥ ৭ ॥

প্রত্যেকমিতি । প্রত্যগুমিতি—ইতিং পাঠঃ । স্বয়ংপ্রভুরেব, এবং—প্রকৃতি-
বীক্ষণ-বীজার্ণ-কর্ম্মবৎ, প্রত্যেকং—নিখিলেষুগুণে, একাংশাদেকাংশাৎ—প্রদ্যুম্ন-
রূপমেকমেকমংশমাবির্ভাব্য, বিশতি, ল্যাংলোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী, তদ্রূপৈরংশৈঃ
সর্কেষু তেষু প্রবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সাদেতৎ । “অস্মদুর্ভিচ্চতুর্থী বা সাস্থজছেষমব্যাস্মি” স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ
প্রদ্যুম্নঃ সৌহৃদ্যজীজনং । প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোহহং সর্গো যম পুনঃ পুনঃ ॥ অনি-
রুদ্ধান্তথা ব্রহ্মা তদ্রূপিকমলোত্তরঃ ।” (মং ভাঃ, শাঃ পং, ৩৩৯।৭০—৭২) ইতি,
“অনিরুদ্ধো হি লোকানাং মহানাত্মেতি কথ্যতে ॥ যোহসৌ ব্যক্তত্বমাপনো নিশ্চয়মে
চ পিতামহম্ ।” (মং ভাঃ, শাঃ পং ৩৪০।২৭—২৮) ইতি চ নারায়ণীয়ে পঠ্যতে ।
“যস্যাস্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ । নাভিহৃদাষুজাদাসীদব্রহ্মা বিশ্বস্বজাং

(১৫) অথ যন্তু তৃতীয়ং শ্রাদ্ধরূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত ।

‘কেচিৎ স্বদেহান্তর’ ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধপদ্যতঃ ॥ ১০ ॥

(১৬) শ্রাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ ।

বিষ্ণুত্রীক্ষা চ রুদ্রশ্চ স্থিতি-সর্গাদি-কৰ্ম্মণে ॥

যথা প্রথমে (ভা০ ১১২৩)—

(১৭) “সংসং বৃজস্তুম ইতি প্রকৃতে গুণাঈস্ত-

যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্তাধন্তে ।

স্থিত্যদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোৰ্ণাং স্রাঃ ॥” ১১ ॥ ইতি ।

পতিঃ ॥ অসংসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ । তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং
 স্তব্ধমুজ্জিতম্ ॥ (ভা০ ১১২৩)— ইতি তু শ্রীভাগবতে । যন্তু, অবয়বসংস্থানৈঃ—
 সাক্ষ্যং পাদাদিসম্মিবেশৈঃ, তৎসাদৃশ্যেনেত্যর্থঃ, লোকবিস্তরঃ “পাতাশমেতস্ত হি
 পাদমূলম্” (ভা০ ২।১২৬) ইত্যাদিনা, কল্পিতঃ—স্থলধিয়াং চিত্তৈশ্বর্য্যায় খ্যাপিতঃ,
 তস্ত পৌরুষং রূপম্, বিশুদ্ধম্—অপ্রাকৃতং, সত্ত্বং, যত্ত্বং, উজ্জিতং—স্বপ্রকাশ-
 চিহ্নপম্, ইতি, পদ্যস্বার্থঃ । তথা চ অনিরুদ্ধাং প্রহ্মমাৎ বা ব্রহ্মণো জন্মেতি
 সংশয়ো ন নিবর্ত্ততে ইতি চেৎ ? তত্রাহ, গর্ভোদকৃতি । যো গর্ভোদকশয়ঃ প্রহ্মমাঃ,
 স এবানিরুদ্ধঃ, ইত্যভেদমাদায় নারায়ণীয়া, অনিরুদ্ধাং তস্ত জন্মোক্তং, বস্তুতস্ত
 প্রহ্মমাদেব উক্তব্যং, “যন্তাস্তসি” ইত্যাদিকাদেব; বস্তুতে চেৎ, “গর্ভোদক-
 শয়াদস্ত” ইত্যাদিনা । এতদেবাহ, স ইতি । স ত্বয়ঃ প্রভুঃ স্বস্ত, প্রহ্মমস্ব—
 গর্ভোদকশয়স্ব সতি, হিরণ্যগর্ভস্ত, নিয়ামকঃ—জনকোহস্তর্যামী চেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অথ তৃতীয়ং পুরুষঃ নির্ণয়তি, অথ যদ্বিতি । তত্র প্রমাণং—“কেচিৎ স্বদেহান্ত-
 র্হৃদয়াবকাশে প্রোদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ । চতুর্ভূজং কঙ্ক-রথাস্ত-শঙ্খ-গদাধরং
 ধারণয়া স্মরন্তি ॥” (ভা০ ২।১৮) ইতি দ্বিতীয়ে । তথা চ ক্ষীরাঙ্কিপতিরনিরুদ্ধস্তৃতীয়ঃ
 পুরুষঃ প্রোদেশমাত্রতাদৃগবিগ্রহতয়া সর্বজীবহৃদগতো ধোয় ইতি । তস্মিন্যঙ্গুষ্ঠয়ো-
 র্বিস্তৃতয়োর্ধাবদন্তরং, স প্রোদেশঃ কথ্যতে ॥ ১০ ॥

অত্র কারিকা।—

(১৮) যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে ।

অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরশ্চ যঃ ॥ ১২ ॥

অথ গুণাবতারানাহ, গুণেতি । পুরুষাৎ—স্বয়ংপ্রভোঃ স্বাংশাৎ গর্ভোদকশায়াৎ
প্রভৃষাদিত্যর্থঃ ॥ সম্বন্ধমিতি । পরঃ পুরুষঃ—গর্ভোদকশয়ঃ, এক এতৎ, অশ্চ
জগতঃ, স্থিত্যদয়ে—পালন-সর্গ-সংহারার্থঃ, প্রকৃতে গুণৈঃ—সকাদিভিঃ, যুক্তঃ—
তেষাং পৃথক্ পৃথক্ অবিষ্টাভা সন্, বিভিন্না হরি-বিরিঞ্চি-হরা-ইতি সংজ্ঞা ধত্তে ;
তথাপি ত্রিষু মধ্যে, সম্বন্ধনোঃ—হরেরেব হেতোঃ, নৃণাং, শ্রেয়াংসি—ধর্মার্থ-কাম-
মোক্ষলক্ষণানি, স্মাঃ, ন তু বিরিঞ্চি-হরাভ্যাং রজসামন্তনুভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ননু পরশ্চ পুংসঃ কথং গুণসম্বন্ধঃ, “মায়া পরৈত্যতিমুখে চ বিলজ্জমানা” (ভা০
২।৭।৪৭) ইত্যাদিবা ক্যাবিরোধাদিতি চেৎ ? তত্রাহ, যোগ ইতি । গুণৈঃ সন্নিয়মাৎ,
ত্রিধাবিভূতঃ পুরুষস্ত নিয়ামক ইতি সম্বন্ধঃ, স ইহ যোগ উচ্যতে, ন তু তৈর্নৈব
ইত্যর্থঃ । তত্র—ত্রিষু মধ্যে, যঃ, পরশ্চ—স্বয়ংপ্রভোঃ, স্বাংশঃ, স তু বিরিঞ্চনৈব
যুজ্যেত, “আদ্যাবতুচ্ছতধ্বতী রজসামন্ত সর্গে বিস্তুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্বিজগদ্রসেতুঃ ।
রুদ্রোহপ্যায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ববস্থিতি-লয়াঃ সততং প্রজাস্ত ॥”
(ভা০ ১।১।৪৮) ইতি দ্রুবিড়যোগীশবাক্যে তত্র গুণসম্বন্ধানুলোচনং । স্বাংশত্বং—
মূলস্বরূপাবস্থয়া স্থিতত্বম্ । অয়মত্র নিরূপঃ—স্বৈচ্ছাগহীতেন রজসা তমসা চ বৃত্তঃ
পরেশো বিরিঞ্চো হরশ্চ ভবতি, ষাট্‌ধর্ম্মেণেব বৃত্তঃ, কদাচারেণেব ঋষভশ্চ ।
বস্ত্তস্ত তত্ত্বল্লোপো নাস্তি, পরেশত্বাৎ ॥ তথাপি তত্ত্বদ্বেশস্তোপাসনয়া ধর্ম্মাদয়ঃ
সম্যক্ ন সিধ্যন্তি, মোক্ষস্ত নৈব জায়ন্তে, “মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুর্বেব ন
সংশয়ঃ ॥” ইতি হরিবংশে শিবোক্তেঃ । বিষ্ণুস্ত সঙ্কেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সম্বন্ধেনৈব
তন্নিয়মনমাত্রকৃত্ব, অতঃ ‘শ্রেয়াংসি তস্মাৎ’ ইত্যুক্তম্ ॥ অতএব বামনপুরাণে—
“ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শীকৃপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ । ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে
স্থিতঃ । পৃথগেব স্থিতৌ দেবো বিষ্ণুরূপী জনাৰ্দ্দনঃ ॥” ইতি । যদ্যপি গুণাধিষ্ঠাতা
পর এক এব, তথাপ্যাধিষ্টেয়গুণসম্বন্ধকৃতেন আবরণানাবরণরূপেণ তারতম্যো-
নাধিষ্ঠাতয়ি তস্মিন্তদন্তীতি ‘সম্বন্ধ’ ইত্যাদিপদ্যানন্তরযুক্তং—“পার্শ্ববাদ্দারুণো ধূম-
স্তস্মাদগ্নিস্তয়ীময়ঃ । তমসস্ত রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদব্রহ্মদর্শনম্ ॥” (ভা০ ১।২।২৪) ইতি ।

তত্র ব্রহ্মা ।—

(১৯) হিরণ্যগৰ্ভঃ সূক্ষ্মোহত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ ।

ভোগায় স্বৰ্গে চাভুৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥

(২০) বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্মাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্মুখঃ ।

কদাচিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুব্রহ্মা সন্ স্বজতি স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তথা চাপাদ্যে —

(২১) “ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোহি প্যুপাসনৈঃ ।

কচিদত্র মহাবিষ্ণুব্রহ্মকৃতং প্রতিপদ্যতে ॥” ইতি ।

(২২) বিষ্ণুর্বত্র মহাকল্পে অষ্টত্বঞ্চ প্রপদ্যতে । *

তত্র ভুক্তে তং প্রবিশ্য বৈরাজঃ সৌখ্যসম্পদম্ ॥

অতো জীবত্বমৈশ্বৰ্য্যং ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ ॥ ১৪ ॥

ইহ অপ্রবৃত্তি-কিঞ্চিৎপ্রবৃত্তি পূর্ণপ্রবৃত্তিস্বত্বাঃ কাষ্ঠধূমাগ্নয়ো যথা যজ্ঞানাশা-
কিঞ্চিদ্ভূদাশা পূর্ণভূদাশাংকরাঃ, তথা মূঢ়-চল প্রকাশিত্ত্বানি তমোরজঃসত্ত্বানি
ব্রহ্মানাশা-কিঞ্চিদ্ভূদাশা-সম্যক্ভূদাশাংকরাণীতি তমোরজোবেশগোরসাক্ষাৎ সত্ত্ব-
ব্রহ্মণ্য তু সাক্ষাভূমিতি প্রৈয়স্করত্বং যুক্তযুক্তম্ ॥ ১২ ॥

নিরূপিতা ব্রহ্মাদয়স্তত্র ঈশংকটয় এব । অথ বাক্যবিশেষলাভেন বিশেষ-

প্রত্যয়াৎ অদ্বৈতানায় পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বনিরূপণং, তত্র ব্রহ্মেতি ঈশ্বরশ্চ ব্রহ্মণঃ পূৰ্ব্বং

নিরূপিতত্বাজীবলক্ষণশ্চ ততঃ নিরূপিতমিদম্ ॥ হিরণ্যেতি । স্থূলঃ—মহন্তঃশরীরঃ,

পরেণেনৈব দৃশ্যো দেবাদীনামদৃশ্য ইত্যর্থঃ । স্থূলঃ—সমষ্টিশরীরঃ, স এব সর্গায়

চতুর্মুখোইষ্টনেত্রোইষ্টবাহুঃস্বাদীনাম্ দৃশ্যস্তেভ্যো বরদতা চ । ভোগায় আদ্যঃ,

স্বষ্টয়ে তু অন্ত্যঃ ॥ আদিনা বেদপ্রচার্য্যেতি বোধ্যতে, “বেদপ্রচারণার্থায় ব্রহ্মা

জাতচতুর্মুখঃ ।” ইতি কোশ্মোক্তেঃ ॥ ১৩ ॥

* “বিষ্ণুত্ব” ইত্যস্ত পূৰ্ব্বম্ “অত্র কারিকা” ইত্যতিরিক্তপাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে । স ক্ৰমশ্চি-
বনশ্চিমিত্ত্বাৎ ন গৃহীতঃ । “অষ্টত্বঞ্চ প্রপদ্যতে” ইত্যত্র “ব্রহ্মণ্য প্রতিপদ্যতে” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† তস্মৈতি—ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ ।

(২৩) ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্মৈ শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা ॥

সমষ্টিহেন ভগবৎসম্নিকৃষ্টতয়োচ্যতে ।

“ অস্যাবতারতা কৈশ্চিদাবেশহেন কৈশ্চন ॥ ” ১৫ ॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫১৯)—

(২৪) “ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ

স্বীয়ং কিয়ং প্রকটয়তাপি তদ্বদত্র ।

ব্রহ্মা য এব জগদগুবিধানকর্ত্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ” ১৬ ॥ ইতি

ব্রহ্মণো দ্বৈক্যো প্রমাণং, ভবেদিতি । মহাবিশ্বঃ—গর্ভোদগমঃ ॥ ননু যত্র মহাকলে মহাবিশ্বঃ ব্রহ্মা স্থাং, তত্র জীবলক্ষণং স কচিৎ তিষ্ঠেৎ, ন চক্ষুর্যে মূলিং প্রাপ্নোতীতি বাচ্যং, তন্মুক্তে শুদ্ধতবৎসরানন্তরত্বাৎ ; এবমাহ শাস্ত্রকারঃ, “যাবদধিকারমবস্থিতরাধিকারিকাগাম্” (ব্রং সূঃ ৫৩৩) ইতি ? তত্রাহ, বিশ্ব-র্যত্রৈতি । তং—স্রষ্টারং বিশ্বং, প্রবিশ্য, বৈরাজঃ—চতুর্ভুজঃ, স চাস্তগতহিরণ্যগর্ভো বোধঃ । সর্গক্রিয়ায়া বিশ্বানাং বুদ্ধত্বাৎ স তস্মিন্ সাসৃজ্যমাসাদ্য দেবৈরপিতাং ভোগসম্পদং ভুঙ্কতে । অধিকারমপনীয়াপি ভোগানপনয়াম্মহোদারকং বিষ্ণোর্ব্যঞ্জিতম্ ॥ উক্তং দ্বৈবিধ্যং নিগময়তি, অত ইতি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণোহবতারশব্দবাচ্যতায়াং নির্ণেদুগাং মতভেদানাহ, ঈশত্বৈতি—গর্ভোদ-গম্যাবির্ভাবতামপেক্ষ্য ইত্যং । তথাচ ঈশত্বপক্ষে তত্রাবতারশব্দো মুখ্য ইতি ভাবঃ ॥ কৈশ্চিৎ—আচার্য্যঃ, ব্রহ্মণঃ সমষ্টিহেন য ভগবৎসম্নিকৃষ্টতা তয়া, তত্রাবতারতা উচ্যতে । অয়মর্থঃ—অশু ব্যাঘ্রো সংঘাতে চ ধাতুঃ, তস্মাৎ সং-পূর্বাং ক্তিনি সমষ্টিরিত পদসিদ্ধিঃ, সৃষ্টিকার্য্যক্ষমত্ববিয়া ভগবতা ঈশং সমশ্রুতে—ব্যাপ্যতে, ক্ষীর-নীর-স্থাবেন সংপৃচ্যতে বা, ইতি সমষ্টিঃ, তথাহেন সম্নিকৃষ্টতয়া স তদবতারঃ । কৈশ্চিৎ তু তদাবেশহেন তদবতারতোচ্যতে ; ভগবান্ ভাস্বৎপ্রভাত্মায়েন তমাবিশ্য সৃষ্টিকার্য্যং কৰোতি, ন তু ক্রত্বায়েন সংপৃচ্যতি । জীবত্বপক্ষে তত্রাবতারশব্দো গৌণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আবেশপক্ষমুদাহরতি, ভাস্বদনিতি—সূর্য্যঃ, যথা, নিজেষু অশ্মশকলেষু—সূর্য্য-

(২৫) গর্ভোদশায়িনোহস্যভূৎ জন্ম নাভিসরোরুহাৎ । *

কদাচিৎ জায়তে নীরাৎ তেজোবাতাদিকাদপি ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ ।—

(২৬) রুদ্র একাদশবৃহস্তুথাস্তনুরপ্যসৌ ।

প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥ ১৮ ॥

(২৭) কচিভ্জীরবিশেষঃ স্বং হরস্যোক্তং বিধেয়ব ।

ভুং তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্তনাৎ ॥ ১৯ ॥

কাস্তমগিখণ্ডেষ্ণু স্ত্রীয়াং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি, অপিনা তৈর্দাহিং প্রকাশঞ্চ
কিঞ্চিৎ কল্পেতি । তদ্বৎ, যঃ—গোবিন্দঃ, অত্র—জগতি, কদাচিৎ পুরুপুণ্যে জীবে
স্বীয়ং তেজো নিধায়েত্যবশিষ্টম্ । জগদগ্রে যৎ বিধানং—বীষ্টিনিম্মাণং, তৎকর্তে-
অর্থঃ । উরবার্ক্যাস্তরঞ্চ রুদ্রনিরূপণে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মাণো জন্মনি বিশেষাস্তরমাহ, গর্ভোদেতি । নীরাদिति । নীরাৎ—গর্ভো-
দকাৎ, তেজসো নাতাচ্চ ভবত্যেতৎ, ইতি যথেশসঙ্কল্পমিদং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৭ ॥

বাক্যবিশেষলভাৎ রুদ্রস্তাপি দ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ, শ্রীতি ॥ ‘স্বং রজঃ’
ইত্যাদিবাক্যে যঃ স্বরূপকোটিক্তঃ, তং তাবদাহ, রুদ্র একাদশবৃহ ইতি । অত্র
ভারতবাক্যম্—‘অজৈকপাদহি ব্রহ্মে বিরূপাক্ষোহথৈ রৈবতঃ । হরশ্চ বহুরূপশ্চ
ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ । সাবিত্রশ্চ জরন্তশ্চ পিনাকী চাপরক্ষিতঃ ॥’ ইত্যেতৎ ।
তথাষ্টতনুরिति—‘পৃথিবী সলিলং তেজো গায়ুরীকাশমেব চ । স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসৌ সোম-
যাজী চেত্যষ্টমূর্তয়ঃ ॥’ ইতি বাদবঃ । প্রায় ইতি—জলাবরণশ্চ রুদ্রশ্চৈকমুখ-
বীক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥

অথ জীবকোটিক্তং তদ্বৎ, কচিদিতি । ‘যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং
ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্’ ইত্যাদিকমৃকশ্রতো ; ‘অথ পুরুষো হ বৈ নারা-
য়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেষু’ ইত্যারভ্য, ‘নারায়ণাদব্রহ্ম জায়তে নারায়ণাদ্রুদ্রো
জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো

* ‘গর্ভোদশায়িনোহস্যভূৎ’ ইত্যত্র ‘গর্ভোদকশয়াদস্ত’ ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২৮) হরঃ পুরুষধামত্ৰান্নিগুণঃ প্রায় এব সঃ ।

বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সৰ্বৈঃ প্রতীয়তে ॥

যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—

“শিবঃ শক্তিয়ুতঃ শম্বং ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ॥” ২০ ॥ ইতি ।

[জায়ন্তে] নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা [জায়ন্তে] নারায়ণাদ্বাদশাদিত্যাঃ” (না০ উ০ ১) ইত্যাদিকং নারায়ণোপনিষদি । “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ” ইত্যুপক্রম্য, “তস্য ধ্যানান্তস্থগ্ন ললাটায় ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোহজায়ত বিলিঙ্গি যঃ সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যম্” (ম০ উ০ ১—২) ইত্যাদিকং মহোপনিষদি ; “প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেধ সৃজামি বৈ । তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥” ইতি মোক্ষবাক্যে চ ; প্রতিবাক্যৈর্জন্মোক্তৈঃ হরস্য জীবন্তম্ । অতঃ প্রলয়শ্চ ।—“ব্রহ্মা শম্বুস্তথৈবার্কশ্চক্রমাশ্চ শতক্রতুঃ । এবমুহর্যস্তথৈবানন্তে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযজ্যন্তে চ ত্বেতসম্ । বিতেজসশ্চ তে সৰ্ব্বে পঞ্চস্বমুপবাস্তি বৈ ॥” ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে, “একো হ” ইত্যাদিগুণতো চ । অত্যা এতানি কুপোয়ঃ । দৃষ্টান্তোহত্র বিধেয়বৈ । শেষবদিতি—শাস্ত্রিণঃ শম্ব্যাকপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিশৌ জীবঃ, ইতি পরত্র ব্যক্তং ভাবি । তদংশদ্বেনেতি—তৎস্বংশদ্বেন তদ্বিভিন্নাংশদ্বেন চ পুরাণেষু ভিধানাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বস্ত “সব্বং রজস্তমঃ” ইতি ব্রহ্মসংহিতায় পুরুষত্ববিভাবো হরঃ পঠিতঃ, স খলু, পুরুষধামত্ৰাৎ—তদান্নভূতত্বাৎ, নিগুণ এব । প্রায় ইতি—স্বৈচ্ছাসিহীতেন তমা আবৃতত্বাৎ । অতএব, সৰ্বৈঃ—অতত্ত্ববিহীনঃ, বিকারবান, ইহ—গুণাবতারেষু, প্রতীয়তে ; বস্তস্তত্ত্ব অবিকারী স ইত্যর্থঃ ॥ তমোযোগাদবিকারবান্ প্রতীয়তে, ইত্যত্র প্রমাণমাহ, শিবঃ শক্তিতি । শিবঃ—রুদ্রঃ, শম্বং—ঈশ্বরদা, শক্ত্যা—স্বৈচ্ছাগহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া প্রকৃত্যা, যুতঃ, গুণক্ষোভে সতি, ত্রিলিঙ্গঃ—গুণত্রয়যুক্তঃ, প্রকটৈশ্চ সন্তিস্তৈশ্চ গুণৈর্দূরতঃ সংবৃতশ্চেতি । নহু তমঃসংবৃতত্বং তস্ত খ্যাতিং, ত্রিলিঙ্গত্বমিহ কথমুক্তমিতি চেৎ ? উচ্যতে, ত্রয়াণাং গুণানাং মিথঃ সংপৃক্তত্বাৎ সত্ত্ব-রজসী চ তত্র স্যাতামেবেত্যবিরোধঃ । এতচ্চ বাক্যং লোকপ্রতীয়মানদ-
কপং বোধ্যম ॥ ২০ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫৪৫)—

(২৯) “ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ

সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।

যঃ শব্দুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ২১ ॥

(৩০) বিধেল্লাটাজ্জন্মাস্য কদাচিত্ কমলাপতেঃ ।

কালাগ্নিক্রুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি ॥ ২২ ॥

(৩১) শূদাশিবাখ্যা তন্মূর্তিস্তমোগন্ধবিবর্জিতা ।

সর্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভাঃ ।

ঋষ্যব্যাদিষু নৈবেয়ং শিবলৌকে প্রদর্শিতা ॥ ২৩ ॥

পূৰ্ণমধামদ্বাং নিগুণত্বং, তমোযোগাৎ বিকাববদ্বভণিতিঃ, ইত্যত্র প্রমাণং, ক্ষীরং যোগেতি । বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ—ক্ষীরং, হেতোঃ দধি, পৃথক্—ভিন্নং, ন অস্তি—ন ভবতি, তথা, যঃ—গোবিন্দঃ, তমো- যোগাৎ—সেচ্ছাগ্ৰহীত-তমঃস্বক্কাৎ, শব্দুভবতি ; ন তু গোবিন্দাৎ শব্দুরন্যা ইত্যর্থঃ । তথা চ বিকারশ্রাগদ্বক্কাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ২১ ॥

ক্রুদ্রাখ্যবিভাবস্থানোহাহ, বিধেয়িতি । বিধেল্লাটাদিতি শতপথাদৌ দৃষ্টং, কমলাপতের্ল্লাটাদিতি মহোশনিষদি (মং উঃ ২), পুরাণেষু চ ; তদ্বদং কল্প- তেদাৎ সম্ভাবম্ । কালাগ্নিক্রুদ্র ইতি—“পাতালতলমায়ত্নে সঙ্কর্ষণমুখানলঃ ।” (ভাঃ ১১।৩।১০) ইত্যেকাদশোক্তেবোধ্যম্ ॥ ২২ ॥

যত্ন কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাং গর্ভোদংশয়াৎ ব্রহ্ম-ঋষী-কুদ্রাঃ, তেষামীশত্বং, কদাচিত্ ব্রহ্ম-কুদ্রয়োজীব- দ্বক্কা, ইতি বচনগাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরশ্রং ; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্বং স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্তয়স্তথৈব কার্য্য- ভূতাঃ ; “অচিন্ত্যমব্যক্তমনস্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মধোনিম্ । তমাদিমধ্যান্ত- বিহীনমেকং বিভূং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ॥ উমার্সহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ । ধ্যানো মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং স্তমস্তসাক্ষিঃ তমসঃ পরস্তাৎ ॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিবকথনে (৫৮)—

(৩২) “নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা ।

তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ ।

যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ” ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

স ব্রহ্মা স শিবঃ সৈল্লঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট । স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স
কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ । স এব সর্বং যদুতং যচ্চ ভব্যাং চরাচরম্ । জ্ঞাত্বা তং
মৃত্যুমতোতি নাশ্যঃ পশ্বা বিমুক্তয়ে ॥” (কৈঃ উঃ ৬—৯) ইতি কৈবল্যোপনিষদি
শ্রবণাৎ ; তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রোতব্রাদিতি চেৎ ? তত্রাহ, “সদেতি ।
সা মূর্তিঃ, স্বয়ংপ্রভোঃ—কৃষ্ণা, অঙ্গভূতা, নারায়ণস্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ । অতএব
তৈত্তিরীয়াঃ শিবমচ্যুতং নারায়ণম্ ইত্যেকাথেন পঠন্তি । ঋতৌ, উম—কীৰ্ত্তিঃ,
তৎসহায়ং, ত্রিলোচনং—ত্রিকালজ্ঞং, নীলকণ্ঠং—নীলমণিভূষিতকর্ণম্, ইতি
ব্যাখ্যেয়ং ; প্রতীতার্থানাং তস্মিন্ শিবে অস্বীকারাৎ । বায়ব্যাতিস্থিতি । শিব-
লোকে—বৈকুণ্ঠধাম্নি । “অণ্ডোদগ্ধ সমস্তাং ভু” ইত্যাদিভির্বাযবীযুবাকৈর্নিক-
পিতোহয়ং সদাশিবস্তল্লোকশ্চ সন্দর্ভকৃতিঃ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ংরূপস্ত কৃষ্ণশৈব মূর্তিঃ সদাশিবঃ, ইত্যত্র নির্ণায়কং বাক্যমাহ, নিয়তিঃ
সেতি । আদিপদেনেদং গ্রাহ্যং—“কানেন বীজং মহাকরোঃ । লিঙ্গযোগাত্মিকা
জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃ প্রজাঃ ॥ শক্তিমান্ পুরুষঃ সোহয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিস্কর্জগৎপতিঃ ॥” (ব্রঃ সংঃ ৫৮—১০) ইতি । অস্তার্থঃ—
পূর্বং রময়া রমণমুক্তং, রমা সা কীদৃশী? ইত্যাহ, নিয়তিরिति—মিয়মাতে নিয়তা
ভবতি রমণে তস্মিন্নিতি তদনপায়িনী তৎস্বরূপভূতেতি যাবৎ ; অত উক্তং—
“তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা” ইতি ; “ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন বিষ্ণুঃ পদ্মজাং বিনা ।”
ইতি হরশীর্ষপঞ্চরাত্রাৎ, “নিটৈত্য সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।” (বিঃ
পুঃ ১।১১৫) ইতি বৈষ্ণবাচ্চ । তত স্বয়ংরূপস্ত ভগবান্ শম্ভুঃ, লিঙ্গং—চিহ্নং,
ভবতি, “লিঙ্গং চিহ্নেহম্মানে চ” ইতি বিশ্বঃ । ভগবান্—যদৈশ্বর্যাবিশিষ্টঃ পর-
ব্যোমাধীশঃ । শং ভাবয়তি স্বদ্বিতীয়বৃহৎসকর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং
তত্ত্বদৃশ্যবিসৃষ্টোতি শম্ভুঃ, মিতভাদিহাড্ডুঃ । জ্যোতীরূপঃ—চৈতন্যবিগ্রহঃ ।
অনেন তদবীশত্বেন কৃষ্ণস্ত স্বয়ংরূপত্বং পরিচীরতে, সান্নাদিনেব গোৰ্গোত্মম্ ।

श्रीविष्णुः, यथा श्रीतृतीये (भा० आ० १७)—

(७३) “तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः

प्राचीविशं सर्वगुणवतासम् ।

तस्मिन् स्थं वेदमये विधाता

स्थं भूवं यं स्य वदन्ति सोऽहं ॥” इति ।

(.७३) यो विष्णुः पठ्यते सोऽहो श्रीरामधिशयो मतः

गर्भोदशयिनं शुभं विलासद्वान्मनीषिणैः ।

नारायणो विरुद्धस्तर्धायी चायं निगद्यते ॥ २५ ॥

यथासौ विलासः स स्थं, इत्यतस्तु स निगद्यते । या धनु, योनिः—महदा-
द्यापिदानं, सा तपसा शक्तिः—त्रिगुणेतार्थः । हरेः—तदंशश्च सत्त्वगुणश्च,
कृमिः—तद्विद्वत्कृष्णः, महदादिशक्तिफलको भवति, ततो बीजं महदिति ।
महं—अपरिमितं जीवतत्त्वं, तत्त्वसाहितं भवति । अत इमा माहेश्वर्याः
प्रजाः, लिङ्गयोग्यादिकाः—पुरुषप्रकृतिकारणिकाः, जाताः कथ्यन्ते । प्रकृतेरुप-
सर्जनत्वेन* तदधीनां माहेश्वरीरिति प्रजा-नाम, इत्युपपादयति शक्तिमानित्यर्ह-
केन । अथोक्तार्थमेव स्फुटयति, तस्मिन्मिति । लिङ्गे—तदधीने, तत्त्वसन्निधौ ।
महाविष्णुः—सत्त्वगुणः ॥ २४ ॥

अथ सत्त्वप्रवर्धकं विष्णुं निर्णयति, श्रीविष्णुः इति ॥ तल्लोकेति । स उ एव—
गर्भोदकशयः, विष्णुः—प्रद्युम्नः, तं लोकपद्मं पद्मं, प्राचीविशदिति—स्वार्थिको
पिच, प्राविशदित्यर्थः । कौटुम्भं तं पद्मम् ? इत्याह, सर्वान् गुणान्—भोग्यान्
अर्थान्, अवभासयतीति तं, नानाभोग्यावस्तूपेतमित्यर्थः । ब्रह्मवत् कद्रवच्छ विष्णो-
दैर्लप्य नास्ति, अतस्तल्लोकम् ॥ लोकपद्मप्रविष्ट एव किं नामाहं ? इत्याह,
यो विष्णुरिति । गर्भोदशायी प्रद्युम्नः सहस्रशीर्षा अनिरुद्धश्चतुर्भुजः सन् लोकपद्मं
संप्रविष्टः स्वीकारो शयानसुखमाप्नोतित्यर्थः । नवग्र पालकश्च विष्णोर्नारायणादि-
नामतः कृतः ? तत्राह, गर्भोदेति । कारणजलाश्रयश्च हि नारायणश्च, तत्त्वश्रयश्च

- (৩৫) বিষ্ণুধর্মোত্তরাহ্যুক্তা য়াঃ পুর্যোহজাণুমধ্যতঃ ।
সন্তি বিষ্ণুপ্রকাশানাং তাঃ কথ্যন্তে সমাসতঃ ॥ ২৬ ॥

যথা---

- (৩৬) “রুদ্রোপরিষ্ঠাদপরঃ পঞ্চায়তপ্রমাণতঃ ।
অগম্যঃ সর্বলোকানাং বিষ্ণুলোকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
(৩৭) তশ্চোপরিষ্ঠাদত্রকাণ্ডঃ কাঞ্চনোদোপ্তিসংযুতঃ ।
মেরোল্ল পূর্বদিগ্ভাগে মধ্যে তু লবণোদধেঃ ।
বিষ্ণুলোকো মহান প্রোক্তঃ সলিলাশ্বরসংস্কৃতঃ ॥
(৩৮) তত্র স্থপিত্তি স্বর্শ্মান্তে দেবদেবো জনার্দনঃ ।
লক্ষ্মীসহায়ঃ সততং শেধপর্য্যঙ্কমাশ্রিতঃ ॥
(৩৯) মেরোল্ল পূর্বদিগ্ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবশ্চ চ ।
ক্ষীরাম্মধ্যগা শুভ্রা দেবস্থান্যা তথা পূবা ॥
(৪০) “লক্ষ্মীসহায়স্তত্রান্তে শেষাসনগতঃ প্রভুঃ ।
তত্রাপি চূড়ারা মাসান্ সুপ্তিষ্ঠতি বাণিকান্ ॥
(৪১) তস্মিন্নবাচি দিগ্ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবশ্চ তু ।
যোজনানাং সহস্রাণি মণ্ডলঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।
শ্বেতদ্বীপতয়া খ্যাতো দ্বীপঃ পদ্মশোভনঃ ॥
(৪২) নরাঃ সূর্য্যপ্রভাস্তত্র শীতাংশুসমদর্শনাঃ ।
তেজসা দুর্নিরীক্ষ্যশ্চ দেবতনামপি যাদব ! ॥”

বা, তদুভয়ম্ অশ্চ বর্রিগদ্যতে, তৎ, তত্—কারণার্থঃ স্মরিনঃ, গর্ভোদশায়িনঃ সতো
বিলাসৌহর্য ভবতি, তস্মাৎ, তত্তদভেদাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অথাস্ত ক্ষীরাক্ষিপতেরস্মিন্ জগদণ্ডে মহত্যো বিভূতয়ঃ সন্তীতি দর্শয়িতুমাহ,
বিষ্ণুধর্মোত্তি ॥ ২৬ ॥

বিষ্ণুধর্মবচনম্ উদাহরতি, যথেষ্টাদি * ॥ রুদ্রোপরিষ্ঠাৎ—রুদ্রলোকশ্চোপরি ॥

* “উদাহরতি, যথেষ্টাদি”, ইত্যত্র “উদাহরতুং, যথেষ্টাদি” ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডে চ—

(৪৩) “শ্বেতো নাম মহানস্তি দ্বীপঃ ক্ষীরাক্ষিবেষ্টিতঃ ।

লক্ষ্মীযোজনবিস্তারঃ সুরমাঃ সর্বকাক্ষনঃ ॥

(৪৪) কুন্দেন্দুকুমুদপ্রথৈলোলকল্লোলরাশিভিঃ ।

ধোতামলশিলোপেতঃ সমস্তাং ক্ষীরবারিধেঃ ॥” ২৭ ॥ ইতি ।

(৪৫) কিঞ্চ বিষ্ণুপুরাণাদৌ মোক্ষধর্ম্মে চ কীর্তিতম্ ।

ক্ষীরাক্ষৈকতরে তীরে শ্বেতদ্বীপে ভবেদिति ॥

(৪৬) শুক্লোদাহৃতরে শ্বেতদ্বীপং স্রাং পাদ্যসম্মতম্ ॥ ২৮ ॥

(৪৭) বিষ্ণুঃ সত্ত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্রুতঃ ।

অবতারগণশ্চাস্ত্র ভবেৎ সত্ত্বতনুস্থথা ।

বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্মৈ তৎ তনুঃ ॥ ২৯ ॥

(৪৮) অতো নিগুণতা সম্যক্ সর্বশাস্ত্রে প্রসিধ্যতি ॥

• তস্মৈতি—বিষ্ণুলোকস্ত । ব্রহ্মাণ্ড ইতি—ব্রহ্মণা অম্যতে দর্শনায় গম্যতে ইত্যর্থঃ ; অম গত্যদিষু, ঐমাস্তাড্ভঃ ॥ অবাচি—দক্ষিণে ॥ কুন্দেন্দ্বিতি । ক্ষীরবারিধেলোলকল্লোলরাশিভিঃ ধোতামলশিলোপেতো দ্বীপ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥

• শ্বেতদ্বীপস্ত হিতৌ মতান্তরে আহ, কিলেষত্যাদিনা । তদিদং কল্পভেদাদবগম্যম্ ॥ ২৮ ॥

• “শ্রেয়াংসি তত্র থলু সত্ত্বতনোনাং স্রাং” ইত্যুক্তং, তত্র বিষ্ণোঃ সত্ত্বতনুঃ কিং মায়িকসত্ত্বমুত্তিষ্টং বাচ্যং ? তথাচ সতি তদুপাসনয় মুক্তেরভাবঃ, “আত্মৈতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” (ব্রং সূঃ ৪।১।৩) ইতি গ্রাহ্যেনাশ্রয়গ্রহোপাসনয়া মুক্তেরভিধানা, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, বিষ্ণুঃ সত্ত্বম্ ইতি—সত্ত্বগুণং বিস্তারয়ন্ বিষ্ণুঃ সত্ত্বতনুৰূচ্যতে । অস্ত্র—ক্ষীরোদশয়স্ত্র বিষ্ণোঃ, অবতারগণশ্চ সত্ত্ববিস্তারায় সত্ত্বতনুঃ । অথবা, তৎ সত্ত্বং তস্মৈ বহিরঙ্গমধিষ্ঠানং ভবতি, “সত্ত্বং বদব্রহ্মদর্শনম্” (ভাঃ ১।১।২৪) ইত্যুক্তং, স্বচ্ছ শাস্ত্রে তত্র তৎপ্রকাশস্তদাবিভূত-তজ্জ্ঞানদ্বাৰা ভুবতীতাপেক্ষয়া, তৎ তস্মৈ তনুৰূচ্যতে ; অন্তরঙ্গমধিষ্ঠানস্ত বৈকুণ্ঠমেবেতি ভাবঃ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীদশমে (জাঃ ১০৮৮৫)—

(৪৯) “হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃশপদ্রবো তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ ॥” ইতি ।

(৫০) তেন সদ্ধতনোরম্মাৎ শ্রেয়াংসি স্ম্যরিতীরিতম্ ॥ ৩০ ॥ *

(৫১) ইত্যতো বিহিতা শাস্ত্রে তদ্বক্তেব নিত্যতা ॥

তথাহি পাদো—

(৫২) “স্মৰ্ত্তব্যঃ সততঃ বিষ্ণুর্বিষ্মৰ্ত্তব্যো ন জাতুনিৎ ।

সর্বৈ বিধি-নিষেধাঃ স্ম্যরেতয়োরেবাকিঙ্করাঃ ॥” ৩১ ॥

অতএব তত্রৈব (পঃ পুঃ পাঃ খঃ ৯৩২৬)—

(৫৩) “ব্যামোহায় চরাচরশ্চ জগতস্তে তে পুরাণাগনা-

স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি :

অত ইতি—ক্ষুটার্থম্ ॥ হবির্হীতি । হরির্নিগুণঃ, সঙ্কল্পেনৈব সদ্ধতশ্চ প্রবর্তনাৎ
অতঃ, সাক্ষাৎ—অনাবৃতঃ, ন তু ব্রহ্মাদিবৎ তদাবৃতঃ ; যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ; ন তু
তদ্বদিচ্ছয়া গৃহীতগুণঃ ; অতঃ, সর্বদৃশ—সর্বেষাং দৃশ্ মৌক্ষহেতুজ্ঞানং যস্মাৎ
সঃ । উপদ্রষ্টা—সন্নিধৌ মুক্তান্ পশুতি, মুক্তগম্য ইত্যর্থঃ, ন তু তদৎ মুক্তে
স্ত্যজ্যঃ । অতস্তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ, “নিরঞ্জনঃ পরমং নাম্যমুপৈতি” (মুঃ
৩১২) ইতি শ্রুতেঃ ॥ যত ঈদৃগ্বিষ্ণুঃ, ততঃ; তেনেত্যাদি—ক্ষুটার্থম্ ॥ ৩০ ॥

ইত্যত ইতি—উক্তবীতিকে ন নিগুণত্বেন বিষ্ণোরৈব পারম্যাৎ, তদ্বক্তে
নিত্যতা বিহিতা । যস্তা অকরণে প্রত্যক্ষঃ, সানিত্যা ॥ অত্র প্রমাণং, স্মৰ্ত্তব
ইতি । এতয়োঃ—বিষ্ণুঃ স্মরণ-বিস্মরণয়োঃ । সঙ্কোপাসনাদেনিত্যত্বেনপি যথা পিতৃ
লোকঃ ফলমস্তি, এবং ভক্তস্তত্ত্বেনপি বিষ্ণুলোকস্তদ্বিতি বোধ্যম্ ॥ ৩১ ॥

মদ্বৈব বিষ্ণোরৈব পারম্যেণ নির্ণয়ো ন সম্ভবেৎ, বাদির্বিপ্রতিপত্তেজাগরকত্বাৎ
তত্ত্বপুৰাণেষ্ণ ব্যাসোক্তেষ্টে ব্রহ্মরূপাদীনামপি পঞ্চম্যদর্শনাৎ, ইতি চেৎ ? তত্রাহ
অতএবেতি—বিষ্ণোরৈব উক্তৈঃ প্রমাণৈঃ পারম্যস্ত সিক্তাদিত্যর্থঃ ॥ ব্যামোহা
য়েতি । চরাঃ—দেব-মানবাদয়ঃ, অচরাঃ—শৈলাদয়স্তদধিষ্ঠাতারঃ, তজ্জপস্ত জগতঃ

• সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরণং নীতেষু নিশ্চীয়েতে ॥”

• শ্রীপ্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১১২৬)—

(৫৪) “মুমুক্শবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হনসূয়বঃ ॥” ইতি ।

(৫৫) অত্র স্বাংশাঃ হিরেরেব কলা-শব্দেন কীর্তিতাঃ ॥ ৩২ ॥

(৫৬) অতো ব্রিধি-হর্যাদীনাং নিখিলানাং সুপৰ্ব্বণাম্ ।

• শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥ ৩৩ ॥

• যথা তত্রৈব (ভাঃ ১১৮২)—

(৫৭) “অথাপি যৎপাদনখাবস্থষ্টং

জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হগান্তঃ ।

সেশং পুনাত্যন্ততমো মুকুন্দাৎ

কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥” ইতি ।

তাং তাং—ব্রহ্মরূপাদিকাম্ । কিন্তু ব্রহ্মস্বত্রৈস্তত্ত্বাধোণ চ শ্রীভাগবতেন সিদ্ধান্তে
সতি, তেন সমস্তাগমব্যাপারেষু অভিদালক্ষণাদিষু বিবেকসঙ্গতিং নীতেষু, বিষ্ণু-
রেব অনাবৃতবিজ্ঞানানন্দমূর্তিঃ পারম্যাবান্ নিশ্চীয়েতে ॥ পারম্যাৎ বিষ্ণুরেব ভজ-
নীয় ইত্যত্র সদাচারমাহ, মুমুক্শব ইতি । ভূতপতীন—ব্রহ্মরূপাদীন । তেষাং হানে
ভাসাং ভজনে চ হেতু, ঘোররূপানিতি, শান্তা ইতি চ । অনহয়ব ইতি—“হরিরেব
সদারাধাঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ । ইতরে ব্রহ্মরূপাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কৃদাচন ॥” (পদ্ম-
পুরাণে) ইতি স্মৃতেঃ ॥, অত্রোক্তি । স্বাংশাঃ—অনাবৃতজ্ঞানানন্দবিগ্রহত্বাৎ স্বয়ং-
প্রভুতুল্যা মংস্তকুম্ভাদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

• এবং বিষ্ণোৰ্ভক্তিব্রহ্মাদৌরপ্যভূষ্টেয়ৈতি ভাবেনাহ, অত ইতি—বিষ্ণোর্মাম্য-
নাবৃতবিজ্ঞানানন্দমূর্তিহাদিত্যর্থঃ । স্বাংশবর্গেভ্যঃ—মংস্তাদিত্যঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মাদৌরীশ্বরকোটিত্বেহপি রজস্তমোবৃত্তেন তাদৃশমূর্তিহাভাবাৎ তাদৃশা-
নবরদেবান্ শিক্ষয়ন্তৌ তৌ তাদৃশমূর্তিঃ বিষ্ণুং ভজতঃ, জীবকোটিত্বে তু স্মতরা-
মিত্যদাহরতি, অথাপীতি । বিরিঞ্চোপহৃতার্হগান্তঃ, যন্ত—মুকুন্দস্ত, পাদনখাবস্থষ্টং

মহাবারাহে চ

(৫৮) “মৎস্ত-কৃষ্ণ-বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ ।

ব্রহ্মাদ্যন্তসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা ॥” ৩৪ ॥ ইতি ।

(৫৯) অত্র প্রকৃতি-শব্দেন চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে ।

অভিন্ন-ভিন্নরূপত্বাদিশ্চৈবোক্তা সমাসমা ॥ ৩৫ ॥

॥ * ॥ [ইতি পুরুষাবতার-গুণাবতার-নিরূপণম্] * ॥

সং, সেশঃ--সশিবঃ, জগৎ পুন্যতি, ততোহস্তো ভগবৎপদার্থঃ কো নাম ভবেৎ? ন কোহপীত্যর্থঃ । তথা চ সমগ্রেশ্বর্যাদিষট্‌কবান্ স এব ব্রহ্মাদিসেব্যস্তাং সৰ্বেষাং সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ব্রহ্মাদ্যন্তসমা ইতি--স্বভাবভেদাদিতি ভাবঃ । এবমত্রোক্তং রামচন্দ্রকবিরাজৈঃ--“প্রজ্ঞাদ-ক্রব-রাবণানুজ-বলি-বাসাস্বরীষাদিষো বিষ্ণুপাসনংৈব পদ্মজ-ভবাদীনাং * প্রিয়া জজ্ঞিরে । বেহস্তে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্র-ক-বৃক্ক-ক্ৰৌঞ্চ-ক্কাদ্যা অমী যন্তুক্তা ন + চ তংপ্রিয়া ন চ হবেন্তস্মাজ্জগদৈবিনঃ ॥ শিববা ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোহপি শৈবঃ স্বয়ম্ । তথা সমতয়া বা বিবিহঁরাদিমূর্তি-ত্রয়ম্ । বিলোক্য ভব-বেধসোঃ কিমপি অন্তবর্গক্রমং প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়-মুপেক্ষদাসান্ শ্রিতাঃ ॥” ইতি ॥ ৩৪ ॥

প্রকৃতিপদার্থং নিশ্চেতুমাং, অত্রোতি । প্রকৃতিশব্দেনাত্র, চিচ্ছক্তিঃ--পরাত্মা স্বরূপশক্তিঃ । যা ধনু--“পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রযতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” (শ্বেং ৬৮) ইতি শ্রুত্যা, “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাত্যা তথাপর । অবিদ্যাকর্শ্মসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিত্যে ॥” (বিং পুং ৬৩৩) ইতি বিষ্ণু-পুরাণেন চাভিধীয়তে । সা তু, অসৌব--বিষ্ণোঃ, অভিন্নভিন্নরূপত্বাৎ সমাসমা উক্তা, বারাহবচনেন । এতদত্র বোধ্যম্--অগ্নৈরুষ্ণতেব বিষ্ণোরনিতরা ভবতি, পরা স্বাভাবিকী তদ্বিশেষণাৎ, “স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ নিসর্গশ্চ” (অং কোং) ইতি পর্যায়-শব্দাঃ । তথাপি ‘অন্ত শক্তিঃ’ ইতি বিশেষবলাৎ ব্যাপদিশ্রুতে, যথা ‘সত্তা সত্তী, ভেদেভি-ভিন্নঃ, কালঃ সর্বদ্যন্তি’ ইত্যাদিষু সত্তাদীনাং সত্তাদ্যন্তরাভাবেহপি তদ্বৎ বিদ্বন্তি-রুদেদেষ্যতে । নহু তেযু সত্তাদ্যন্তরাভাবেহপি বস্তুস্বভাবাদেব তথোক্তিরিতি চেৎ? ন,

* “পদ্মজ” ইত্যত্র “তেহপি চ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† “সন্তস্তা ন” ইত্যত্র “যদুত্যা ন” ইতি পাঠান্তরম্ ।

(১) অথ লীলাবতারাশ্চ বিলিখ্যন্তে যথামতি ।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রানুসারেণ প্রায়শস্তমী ॥

তত্র শ্রীচতুঃসনঃ ॥ ১ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১৮৬)—

(২) “স এব প্রথমঃ দেবঃ কোমারঃ সর্গমাস্রিতঃ ।

চ্চার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্যামখণ্ডিতম্ ॥” ইতি ।

(৩) চতুর্ভিন্নবতারোহয়মেক এব সতাং মতঃ ।

মন-শব্দাৎ চতুর্ষেব চতুঃসন ইতি স্মৃতঃ ॥

(৪) শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থম্বাতরং ।

পঞ্চমাদিকবালাভে গোবৎ কমলযোনিতঃ ॥

শ্রীনিব্দদঃ ॥ ২ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১৮৮)—

(৫) “তৃতীয়াবিসর্গং বৈ দেবর্ষিহমুপেত্য সঃ ।

তন্ত্রং সাধিতমাচক্ট নৈক্ষ্ম্যাং কশ্মণাং যতঃ ॥” ইতি ।

স্বভাবসৌবেহ বিশেষশক্তিভাঃ । বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধিঃ, ন তু ভেদঃ, তং বিনা বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাদি ন স্যাৎ । নচ ‘সত্তা সতী’ ইত্যাদিবুদ্ধিব্র্ম এব, ‘সনু বটঃ’ ইত্যাদিবদবাখ্য । ন চারোপঃ, ‘সিংহো দেবদত্তো ন’ ইতিবৎ ‘সত্তা সতী ন’ ইতি কদাচিদপ্যব্যবহারাৎ । স চ বস্তুভিন্নঃ স্নানিস্থত্বী চেতি নানবত্তা । তস্য তাদৃশ-
ত্বঞ্চ ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধং জগৎকর্তৃরিঃ স্ফাঙ্কানকৃতিমবুৎ । অস্মাদেব বিশেষাৎ গুণ গুণিভাবো দেহদেহিভাবোহিবতারাংকতারিভাবশ্চকস্য, বিষ্ণোরুৎসতি । অতঃ-
হপি সতি ভেদকার্যপ্রত্যায়কো ধর্মো বিশেষঃ । অধিকস্তাকরণগ্রহণেন্নয়ম্ ॥ ৩৫

॥ * ॥ ইতি পুরুষবিতারাণাং গুণাবতারাণাঞ্চ নিরূপণম্ ॥ * ॥

লীলাবতারাণু বক্তুমাহ, অথেনি ॥ তানাহ, তত্র শ্রীচতুঃসন ইত্যাদিভিঃ । অত্র প্রকরণ সংখ্যাবতার-নাম নির্দেশোত্তরাঃ পঞ্চবিংশতিরক্ষাঃ, তে দ্বিবিন্দবঃ পুরা-
তনাঃ, টীকাক্রমলাভায় নবীনাস্ত নিবিন্দবো জ্ঞেয়াঃ ॥ স এবেনি । সঃ—গর্ভো-
দকশযঃ কৃষ্ণস্য স্বাংশঃ । কোমারঃ—চতুঃসনকপং, সর্গম্ । ব্রহ্মা—বিপ্রঃ, ভূত্বা ।

(৬) প্রবর্তনায় লোকেহস্মিন্ স্বভক্তেরেব সৰ্ব্বতঃ ।

হরির্দেবর্ষিরূপেণ চন্দ্রশুভ্রো বিধেরভুং ॥ -

(৭) আবিত্ত্বাদিমে ব্রাহ্মে কল্প এব চতুঃসনঃ ।

নারদশ্চানুবর্তেতে কল্পেবু সকলেষপি ॥ ১ ॥

শ্রীবরাহঃ ॥ ৩ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১৫৩)—

(৮) “দ্বিতীয়ন্তু ভবায়ান্ত রসাতলগতাং মহীম্ ।

উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥” *

ত্রিবিধীয়ে চ (ভাঃ ২৫১)—

(৯) “যত্রোদ্যতঃ ক্ষিত্তিলোকধরণায় বিভ্রং

ক্রোড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ ।

অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং

তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥” ইতি ।

(১০) দ্বিরাবিরাসীং কল্পেহস্মিন্মাদ্যে স্বায়ত্ত্ববান্তরে ।

ব্রাণাদ্বিধেধরোদ্ধৃত্যে চাক্ষুযীয়ে তু নীরতঃ ॥

ইহ প্রথম-দ্বিতীয়াংশিকাঃ সংখ্যাপূর্ত্ত্যাপেক্ষা, ন তু ক্রমাপেক্ষা । সাময়িকঃ ক্রম-
স্বেতদগ্রহরচিত ইতি বোধ্যম্ ॥ তৃতীয়মিতি । * বিসর্গরূপেণ, তত্রৈব, দেবর্ষিভুং—
নারদহৃৎ, উপেতোতি, বোজ্যম্ । সাত্বিকং তত্ত্বং—নারদপঞ্চরাত্রম্ । যতঃ—তন্ত্ৰাং,
কর্ম্মণাং, নৈকস্ম্যং—ভগবদুপগুণযোগাৎ, পরিণোদিতবিষপারদস্থায়েন কর্ম্মবদ্ধ-
হারিভুং, ভবতি ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়মিতি । অশ্রু—বিশ্বশ্রু, ভবায়—উদ্ভবায়, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরনির্ণয়াং প্রলয়ে
রসাতলগতাং মহীমুদ্ধরিষ্যন্ন, স দেবঃ শৌকরং বপুঃ, উপাদত্ত—প্রকটিতবান্ ।
স্বায়ত্ত্ববম্বস্বরীয়োহয়ম্ববতারঃ ॥ চাক্ষুযম্বস্বরীয়াং তমাহ, যত্রৈতি । ক্রোড়ীং—
শৌকরীং, তনুং, বিভ্রং—প্রকটয়ন্, উপাগতং—মিলিতম্, আদিদৈত্যং—হিব-

* মুদ্রিতামুদ্রিতেন বহুধেব শ্রীমদ্ভাগবতেষু “যজ্ঞেশঃ” ইতি পাঠো দৃশ্যতে । টীকাঙ্কিত্ত্ব
“যজ্ঞেশঃ” ইত্যত্র “স দেবঃ” ইত্যত্র পাঠঃ পরিগৃহীত ইতি বিশ্বস্তিরবধেয়ম্ ।

(১১) হিরণ্যাক্ষঃ ধরোদ্ধারে নিহন্তঃ দংষ্টিপুংসবঃ ।

চতুষ্পাং শ্রীবরাহোহসৌ নুবরাহঃ কচিন্মতঃ ॥ ২ ॥ *

(১২) কদাচিচ্ছলদশ্যামঃ কদাচিচ্ছন্দ্রপাণ্ডুরঃ । †

যজ্ঞমূৰ্ত্তিঃ স্থনিষ্ঠোহয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

(১৩) দক্ষাং প্রাচেতসাং সৃষ্টিঃ শ্রয়তে চাক্ষুষেহন্তরে ।

অতন্ত্ৰৈব জন্মাস্থ হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে ॥

তথাহি শ্রীচতুর্থে (ভা. ৬. ৩০।৪২) :-

(১৪) *চাক্ষুষে বস্তুবেদপ্রাপ্তে ঐকসর্গে কালবিক্রতে ।

যঃ সসঙ্ঘ প্রজা ইক্ষাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥” ইতি ।

(১৫) উভানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাম্ ।

দক্ষশ্চৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ স্মৃতঃ ॥

ণ্যাক্ষঃ, দংষ্ট্রীয়া, দদীপ্য, বিদীপ্যং চক্ৰবঃ ॥ ননু প্রথমস্কন্ধবাক্যে ধরোদ্ধারায় বরাহো
যঃ, স কস্মাৎ কদা অভূৎ ? দ্বিতীয়স্কন্ধবাক্যে চ ধবান্ধকর্তৃজ্ঞাতঃ সন্ হিরণ্যাক্ষঃ
শ্রবণীঃ, স চ কস্মাৎ কদা অভূৎ ? তত্র তত্র চ কিংবর্ণঃ কিমাকারশ্চ সং ? ইতি
সন্দেহং ছেত্তুমাং, দ্বিরিতি । যাবদুৎসবতরম্, অশ্বিন্—ব্রাহ্মে, কল্পে বরাহো
দ্বিরাবিরাসীৎ । তত্রাদ্যে স্বায়ম্ভুবীক্ষেহন্তরে বিবেচ্যগাজ্জাতো ধরামুদধার, যঃ
প্রথমবাক্যোনোল্লঃ ; বস্তু দ্বিতীয়বাক্যোনোল্লঃ, স তু চাক্ষুষে বর্চ্যেহন্তরে নীরা
জাতঃ সন্ ধরামুদধার হিরণ্যাক্ষঃ জঘানেতি । নীরত ইত্যপূর্বত্বম্ ॥ কচিং
পাদ্যাদৌ ॥ ২ ॥

কদাচিদिति—আদৌ আদত্বে, দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়তা ‡ ॥ ৩ ॥

ননু চাক্ষুষেহন্তরে বরাহো নীরাদাবিভূয় আদিদৈত্যং জঘানেত্যেতৎ ‘যত্র’ ইতি
বাক্যাৎ ন প্রতীতমিতি চেৎ ? তত্রাহ, দক্ষদिति ॥ অত্র প্রমাণং, চাক্ষুষে স্থিতি ।
দৈবেন—পরেশম্, চোদিতঃ—প্রেরিতঃ ॥ ননু তত্রৈব চাক্ষুষেহন্তরে হিরণ্যাক্ষস্য

* “শ্রীবরাহোহসৌ” ইত্যত্র “শ্রীবরাহোহভূৎ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† “পাণ্ডুরঃ” ইত্যত্র “পাণ্ডুবঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ “আদ্যাতা” ইত্যত্র “আদ্যাত” ইতি, “দ্বিতীয়তা” ইত্যত্র “দ্বিতীয়ত্ব” ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

(১৬) কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সূতোঃপত্তির্মনোরপি ।

কাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক দতিঃ ক দিতেঃ সূতঃ ॥

(১৭) অতঃ কালদ্বয়োদ্ধুতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্ ।

একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্বুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ ॥ ৪ ॥

(১৮) মধ্যে মন্বন্তরশ্চৈব যুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি ।

প্রলয়োহসৌ বভূবেতি পুরাণে কচিদীর্ঘমতে ॥

(১৯) অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষ্মস্যান্তরে মনোঃ ।

প্রলয়ঃ পদ্মনাভ্য লীলৈয়তি চ কুত্রচিৎ ॥ ৫ ॥

জন্মেতি কথং মন্তব্যং ? তত্রাহ, উত্তানপাদেহি ॥ ননু স্বায়ম্ভুবীয়েহন্তরে পোহভূতো বরাহো হিবণ্যাক্ষঃ জন্মানেতি কতো ন মন্ততে ? তত্রাহ, কল্পারম্ভে তদেতি । কল্পশ্রু—ব্রাহ্মশ্রু, আরম্ভে—স্বায়ম্ভুবীয়েহন্তরে, মনোরপি স্বায়ম্ভুশ্রু সূতোঃপত্তি-
নাস্তি—মনোঃ সূতাভ্যাং সূতাস্ম চ উৎপত্তিস্তদা ন ; কেবল মনোঃ কল্পাপুত্রা-
দীনাংমুৎপত্তিদর্শনাৎ । এবঞ্চৎ কাসাবিত্যাদি । এতদ্ভুক্তং ভবতি—স্বায়ম্ভুবশ্রু
মনোরুত্তানপাদঃ পুত্রঃ, তদংশোদ্ভবাঃ প্রচেতসঃ, তেষাং তনয়ৌ দক্ষঃ, তৎপুত্র্যাং
দিত্যাং কশ্রুপাং হিবণ্যাক্ষেহভূদিতি কথাস্তু ; ততশ্চাতিচিরকালোত্তরজাতং
হিরণ্যাক্ষং স্বায়ম্ভুবীয়েহন্তরে জাতো বরাহো জন্মানেতি ন সম্ভবতি । তস্মাৎ তত্র
জাতোহসৌ ধরোদ্ধাবমাত্রং চকার, ইত্যেব বল্যম্ ॥ ননু স্বায়ম্ভুবীয়ে ধরোদ্ধাব-
মাত্রং চকার, চাক্ষুষীয়ে তু ধরোদ্ধাব-দৈত্যবধৌ ইতি বিবেকশূভীয়সন্ধে নোপ-
লভ্যতে ? তত্রাহ, অত ইতি—বিবেকশ্রু সাধিতত্বাদেব, কালদ্বয়োদ্ধুতং বরাহ
চেষ্টিতং মিথো বিবিক্রমপি তদবতারত্বসামান্যাত্বে একীকৃত্য, ক্ষত্বুঃ—বিদ্রুগশ্রু,
প্রশ্নানুরোধাত্বে মৈত্রেয়োহব্রবীৎ, ইতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ ॥ ৪ ॥

ননু প্রশ্নরং বিনা ধরায়ামজ্ঞানং ন স্যাৎ, ততঃ প্রশ্নশ্রুত্রে স্বায়ম্ভুবীয়ে তস্য
অমজ্ঞানাৎ কিমর্থং তত্র বরাহোহভূদিতি চেৎ ? তত্রাহ, মধ্যে ইতি । মনুং—
স্বায়ম্ভুবং, প্রতি, যুনেঃ—অগস্ত্যস্য, শাপাং তন্মধ্যে প্রলয়ো বভূব, তেন অগস্ত্য
ধরায় উদ্ধারায় বরাহবির্ভাবঃ । পুরাণে—মাৎস্যে ॥ ননু চাক্ষুষীয়ে কেন হেতুনা
প্রলয়োহভূৎ, যেন ধরায়ামজ্ঞানং ? তত্রাহ, অযমিতি । ভগবদিচ্ছয়া অকস্মাৎ

(২০) সর্বমম্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে হেতৎ মার্কণ্ডেয়ৈন ভাষিতম্ ॥ ৬ ॥

তথাহি —

(২১) “মম্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা মম্বন্তরেশ্বরঃ ।

মহলোকমখাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গতকল্যাষাঃ ॥

(২২) মনুশ্চ মহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন ! ।

ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবুত্তিষ্ঠন্তম্ ॥

(২৩) ভূতলং সতলং, বজ্র ! তোয়রূপী মহেশ্বরঃ ।

উর্ধ্বিমালী মহাবৈগঃ সর্বদ্যাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

(২৪) ভূলোকমাশ্রিতং সর্বং তদা নশ্যতি যাদব ! ।

ন বিনশ্যন্তি বাজেন্দ্র ! বিপ্রতাঃ কুলপর্বতাঃ ॥

প্রলয়োহভূৎ, তেন তস্যা মজ্জনং, তদুদ্ধারায় তদাবির্ভাব ইতি । কুত্রচিৎ—বিষ্ণু-
ধর্মোত্তরাদৌ । পুণ্যগ্ধবচনানি তু, মূল্যাণি ॥ ৫ ॥

স্বায়ম্ভুবীয়ে, চাক্ষুষীয়ে, চ অস্তরে ধরা প্রলয়ান্তিসি মগ্না অভূৎ, তদুদ্ধারায় ববাহো
দ্বিঃ আবির্ভূব । বস্তুতস্ত সর্বেষাং মম্বন্তরাণামবসানে প্রলয়ো ভবেদেব, তত্র তত্র
ধরা প্রলয়ান্তসি অদৃশ্য তিষ্ঠেৎ, ন তু প্রলয়ান্তিসি নিমজ্জেৎ, ইতি মধ্যং মতং
দর্শয়িতুমার, সর্কেতি ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুধর্মোক্তিং দর্শয়িতুং, তথাহীতি ॥ মম্বন্তরেহীতে শক্রাদীনামধিকারে পরি-
ক্ষীণে সতি, মম্বন্তরেশ্বরঃ দেবাঃ মহলোকমখাসাদ্য, প্রলয়োদধিং পশ্যন্তুতি ॥
ততঃ, ব্রহ্মলোকং—সত্যং, প্রপদ্যন্তে । কীদৃশমিতমহ, পুনরাবুত্তিষ্ঠিঃ—সমুখ-
বুদ্ধমুতেঃ, দুর্লভং—দুঃখেন লভ্যম্ । তে তত্র চিরং ন বসন্তি, পুণ্যক্ষয়ে তস্মাৎ
পতন্তি, “আব্রহ্মভবনাল্লোকাঃ পুনরাবুত্তিনোহর্জুন ।” (গীঃ ৮।১৬) ইতি স্মৃতেঃ ।
অধিকারিণস্ত তত্রৈব নিবসন্তঃ ব্রহ্মণা সহ বিমুচ্যন্তে, “ব্রহ্মণা সহ তে সর্কে সংপ্রাপ্তে
প্রতিসঞ্চরে । পরশ্রান্তে কৃত্যত্মানঃ এবিশন্তি পরং পদম্ ॥” (ঈঃ ৮।১৬, ভাঃ ৩।৩২।১০
স্বাঃ ৮।১) ইতি স্মৃতেঃ । প্রতিসঞ্চরঃ—প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ ॥ ভূতলং—পৃথিবীং,
তলেন—পৃথিব্যাবোভাগেন পাতালসপ্তকেন, সহিতমিত্যর্থঃ । বজ্রেতি—কৃষ্ণ
প্রপৌত্রস্য সন্দোপনম্ ॥ সন্দং বজ্র, নশ্যতি । কুলপর্বতাঃ—হিমালয়াদযোহষ্টৌ, ন

(২৫) নোভূত্বা তু তদা দেবী মহী যদুকুলোদহ ! ।

ধায়য়ত্যথ বীজানি সৰ্ব্বাণ্যেবাৰিশেষতঃ ॥

(২৬) ভবিষ্যচ্চ মনুস্তত্র ভবিষ্যা ঋষয়স্তথা ।

তিষ্ঠন্তি রাজশাৰ্দূল ! সপ্ত তে প্রথিতা ভূবি ॥

(২৭) মৎস্বরূপধরো বিষ্ণুঃ শৃঙ্গী ভূত্বা জগৎপতিঃ । *

আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাং স্থানান্ত লীলয়া ॥

(২৮) হিমাद्रিশিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ †

মৎস্বদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥

(২৯) কৃততুল্যং ততঃ কালং যাবৎ প্রক্ষালমং স্মৃতম্ ।

আপঃ শমমথো যাস্তি যথাপূর্বং নরাধিপ ! ।

ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সৰ্বং কুৰ্ব্বন্তি তে তদা ॥” ৭ ॥ † ইতি ।

(৩০) মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবেহদর্শি মায়ায়ী ।

বিষ্ণুনেতি ক্রবাণৈস্ত স্বান্নিভিনৈষ মন্যতে ॥ ৮ ॥

শ্রীমৎস্বঃ ॥ ৯ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১৫) :-

(৩১) “রূপং স জগৃহে মাৎস্বং চান্দ্রুষোদধিসংপ্নবে ।

নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদবৈবদতং মনুম্ ॥”

বিনশ্চন্তি, কিন্তু দেবৈর্দৃশ্যমানা বসন্তে ইত্যর্থঃ ।” মহী দেবী -- ধরাধিষ্ঠাত্রী বরাহ-
পত্নী ॥ ঋষয়ঃ সপ্ততদয়ঃ । তত্র 'নাবি' ॥ তত্রগা ইতি - নাবি স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥
কৃততুল্যং -- সত্যযুগসমম্ । 'সৰ্বং কুৰ্ব্বন্তি' - প্রজাসংজ্ঞন-তৎপাদনাদিকার্য্যং প্র-
ত্নস্বস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অত্র শ্রীধরস্বামিনাং মতমাহ, (ভাঃ ১।৩।১৫, ৮।২।১৪৬ 'ব্রাং টাঃ) মনোরিতি ।
মনোরন্তে লয়ো নাস্তি, কিন্তু কল্পান্ত এবোত্যর্থঃ । মায়ায়েতি -- স্বাপ্নিকবৎ
প্রাকৃতিক ইত্যর্থঃ । -এবঃ -- মনস্তরপ্রলয়ঃ । ইদং বিষ্ণুশ্রোণ বিরূধ্যতে ॥ ৮ ॥

* “বিষ্ণুঃ” ইত্যত্র “দেবঃ” ইতি পাঠান্তবম্ ।

† “তে তদা” ইত্যত্র ‘পূর্ববৎ’ ইতি পাঠান্তবম্ ।

শ্রীদ্বিতীয়ে চ (ভা० ২।৭।১২)।

- (৩২) “মৎস্তো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিল-জীব-নিকায়-কেতঃ ।
বিস্রংসিতানুরূভয়ে সলিলে মুখান্ম
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥”

পাঙ্গে চ -

- (৩৩) “এবমুভেদু হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ ।
মৎস্তরূপং সমাস্মায় প্রবিবেশ মহোদধিম্ ॥” ৯ ॥ ইতি ।
(৩৪) মৎস্যোহপি প্রাচুরভবদ্বিঃ কল্লৈহস্মিন্ বরাহবৎ ।
আদৌ স্বায়ত্ত্ববীযস্য দৈত্যং ঘ্নমাহরচ্ছতীঃ ।
অস্তে তু চাক্ষুযীযস্য রূপাং সত্যব্রতেহকরোৎ ॥ ১০ ॥
(৩৫) অস্ত্যেন সার্কপদ্যেন প্রোক্তমাদ্যস্য চেষ্টিতম্ ।
পূর্বসার্কেন চাস্ত্যস্ত মৎস্তো জ্যেয়ো বরাহবৎ ॥ ১১ ॥ *

এবং প্লাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমবতারমুদাহরতি, শ্রীমৎস্ত ইত্যাদিনা ॥ রূপং
স ইতি । চাক্ষুযমন্ত্ররাস্তে য উদবিসংলব্ধত্বস্মিন্ মাৎস্তং রূপং সং, জগৃহে—প্রক-
টিতকন্ । বৈবস্কতঃ ভাবি তন্নামানং সত্যব্রতম্, অপাং—পালিতবান্ ॥ মৎস্তো
যুগান্তেতি । মনুনা—সত্যব্রতেন, দৃষ্টো মৎস্তঃ । ক্ষৌণীময়ঃ—পৃথ্বীপ্রধানঃ, তৎ-
সমাশ্রয় ইত্যর্থঃ ; অতএব নিখিলানাং জীবনিকায়ানাং, কেতঃ—নিবাসভূতঃ ।
মে—মম ব্রহ্মণঃ, মুখাং, বিস্রংসিতান্—অলিতান্, বেদরূপান্ মার্গান্ আদায়,
তত্র যুগান্তসলিলে, বিজহার ॥ এবমিতি—‘মম মুখাদ্বেদা দৈত্যেন হৃতাঃ, বেদ-
পালক ! রক্ষ’ ইত্যাদ্যুক্ত্যেতৎ । অত্রাৎ ক্ষু টাৎ ॥ ৯ ॥

• সন্ধীর্ণং মৎস্তচরিতং বিভজতি, মৎস্তোহপিতি । অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্লৈ, মৎস্তো
দ্বিঃ প্রাচুরভবৎ । স্বায়ত্ত্ববীযস্ত মনুসত্ত্বস্ত আদৌ, প্রতিচোরং দৈত্যং—হয়গ্রীবঃ,
ঘ্নন্—ঘিনাশয়ন, শতীঃ, আহবৎ—আনীতবান্ । চাক্ষুযীযস্ত তু তস্ত অস্তে, সত্যব্রতে
রূপামকরোৎ—নাবি তৎপ্রভৃতীন নিবায় পালিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ •

* “মৎস্তো জ্যেয়ো বরাহবৎ” ইত্যত্র “মৎস্তো জ্যেয়ো বরাহবৎ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

(৩৬) উপলক্ষণমৈবৈতৎ অন্যমম্বন্তরস্য চ ।

বিষ্ণুধর্মোত্তিরাজ্জ্যেয়াঃ প্রাহুর্ভাবাশ্চতুর্দশ ॥ ১২ ॥

শ্রীযজ্ঞঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১২)--

(৩৭) “ততঃ সপ্তম আকৃত্যাং রুচের্যজ্ঞোহভ্যজায়ত ।

স যামাদৈঃ সুরগণৈরপাং স্বায়ত্ত্ববাস্তরম্ ॥” ইতি ।

(৩৮) ত্রয়াণামেব লোকানাং মহার্তিহরণাদমৌ ।

মাতামহেন মনুনা হবিরিত্যপি শব্দিতঃ ॥ ১৩ ॥ *

শ্রীনর-নারায়ণৌ ॥ ৬ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৩)-

(৩৯) “তুর্যো ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী ।

ভূহাশ্বোশশমোপেতমকরোদুশ্চরং তপঃ ।” ইতি ।

মংস্চরিতং বিভজ্য তদ্বিয়কং প্রমাণং বিভজতি, অন্তো নত্যাদিনা । “কপং সঃ” ইত্যাদীনাং ত্রয়াণাং পদানানাং মধ্যে, অন্তোন- ‘বিসংসিতান্’ ইত্যাদিকেন, সার্কিপদোন, আদ্যন্ত- ‘স্বায়ত্ত্ববীয়াস্তরজাতস্য মংসস্ত্র, দৈতাহনন-বেদানয়নং চেষ্টিতমুক্তং ; তৎসার্কিকং তত্র প্রমাণম্ । পূর্বসার্কিকেন তু- ‘কপং সঃ’ ইত্যাদিকেন, চাক্ষুযীয়াস্তরজাতস্য তস্য সত্যবতে-রূপালোপংপালনং চেষ্টিতমুক্তং ; তৎসার্কিকং তত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন চৈতৎপদ্যত্রয়ং মংসস্ত্র দ্বির্যো ব্যক্তিঃ । কিন্তু সর্বমম্বন্তরাস্তে তদ্ব্যক্তিরিতি মন্তব্যং, তন্ত্রয়স্য তদ্ব্যপলক্ষণত্বাদিত্যহ, উপলক্ষণমিতি । বাচনিকমাহ, বিষ্ণুধর্ম্মেতি । তথাচ মংসস্ত্র প্রতিকরণং চতুর্দশকৃৎ ব্যক্তিরিতি ॥ ১২ ॥

তত ইতি । রুচৈঃ—পিতৃঃ, আকৃত্যাং—মাতরি, যজ্ঞোহভ্যজাত । সঃ—যজ্ঞঃ, যামাদৈঃ—স্বপুত্রৈঃ, সুরগণৈঃ, স্বায়ত্ত্ববং মম্বন্তরম্ অপাং—তদা স্বয়মিদ্রোহভূদিত্যর্থঃ ॥ মনুনা—স্বায়ত্ত্ববেন ॥ ১৩ ॥

তুর্যো ইতি । ধর্ম্মস্ত্র, কলা—ভাগঃ, তদ্ব্যর্থোত্যর্থঃ, “অর্দ্ধৌ বা এষ আয়নো নং পৃথী” ইতি শ্রবণাৎ, তস্তাঃ সর্গে, স দেবো নরনারায়ণাবৃষী ভূষেতি । অগ্নাৎ

* “হবিরিত্যপি শব্দিতঃ” ইত্যত্র “হবিরিত্যভিশব্দিতঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

(৪০) . শাস্ত্রেহ্যন্তো হরি-কৃষ্ণাখ্যায়নয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ ।

এভিরেকোহবতারঃ সাংখ্যং চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকপিলঃ ॥ ৭ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১৩১০) -

(৪১) . “পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্ ।

প্রোবাচাস্থরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্গমম্ ॥” ইতি ।

(৪২) . দেবহুত্যাং কৰ্দমতঃ প্রাহুর্ভাবমসৌ গতঃ ।

প্রোক্তঃ কপিলবর্ণিত্বাৎ কপিলার্থো বিরিক্খিনা ॥

পাদে .

(৪৩) . “কপিলো বাসুদেবাংশস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদ হ । * .

ত্রৈলোক্যভ্যাস্ত দেবেভ্যো ভূতাদিত্যস্তথৈব চ ।

• তথৈবাস্থরয়ে সর্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্ ॥ •

(৪৪) . সর্ববৈদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহন্তো জগাদ হ ।

সাংখ্যাস্থরয়েহ্যন্ত্যে কুর্তকপরিবৃংহিতম্ ॥” ১৫ ॥

শ্রীদত্তঃ ॥ ৮ ॥ ত্রিবির্ত্যে (ভা০ ২১৭৪) -

(৪৫) . “অত্রৈরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্কৌ

দন্তৌ ময়াহমিতি যদন্তগবান্ স দন্তঃ ।

প্রকটার্থম্ ॥ বিষয়াস্তবমাহ, শাস্ত্রে ইতি নারায়ণীয়ে ইতি বোধ্যম্ । এতৌ গাহণৌ বভূবুরিতি তত্রৈবোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

পঞ্চম ইতি । তত্ত্বগ্রামস্ত—প্রকৃত্যাদিতত্ত্ববর্গস্ত সপুঙ্কষস্ত, নিবেকেন নির্ণয়ে যত্র তৎ, সাংখ্যম্, আস্থরয়ে—তন্মায়ৈ বিপ্রায়, প্রোবাচ ॥ ননু শ্রীভাগবতোক্তঃ কপিলঃ সেশ্বরঃ, স কথং নিরীশ্বরং সাংখ্যমকরোৎ ? ইতি সন্দেহং ছেতুমাহ, কপিল ইতি । বাসুদেবঃ কৰ্দমিঃ ॥ কপিলঃ অতস্ত জীবোহগ্নিবংশজঃ ; যদুস্তং বনপৰ্জিণি অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়েন—“কপিলং পরমর্ষিঞ্চ কং প্রাহুর্ষতয়ঃ সদা । অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্তকঃ ॥” (মং ভা০, বং পং ২২০।২২) ইতি । • তথাচ নামমাত্রেন ন ভ্রমিতব্যমিতি ॥ ১৫ ॥

* “বাসুদেবাংশ” ইত্যত্র “বাসুদেবাধ্য” ইতি পাঠান্তরম্ ।

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রদেহা

যোগক্ষিপাপুরুভয়ীং যদু-হৈহয়াদ্যাঃ ॥”

শ্রীপ্রথমে (ভা. ১৩১১)—

(৪৬) “ষষ্ঠমত্রেপত্যঙ্গং বৃতং প্রাপ্তোহনসূয়য়া ।

আদ্ব্যক্ষিকীমলকায় প্রহাদাদিত্য উচিবান্ ॥” ১৬ ॥ ইতি ।

(৪৭) শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া ।

প্রার্থিতো ভগবানত্রেপত্যঙ্গমুপেয়িবান্ ॥

তথাহি—

(৪৮) “বরং দদ্বানসূয়য়াৈ বিষ্ণুঃ স কৰ্জজগন্ময়ঃ ।

অত্রেঃ পুত্রোহভবৎ কৃত্যং স্বেচ্ছামানুষবিগ্রহঃ :

দন্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ ॥” ১৭ ॥

শ্রীহয়শীৰ্ষা ॥ ১ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা. ২৭১১)—

(৪৯) “সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীৰ্ষাথো-

সাক্ষ্যং স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ ।

ছন্দোময়ো মথময়োহখিলদেবতাত্মা

বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোহশ্ব নস্তঃ ॥” ইতি ।

অত্রেরিতি। ময়াঃ অহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যৎ ভগবান্ আহ, ততঃ স নাম্না
দন্তোহভবৎ। উভয়ীং—ভোগ-মোক্ষরূপাম্। হৈহয়ঃ—কার্ত্তবীৰ্য্যঃ ॥ ষষ্ঠমিতি।
অনসূয়য়া—অত্রিপত্ন্যা, ইতঃ সন্, অত্রেপত্যঙ্গং প্রাপ্তঃ। চরিতমাহ, আদ্বী-
ক্ষিকীম্—আদ্ব্যবিদ্যাম্ ॥ ১৬ ॥

প্রথমপঙ্কজবচনার্থং পুষ্পাতি, শ্রীব্রহ্মাণ্ডে স্থিতি ॥ স্বেচ্ছয়া মানুষাকারো বিগ্রহো
যন্ত সং, অভেদেহপি ভেদব্যপদেশো বিশেষাদ্বোধঃ। অত্রিণা তৎসদৃশপুত্রো-
পত্তিমাত্রং প্রকটং প্রার্থিতমিতি চতুর্থাদ্যৰ্ভিপ্রায়ঃ। প্রথমবাক্যে তু অনসূয়য়া
সাক্ষ্যং পুত্রং প্রার্থিতমিতি লক্ষ্যং, তৎপোষকস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাক্যম্ ॥ ১৭ ॥

সত্রে ইতি। মম—ব্রহ্মণঃ। শ্বসতঃ, অশ্ব—হয়শীৰ্ষঃ, নস্তঃ—নাসিকাতঃ,
বাচঃ—বেদলক্ষণাঃ, বভূবুঃ—জাতাঃ। উশতীঃ—উশত্যাঃ, কমনীয়া ইত্যর্থঃ।

(৫০) প্রাতুভু যৈষ যজ্ঞাশ্চৈদানবো মধু-কৈটভো ।

হহা প্রত্যানয়দবেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥

শ্রীহংসঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভাঃ ১৭১৯)—

(৫১) “ভূভাঞ্চ নারদ ! ভূশং ভগবান্ বিরুদ্ধ-

ভাবেন শাধু পরিতুষ্ট উবাচ সোগম্ ।

জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসত্ত্বদীপং ।

যদ্বাস্তদেবশরণা বিদুরজ্ঞসৈব ॥” ইতি ।

(৫২) শক্তোহখিলবিনৈকেহহ কীর-দীরবিভাগবৎ ।

ইতি ব্যঞ্জময়ং রাজহংসো বরক্তিং জলাদগতঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণবপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ২৭৮)—

(৫৩) “বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিঃ স্তি রাজো

বালোহপি সন্মুগতস্তপসে বনানি ।

তস্মা অদাদ্ধ্রবগতিং গুণতে প্রশ্নো

র্দিব্যঃ স্তবস্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ॥” ইতি ।

(৫৪) স্বায়ম্ভুবেহবতারোক্তৈর্নান্দ্রশচাক্রথনাদিহ ।

যজ্ঞাদীনাক্ষ তত্রোক্ত্যা গুরিশৈষ্যপ্রমাণতঃ ॥

ভূভাঞ্চৈতি—চাং সনকাদিভ্যঃ । হে নারদ ! বিরুদ্ধেন, ভাবেন—প্রেমণা, যোগং—ভক্তিলাক্ষণম্, উবাচ, জ্ঞানঞ্চ । কীরদঃ ? ভাগবতং—ভগবদ্বিষয়কম্ ; আত্মনঃ—জীবন্ত, বৎ, স্তবং—স্বরূপং, তস্য দীপং, তদ্বিষয়কঞ্চ । যৎ বাস্তু-দেবশরণাং, অজ্ঞসৈব—আয়াসং বিনৈব, বিহং, অগ্রে তু কষ্টেনাপি সম্যক্ ন বুদ্ধান্তে ইতি ভাঃ ॥ ১৮ ॥

বিদ্ধ ইতি । বালোহপি ধ্রুবঃ, রাজঃ—উত্তমানপাদস্ত পিতুঃ, অস্তি—সমীপে, মাতুঃ, সপত্ন্যাঃ—স্বকচ্যাঃ, উদিতপত্রিভিঃ—বাগ্মাণৈঃ, বিদ্ধঃ সন্, ক্ষান্তহাং অসহিষ্ণুঃ, তপসে—তপঃ কৰ্ত্তুং, বনানুপগতঃ । গুণতে—স্তবতে, তস্মৈ ভগবান্

প্রসিদ্ধ্যা পুশ্ণিগর্ভেতি তদাখ্যাস্য নিগদ্যতে ।

হস্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ পদ্যে গোবর্দ্ধনাদ্রিবৎ ॥

তথা শ্রীদশমে (ভা. ১০।৩৩২ ; ৪১)—

(৫৫) “অমেব পূর্ববসর্গেহভূঃ পুশ্ণিঃ স্বায়ত্ত্বুবে সতি ! ।

তদায়ং সূতপা নাম প্রজাপতিরকল্যাণঃ ॥”

“অহং সূতো বামভবং পুশ্ণিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ ॥” ইতি ।

(৫৬) অস্যাত্র চরিতানুজ্ঞা নামানুজ্ঞা চ উত্র বৈ ।

পরস্পারমপেক্ষিত্বাদযুক্ত্য চৈকত্র সম্ভতিঃ ॥

(৫৭) অত্রাগমনমাত্রেণ যদি স্যাদবতারতা ।

অন্যত্রাপি প্রসজ্যেত যথেষ্টং তৎপ্রকল্পনা ॥ ১৯ ॥

শ্রীশ্বশভঃ ॥ ১২ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভা. ১০।১৩)—

(৫৮) “অষ্টমে মেরুদেব্যাস্ত্র নাভেজাত উরুক্রমঃ ।

দর্শয়ন্ ব্রহ্মা ধীরাণাং সর্বশাস্ত্রমনমস্কৃতম্ ॥” ইতি ।

প্রসঙ্গঃ সন্ ক্রবগতিম্ অদাং । যৎ—যাং গতিম্, উপরিস্থিতা ভূগাদয়ো দিব্যাঃ
স্ববস্তি, অদঃস্থিতাস্ত সপ্তর্ষয়ঃ ॥ নবেষ কিমকস্মাৎ বৈকুণ্ঠাদিগতা ক্রবায় বরং
দত্তা তমগাং, কিংবা মাতাপিতৃভ্যামগ্ন্যভিব্যক্তিরাপ্তি ? ইতি সন্দেহো ন নিবর্ততে,
বাক্যাৎ বিশেষালাভাৎ, ইত্যত্র, স্বায়ত্ত্বুবে ইতি । এতচ্চক্রং ভবতি—স্বায়ত্ত্বুবীয়ে
যজ্ঞাদয়ঃ সচবিত্রা উক্তাঃ, তত্রৈব পুশ্ণিগর্ভোহচরিত্র উক্তঃ, ক্রবপ্রিয়োহপি তত্রৈ-
বভাণি, ন চ তন্মাম, ক্রবায় বরপ্রদানং চরিতন্ত উক্তং, ন চায়ং ক্রব-প্রদানকৃতং
যজ্ঞাদিষন্তুর্ভাব্যং, স্বায়ত্ত্বুবাণ্ডরপালনশ্চ তচ্চরিতশ্চোক্তং, তস্মাৎ পুশ্ণিগর্ভোহয়ং
তদানচরিতকৃদিতি সিদ্ধম্ । সামান্যস্ত বিশেষপরম্বে দৃষ্টান্তঃ, হস্তায়মিতি (ভা. ১০।
২১।১৮) । তত্র প্রকরণাৎ, ইহ তু পারিশেষাদিতি বোধ্যম্ ॥ অমেবেতি কৃষ্ণবাক্যম্ ।
হে সতি !—দেবকি ! মাতঃ । । অয়ং—বসুদেবঃ ॥ অত্রাত্রেতি । অত্র—পুশ্ণি-
গর্ভস্ত । অত্র—শ্রীদশমে । তত্র—শ্রীদ্বিতীয়ে ॥ নহু পুশ্ণিগর্ভো ক্রবমাগত্য বরং
তস্মৈ প্রাদাদিতি পুশ্ণগমবতারোহস্ত ? মৈবং, তথা সতি দাশরথিঃ কৃষ্ণাচ্ বহুন্
প্রতি গত ইতি তত্র তত্রাপি পুশ্ণগবতারতা বক্তব্যম্ আদিতি ॥ ১৯ ॥

(৫৯) গুরুঃ পরমহংসানাং ধর্মং জ্ঞাপয়িতুং প্রভুঃ ।

ব্যক্তো গুণৈর্বরিষ্ঠত্বাদ্বিখ্যাত ঋষভাখ্যয়া ॥

শ্রীপৃথুঃ ॥ ১৩ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১৩১৪)—

(৬০) “ঋষিভির্ঘাচিতো ভেজে নুবমং পার্থিবং বপুঃ ।

দৃষ্টেমাং হোষধীনিপ্রাপ্তোস্তোনাং স উশন্তমঃ ॥” ইতি ।

(৬১) মথ্যমানান্মুনিগণৈরসব্যাদ্বেণবাহুতঃ ।

প্রাহুভূতৌ মহারাজঃ শুদ্ধস্বর্ণরুচিঃ পৃথুঃ ॥ ২০ ॥

(৬২) আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ পৃথুস্তাশ্চ ত্রয়োদশ ।

কোল-মংস্যো পুনর্যাক্তিঃ চাক্ষুধীয়ে তু জগৎপুং ॥ ২১ ॥

অথ শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ১৪ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১৩১৮)—

(৬৩) “চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদৈতোদ্রমুর্জিতম্ ।

দদার করজৈরুবাঁবেরকাঃ কটকৃদ্যথা ॥” ইতি ।

(৬৪) অসংলক্ষ্যনৃসিংহাদশ বিলাসা বহবঃ স্মৃতাঃ ।

তত্র পদ্মপুরাণাদৌ ন্যূনাবর্ণবিচেষ্টিতাঃ ॥

• ঋষভাবতারনাম্, অষ্টমে ইতি । উরুক্রমঃ—হরিঃ, নাভেঃ—আগ্নীধপুলাং, মেকদেব্যাং জাতোহভূৎ । • চরিতমাহ, সৰ্বাশ্রমমুন্নমস্তুতং ধীরাণাং বহু—পারম-
হংস্তাশ্রমং, দশযমিতি ॥ অশ্রু নাম ব্যঞ্জয়মাহ, গুরু ইতি ॥ ঋষিভিরিতি । স হরিঃ
ঋষিভির্ঘাচিতঃ সন্, পার্থিবং বপুঃ—রাজদেহং, ভেজে । চরিতমাহ, ইমাং—পৃথি-
বীম্, ওষধীঃ—নিখিলানি বস্তুনি, অদ্ভুত, অদ্ভুতাব অর্থঃ । হে বিপ্রাঃ !—শৌনকা-
দয়ঃ ! তেন—পৃথিবীদোহনেন কক্ষণা, সঃ—পৃথুৱতারঃ, উশন্তমঃ—অতি-
রম্যঃ ॥ নামাশ্রু বানক্তি, মথ্যমানাদিতি । • অসব্যাং—দক্ষিণাং । চতুর্থৈ (ভা০ ৪।
১৫—২৩ অ) খ্যাতমশ্রু চরিতম ॥ ২০ ॥

কোল-মংস্তাবিতি—আপাততঃ । প্রতিমম্বস্তরং মংস্তশ্রু ব্যক্তেঃ ॥ ২১ ॥

চতুর্দশমিতি । দৈতোদ্রং—হিরণ্যকশিপুং, উরৌ নিপাত্য দদার । এরুকাং—
নিগ্রহস্থিতৃণরিশেষং, যথা কটকৃৎ দাবযতি ॥ অশ্রুতি নৃসিংহশ্রু । কথাস্ত পদ্মাদৌ

(৬৫) যষ্ঠেহন্তরেহক্রিমথনান্ হরেঃ পূর্বভাবিতা ।

অতঃ প্রাগেষ কূৰ্মাদেব্যক্তিং যষ্ঠেহন্তরে গতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীকূৰ্মঃ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈব (ভা. ১৩১৬)

(৬৬) “সুরাসুরাণামুদধিং মথুতাং মন্দরাচলম্ ।

দধে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥” ইতি ।

(৬৭) পাদ্মে প্রোক্তং দধে ক্ষৌণীময়মেবার্ধিতঃ সুরৈঃ ।

শাস্ত্রান্তরে তু ভূধারী কল্পাদৌ প্রকটোহভবৎ ।

শ্রীধন্বন্তরি-মোহিতৌ ॥ তত্রৈব (ভা. ১৩১৭)

(৬৮) “ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ ।

অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিতা মোহয়ন্ স্থিয়া ॥” ইতি ।

তত্র শ্রীধন্বন্তরিঃ ॥ ১৬ ॥

(৬৯) যষ্ঠে চ সপ্তমে চায়ং দ্বিরাবিভাষমাগতঃ ॥

(৭০) যষ্ঠেহন্তরেহক্রিমথনাদধুতায়ুতকমণ্ডলুঃ ।

উদাতো দ্বিভুজঃ শ্যাম আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ ॥

সপ্তমে চ তথারূপঃ কাশীরাজস্বতোহভবৎ ॥

দ্রষ্টব্যঃ । “নানাকারা নৃসিংহাস্তে নানাচেষ্টাসমব্রিতাঃ । জনপোকে চ বৈকুণ্ঠে
নিত্যদ্যগ্নি চকাসতি ॥” ইতি । তদ্রূপে বাক্যমেতৎ ॥ ব্যক্তিসময়ং তত্তাহ, যষ্ঠে
হন্তরে ইতি । অক্রিমথনাং পূর্বং নৃসিংহো জাতঃ । স্কটমণ্ডলুঃ ॥ ২২ ॥

সুরাসুরাণামিতি । কমঠঃ--কূৰ্মঃ, তদ্রূপেণ পৃষ্ঠে মন্দরাচলং দধে । বিভূঃ-
অজিতঃ ॥ পাদ্মে ইতি । অয়ং--পৃষ্ঠস্থতমন্দরঃ, সুরৈরর্থিতোহধুতায়ুতঃ ক্ষৌণীং দধে
ইতি পাদ্মমতম্ । শাস্ত্রান্তরে--বিষ্ণুধর্মোত্তরাদৌ তু, কল্পাদৌ যো ভূধারী কূৰ্মঃ, স
এব মন্দরং ধর্তুং প্রকটোহভূৎ । এষ পক্ষঃ সুললিতাং উত্তরহাচ্চ সিদ্ধান্তো
বোধ্যঃ ॥ ধান্বন্তরমিতি । দ্বাদশমং ধান্বন্তররূপং, ত্রয়োদশমঞ্চ হরে রূপমভূৎ ।
চরিতমহে, অপায়য়দिति --স্বধামিতি শেষঃ । মোহিতা স্থিয়া--তদপুষা, অন্যান্--
অসুরান, মোহয়দिति । পদান্তরিবপুষা স্বধামানীয় মোহিনীবপুষা অসুরান মোহয়ন্

শ্রীমোহিনী ॥ ১৭ ॥

(৭১) দৈত্যানাং মোহনায়াসৌ প্রমোদায় চ ধূৰ্জ্জটেঃ ।

অজিতো মোহিনীগূর্ত্য। দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥

(৭২) ইতি ষষ্ঠেহত্র চত্বারো নৃসিংহাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবামনঃ ॥ ১৮ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১ অঃ ১৯)—

(৭৩) “পঞ্চদশং বামনকং কৃষ্ণাগাদধ্বরং বলেঃ ।

পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিহস্থস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥” ইতি ।

(৭৪) বামনস্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্লোহস্মিন্ প্রতিপেদিবান্ ।

তত্রাদৌ দানবেন্দ্রশ্যবাস্কলেরধ্বরং যযৌ ॥ .

ততো বৈবস্বতীয়েহস্মিন্ ধুক্কোর্মথমসৌ গতঃ ।

অদিতৌ কশ্যপাজ্জাতঃ সপ্তমেহশ্চ চতুষ্টুগে ॥ *

প্রজিগ্রহকৃত্তে জাতস্ত্রয় এব ত্রিবিক্রমাঃ ॥ ২৪ ॥

তাং সূরান্ অপায়দিত্যর্থঃ ॥ তন্মোহবতারমোবিশেষধম্মানভিধাতুং তৌ বিবিচ্য
দশযুতি, তত্র শ্রীধনুস্ত্রিবিচিত্যানি ॥ ষষ্ঠে—চাক্ষুষীয়ে । সপ্তমে—বৈবস্বতীয়ে ॥
তথাক্রপং—দ্বিভুজাদিধক্ষণঃ ॥ দৈত্যানামিতি । ধূৰ্জ্জটেঃ—শিবস্ত্র । অজিতঃ—
ভগবান্ । কৃষ্ণাদয়স্বয়োহজিতস্তাবতারঃ ॥ চত্বার ইতি—নৃসিংহ-কৃষ্ণ-ধনুস্ত্রি-
মোহিণীঃ, চাক্ষুষীয়ে বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পঞ্চদশমিতি । বামনকং—ইশ্বরকপং, কৃষ্ণা—প্রকটয়া, বলেঃ, অধ্বরং—যজ্ঞম্,
অগাং । পদত্রয়ং যাচমানঃ সন্, ত্রিপিষ্টপং—স্বর্গং, তস্মাৎ, প্রত্যাদিংস্তুঃ—আচ্ছিদ্য
শক্রায় দাতুমিচ্ছুঃ, ইতি ছলিত্বং বাজাতে ॥ বামনশ্চ বিশেষধম্মান্ বক্তুং, বামনস্ত্রি-
বিতিাদি । অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্লোহে । তত্র ব্রাহ্মকল্লোহে, আদৌ—স্বায়ম্ভুবীয়ে-
হস্তরে ॥ অস্মিন্ বৈবস্বতীয়ে—বর্তমানেহস্তরে, ধুক্কোঃ—তন্মোহহস্তরশ্চ । যজ্ঞকং
বামনে—“ধুক্কোর্মথমে বরারোহে ! ভগবান্ মধুহৃদনঃ । দেহং বামনকং কৃষ্ণা গহা-

শ্রীভার্গবঃ ॥ ২৯ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২০)—

(৭৫) “অবতারে ষোড়শমে পশ্চন্ ব্রহ্মদ্রহো নৃপান ।

ত্রিঃসপ্তকৃৎ কুপিভো নিঃস্রজামকরোম্মহীদ্ ॥” ইতি ।

(৭৬) রেণুকা-জমদগ্নিভ্যাং গোঁরো ব্যক্তিমসৌ গতঃ ।

প্রাহঃ সপ্তদশে কেচিদ্ধাবিশেষেহন্তে চতুর্যুগে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ ॥ ২০ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২০)—

(৭৭) “নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া ।

সমুদ্রনিগ্রহাদানি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥” ইতি ।

(৭৮) কৌশল্যায়াং দশরথান্নবদুর্বাদলদ্যুতিঃ ।

ত্রৈতায়ামাবিরভবৎ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ।

ভরতেন স্মিত্রায়া নন্দনাভ্যাঞ্চ সংযুতঃ ॥

(৭৯) অশ্ব শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহা লক্ষ্মণাদ্যা অমী স্মৃতাঃ ।

ভরতৌহিত্র ঘনশ্যামঃ সৌমিত্রৌ কনকপ্রভৌ ॥

(৮০) পান্মে ভরত-শত্রুশ্লো শঙ্খ-চক্রতয়োদিতৌ ।

শ্রীলক্ষ্মণস্ত তত্রৈব শেষ ইত্যভিশব্দিতঃ ॥ ২৬ ॥

যাচৎ ত্রিপিষ্টপম্ ॥” ইতি । অশ্ব—বৈবস্বতীয়শ্ব, সপ্তমে চতুর্যুগে কশ্যপাং অদিত্যাং জাতঃ ॥ ত্রয়োহপি বামনাঃ প্রতিগ্রাহিণোহভূবন্মিত্যাহ, প্রতিগ্রহেতি ॥ ২৪ ॥

অবতারে ইতি । নৃপান্, ব্রহ্মদ্রহঃ—বিপ্রদিমঃ, পশ্চাৎ কুপিভো ভগবান্ পরশু-
রামঃ সন্, ত্রিঃ—ত্রিগুণং যথা স্মৃতাং তথা, সপ্তকৃৎ—সপ্তবারান্, একবিংশতিবারা-
নিত্যর্থঃ, মহীং নিঃস্রজামকবোৎ ॥ ‘অশ্ব মাতাপিতরৌ জন্মকালঞ্চাহ, রেণুকেতি ।
প্রাহুরিতি—বৈবস্বতীয়শ্চেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

নরেন্তি । নরদেবত্বং—রাজেন্দ্রত্বং, শ্রীরাঘবপুষ্ণা প্রাপ্তঃ সন্ । অতঃ পরম্—অষ্টা-
দশে অবতারে ॥ অশ্ব মাতাপিতরৌ জন্মকালং পার্শ্বদাংশ্চাহ, কৌশল্যাশামিতি ।
চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ইতি—বৈবস্বতীয়শ্চেতি বোধ্যম্ ॥ শাস্ত্রে ইতি—স্বাক্ষে শ্রীরাঘ

শ্রীবাসঃ ॥ ২১ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১৩২১)—

(৮১) “ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পীরাশরাৎ ।

চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্টা পুংসোহল্পমেধসঃ ॥” ইতি ।

(৮২) ‘দ্বৈপায়নোহস্মি ব্যাসানাম্’ ইতি শৌরির্ঘট্টিবান্ ।

অতো বিষ্ণুপুরাণাদৌ বিশেষেণৈব বর্ণিতঃ ॥

যথা (বিঃ পুঃ ১৭৫ ; মঃ ভাঃ, শাঃ পঃ ৩৪১১)—

(৮৩) ‘ক্ষুণ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্ ।

কৌ কৃষ্ণঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্নহাভারতকৃৎ ভবেৎ ॥” ইতি ।

(৮৪) শ্রীযতেহপাস্তুরতমাং দ্বৈপায়নমগাদিতি ।

কিং সায়ুজ্যং গতঃ সৌহত্র বিষ্ণুংশঃ সৌহপি বা ভবেৎ ।

তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তি চ ॥ ২৭ ॥

অথ শ্রীরামকৃষ্ণৌ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১৩২৩)—

(৮৫) “একেন বিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মুনী ।

ধাম-কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদভরম্ ॥” ইতি ।

গীতামিত্যর্থঃ । তত্র শ্রীবামশ্চ বহুদেবদেবৈন নির্ণীতত্বাৎ, লক্ষণাদ্যাস্ত্রয়ঃ সৰ্ব্বধন-
প্রদায়ানিরুদ্ধাঃ ক্রমাদবোধ্যঃ ॥ পাণ্ডে ইতি—পাণ্ডে নামো নারায়ণ উক্তঃ, ভরতা-
দম্প্ত শঙ্কাদয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তত ইতি । পরাশরাৎ সত্যবত্যাং জাতঃ স দেবো বেদতরোঃ শাখাশ্চক্রে ;
পুংসঃ—দ্বিজান্, অল্পমেধসঃ—মন্দপ্রজ্ঞান, দৃষ্টা ॥ স্বমতং তৎস্বরূপমাহ, দ্বৈপায়নো-
হস্মিতি, শৌরিঃ—কৃষ্ণঃ, উচিবান্ একাদশে (ভাঃ ১১১৬২২) । বিশেষেণ—
সাক্ষাদীশ্বরদেব ॥ শ্রীযতে নারায়ণীয়ে । অপগতম্ আস্তুর-তমো যন্ত স কশ্চিৎ
তপস্বী বিপ্রঃ । অত্র—সাক্ষাদীশ্বরে দ্বৈপায়নে । সৌহপি—অপাস্তুরতমাঃ ।
তস্মাদিতি । সনকাদিবৎ আবেশোহয়মিতি কেচিদাহঃ ॥ ২৭ ॥

একোনেতি । ভগবানিতি—স্বয়ংভগবত এব গোকুলাদিধামোহয়মবতারঃ,
ন তু প্রদায়ন্তেত্যর্থঃ । এতেন বলদেবশ্চাপি প্রদায়িত্বতঃ নিরস্তঃ, শ্রীকৃষ্ণ-

তত্র শ্রীরামঃ ॥ ২২ ॥

(৮৬) এষ মাতৃদ্বয়ে ব্যক্তো জনকাদ্বন্দ্বদেবতঃ ।

যো নব্যঘনসারাভো ঘনশ্যামান্বরঃ সদা ॥

(৮৭) সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি ।

পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্ ॥

(৮৮) শেষো দ্বিধা মহীধারী শয়্যারূপশ্চ শাস্ত্রিণঃ ।

তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ভূত্বং সঙ্কর্ষণো মতঃ ॥

শয়্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যোভিমানবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৩ ॥

(৮৯) এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানকদুন্দুভেঃ ।

প্রাচুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোহপি চতুর্ভুজঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীবুদ্ধঃ ॥ ২৪ ॥

তত্রৈব (ভা. ১৩২৪)

(৯০) “ততঃ কলৌ সংপ্রবৃন্তে সন্মোহায় সুরদ্বিয়াম্ ।

বুদ্ধো নাম্মাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥” ২৯ ॥ ইতি ।

ব্যুহঃ তদংশাস্ত্রসম্ভবাদিতি বস্তুভাবি ॥ অথ বিবিচ্য তৌ দর্শয়তি, তত্র শ্রীরাম ইত্যাদিনা ॥ মাতৃদ্বয়ে ইতি—আন্দো দেবক্যা গর্ভে অভূৎ, ততো রোহিণীগর্ভে যোগমায়য়া নীত ইতি দ্বৈমাতৃনো রাম ইত্যর্থঃ । ঘনসারঃ—কর্পূরঃ, তদাভঃ ॥ নচ সঙ্কর্ষণঃ শেষঃ কথ্যতে ? তত্রাহ, পৃথ্বীধরেণেতি—ভূধারী শেষস্তং প্রবিষ্টঃ, অত-স্তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ শেষো দ্বিধেত্যাহ, শেষো দ্বিধেতি—আদ্যো জীবকোটঃ, অন্ত্যস্বীকৃতকোটরিত্যর্থঃ ॥ এষ ইতি—ক্ষুটম্ । যদ্যপ্যয়ং যশোদারাক্ষ জাতঃ, তথৈব প্রমাণসম্ভাব্যং, তথাপি বহুশাস্ত্রাং শাস্ত্রকৃতা ন ক্ষুটীকৃত ইত্যুপরি নিবে-দয়িষ্যামঃ ॥ ২৮ ॥

তত্র ইতি । অজিনসু সূতঃ, নাম্মা বুদ্ধঃ । কীকটেষু—ধর্ম্মারণ্যার্থেষু গয়া-প্রদেশেষু ॥ ২৯ ॥

(৯১) অসৌ ব্যক্তঃ কলেরদমহঃপ্রদ্বিতয়ে গতে ।

মূর্তিঃ পাটলবর্ণাস্ত্র দ্বিভুজা চিকুরোজ্জ্বিতা ॥ *

(৯২) যদা সূতঃ কথামাহ তদা বুদ্ধস্ত্র ভাবিতা ।

অধুনা রুত এবায়ং ধর্ম্মধরণ্যে যদুদাতঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীকঙ্কী ॥ ২৫ ॥ তদৈব (ভা০ ১।১২৭)--

(৯৩) “অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্ত্রাপ্রায়েষু রাজিস্ত্র ।

জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কন্ধির্জগৎপতিঃ ॥” ইতি ।

(৯৪) পূর্বং মনুর্দর্শয়থো বসুদেবোহপ্যাসাবভূৎ ।

ভাবী বিষ্ণুযশাশ্চায়মিতি প্তাদো প্রকীর্তিতম্ ॥

(৯৫) ঐশ্বর্যং কন্ধিনস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টু বর্ণিতম্ ।

কৈশ্চিৎ কলৌ কলৌ বুদ্ধঃ শ্রাৎ কঙ্কী চেত্ব্যদীর্ঘ্যতে ॥

(৯৬) অকৌ বৈবস্বতীয়েহমী কথিতা বামনাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

(৯৭) কল্পাবতারা ইতোতে কথিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।

প্রতিকল্পং যতঃ প্রায়ঃ সকুৎ প্রাতুর্ভবন্ত্যমী ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ [ইতি কলাবতারনিক্রপণম্] ॥ * ॥

বুদ্ধপ্রাবর্তাবকালং কপঞ্চাহ, অসাবিতি বিস্ময়ার্থম্ ॥ ধর্ম্মধরণ্যে গ্রামে ॥ ৩০ ॥

অথেতি । অসৌ--দেবো হরিঃ, বিষ্ণুযশসঃ--তনায়ো বিপ্রাং, জনিতা--ভবি-
ষ্যতি ॥ কোহয়ং বিষ্ণুযশাঃ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, পূর্বং মনুস্মৃতি । অসৌ বসু
দেবঃ পূর্বং মনুঃ দশবংশে অভূৎ, পরত্র, অয়মপি--বসুদেবোহপি, বিষ্ণুযশা ভাবী-
তায়য়ঃ, স্বয়ংভগবৎকৃত্বাদিতি তদভিপ্রায়ঃ ॥ কৈশ্চিদিতি--বুদ্ধ কন্ধিনো
প্রতিকলৌ স্মৃতিমিতি কৈশ্চিন্মৃতম্, অষ্টোত্তরবিংশ-চতুষ্টয়ীকলাবেবেতি ভাবঃ ॥
অষ্টাবিতি--বামনাদয়োহষ্টৌ কঙ্কান্তৌ বৈবস্বতীয়ে স্যুঃ ॥ ৩১ ॥

কল্পাবতারা ইতি । সর্বেষু ব্রাহ্মাদিকল্পেষু যদেতে, সকুৎ--একবারং, ভবন্তঃ
কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিরেতে কথিতাঃ । প্রায় ইতি--বরাহো দ্বিরাবিঃ শ্রাৎ,

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ ।—

(১) মন্বন্তরাবতারোহসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া ।

তৎসহায়ো মুকুন্দস্ত প্রাচুর্ভাবঃ শ্বরেষু যঃ ॥

মৎস্তস্ত চতুর্দশকৃৎ ইতি ভাবঃ । ব্রহ্মণো মাসস্ত ত্রিংশদ্বাসরাস্তে ত্রিংশৎ কল্পাঃ
কালো প্রভাসখণ্ডে উক্তাঃ—“প্রথমঃ শ্বেতকল্পস্ত দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ । বাম-
দেবতৃতীয়স্ত ততো গাথাস্তরোহপরঃ ॥ রোরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি
স্বতঃ । সপ্তমোহথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোহষ্টম উচ্যতে ॥ সর্বোহথ নবমঃ প্রোক্তঃ *
ঈশানো দশমঃ স্বতঃ । ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোহপরঃ ॥ ত্রয়োদশ
উদানস্ত গরুড়োহথ চতুর্দশঃ । কোশ্মঃ পঞ্চদশো জৈয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ ॥
ষোড়শো নারসিংহস্ত সমাধিস্ত ততোহপরঃ । আয়োগো বিষ্ণুজঃ সৌরঃ সোমকল্প
স্ততোহপরঃ † ॥ দ্বাবিংশো ভাবনঃ প্রোক্তঃ সুপুমানিতি চাপরঃ ‡ ॥ বৈকুণ্ঠশচাঙ্গি-
সদ্বৎ বন্দীকল্পস্ততোহপরঃ § ॥ সপ্তবিংশোহথ বৈরাঞ্জী গৌরীকল্পস্তথাপরঃ । মাহে-
শ্বরস্তথা প্রোক্তদ্বিপুরো যত্র বাতিতঃ ॥ পিতৃকল্পস্তথাস্তে চ যঃ কুহূত্র ক্ষণঃ স্বতঃ ।
ত্রিংশৎ কল্পাঃ সমাখ্যাতো ব্রহ্মণো দিবসৈঃ সদা ॥ অতীতাশ্চ ভবিষ্যশ্চ বারাহো
বর্জতেহধুনা । প্রতিপৎ ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়াঙ্কস্ত সাম্প্রতম্ ॥” ইতি । ইহ
শ্বেতঃ—শ্বেতবারাহঃ, অয়মেব ব্রহ্মোৎপত্তিসময়ত্বাদ্ভ্রাক্ষঃ ; এবং পিতৃকল্প এব
প্রথমপর্য্যাবসানে পদ্মনির্মিতলোকস্তাৎ পাদ্যং কথ্যতে । একস্ত কল্পস্ত মন্বন্তরাণি
চতুর্দশ ভবন্তি, একস্ত মন্বন্তরস্ত একসপ্ততিশচতুর্যুগাণি, চতুর্দশমন্বন্তরান্নকস্ত তু
সহস্রং চতুর্যুগাণীতি ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ জীলাবতারা নিরূপিতাঃ ॥ * ॥

মন্বন্তরাবতারান্ নির্ণেতুমাং, অথেনিতি । মনোঃ, অন্তরং—সময়ঃ, তত্র বোহব-
তারাঃ, স্ত মন্বন্তরাবতারাঃ । “বস্তমধ্যে তথা ভিজে ব্যবসায়েষন্তরাগ্নিনি । অবকাশে
বহির্যোগে বিশেষেহবসরেহন্তরম্ ॥” ইতি হলায়ুধঃ ॥ তল্লক্ষণমাহ, মন্বন্তরেতি ।

* “সর্বোহথ নবমঃ প্রোক্তঃ” ইত্যত্র “সর্বোহথ নবমঃ কল্পঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† “বিষ্ণুজঃ সৌরঃ সোমকল্প” ইত্যত্র “বিষ্ণুজো বংশঃ সোমবংশ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ “সুপুমানিতি” ইত্যত্র “সুপুমানিতি” ইতি, “সুপুমানীতি” ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

§ “বন্দীকল্পস্ততোহপরঃ” ইত্যত্র “বন্দীকল্পো রথান্তরঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২) যুক্তে কল্পাবতারে যজ্ঞালীনামপি ক্ষুটম্ ।

মমন্তরাবতারং তত্তৎপর্যন্তপালনাং ॥

(৩) যজ্ঞন্তরেণমী স্বায়ত্ত্ববীয়াদিষ্মুক্ৰমাং ।

অবতারান্ত যজ্ঞাদ্যা বহুদ্ব্যবস্থিমা মতাঃ ॥

(৪) যজ্ঞস্ত পূৰ্ব্বেম্বোক্তস্তেনাত্র ন বিলিখ্যতে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে বিভঃ । যথা অষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ চাঃ ১২১—২২)

(৫) “ঋষেস্ত বেদশিরসস্তষিতা নাম পত্ন্যভুৎ ।

তস্যাং জাতস্ততঃ দেবো বিভুরিত্যভিবিষ্কৃতঃ ॥

(৬) অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ ।

অবশিষ্টান্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥” ২ ॥

তৃতীয়ে ওস্তমীয়ে সত্যসেনঃ । (ভাঃ চাঃ ১২৫—২৬)—

(৭) “ধর্ম্মশ্চ স্নাতায়ান্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥

(৮) সোহনৃতব্রত-দুঃশীলান্ অসতো যক্ষ-রাক্ষসান্ ।

ভূতদ্রুহো ভূতগণানবধীং সত্যজিৎসখঃ ॥” ৩ ॥

তদ্ব্যন্তরীয়-তত্তদিদ্রশক্রহননেন তত্তদিদ্রসাহায্যকর-ভগবদবতারং ॥ নমু মম-
স্তরাণাং কল্পানতিরেকাং এষাং কল্পাবতারতা বাটঃ? তত্রাহ, যুক্তে ইতি । তথাপি
মমন্তরপর্যন্তপালনাং তত্তমুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ অমেণ তানাহ । যজ্ঞঃ—স্বায়ত্ত্ববীয়াস্তরা-
বতারঃ, স তু লীলাবতারে প্রোক্তাদিহ নোচ্যতে ॥ ১ ॥

স্বারোচিষোহগ্নেঃ পুত্রঃ স্বারোচিষঃ, স এব মনুঃ, তদীয়েহস্তবে, বিভুঃ—অবতারঃ ।
অবতারস্ত পরিকরাষ্ট্রম বোধ্যঃ । এবং সর্বত্র ॥ ঋষেরিতি । বেদশিরসঃ—পিতৃঃ
সকাশাং, তুষিতায়াং—মাতরি, জাতো বিভুনাম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ে ইতি । উত্তমঃ—প্রব্রতন্তুতো মনুঃ, তদীয়েহস্তবে ইত্যর্থঃ ॥ ধর্ম্ম-
শ্রেষ্ঠি—ধর্ম্মনামঃ পিতৃঃ सकाशां, হনৃতয়াং মাতরি, সত্যব্রতৈঃ—দ্রাক্ষভিঃ
সহ, জাতো ভগবান্ সত্যসেননাম্ ॥ ভূতদ্রুহঃ—প্রাণিপীড়কান্ । সত্যজিতঃ—
ইন্দ্রশ্চ, সখা সন্ ॥ ৩ ॥

চতুর্থে তামসীয়ে হরিঃ । (ভা০ ৮।১।৩০)—

(৯) “তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ ।

হরিরিত্যাহতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥” ইতি ।

(১০) স্বর্য্যতেহসৌ সদা প্রাতঃ সদাচারপরায়ণৈঃ ।

সর্ব্বানিষ্টবিনাশায় হরির্দন্তীন্দ্রমোচনঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমে বৈবতীয়ে বৈকুণ্ঠঃ । (ভা০ ৮।৫।৮—৫)

(১১) “পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্ত বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসন্তমৈঃ ।

তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥

(১২) বৈকুণ্ঠঃ কল্লিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ ।

রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥” ইতি ।

(১৩) মহাবৈকুণ্ঠলোকস্ত ব্যাপকস্ত্যাব্যয়াজ্ঞনঃ ।

প্রকটীকরণং সত্যোপরি কল্পনমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠে চাক্ষুধীয়ে অজিতঃ । (ভা০ ৮।৫।৯—১০)—

(১৪) “তত্রাপি দেবঃ সমুত্যাং বৈরাজস্ত্যভবৎ সূতঃ ।

অজিতো নাম ভগবান্ অংশেন জগতীপতিঃ ॥

(১৫) পয়োধিং যেন নির্মধ্য সুরাণাং সাধিতা স্থধা ।

ভ্রমমাণোহস্মি ধৃতঃ কূৰ্ম্মরূপেণ মন্দরঃ ॥” ৬ ॥ ইতি ।

উক্তমভ্রাতা তামসঃ, তদীয়াস্তরে ॥ তত্রাপীতি । হরিমেধসঃ—পিতৃঃ সকাশাৎ, হরিণ্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ হরিনামা ॥ ৪ ॥

বৈবতঃ—তামস-সোদরঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ পত্নীতি । শুভ্রাৎ—পিতৃঃ, বিকুণ্ঠায়াং—মাতরি, বৈকুণ্ঠৈঃ—ভ্রাতৃভিঃ সহ, জাতো ভগবান্ বৈকুণ্ঠনামা ॥ বৈকুণ্ঠো যেন কল্লিত ইত্যর্থঃ ॥ তদব্য্যচষ্টে, মহাবৈকুণ্ঠেতি । কল্লিতঃ—কৃপা সামর্থ্যে ধাতু বিস্তার্যাং স্বসামর্থ্যেন সত্যলোকোপরি প্রকাশিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

চক্ষুরঃ পুত্রঃ চাক্ষুধঃ—মহুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ তত্রাপি দেব ইতি । বৈরা-জাৎ—পিতৃঃ, সমুত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ অজিতনামা ॥ ৬ ॥

(১৬) বৈবস্বতাস্তরে ব্যক্তঃ পুরৈবোক্তঃ স বামনঃ ॥ ৭ ॥

ভবিষ্যাঃ সপ্ত কথ্যস্তে তে সাবর্ণ্যন্তরাদিষু ॥

অষ্টমে সাবর্ণীয়ে সার্বভৌমঃ । (ভা০ চাঃ ১৩১৭)—

(১৭) “দেবগুহাং সরস্বত্যাং সার্বভৌম ইতি প্রভুঃ ।

স্থানং পুরন্দরাং হত্বা বলয়ে দাস্ততীশ্বরঃ ॥” ৮ ॥

নবমে দক্ষসাবর্ণীয়ে ঋষভঃ । (ভা০ চাঃ ১৩২০)—

(১৮) “আয়ুষ্মতোহম্মুধারারাম ঋষভো ভগবান্ কিল ।

ভবিতা যেন সংরাক্ষাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেহম্মুতঃ ॥” ৯ ॥

দশমে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে বিশ্বক্সেনঃ । (ভা০ চাঃ ১৩২৩)—

(১৯) “বিশ্বক্সেনো বিষূচ্যাস্ত শস্ত্রোঃ সখ্যং করিষ্যতি ।

জাতঃ স্বাশ্বশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বজিতো বিভুঃ ॥” ১০ ॥

একাদশে ধর্মসাবর্ণীয়ে ধর্মসেতুঃ । (ভা০ চাঃ ১৩২৬)—

(২০) “আর্য্যক্স স্ত স্তস্তত্র ধর্মসেতুরিতি স্মৃতঃ ।

বৈবস্বতায়াম্ হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥” ১১ ॥

বৈবস্বতীয়াস্তরীবতাবো বামনঃ, স তু পূর্বমুক্তঃ, ইতি নাক্রোচ্যতে । বিবস্বতঃ
স্বর্গ্যস্ত পুত্রো বৈবস্বতঃ—শ্রাদ্ধদেবো মনুঃ, তদীয়েহন্তরে বামন ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

স্বর্গ্যাচ্ছায়ায়াং জাতঃ সাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ—দেবেতি । দেব-
গুহাং—পিতৃঃ, সরস্বত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ সার্বভৌমনামা ॥ ৮ ॥

দক্ষসাবর্ণিঃ—বরুণপুত্রো মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ আয়ুষ্মতঃ—পিতৃঃ সকাশাং,
অম্মুধাবায়াং—মাতরি, জাতো ভগবান্ ঋষভনামা । যেন সংরাক্ষাম্—অর্জিতাং,
ত্রিলোকীম্, অম্মুতঃ—ইন্দ্রঃ, ভোক্ষ্যতে ॥ ৯ ॥

উপশ্লোকপুত্রঃ ব্রহ্মসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ বিশ্বগিতি । বিশ্বজিতঃ—
পিতৃঃ, বিষূচ্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ বিশ্বক্সেননামা, শস্ত্রান্নঃ ইন্দ্রস্ত
সখ্যং করিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ধর্মসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ আর্য্যকেতি । আর্য্যকাং—পিতৃঃ, বৈব-
স্বতায়াম্—মাতরি, জাতো ভগবান্ ধর্মসেতুনামা, ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥ ১১ ॥

দ্বাদশে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে সুধামা । (ভাঃ ৮।১৩২৯)—

(২১) “সুধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ ।

অস্তরং সত্যসহসঃ স্নুতায়াঃ স্তুতো বিভুঃ ॥” ১২ ॥

ত্রয়োদশে দেবসাবর্ণীয়ে যোগেশ্বরঃ । (ভাঃ ৮।১৩৩২)—

(২২) “দেবহোত্রস্ত তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ ।

যোগেশ্বরে হরেরংশো বৃহত্যাং সন্তুবিষ্যতি ॥” ১৩ ॥

চতুর্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে বৃহদানুঃ । (ভাঃ ৮।১৩৩৫)—

(২৩) “সত্রায়ণস্ত তনয়ো বৃহদানুস্তথা হরিঃ ।

বিনত্যাং মহারাজ । ক্রিয়াক্তস্তু বিতায়িতা ॥” ১৪ ॥ ইতি ।

(২৪) যজ্ঞ-বামনয়োস্তত্র পুনরুক্তিতয়া দ্বয়োঃ ।

মহন্তরাবতারাস্ত সংখ্যায়াং দ্বাদশোদিতাঃ ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ [ইতি মহন্তরাবতারাঃ] ॥ * ॥

অথ যুগাবতারাঃ ।—

(২৫) কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং পুরুঃ সত্যযুগে হরিঃ ।

রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্তেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

ব্রহ্মসাবর্ণিঃ—মহুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ সুধামেতি । সত্যসহসঃ,—পিতৃঃ, স্নুতা-
য়াশ্চ—মাতৃঃ, স্তুতঃ সনু, সুধামাখ্যো ভগবান্ তস্য মনোরস্তরং সাধয়িষ্যতি ॥ ১২ ॥

দেবসাবর্ণিঃ—মহুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ দেবেতি । দেবহোত্রাৎ—পিতৃঃ,
বৃহত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ যোগেশ্বরনামা, দিবস্পতেঃ—ইন্দ্রস্য, উপ-
হর্ত্তা—কার্যসাধকঃ, ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রসাবর্ণিঃ—মহুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ সন্তেতি । সত্রায়ণাৎ—পিতৃঃ, বিন-
ত্যাং—মাতরি, জাতো হরির্বৃহদানুনামা, ক্রিয়াক্তস্তু—বর্ষসন্ততীঃ, বিস্তা-
য়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥

যজ্ঞেতি । পূর্বসংখ্যায়াং দ্বাদশৈব মিশ্রণীয়া ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ এতেন মহন্তরাবতারা নিকৃপিতাঃ ॥ * ॥

(২৬) উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষুসৌ ।

মন্বন্তরাবতারাস্ত তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

(২৭) কল্পঋতুস্তুর-যুগ-প্রাদুর্ভাববিধায়িনঃ ।

অবতারা ইমে ত্বেকচত্বারিংশদুদীরিতাঃ ॥ ১৭ ॥

(২৮) বৃত্তা ব্রাহ্মাদয়ঃ কল্পাঃ পাদ্মান্তান্তে সহস্রশঃ ।

বর্তমানস্ত কল্পোহয়ং শ্বেতবাহাঃ উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

(২৯) ব্রাহ্মকল্পপ্রথমজে ব্যক্তাঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে ।

কুমার-নারদাদ্যাশ্চ চাক্ষুষীয়াদিশৃন্তরে ॥ ১৯ ॥

(৩০) প্রায়ঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাখ্যাঃ কল্পে কল্পে ভবন্ত্যমী ॥

মনবস্তেহবতারাশ্চ তথা যজ্ঞাদিনামকাঃ ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—

(৩১) “য এতে ভবতা প্রোক্তা মনবশ্চ চতুর্দশ ।

যুগাবতারান্ বক্তুম্, অশ্লেতি ॥ বর্ষ-নামভ্যাম্ ইতি চতুর্নু বোধ্যম্ । কলৌ
কৃষ্ণ ইতি সমাগ্রতঃ সর্বেষু কলিষু; “কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভূঃ” ইতি শ্রীহরিবংশাৎ ।
যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণচেতনঃ স্তাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্ ।
এতে চৈকাদশে (ভাঃ ১১।৫।২০—৩১) কল্পভাজনেনোক্তা দ্রষ্টব্যঃ ॥ নহু যুগাবতারঃ
কস্মাৎ আবিঃ স্তাৎ? তত্রাহ, উপাসনেতি । বো হি মন্বন্তরাবতারঃ, স এব মন্বন্তরস্ত
তত্তদুযুগেষু তথা তথা আবিঃ স্তাৎ, ন তু গর্ভোদকেশয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সর্বান্ অবতারান্ সংখ্যতি, কল্পেতি । কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিঃ, মন্বন্তরা-
বতারা দ্বাদশ, যুগাবতারাস্ত চত্বারঃ, ইতি মিলিতাস্ত্বেকচত্বারিংশৎ ॥ ১৭ ॥

বৃত্তা ইতি—অতীতা ইত্যর্থঃ । শ্বেতবাহাঃ—দ্বিতীয়পর্বাঙ্কগতো বোধ্যঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মেতি । ব্রাহ্মকল্পস্ত আদ্যে, স্বায়ম্ভুবংশন্তরে কুমারাদ্যাস্ত্রয়োদশ বভূবুঃ,
চাক্ষুষীয়ে তু নৃসিংহলয়ো দ্বাদশ, বরাহ-মৎস্তৌ চ অত্রাপি বভূবুঃ, “আদ্যে ব্যক্তাঃ
কুমারাদ্যাঃ” (৪৩ পৃঃ) ইতি প্রাগুক্তেঃ । অগ্রস্মিন্ অন্তে ॥ ১৯ ॥

মন্বন্তর-মন্বন্তরাবতারাণাঞ্চ প্রতিকল্পং তুল্যানামত্বেমাহ, প্রায় ইতি—অগু-
ঢ়ার্থম্ ॥ ২০ ॥

নিত্যং ব্রহ্মদিনে প্রাপ্তে এত এব ক্রমাদ্বিজ ! ।

ভবন্ত্যতান্মে ধর্মজ্ঞ ! এতং মে হিঙ্গি সংশয়ম্ ॥”

শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরম্—

(৩২) “এত এব মহারাজ ! মনবশ্চ চতুর্দশ ।

কল্পে কল্পে হুয়া জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

(৩৩) একরূপাশ্চয়া প্রোক্তা জ্ঞাতব্যঃ সর্ব এব হি ॥ *

কেচিৎ কিঞ্চিদ্বিভিন্নাশ্চ মায়য়া পরমেশ্বিতুঃ ॥” ২১ ॥ ইতি ।

(৩৪) অবতারাস্চতুর্দ্ধা স্ত্যাবেশাঃ প্রাভবা অপি ।

অর্থৈব বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থাশ্চ তত্র তে ॥ ২২ ॥

(৩৫) তত্রাবেশাবতারাস্ত জ্ঞেয়াঃ পূর্বোক্তরীতিতঃ ।

যথা কুমার-দেবর্ষি-বেণাঙ্গপ্রভবাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ *

যথা পাদ্মে—

(৩৬) “আবিষ্টোহভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরিবিভুঃ ॥”

যথা শতৈব—

(৩৭) “আবিবেশ পৃথুঃ দেবঃ শম্বী চক্রী চতুর্ভুজঃ ।” ইতি ।

(৩৮) আবিষ্টো ভার্গবে চাত্তুদিতি তত্রৈব কীর্তিতম্ ॥

তথাহি—

(৩৯) “এতৎ তে কথিতং দেবি ! জামদগ্নের্মহাস্থনঃ ।

শক্ত্যাবেশাবতারাস্ত চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ ॥” ২৪ ॥ ইতি ।

অত্রার্থে প্রমাণং দর্শয়িতুং, তথাহীতি ॥ য এতৎ ইত্যাদিকম্ অগুট্যর্থম্ ॥ ২১ ॥

উক্তান্ অবতারান্ বিধাস্তরেণ বিভজতি, অবতারা ইতি ॥ ২২ ॥

যথৈতি । কুমারেষু নারদে চ জ্ঞানকলয়া ভক্তিকলয়া চ, পৃথৌ পরশুরামে
কক্কিনি চ শক্তিকলয়া হররাবেশঃ ॥ ২৩ ॥ *

আবিষ্টোহভূদিত্যাদিকং স্ফুট্যর্থম্ ॥ ভার্গবে—পরশুরামে ॥ তত্রৈব—পাদ্মে
এব ॥ তদর্শয়তি, তথাহীতি ॥ এতৎ—কার্ত্তবীৰ্য্যবাদাদিকম্ ॥ ২৪ ॥

(৪০) আবেশত্বং কঙ্কিনোহপি বিষুধর্মে বিলোক্যতে ॥

যথা—

(৪১) “প্রত্যক্ষরূপধ্বগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ ।

• କୃତୀଦିଷ୍ଟିବ ତେନୈବ ତ୍ରିୟୁଗଃ ପରିପଠ୍ୟାତେ ॥ *

(৪২) কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কন্ধিনং ব্রহ্মবাদিনম্ ।

অনুপ্রবিষ্ঠ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥

(.৪৩) পূর্বোৎপন্নস্ব ভূতেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ । ৭

কুহা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাশ্রয়ঃ ॥” ইতি ।

(৪৪) অতেশমীষবতারত্বং পরং শ্রীদৌপচারিকম্ ॥ ২৫ ॥

অথ প্রাভব-বৈভবাঃ ।—

(৪৫) • হরিস্বরূপরূপা যে পরাবশেষ্য উনকাঃ ।

• শক্তিীনাং তারতম্যেন ক্রমাৎ তে তত্ত্বদাতৃকাঃ ॥ ২৬ ॥

(.৪৬) প্রাদ্বংশ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রচক্ষুষা ।

একে মাতিচিরব্যক্ত। নাতিবিস্তৃতকীৰ্ত্তয়ঃ ॥

প্রত্যক্ষেতি । কৃতাদিষেব ত্রিষু যুগেষু দেবঃ প্রত্যক্ষরূপধ্বকৃদ্রূতে, ন তু
কর্দো, অতোহসৌ ত্রিযগঃ কথ্যতে । ন চৈবঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্ত প্রত্যক্ষরূপত্বং ন
স্বাদিতি বাচ্যঃ, তস্ত কলিযুগাবতারহ্যভাবাৎ ; প্রতিফলি কৃষ্ণবর্ণোহবতারঃ
স্বৰ্য্যতে, স চ জীববিশেষ এষ, কলিবিশেষে তু গগোক্তঃ পীতঃ সাক্ষাৎ ঈশ্বর
এব, তদা কৃষ্ণবর্ণস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি সৰ্ব্বং সূক্ষ্মং ॥ অত ইতি । অমীষু—কুমাবাদিসু
কক্যন্তেষু পঞ্চসু ॥ ২৫ ॥

• অথেতি ॥ প্রাভব-বৈভবানামুভয়েষাং সমাগুলক্ষণং, হরীতি । ত্বেবাং ভেদক-
মাং, শব্দীতি । প্রাভবেষু অল্পাঃ শব্দয়ঃ, বৈভবেসু তেতোহধিকাস্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাভবান্ বিভজতি, প্রাভবাশ্চেতি । বিভাজকান্ ধম্মান্ আহ, একে নাতি-

* “তেনৈব” ইত্যত্র “তেনাসৌ” ইতি পাঠান্তরম্।

† "प्रभुः" इत्याद्य "हरिः" इति पाठानुवम।

- তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ ॥
 (৪৭) অপরে শাস্ত্রকর্তারঃ প্রায়ঃ স্যামুনিচেষ্টিতাঃ ।
 ধন্বন্তর্য্যমভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে ॥ ২৭ ॥
 (৪৮) অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্মো বসাদ্বিপঃ ।
 নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ-হয়াননৌ ॥
 (৪৯) পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বশ্চো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দশ ।
 ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ ॥ ২৮ ॥
 (৫০) তত্র ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ নববৃহাদ্ভরোদিতৌ ।
 মন্বন্তরাবতারেষু চত্বারঃ প্রবরাস্তথা ॥
 (৫১) তে তু শ্রীহরি-বৈকুণ্ঠৌ তথৈবাজিত-বামনৌ ॥
 ষড়মী বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থোপমা মতাঃ ॥ ২৯ ॥
 (৫২) কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ ।
 যত্র যক্ষ দ্বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ডমব্যতঃ ॥
 বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে ॥ ৩০ ॥

চিরস্থিতয়ঃ মোহিনীদয়ঃ ষট্ " চিরস্থিতয়ো মুনিচেষ্টিতাস্ত ধন্বন্তর্য্যাদয়ঃ পঞ্চ ।
 ইত্যুভয়েহমী একাদশু প্রোক্তাঃ ॥ ২৭ ॥

সামান্ততো লক্ষিতান্ বৈভবান্ বিশিষ্যাহ, অথ স্থিরিতি । নারায়ণ-নরসখয়োঃ
 এক্যাং একবিংশতিরিত্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে । যজ্ঞাদ্যাঃ—মন্বন্তরাবতারাঃ ॥ ২৮ ॥

একবিংশতিসংখ্যেবু বৈভবেষু মধ্যে বরাহাদীনাং বিশেষমাহ, তত্রৈতি—এক-
 বিংশতাবিত্যর্থঃ । নবেতি—“চত্বারো বাহুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ । হয়গ্রীবৌ
 মহাক্রোড়ৌ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥” ইতি যে নববৃহাঃ, তন্মধ্যোদিতৌ ক্রোড়-
 হয়গ্রীবৌ, মন্বন্তরাবতারেষু হরিবৈকুণ্ঠাজিতবামনাঃ চত্বারঃ, অমী ষট্ বৈভবাবস্থাঃ
 পরাবস্থতুল্যা ভবন্তি, ইতি একবিংশতো এবাং ষষ্ঠাং বৈশিষ্ট্যং, শক্ত্যাধিক্য-প্রকট-
 নাং ॥ ২৯ ॥

কেষাঞ্চিৎ স্থানানি বৈশিষ্ট্যাববোধায় বাচ্যানীত্যাহ, কেষাঞ্চিদिति ॥ ৩০ ॥

তথাহি—

(৫৩) “তস্মোপরিষ্ठाদপরস্তাবানেষ প্রমাণতঃ ।

মহ্মত্বেতি বিখ্যাতো রক্তভৌমশ্চ পঞ্চমঃ ॥

সুরো বরং ভবেৎ তত্র যোজনানাং দশাযুতম্ ।

স্বয়ং তত্র বসতি কূৰ্ম্মরূপধরো হরিঃ ॥ ৩১ ॥

(৫৪) তস্মোপরিষ্ठाদপরস্তাবানেষ প্রমাণতঃ ।

তত্রাস্তে স্কসী দিব্যা যোজনানাং শতত্রয়ম্ ॥

তত্রাং স বসতে দেবো মৎস্বরূপধরো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

(৫৫) নারায়ণো নরসর্থো বসতে বদরীপদে ॥ ৩৩ ॥

(৫৬) নুবরাহস্থ বসতির্মহলৌক্য প্রকীৰ্ত্তিতা ।

যোজনানাং প্রমাণেন অযুতানাং শতত্রয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

(৫৭) অযুতানি চ পঞ্চাশৎ শেষস্থানং মনোহরম্ ॥ ৩৫ ॥

(৫৮) স এব লোকো বারাহীঃ কথিতস্ত স্বয়ংপ্রভঃ ॥ *

লোকোহয়মমূলগঃ সৰ্ব্বাধস্তান্মনোহরঃ ।

বরাহরূপী ভগবান্ শ্বেতরূপধরো বসেৎ ॥ ৩৬ ॥ †

(৫৯) তস্মোপরিষ্ठाদপরস্তাবানেষ প্রমাণতঃ ।

পীতভৌমশ্চতুর্থস্ত গভস্তিতলসংজ্ঞকঃ ॥

• কূৰ্ম্মস্থ তাবদীহ, তস্মোপরীতি দ্বাভাম্ । তত্র—তলতলস্থ ॥ ৩১ ॥

• মৎস্বস্থাহ, তস্মেতি সাক্ষিকেন । অপবঃ—রসাতলঃ ॥ ৩২ ॥

নারায়ণস্থাহ, নারায়ণ ইত্যাক্ষিকেন ॥ ৩৩ ॥

নরাকারিবরাহস্থাহ, নুবরাহস্থেত্যেকেন । কীদৃশং তৎ ? ইত্যাহ, যোজনানা-
মিতি—প্রমাণেনাযুতানাং যোজনানাং শতত্রয়ং, তৎপরিমিতং তদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ শেষস্থাহ, অযুতানি চেত্যাক্ষিকেন ॥ ৩৫ ॥

চতুষ্পাদবরাহস্থাহ, স এবতি সাক্ষিকেন । শেষস্থানসম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

• “স্বয়ংপ্রভঃ” ইত্যত্র “স্বয়ংপ্রভুঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

+ “শ্বেতরূপধরো বসেৎ” ইত্যত্র “শতরূপধরোহবসেৎ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবো হরশিরোধরঃ ।

শশাঙ্কশতসঙ্কাশঃ শাতকুন্তুবিভূষণঃ ॥ ৩৭ ॥

(৬০) পুশ্ণিগর্ভস্য বসতিত্র্যক্ষণো ভুবনোপরি ॥ ৩৮ ॥

(৬১) বাসস্তত্র প্রলম্বারেঘট্রৈবাঘরিপোর্ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

(৬২) এতশ্চৈবাংশভূতোহয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্ ।

নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালাবিভূষিতঃ ॥

ধারয়ন্ শিবসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্ ।

লাঙ্গলী মুঘলী খড়্গী নীলাম্বরবিভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥

(৬৩) ত্র্যক্ষলোকোপরিষ্ঠাচ্চ হরেলোকো'বিরাজতে ॥

(৬৪) স্বর্লোকে বসতিবিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।

তথা বৈকুণ্ঠলোকে চ স্বয়মাবিকৃতো হি নঃ ॥

(৬৫) অজিতস্য নিবাসস্ত প্রবলোকে সমর্থিতঃ ॥

ভুবর্লোকে তু বসতির্বামনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

(৬৬) ত্রিবিক্রমস্য বসতিস্তপোলোকে প্রকীর্তিতা ।

তথাস্ত ত্র্যক্ষলোকস্থো দিব্যো নারায়ণাশ্রমঃ ॥

ত্র্যক্ষলোকোপরিষ্ঠাচ্চ নিবাসোহনেন নির্মিতঃ ॥”

(৬৭) হরিবংশে সুরেন্দ্রেণ কথিতো নঃ সুরর্ষয়ে ॥

হয়গ্রীবস্তাহ, তন্ত্রাপরীতি দ্বয়েন ॥ ৩৭ ॥

পুশ্ণিগর্ভস্তাহ, পুশ্ণীত্যর্ককেন ॥ ৩৮ ॥

বলদেবস্যাহ, বাসস্তত্রৈত্যর্ককেন । যত্র—গোকুলান্দী, কৃষ্ণস্য বাসঃ, তত্রৈব,
ইতি দ্বয়ো নির্তিয়সংযোগ উক্তঃ ॥ ৩৯ ॥

নমু মক্ষীধারিণঃ শেষস্য ক ধাম † ইত্যাহ, এতশ্চেতি । প্রলম্বাঘাংশো ভূধারী
শেষস্তদাবেশীত্যর্থঃ । বাগ্মী—সনকাদীন ঞ্জতি শ্রীভাগবতং কথয়ন্তিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মহন্তরাবতারেষু বে চত্বারো বিশিষ্টা হর্যাদয়ঃ, তেষাং ধামাত্মাহ, ত্র্যক্ষলোকেতি
সাক্ষীভ্যাম্ ॥ ৪১ ॥

ত্রিবিক্রমস্তাহ, ত্রীত্যাদিভ্রমণে । অনেন -ত্রিবিক্রমেণ ॥ হরিবংশে ইতি ।

তথাহি (হং বং ১২৭।৩৭)।—

(৬৮) “ইদং ভঙ্ক্তু। মদীয়ন্ত ভগবন্! বিষ্ণুনা কৃতম্।

উপশ্রু্যপরিলোকানামধিকং ভুবনং মুনে! ॥” ৪২ ॥ ইতি।

(৬৯) সর্বেষামবতারানাং পরব্যোম্নি চকাসতি ।

নিবাসাঃ পরমাশ্চর্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে ॥

তথাহি পাণ্ডে—

(৭৬) “বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ ।

অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্ত-কুর্মা-দয়োহখিলাঃ ॥” ৪৩ ॥ ইতি।

॥ * ॥ [ইতি অবতার-তৎস্থাননিরূপণম্] ॥ * ॥

(১) অথ কৃষ্ণে নরভ্রাতুরবতার ইতি কচিৎ ।

উপেন্দ্রশ্রেতি চ কাপি ভাত্যসৌ নাতিকোবিদাম্ ॥ ১ ॥

যথা কান্দে—

(২) “ধর্ম্মপুল্লৌ হরৈরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ ।

চন্দ্রমংশমনু প্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণাজ্জনাবুভৌ ॥”

যঃ—ব্রহ্মলোকোপরি স্থিতঃ ত্রিবিক্রমশ্চ নিবাসঃ ॥ ইদমিতি । ইদং মদীয়ং—স্বর্গাখ্যং
স্তানং, ভঙ্ক্তু।—পাদপ্রহারেণ ভগ্নং কৃত্তেত্যর্থঃ । মুনে!—হে নারদ ! । উপরি-
লোকানামুপরীতি যোজ্যম্, অন্তথা লোকান ইতি দ্বিতীয়য়া ভাব্যম্ । স্বর্গোপরি-
স্তলেষু লোকেষু সত্যপর্য্যস্তেষু ত্রিবিক্রমেণ ভুবনানি দিব্যানি কৃতানীতি ॥ ৪২ ॥

অথ পরব্যোম্নি সর্বেষাম্ অবতারাণাং ধামানি সম্বীতি জ্ঞাপয়িতুমাং, সর্বেষা-
মিতি ॥ তত্র প্রমাণং; বৈকুণ্ঠেতি—ক্ষুটার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি অবতারান্তেষাং স্থানানি চ নিরূপিতাঃ ॥ * ॥

এতাবতা প্রযট্টকেন কৃষ্ণশ্চ স্বয়ংরূপশ্চ, শ্রীশাঙ্গীনাং তদ্বিলাসাদিভিঃ উক্তং;
তদসহিষ্ণোঃ বিধ্বংসেনানুধায়িনঃ বাক্যম্ অনুবদনং নিরসুতি, অথেনি । নর-
ভ্রাতুঃ—বদরীপতেঃ, উপেন্দ্রস্য—বামনস্য, অবতারঃ, অসৌ—কৃষ্ণঃ, নাতিকোবি-
দাম্—সর্বচারিত্রশাস্ত্রানাম্ আপাতার্থগ্রাহিণাং, ভাতি—তদুদবতারভয় প্রতীতো
ভবতি; সুকোবিদাস্ত স্বয়ংরূপতয়া নিশ্চিতোৎসাহিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচতুর্থে চ (ভা০ ৪৮।৪৯)—

(৩) “তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতো ।

ভারব্যায় চ ভুবঃ কৃষ্ণো যদু-কুরুদ্রহৌ ॥”

এতদুপোদ্বলকং শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৬৯।১৬)—

(৪) “সংপূজ্য দেব ঋষিবর্ষ্যমুষিঃ পুরাণো

নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন ।

বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং

প্রাহ প্রভো ! ভগবতে করবাম হে কিম্ ॥” ২ ॥ ইতি ।

উপেক্ষাবতারত্বঞ্চ যথা হরিবংশে প্রকুবচনে (হ০ বঃ ১২৭।৩৪)—

(৫) “ঐ দ্রং বৈষ্ণবমশ্ৰেব মুনৈ ! ভাগমহং দদৌ ।

যবীয়াংসমহং প্রেম্ণা কৃষ্ণং পশ্যামি নারদ ! ॥” ৩ ॥ ইতি ।

তদম্বাণিনো ভ্রামকানি বাক্যাগ্ৰাহ, ধম্মেতি । পূর্বপক্ষার্থঃ ক্ষুটঃ । বহুর্থস্ত
কৃষ্ণার্জুনৌ কর্তারৌ, ধর্মপুত্রৌ নর-নারায়ণৌ কাম্বী, প্রাপ্য—আত্মসাৎকৃত্য,
চন্দ্রবংশম্ অহু জাতাবিতি । স্বয়ংভগবতাবতীর্ণে তৎস্বাংশাঃ তস্মিৎ প্রবিশন্তীতি
নির্ণয়াৎ ॥ তাবিতি—হরে—ক্ষীরাক্ষিপতেঃ, অংশৌ নর-নারায়ণৌ, ইহ—ভূলোকে,
আগতো, তস্তা ভারব্যায়, কৃষ্ণো—বাসুদেবার্জুনৌ, অভূতামিতি পূর্বপক্ষেহর্থঃ ।
বহুর্থস্ত তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণৌ কর্তারৌ, ইহ—দ্বাপরভূতে, কৃষ্ণো,
আগতো—প্রবিষ্টৌ ; বাসুদেবে নারায়ণঃ, অর্জুনে তু নরঃ প্রাবিশদিত্যর্থঃ ॥
এতদ্বিতি । উপোদ্বলকং—উপোদকম্ ॥ সংপূজ্যেতি । পূর্বপক্ষার্থঃ ক্ষুটঃ । বহুর্থস্ত,
সর্বতশ্চাশ্রয়ত্বাৎ নারায়ণঃ, কল্পাদৌ ব্রহ্মণোহপি উপদেষ্টৃত্বাৎ পুরাণ ঋষিঃ, নৈরঃ
সাক্ষিঃ বিহারিত্বাৎ নরসখঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ, দেবঃ—ক্ষত্রলীলত্বাৎ, ঋষিবর্ষ্য—নারদম্,
উদিতেন বিধিনা সংপূজ্যেতি । অগ্ৰং প্রকটার্থম্ ॥ ২ ॥

এবং বদরীপত্যবতারত্বং কৃষ্ণশ্রোত্বা উপেক্ষাবতারত্বমাহ, ঐন্দ্রমিতি—পারি-
জাতপ্রসঙ্গে শক্রবাক্যম্ । মুনৈ—হে নারদ !, বৈষ্ণবং ভাগম্ অহম্ অশ্ৰেব, দদৌ
ইতি—উত্তম-গলি রূপম্ । ভাগং বিশিনষ্টি, ঐন্দ্রম্—ইন্দ্রেণ ময়া রচিতম্ । যো
যন্তভাগো ময়া বিষ্ণোঃ পূর্বং কল্পিতঃ, সং, অগ্ৰ—কৃষ্ণশ্ৰেব, বামনস্ত নতো ময়া
দত্তঃ, ইতি মহাদামূল্যং মৎকৃতমভূৎ । অথ প্রতিকলধিয়মপি তমহং ন দেখি,

(৬) তদেতদুভয়ং ন ভবেৎ কৃষ্ণে বিরোধতঃ । .

অংশং হি তয়োরুক্তং পরাবস্তুত্বমশ্রু তু ॥ ৪ ॥

(৭) নরভ্রাতুরিহাংশত্বম্ এতে চাংশেতি বক্ষ্যতে ।

উপেন্দ্রশ্রু তথাত্বঞ্চ হবিরংশেহপি দৃশ্যতে ॥

তথাহি দেবর্ষিবচনম্ (হং বং ১২৮১২—২৩)—

(৮) “অদিত্যা তপসা বিষ্ণুর্মহাআরাধিতঃ পুরা ।

বরেণচ্ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ ।

তয়োক্তস্তাদৃশং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তম ! ॥

(৯) তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোহপরঃ । .

অংশৈশ্চ তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ॥” ৫ ॥ ইতি ।

(১০) অথ কৃষ্ণে পরাবস্তুভাবোহগ্রে বক্ষ্যতে স্ফুটম্ । .

পরাবস্তুশ্চ সম্পূর্ণবস্তুঃ শাস্ত্রে প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

তস্মাদংশত্বমেবাস্য বিরুদ্ধং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

(১১) অর্থগত্যন্তরং তেষাং বচনানাঞ্চ দৃশ্যতে ॥

যবীয়াংসম্—উপেন্দ্রঃ, কৃষ্ণঃ প্রেমণা পশ্যামি, জ্যেষ্ঠশ্রু কনিষ্ঠে প্রেমদৃষ্টিরেব যুক্তেতি । পারিজাতশ্রু দেবতরুত্বাদভুলোকে তস্মৈ প্রদানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ । অশ্রু অগ্রহণাদিবস্তুর্থো নোক্তঃ ॥ ৩ ॥

ইদং স্থলবিয়াং মতং নিষাকরোতি, তদেতদিতি । উভয়ং—বদরীশাবতারত্বম্, উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ । কুতো ন ভবেৎ ? তত্রাহ, অংশং ইতি । তয়োঃ—বদরী-শোপেন্দ্রয়োঃ । অশ্রু—কৃষ্ণশ্রু ॥ ৪ ॥

তয়োরংশত্বমাহ, নরভ্রাত্যাদিনা । তথীত্বম্—অংশত্বম্ ॥ অদিত্যেতি তৎ-প্রসঙ্গে । সুরোত্তম !—হে শত্রু ! এতেনৈব তন্নিস্তম্, এতশ্রু বিজ্ঞবাক্যত্বেন ততোঃ বলিষ্ঠত্বাৎ ॥ ৫ ॥

নহ্ন অংশাংশঃ কৃষ্ণোহস্বিতি চেৎ ? তত্রাহ, অথেনিতি । তস্মাৎ—পরাবস্তুত্বাৎ । এব, অশ্রু—কৃষ্ণশ্রু, তদুভয়াংশত্বং, বিরুদ্ধম্—অসঙ্গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তত্র ধর্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকা ।—

(১২) নরনারায়ণে প্রাপ্যেত্যাত্মসাংকৃত্য তৌ স্বয়ম্ ।

কৃষ্ণার্জুনৌ চন্দ্রবংশমনু প্রকটতাং গতো ॥

তবিমাবিত্যাদৌ কারিকা ।—

(১৩) কর্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাবিহ । *

দ্বাপরান্তে কশ্মভূতৌ আয়াতৌ কৃষ্ণ-ফাল্গুনৌ ॥

সংপূজ্যেত্যাদৌ কারিকাঃ ।—

(১৪) সর্বাদাবুপদেষ্ট্‌হাদ্যঃ পুরাণধিকৃত্যে ।

নারাণাং পুরুষাণাং যস্ত্রয়াণামাশ্রয়ঃ স তু ॥

নরেষু মর্ত্যালোকেষু সহচারী ভবন্ স্বয়ম্ ।

তদ্বর্ষমনুকৃত্যাত্র পূজয়ামাস তং মুনিম্ ॥

নারায়ণাখ্যেনাংশেন কৃষ্ণো যদ্যপি তদ্রূপঃ ।

নারদং পূজয়ামাস তথাপি ক্ষত্রলীলয়া ॥

ঐন্দ্রমিত্যাদৌ কারিকা ।—

(১৫) ইন্দ্রস্ত নাতিকৌবিদ্যান্মৎসরাচ্ছোক্তবানিদম্ ।

তস্মাৎ কৃষ্ণস্য নো ততদ্রূপং ঘটতে কচিৎ ॥ ৭ ॥

অথ কৃষ্ণপরাবহুধিঃ বহুবাক্যস্বরেন ধর্মপুত্রাবিত্যাদীনাং প্রাতীতিকাংবাদাৎ, তেষাং তৎপরাবহুধায়ায়িনীর্গতীর্দর্শয়তি, ধর্মপুত্রাদিত্যাদৌ কারিকেত্যাদিভিঃ ॥ প্রাপ্যেতি—অত্র আত্মসাংকৃত্য ইতি ব্যাখ্যানং, তৌ আত্মতাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ ; অস্থানপদদ্ব্যদোষশ্চ পুরাণে অসম্বাদং, এবং ব্যাখ্যানং নাসঙ্গতম্ ॥ কর্তারাবিতি—বিবৃতং প্রাপ্ত ॥ সর্বাদাবিতি—গোপালোপনিষদি কল্পাদৌ বিরিক্তং কৃষ্ণ উপা-
দিশং, ইতি পুরাণধিকৃতম্ । নরশব্দশ্চ পুরুষপর্যায়হাং, নরাণাং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমূহো নারঃ, তদাশ্রয়ত্বং কৃষ্ণশ্চ ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তম্, অতস্তত্ত্ব নারায়ণত্বং ; নরৈঃ মনুষ্যৈঃ সহ বিহারায় নরসম্বন্ধং, নরধর্ম্মানুকারাৎ নারদপূজকত্বম্ । নারায়ণাখ্যেন—

অথ পরাবস্থাঃ । যথা পাদে—

(১৬) “নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেযু ষাড়্-গুণাং পরিপূরিতম্ ।

পর্যাবস্থান্তে তে তস্মৈ দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥” ৮ ॥ ইতি ।

তত্র শ্রীনৃসিংহঃ ।—

(১৭) “প্রহ্লাদ-হৃদয়-হ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্ ।

শরদিন্দুরূঢ়িং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্ ॥”

(১৮) “বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মার্ষস্য চ বক্ষসি ।

বস্ত্রান্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমুহং ভজে ॥”

[ভাঃ ১।১।১, ১০।৪।১ স্বাঃ টীঃ]

(১৯) “গন্তীরগজ্জিতারম্ভ-স্তম্ভিতান্তোজসম্ভবঃ ।

সংরম্ভঃ স্তম্ভপুত্রস্য মুনিনোজ্জ্জ্বলিতো নৃপে ॥” ৯ ॥

যথা শ্রীসপ্তমে (ভাঃ ৭।৮।৩২-৩৩) —

(২০) “শটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন

গ্রহাশ্চ তদৃষ্টিবিমুক্তরোচিষঃ ।”

বদরীশরূপেণ, তদগুরুঃ—নারদশ্যোপদেষ্টা ॥ ইহুস্থিতি । নহু কেনোপনিষদি (৪।২) ইচ্ছাশ্রিবাযুনাং ব্রহ্মবিদ্বদর্শনাং কথমিহুস্ত নাতিকোবিদত্বম্ ? উচ্যতে । লীলার্থং তজ্জ্ঞানান্ধাদনাং তত্ত্বমিতি । মৎসরাং—কৃষ্ণোৎকর্ষহনুঃ । তন্তুদ্রুপত্বং—বদরী-শ্যোপেন্দ্রাংশত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণস্ত পরাবস্থাত্বং বদরীশাদ্যাংশস্যোক্তিবিবৃদ্ধেতু্যুক্তং, তদবস্থত্বং বক্তুন্, অথেতি । তদ্বক্ষ্য কৃষ্ণে বৈড়শূর্য্যপূর্ণত্বম্ ॥ নৃসিংহেতি—যথোক্তরং পরিপূর্ণিরিহ ব্যজ্যতে । তস্ম—ষাড়্-গুণ্য ; ইতি প্রাতীতিকমিদং বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥

অরাণাং পৃথক্ তথাত্বং দর্শয়তি । তত্র শ্রীনৃসিংহস্তাহ, প্রহ্লাদেতি । পারীন্দ্র-বদনং—সিংহাস্তম্ ॥ বাগীশা—সবস্বতী । সংবিৎ—সাক্ষজ্ঞশক্তিঃ ॥ গন্তীরেতি । স্তম্ভপুত্রস্ত—শ্রীনৃসিংহস্ত, সংরম্ভঃ—ক্রোধঃ, মুনিনা—নারদেন, নৃপে—যুধিষ্ঠিরে, উজ্জ্বলিতঃ—তং প্রতি বর্ণিত ইত্যর্থঃ । এতে ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ শ্রীধরস্বামিনাং বোধ্যঃ ॥ ৯ ॥

অস্তোদয়ঃ শ্বাসহতা বিচক্ষুভু-

নির্হাদভীতা দিগিভা জহদিশঃ ॥

(২১)

দ্যোতুচ্ছটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কলা

প্রোৎসর্পত স্মা চ পদাভিপীড়িতা ।

শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুখ্য রংহসা

তক্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ॥ ১০ ॥ ইতি ।

(২২) “উগ্রোহপ্যনুগ্র এবাযং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ।

কেশরীব স্বপোতানামন্তেষামুগ্রবিগ্রহঃ ॥” ১১ ॥

“ [ভাঃ ৭।৩।১ স্বা০ টী০]

(২৩) অশ্রু শ্রীদিব্যসিংহশ্রু পরমানন্দ-তুন্দিলঃ ।

শ্রীমন্সিংহতাপন্যাং মহিমা প্রকটীকৃতঃ ॥ ১২ ॥

(২৪) নৃসিংহশ্রু ভবেদ্বাসো জনলোকে মহাত্মনঃ ।

সর্বোপরিষ্ঠাচ্চ তথা বিষ্ণুলোকে প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ ।—

দৈত্যবধবাগ্ৰশ্রু নৃহরেরাটোপমাহ, শটেতি । তদিতি- অব্যয়ং ষষ্ঠ্যন্তং, তেন চতুর্থমধ্বয়ঃ । তশ্চ, শ্লীলিভিঃ—স্কররোমভিঃ, অবদতা জনদাঃ, পরাপতন্-ব্যশী-
র্যাস্ত । গ্রহাস্তদৃষ্টিভিঃ, বিমুষ্ঠরোচিষঃ—প্রনষ্টপ্রভাঃ, জাতাঃ । দিগিভাঃ—দিগ্-
গজাঃ ॥ তশ্চ শটভিকুৎক্ষিপ্তানি বিমানানি তৈঃ, সঙ্কলা—ব্যাপ্তা সতী, দ্যোঃ,
প্রোৎসর্পত—স্বস্থানাং অচলং । ক্ষুটমগ্রং ॥ ১০ ॥

নৃমেবং সংরম্ভবাংশেচং শ্রীনৃসিংহশ্রুহি তৎসেবা হৃকরেতি চেৎ ? তত্রাহ,
উগ্রোহপীতি । স্বভক্তানাস্তু চন্দ্রশীতল ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

নহু পরাবশ্বেচং শ্রীনৃসিংহশ্রুহি তদনুগুণমহিমা বাচ্যঃ ? তত্রাহ, অশ্রু
শ্রীতি ॥ ১২ ॥

তশ্চ নিবাসমাহ, নৃসিংহস্যেতি । সর্বোপরিষ্ঠাং বিষ্ণুলোকে—পরব্যোমী-
ত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

(২৫) পূর্বতোহপ্যেষ নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতচন্দ্রমাঃ ।

ভাতি সদগুণসঞ্জেন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ ॥ ১৪ ॥ *

পাদে—

(২৬) “বন্দ্যামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্ ।

জানকী-হৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্ ॥” ১৫ ॥

(২৭) অস্ম্য জন্মোৎসবং ক্রতে শ্রীরামার্জনচন্দ্রিকা ।

যথা (রা০ চ০ ৫ প০)—

(২৮) উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরো সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ

লগ্নে কর্কটকে পূর্নর্বশ্বযুতে মেঘং স্নাতে পৃষণি ।

নির্দগুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-

রাবিভূতমভূদপূর্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ ॥” ১৬ ॥

অথ শ্রীরামচন্দ্রস্য পরাবহুত্বমাহ, পূর্বতোহপীতি—শ্রীমুসিংহাদপীত্যর্থঃ । তত্র প্রভাবভূমা, ইত্যু মাধুর্যভূমাপীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

মহেশানং—সর্বেশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥

অস্য ইতি—শ্রীরামস্য । জন্মোৎসবোহপি তদ্বমস্য বাঙ্গম্যতীত্যর্থঃ ॥ উচ্চস্থে ইতি—জন্মশত্ৰীয়ম্ । মেধ্যাং—পবিত্রাং, অযোধ্যারূপাং অরণেঃ সকাশাং, একং—মুখ্যং, মহঃ—তেজঃ, আবিভূতং—প্রকটম্, অভূৎ । কীদৃশং তৎ ? ইত্যাহ, যৎকিঞ্চিং—নির্বক্তৃমশক্যং, যতঃ, অপূর্ববৈভবম্—আশ্চর্যাগুণরূপ-বিভূতিকম্ । কিমর্থমভূৎ ? ইত্যাহ, নিখিলাঃ—সর্বাঃ, পলাশসমিধো নির্দগুং ; পলাশাঃ—মাংসাশিনো রাক্ষসাঃ, তদ্রূপাঃ, সমিধাঃ—কাষ্ঠানি ইত্যর্থঃ । কদেদমভূৎ ? ইত্যাহ, চৈত্রশুদ্ধনবম্যাং তিথৌ, গ্রহপঞ্চকে—সূর্য্য-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-রূপে, উচ্চস্থে—মেঘ-মকর-কর্কট-মীন-তুল্যস্ব ক্রমেণ স্থিতে সতীত্যর্থঃ ; মেঘস্য দশমেংশে সূর্য্যো, মকরস্য তৃতীয়েংশে ভৌমে, কর্কটস্য অষ্টাবিংশেংশে গুরো, মীনস্য সপ্তবিংশেংশে শুক্রে, তুলায়াঃ বিংশেংশে শনৌ চ স্থিতে সতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ কর্কট লগ্নে, সেন্দৌ গুরাবিতি গুণবিশেষঃ ॥ ১৬ ॥

* “শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ” ইত্যত্র “শ্রীরঘুনন্দনঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

একাদশে (ভাঃ ১১৫১৩৪)—

- (২৯) “তাক্ত্বা স্তুত্বস্ত্যজ-সুরৈষ্পিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠা আর্ধ্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েষ্পিতমদ্রধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ !” তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১৭ ॥”

ত্রীনবমে (ভাঃ ১১১১২০—২১)—

- (৩০) “নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরষাঙ্কয়াত্ব-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ ।
রক্ষাবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপৃগৈঃ
কিং তত্র শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥

- (৩১) যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোহধুনাপি
গায়ন্ত্যঘন্নমুযয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্ ।
তন্মাকপাল-বসুপাল-কিরীটজুফ-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপ্রদ্যে ॥ ১৮ ॥ ইতি ।”

করভাজনঃ শ্রীরামপাদাঙ্কং প্রণমতি, ত্যক্তেতি । হে মহাপুরুষ !—শ্রীদাম-
রথে !, যৎ তে চরণারবিন্দং কর্ত্ত্ব, অত্রৈঃ স্তুত্বস্ত্যজাং সুরৈরীপ্সিতাং রাজ্যলক্ষ্মীং,
আর্ধ্যবচসা—পিত্রাজ্ঞয়া, তাক্ত্বা অরণ্যম্ অগাং । যচ্চ, দয়িতয়া—জানক্যা, ঈপ্সিতং
মায়ামৃগং কণকহরিণম্ অদ্রধাবৎ, তদহং বন্দে । ধর্মিষ্ঠেতি—নির্মিৎ প্রতি সঙ্কো-
ধনম্, অসন্ধিবর্ষঃ ॥ ১৭ ॥

নেদমিতি শুকবাক্যম্ । জলধিবন্ধনং—সিক্কৌ সেনুনিষ্ঠাণম্, অস্ত্রপৃগৈশ্চ
রক্ষসাং বধ ইতি, ইদং কবিত্বাশচর্য্যমিব বর্ণিতমপি রঘুপতেঃ, যশঃ—স্তুতিঃ, ন
ভবতি । তত্র হেতুঃ, অধিকেতি—নিরুপমপ্রভাবশ্চেত্যর্থঃ । ঈদৃশস্ত্র কিং শত্রু-
হননে কপয়ঃ সহায়াঃ ভবন্তি ? নেত্যর্থঃ ; তথা চ স্তুত্বাদ্যাদ্যশ্রয়ণং বিনোদমাত্র-
মিতি । যুক্তৈশ্চতদিত্যাহ, সুরৈতি । সুরাণাং—ব্রহ্মাদীনাং, যাক্ষয়া কত্র্যা, আত্মা—
প্রাপ্তা, লীলাতমুযয়েতি, ভূভারাপহরণায় যো দেবৈরভ্যর্থ্যাবতারিত ইত্যর্থঃ ॥
ঈদৃশবিনোদমেব প্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রণমতি, যশ্চেতি । নৃপাণাং—বৃষিষ্ঠিরাদীনাং,

অত্র কারিকাঃ ।—

(৩২) আত্মা প্রকটিতা লীলাতনুলীলাময়ী তনুঃ ।

যেন তস্মৈতি সাম্যেতি স্বার্থে যাৎপ্রত্যয়ো মতঃ ॥

ধাম স্বরূপং বিজ্ঞেয়ম্ অধিকেন সমেন চ ।

বিমুক্তং ধাম যস্মৈতি মাহাত্ম্যং সর্বতোহধিকম্ ।

যন্তাধিকঃ সমশ্চাত্র কাপি নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥

(৩৩) নাকপালী মহেন্দ্রাদ্যা বসুপা বসুধাধিপাঃ ॥ ১৯ ॥

(৩৪) বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

বিষ্ণুর্ধর্মোত্তরে রাম-লক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥

(৩৫) পাণ্ডে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ ।

শেষশ্চক্রঃ শব্দশ্চ ক্রমাৎ স্যলক্ষ্মণাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

(৩৬) মধ্যদেশস্থিতামোধ্যাপুরেহস্তু বসতিঃ স্মৃতা ।

মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥ ২১ ॥

সদঃসু, বস্তু বশঃ, স্বয়ং—মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ, অদ্যাপি গায়ন্তি । কীদৃক্ তৎ ? ইত্যাহ, দিগ্ভিত্তোপাং পটং, তদ্ব্যভরণভূতং, দিগন্তব্যাপীত্বার্থঃ । তং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ইতি সম্বন্ধঃ । তং কীদৃশম্ ? ইত্যাহ, নাকপালানাম্—ইন্দ্রাদীনাম্, বসুপালানাম্—রাজাঞ্চ, কীরীটৈজুর্থে পাদাঙ্কৈঃ বসন্তি ॥ ১৮ ॥

নেদমিত্যাদিপদ্যদ্বয়ং কারিকাত্বয়েণ ব্যাচষ্টে, আন্তেত্যাदिना । স্বরূপস্ত গ্রহণা-
সম্ভবাৎ প্রকটিতেতি ॥ বসুপালেতি বসুশব্দেন বসুধা লক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥

রামাদীনাম্ চতুর্গাং যথার্থমাহ, বাসুদেবাদীত্যাदिना । আদিশব্দেন ভরত-
শক্রয়ো । তথাচ নারায়ণস্য চত্বারো ব্যূহাঃ ক্রমাৎ রামাদয়ো বিষ্ণুর্ধর্মোত্তরে-
গোক্তাঃ ॥ মতান্তরমাহ, পাণ্ডে ইতি । আदिना ভরতাদ্যো গ্ৰাহ্যো । তদিদং কল্প-
ভেদেনৈব সম্ভাব্যম্ ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ চতুর্বিধরূপস্ত ভগবতো নিবাসমাহ, মধ্যোতি । অস্তু—রাঘবেন্দ্রস্য,
সদাতৃকস্ত সত্যত্ববর্ণন্যেতি বোধ্যম্ । এতেন নৃসিংহ-রাময়োঃ “এতে চাংশকিলাঃ”
(ভা. ১. ৩২৮) ইতি বাক্যাৎ প্রাপ্তমংশত্বমপোহিতম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ । বিষমঙ্গলে—

(৩৭) “সম্ভবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্ত সৰ্বতোভদ্রাঃ ।

কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥” ২২ ॥

(৩৮) পরমৈশ্বর্য-মাধুর্য-পীযুষাপূর্ববারিধিঃ ।

দেবকীনন্দনশ্বেষ পুরঃ পরিচরিত্যে ॥

(৩৯) যস্ত বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে ।

ত্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ ॥ ২৩ ॥

(৪০) ননু সিংহাস্য-রাম্যভ্যাং সাম্যমদ্যাগতং ক্ষুটম্ ।

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়প্রক্রিয়াত্র-বিলোক্যতে ॥ ২৪ ॥ *

অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত পরাবস্থায়াহ, সম্বতি । যন্তু রামে বনবাসায় নির্গতে ব্রহ্মদিত্তি-
রপি রদিতমিতি শ্রীরামারণেহপ্যুক্তং, তং খলু তদৈব বিচ্ছেদহুঃখেনৈব । ইহ
তু সংযোগেহপি প্রতিদিনমপি তদন্তীতি “ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদগো-ব্রিজ-ক্রম-মৃগাঃ পুলকাত্তবিভ্রন্ ॥” (ভা০ ১০।২৯।৪০) “পুণ্ড্রভারবিটপা
মধুধারাঃ প্রেমমুগ্ধৈতনবো ববুধুঃ স্ম ॥” (ভা০ ১০।৩০।১২) ইত্যাদিবাচ্য-
দবগতম্ । দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ,
ইতি ততো মহানতিশয়ঃ । অত্র “গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমৃষ্য রূপং লাবণ্য-
সারমসমোদ্ধমনস্তসিদ্ধম্ ॥” (ভা০ ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদিবার্কো সত্যপি, অস্ত্রো-
দাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যবদ্ধ-নির্ণায়কত্বাৎ । পুষ্করনাভস্তেতি—প্রতীতানুবাদঃ,
অত্রকটপ্রকাশগতস্ত স্বয়ংভগবত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

পরমেতি । , দেবকীনন্দন ইতি শ্লিষ্টমুক্তম্, অগ্রে বিশেষং ব্যঞ্জয়িষ্যামঃ, নন্দ-
নুতো বনুদেবসুতশ্চ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ । পূর্বত্র নরদ্বীলাটকৈবল্যাৎ মাধুর্য্যমেব বহু,
ইহ তুভয়ং তুল্যমিতি ততোহতিশয়ঃ । ঐশ্বর্য্যসম্পূটিতং খলু মাধুর্য্যমতিচাক্ষুর্দর্পণ-
পিহিতচিত্রবৎ, মাধুর্য্যসংযুক্তমৈশ্বর্য্যধাতিস্থত্বকুরং রঙ্গপারদলিপ্তাধারকদর্পণবৎ,
ইত্যুভয়ামৃতবৈশিষ্ট্যাৎ ইহৈবাতিশয়িত্বম্ । পরিচরিত্যে—নির্গোষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥
যন্তেতি—প্রকট্যর্থঃ । পশুপূরণন্ত্রায়েন সর্বেষাং চতুষ্টয়বাদেকটৈব এষকারা-
বয়োহত্র গ্ৰাহ্যঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থঃশ্লো (বি० পু० ৪।১৫।১—১০)—

(৪১) “হিরণ্যকশিপুহে চ রাবণহে চ বিষ্ণুনা ।

অব্রাহ্ম নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যান্ অমরৈরপি ।

(৪২) নানভূৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ ।

সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালহে সাযুজ্যং শাস্ততে হরৌ ॥” ২৫ ॥

• শ্রীপরাশরোত্তরং

(৪৩) “দৈত্যেশ্বরস্ত বধায়াখিললোকেতপ্তিস্থিতিবিনাশ-

কারিণ্য অপূর্বতমু গ্রহণং কুব্ধতা নৃসিংহরূপমাবিকৃতম্ ।

তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যতঃ ন মনস্তভূৎ ।

নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেকঃ-

অত্র কশিৎ শব্দে, নব্বিতি । কৃষ্ণস্ত স্বয়ংরূপত্বমুক্ত্যপি নৃসিংহাদিনা তস্ত
• সামান্যং ক্রবন্ উক্তবিশ্বভায়ং গ্রহকৃদ্বিতি ভাবঃ । পরিহৃতমাহ, ইতীতি । ক্রম-
সোপানত্বায়েন কৃষ্ণাখ্যায়্যারৌহণীমোক্তবিশ্বভূতমিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

• হিরণ্যোতি । সাযুজ্যং—সহযোগঃ, নতু স্বরূপৈক্যং, সমুজ্জো ভাবঃ সাযুজ্যমিতি
ব্যাপ্তেঃ, “যো দক্ষিণে প্রমীয়েতে পিতৃণামেব হি মহিমানং গতা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং
স্বলোকতামাপ্নোতি” (ম० না० উ० ২৫।১) ইত্যাদিপ্রত্যয়ৈঃ তথৈব নির্ণয়াচ্চ । তথাচ
হিরণ্যকশিপোর্ রাবণস্ত চ ভগবতা নিহতস্তাপি মোক্ষো মাভূৎ, শিশুপালস্ত সতন্তেন
নিহতস্ত মোহভূৎ, ইতি নৃসিংহাদিষু ত্রিষু কিং স্বরূপকৃতং গুণকৃতং বা কিঞ্চিৎ
ভারতম্যমস্তু ? ইতি বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

• স্বরূপভেদাভাবেহপি গুণব্যক্তিকৃতং তদস্তীতি ভাবেবাহ, দৈত্যোতি । দৈত্যে-
শ্বরস্ত—হিরণ্যকশিপোঃ, বধায় ক্রতে, ভগবতা নৃসিংহরূপম্, আবিষ্কৃতং—বৈদূর্য্যে
রূপান্তরমিব স্বস্মিন্ স্থিতমেব প্রকটিতমিত্যর্থঃ । কীদৃশেন ? ইত্যাহ, অপূর্বা—
• পূর্বমদৃষ্টা, যা তমুঃ—নৃহিররূপা, তস্যাঃ, গ্রহণম্—আবিষ্কৃতমিত্যুক্তেঃ প্রাকট্যাং,
কুব্ধতেতি ॥ ননু কৃষ্ণস্যৈব নৃসিংহত্বাৎ তৎকরণে ইত্যাশি কুতো ন মোক্ষঃ ?
তত্রাহ, তত্রোতি । বেবেষ্ট স্বরূপ-নাম-গুণলাবণ্যেন ধাতুর্হৃদয়মিতি বিষ্ণুঃ, তজ্জী-
বিরহাৎ মোক্ষজনিকায়্য অমুরঞ্জনশক্তেস্তস্মিন্ রূপেহমুদয়াৎ তদভাব ইত্যর্থঃ ॥

• “সমুদ্ভূত” ইত্যত্র “সত্ত্ব” ইতি পাঠান্তরম্ । “রজোদ্রেক” ইত্যত্র সন্ধিরাধঃ ।

প্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তুস্তাবনাযোগাৎ ততোহবাপ্তবধহৈতুকীং
নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননহে
ভোগসম্পদমবাপ ॥ ২৬ ॥

(৪৪) নাতস্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরত্রকুভূতে ভগবত্যানালম্বনী-
কুতে মনসস্তল্লয়ম্ ॥ ২৭ ॥

(৪৫) দশাননহেহপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো
দাশরথিকপধারিণস্তরূপদর্শনমেবাসীৎ। নান্মচ্যুত ইত্যা-
সক্তিবিপদ্যতোহস্তঃকরণে মানুষ্যবুদ্ধিরেব কেবলম্
অস্ত্যভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলম্ অখিল-

তর্হি কিংবুদ্ধিস্ত্যভূৎ ? তত্রাহ, নিরতীতি। সত্ত্বং—প্রাণিবিশেষঃ। কুতঃ স
বুদ্ধিস্ত্যভূৎ ? তত্রাহ, রজ ইতি—রজোগুণবিভ্রান্তত্বাদিত্যর্থঃ। কিন্তু নৃসিংহেতি
তেজস্বিপ্রাণিভাবনাযোগাৎ তৎকরণে বধাচ্চ হেতোকৃতরজমনি স্তব্ধভোগ-
সম্পৎ এবং অভূদিত্যাহ, তদ্ভাবনেত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

সর্বোত্তমহুনিচ্ছয়েকঅতিদেবেণ বা বস্তানি মনসো-নিবেশঃ স্যাৎ, তদ্বতয়া
ভাবাদেব দৈত্যেশ্বরস্য নৃহরৌ মনোলগ্নো নাত্ত্বং, যেন মোক্ষঃ সাদিত্যাহ, নাত
স্তস্মিন্নিত্যাদিনা। তস্মিন্ ভগবতি—নৃহরৌ। কীদৃশি ? ইত্যাহ, অনালম্বনী-
কুতে—মনোনিবেশবিষয়তামপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ। মনসস্তল্লয়ং ন অবাপেতি পূর্বেণৈব
সম্বন্ধঃ ॥ ২৭ ॥

ননু কৃষ্ণস্যৈব দাশরথিত্বাৎ তৎকরণে হতস্যাপি মোক্ষঃ কুতো নাভূদিতি
চেৎ ? তত্রাপি মোক্ষর্জনক-তচ্ছক্তেরনুদয়াৎ ন স ইত্যাহ, দশাননহেহপীতি।
অনঙ্গধীনতয়া অতিমনোজ্ঞ-তরুণীত্ববুদ্ধ্যা, ন তু লক্ষ্মীত্ববুদ্ধ্যা, জানক্যাং সমা-
সক্তচেতসো দশাননস্য, দাশরথিকপধারিণঃ কৃষ্ণস্য, তরূপদর্শনমেবাসীৎ—পুণ্য-
বশাদ্রাজকূলে লক্ষ্মণায়মিত্যাবেদিত্যর্থঃ ॥ ন তু, অচ্যুতঃ—নিত্যস্বরূপগুণ-
বিভূতিকঃ সর্বোত্তমো বিষ্ণুরয়ম্, ইত্যাসক্তিস্ত্যাস্তঃকরণেহভূৎ, যেন মোক্ষঃ
স্যাৎ। কীদৃশস্য ? ইত্যাহ, বিপদ্যতঃ—বিপদগ্রস্তস্যোত্যর্থঃ। কিন্তু কেবলা
মানুষ্যবুদ্ধিরেবোদেৎ, তথাচ দাশরথিকপেহপি তচ্ছক্তেরনুদয়াৎ ন স ইতি ভাবঃ।
যত্নু নন্দোদর্ঘ্যাক্ষিপ্তস্য দশাননস্য তজ্জ্ঞানমুক্তং, তত্তু তদাভাসমাত্রমেব, তদাবেশা-

ভূমণ্ডলশ্লাঘাং চেদিরাজকূলে জন্ম অব্যাহতকৈশ্বৰ্য্যং
শিশুপালস্তে চাবাপ ॥ ২৮ ॥

(৪৬) তত্রৈব স্থিলা নামেব ভগবন্নাম্নাং কারণাভবন্ । ততশ্চ
তৎকারণকৃতানাং * তেষামশেষাণামেবাচ্যতান্নামন-
বরতানেকজন্মসম্বন্ধি-তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো † ‡ নিবিন্দন-
সম্ভুজ্জমা দিষ্ট্চারণমকরোৎ । তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলা-
মলাক্ষমতুঃস্জলপীতবস্ত্রধার্য্যমল-কিরীট-কেয়ূর-কটকোপ-
শোভিতমুদার-পীবর-চতুর্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরমতি-

মুদয়াং, ইতি বোধ্যম্ । কিন্তু তদ্বৈতত্বাৎ বধাৎ পবজানি ভোগসম্পদেবা-
ভূদিগাহ, পুনরপীতি । অচ্যুতঃ - দাশরথিঃ, তেন যৎ, বিনিপাতনঃ - মরণং,
তন্মাস্তস্য ফলম্, উৎকৃষ্টকূলে জন্ম ঐশ্বৰ্য্যঞ্চ মহদবাপেতি । আবৃতভগবদ্রূপদর্শনাৎ
তেন মরণাচ্চ গর্গাদিবাসসম্পদঞ্চ প্রাপ্তিরিত্যাহ স্বত্রকৃতং - “ন সামান্যাদপ্যুপ-
লক্ষ্যম্ভাবম্ হি লোকাপক্তিঃ ।” (ব্রহ্মসূত্র ৩.৩.৫৩) ইতি । স্মৃতিশ্চ - “সামান্য-
দর্শনালোকঃ স্তম্ভিগৌর্য্যাদর্শনাৎ ।” (নারায়ণতন্ত্রে) ইতি । বিষ্ণুত্বেনাগ্রহণমেব
তদ্রূপস্তাবৃত্ত্বং বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

অর্থমোক্ষজনিকার্য্য মনোবঞ্জনশক্তেঃ স্বরূপে কৃষ্ণে সর্বদাভিব্যক্তেশ্চায়ং মনসো-
হভিনিবেশাৎ তৎকবেণ নিহতস্য তস্য মোক্ষেহভূদিত্যাহ, তত্র স্থিতি । মনো-
বঞ্জনং খলু নামমাধুৰ্য্যেণ স্বরূপমাধুৰ্য্যেণ চ স্যাৎ, তত্ভবঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তমিত্যাহ,
তত্র তু - কৃষ্ণে, নিখিলানাং, ভগবতঃ - লক্ষ্মীপতেঃ, নাম্নাঃ প্রবৃত্তৌ, কাবণানি -
দৈত্যারিহ-পুণ্ডরীকাক্ষত্বশার্দ্ধিত্বগুরুভবাহনাদীনি, অভবন্ । বাসুদেবাদিনাম্নাং
তত্র প্রবৃত্তৌ বসুদেবজাত্যাদীনি কারণানীতি নামমাধুৰ্য্যেণ তন্মনোরঞ্জনং তাব-
দভূৎ ॥ ততশ্চ তৈর্নামভিবিষ্ণুরয়মিতি নিশ্চিত্য অনববতানেকজন্মসম্বন্ধিতদ্বিদ্বেষানু-
বন্ধিচিত্তঃ স শিশুপালঃ, তৎকারণকৃতানাং † তদাদীনাম্ হৃদ্যানীনাং তেষাং

* “তৎকারণকৃতানাং” ইত্যত্র “তৎকালকৃতানাং” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† “সম্বন্ধি তদ্বিদ্বেষানুবন্ধি” ইত্যত্র “সংবন্ধিতবিদ্বেষানুবন্ধি” ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ “তৎকারণ” ইত্যত্র “তৎকাল” ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্রকটবৈরাগ্যভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষশেষা-
বস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্তাঅচেতসঃ ॥ ২৯ ॥

(৪৭) ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্
আত্মবিনাশায় ভগবদন্ত-চক্রাংশুমালোজ্জ্বলম্ . অক্ষয়-
তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতম্ অপগতদেবাদিদোষো
ভগবন্তুমদ্রাক্ষীৎ ॥ ৩০ ॥

(৪৮) তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদন্ধাখিলাপ-
সঞ্চয়ো ভগবতা তেনাস্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ ॥ ৩১ ॥

(৪৯) এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্ । অয়ং হি ভগবান্
কীর্তিতঃ সংসৃতশ্চ দেষানুবন্ধেনাপাখিল-সুরাসুরাদি-
দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সমাগ্ভক্তিমতাম্ ॥ ৩২ ॥ ইতি ।

নাম্নাম্ উচ্চারণং নিদ্রনাদিষকবোং, ইতি বিদেমাং কৃষ্ণে ত্বিহ্ন মনসো লয়
উক্তঃ ॥ অথ স্বরূপাধুর্গোণ চ মনোরঞ্জনভূতিত্যাহ, তচ্চক্ষুপমিত্যাদিনা । তৎ রূপম,
অস্য -শিশুপালস্য, আত্মচেতসঃ—কৃষ্ণনিখাতমনসঃ . নৈব অপযযৌ- অপগতং
নাভূদিত্যর্থঃ । কুত্র কুত্র ? ইত্যাহ, অটনেত্যাদি । কুতো হেতোরেবং ? তত্রাহ,
অতিপ্রকৃঢ়েতি । স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ২৯ ॥

বিদেমাংহেতুকেনাপি ... আচ্চারণেন স্বরূপধানেন চ স্পর্শজননক্রিয়ায়ৈন দন্ধ
দোষঃ চক্রসংপ্রসঞ্জন চ দর্শিতস্বরূপগাথ্যোপলব্ধিপ্রেমা কৃষ্ণং যথাবদভূত-
দিত্যাহ, ততস্তমেবেত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥

এবংসাধনসম্পত্তিমান্ কৃষ্ণেনৈবাপাকৃত-তদেহঃ স্বসামীপ্যং নীত ইত্যাহ,
তাবচ্চেত্যাদিনা । “অন্তঃ স্বরূপে নিকটে প্রাপ্তে নিশ্চয়ান্বাশয়োঃ ।” ইতি হৈমং ।
লয়ং—সংশ্লেষম্ ॥ ৩১ ॥

ইথঞ্চ ত্রয়াণাং নৃসিংহাদীনাং স্বরূপভৈদাভাবেহপি কৃষ্ণে স্বয়ংকপে সর্বদা-
ভিব্যক্তসর্বগুণে মোক্ষজনক-তচ্ছক্রেণভিব্যক্তেস্তুয়া মনোরঞ্জনয়া তস্য মোক্ষো-
হভূৎ, নৃসিংহাদিতদ্রূপদ্বয়ে তচ্ছক্রেণভিব্যক্তেস্তু নহিতস্যাপি তদ্রূপে মোক্ষ
ইতি ত্র্যপৃষ্টং সর্বমুত্তরিতং মবেত্যাহ, এতচ্চ তবেতি ॥ ব্যঞ্জিতং স্ফুটয়তি, অয়ং

(৫০) নোক্তং পরাশরেনাত্ৰ স্থিতৌ তৌ পার্শ্বদাবিতি ।

কিন্তু ভয়োস্তয়োরাঙ্গীজ্জন্মত্রয়মিতীরিতম্ ॥ * . .

(৫১) অতঃ সর্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্শ্বদজৌ মতৌ ।

অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পঃ সমঞ্জসঃ ॥ ৩৩ ॥

হীতি । ভগবানিতি—নিত্যযোগেহপ্যতিশাযনে মতুপ্, “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” (ভাঃ ১০।১০২৮) ইত্যুক্তেঃ, স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ । ফলং মোক্ষলক্ষণম্ । সমাগ্-
ভক্তিমতাত্ত্বমোক্ষে তদ্বশ্যতাতিশয় ইতি ভাবঃ । অত্র ভগবতি ভক্তিরেব কর্তব্য-
তয়া মুনির্না বিবক্ষিতা, দেহস্ত হেয়তথৈব বোধঃ ; “যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা
নাভক্ত্যা দৃশ্যতে কচিৎ । দৃষ্টং ন শাক্যং রোষাচ্চ হংসরাচ্চ জনাদিনঃ ॥” ইতি
প্লাম্বোত্তরং প্রোক্তম্ । তস্মান্তেন মনোনিবেশ এব ফলকৃদिति “তস্মাৎ কেনাপ্যপায়েন
মনঃ ক্লেবে নিবেশয়েৎ ॥” (ভাঃ ৭।১।৩১) ইতি শ্রীভগবতে দেবর্ষিবাক্যাদেব ॥ ৩২ ॥

নমু জন্ম-জয়য়োর্বৈকুণ্ঠদ্বারপালবোঃ সনকাদিশাপাং বৈকুণ্ঠাদ্বিভ্রংশঃ,
তৃতীয়জন্মানি শ্রীকৃষ্ণেন নিহন্তয়োস্তয়োঃ শাপনিবৃত্তিপূর্বক স্বপদপ্রাপ্তিনিদ্দিষ্টা,
ইতি তৃতীয়স্কন্ধানুসারেণৈব পরাশরোক্তকর্তব্যার্থোক্ত্যং কথ্যমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপ-
তায়ামুদাহরণং ? তত্রাহ, নোক্তমিত্যাদি । অত্র—শ্রীবিষ্ণুপূর্বণে, তৌ পার্শ্বদৌ
স্থিতাবিত্যুক্তে জন্মত্রয়মাত্মোক্তেচ পরাশবেণাপি তৌ সর্বেষু কল্পেষু পার্শ্বদজৌ
ন মতৌ, অতঃ—অতিকল্পঃ তয়োঃ পার্শ্বদজ্জ্বে তেন মতে, বারংবারং বৈকুণ্ঠাৎ
তৎপাতঃ সমঞ্জসো ন স্যাৎ । অয়মর্থঃ—কল্পাবতারাঃ স্তনুসিংহাদয়ঃ প্রতিকল্পঃ
চৈঃ পার্শ্বদৌ তৌ বৈকুণ্ঠাদ্বিভ্রংস্যা তাভ্যাং সহ যুদ্ধলীলাং কুর্য্যিরিতি স্বীকার্যং,
তর্হি তদ্বক্তানি হরের্বাসল্যধাক্যানি বৈকুণ্ঠানাবৃত্তিবাক্যানি চ ব্যাকুপ্যেযুঃ, তস্মাৎ
প্রতিকল্পমস্বপ্নেরেব সহ যুদ্ধলীলা । তৃতীয়স্কন্ধে তু ভগবদ্বিচ্ছ্যেব বৈকুণ্ঠাৎ প্রপঞ্চে
তয়োঃ সমাগমঃ কাদাক্ষিকঃ । তদ্বিচ্ছা তু, “ভগবান্নুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্ট-
মস্ত শম্ । ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি হস্তং নেচ্ছে মতস্ত মে ॥” (ভাঃ ৩।১৬।২২)
ইতি তদ্বক্তেঃ । সাপি বুদ্ধিগীতস্বামিবিক্রমদীক্ষাসমুদ্ভূতয়া তযোরিচ্ছ্যেবাত্ত-
দिति ব্যাখ্যাতারঃ । তদ্বিচ্ছাধীনা তদ্বিচ্ছা তু “স্বৈচ্ছামথস্ত” (ভাঃ ১০।১০।২)
“ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায়” (ভাঃ ১০।২৭।১১) ইত্যাদিবাক্যোভাঃ । নস্বৈবম্ভাব্য-
বাক্যব্যাকোপঃ ? উচ্যতে । কস্মরুতা হাবৃত্তিদৌষদ্বায়, ন তু স্বৈচ্ছাকৃতাপি ।

- (৫২) পরাশরেণ যদগদ্যং মৈত্রেয়ায়োস্তরীকৃতম্ ।
শ্লোকীকৃত্য তদেবেদং সংক্ষেপেণ বিলিখ্যতে ॥
- (৫৩) নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিকৃতমদ্ভুতম্ ।
হিরণ্যকশিপোরশ্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা ॥
- (৫৪) কিস্তেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোহপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ ।
রজ-উদ্ভিততা-নুন্ন-মতিস্তুম্ভাবযোগতঃ ॥
- (৫৫) ততোহবাণ্ডবিনাশৈকহেতুকাম্ অখিলোদ্ভমাম্ ।
অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণহ্নে সুদুর্লভাম্ ॥
- (৫৬) বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বৈধান্মাবেশসম্পত্তিঃ ।
তং বিনা চ ভবেদ্বৈষো নরকায়ৈব বেণবৎ ॥
- (৫৭) কিস্তস্য সম্পৎসম্প্রাপ্তিস্তৎকরণে যতেঃ পরম্ ।
এবমাহৈবশকেন তৎসাক্ষ্যমুপাস্মরন্ ॥ ৬
- (৫৮) আবেশাভাবতো দোমানাশাচ্ছুদ্রমপশ্যতঃ ।
প্রকটেহপি পরব্রহ্মরূপে তত্রাস্ত্র নো লয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অতথা হরেরপি প্রপঞ্চেবতরতঃ সা শঙ্ক্যত । ন চ, অনাবৃত্তিবাচ্যানি পরম্যোম-
বিষয়াণি, ন তু সত্যলোকগুণবৈকুণ্ঠবিষয়াণি, ইতি বাচ্যং, “ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্-
ভাস্বরং তমসং পরম্ ৮ ইত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্মাসিনাং পরমা গতিঃ । শান্তানং
ব্রহ্মদণ্ডানাং যতো নাকর্ন্তে গতঃ ॥” (ভা০ ১০।৮।১২৫-২৬) ইতি শ্রীদশমে
তদাতাদপ্যনাবৃত্তিকথনাং ॥ ৩৩ ॥

অথ প্রত্যন্তরগদ্যং কারিকাব্যাক্যাতুমাহ, পরাশরেণেতি । মৈত্রেয়া-
য়েত্যাদি—শ্রীক্ষুটার্থম্ ॥ ততোহবাণ্ডোতি—নৃসিংহাদবাণ্ডো যো বিনাশো বধস্তদ্বৈ-
কামিত্যর্থঃ, সুদুর্লভং ভোগসম্পত্তিং রাবণহ্নে, অবাপ—লেভে ॥ তামিতি—
আবেশসম্পত্তিং, বিনা কেবলো বিদ্বৈষো বেণরাজস্তেব নরকায়ৈব ; “কতমোহপি
ন বেণঃস্ত্র্যাং পক্ষনাং পুরুষং প্রতি ।” (ভা০ ৭।১।৩১) ইতি বচনাং ; নতু কংসস্তেব

(৫৯) রাবণস্তে মহাকাম-পরাধীনীকৃতাত্মনঃ ।

তদ্বম্ননুষ্যধীরস্ত শ্রীরামেহভূম্মতাবপি ॥

(৬০) অতোহসৌ চেদিরাজস্তে পুনর্যাপোত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

(৬১) তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নান্নাং রম্যাপতেঃ ।

কারণানি প্রবৃত্তেস্ত নিমিত্তান্যভবংস্তদা ॥

(৬২) তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্ত দ্বিমরণং যতঃ ।

অতিদ্বৈষান্মহাবেশাৎ তানি নামানি সৰ্ব্বশঃ ।

জজ্ঞান সততং শশ্মিন্দা-সন্তর্জ্জনাदिषু ॥

(৬৩) রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ ।

নামবৎ তচ্চ সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা চৈব সংস্মরন্ ॥

দক্ষ-ভদ্দেশজাঘোষঃ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রচা ।

অতোতদৈত্যাভাবৌহন্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ ॥

তদা ভূজ্জলমদ্রাক্ষীং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥

মোক্ষার্থেতার্থঃ ॥ তৎকরণ - নৃসিংহ-ইত্যন্ত । এবশব্দেনেতি--“নিরতিশয়মেবা-
খিল” ইত্যত্রোপাধানেতার্থঃ ॥ প্রকট্টেহপীতি । পরব্রহ্মরূপে--নৃসিংহে, অস্ত--
হিরণ্যকশিপোঃ, লয়ঃ - সংশ্লেষঃ ॥ ৩৫ ॥

• রামাবতারেহপোষমিত্যাহ, বাবণস্তে ইতি । তদ্বাদিত্তি-হিবণ্যকশিপোর্থথা
নৃসিংহে প্রাণিবিষেষবুদ্ধিস্ততঃ, অস্ত -রাবণস্ত, শ্রীরামে মনুষ্যবিশেষবুদ্ধিরভূং ॥
অত ইতি -শ্রীরামকরণং মৃত্যুহেতৌবিতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ চৈদাশ্র কৃষ্ণেন নিহতস্ত সতো মোক্ষো যদভূং, তৎ থলু মোক্ষজনকাস্ত-
রঞ্জনশক্তেস্তত্র সৰ্বদাভিবাঞ্জেস্তদ্বৈতকমিত্যাহ, তত্র কৃষ্ণে সমস্তান্মিত্যাদিনা ।
নামমহিমা স্বরূপমহিমা চ মনোবজ্ঞনাস্ত্যাং, তত্র নামমহিমা ভামাহ । রম্যাপতেঃ--
বিষেঃ, সমস্তানাং নান্নাং তত্র কৃষ্ণে প্রবৃত্তেঃ কারণান্তভবন,তানি চ পুণ্ডরীকাক্ষ-
ভাদীহ্মাচাস্তে ॥ তেন--নামযোগেন, বিষ্ণুঃ স্বয়ং যচ্ছকরিত্তি নিশ্চয়াৎ স্বশত্রু-
বীবিজ্জন্ত্তানি দ্বেষহেতুকাঈদত্যাবেশাচ্চ নিন্দাদিষু নামানি জজ্ঞান ॥ অথ রূপ-

- (৬৪) তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহে বিনাশিতে ॥
 তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনহুমাযযৌ ॥ ৩৬ ॥
- (৬৫) ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদেমোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া ।
 অমোক্ষং কালনেম্যাদেৱন্যত্রাপীশচেষ্টিয়া ।
 মুনিঃ স্মৃদ্ধা পুনঃ প্রাথ্যং ‘অয়ং হি ভগবান্’ ইতি ॥
- (৬৬) হি প্রসিদ্ধম্ অয়ং কৃষ্ণো ভগবান্ অয়মেব যৎ ।
 শ্রীণতাং দ্বিমতাং চাতশ্চেতাংস্ত্যাকর্ষতি দ্রুতম্ ।
 তস্মাৎ কীর্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন ॥
- (৬৭) ইতি বিজ্ঞায় গদ্যানাং হার্দং সৌহার্দিতঃ স্ফুটম্ ।
 তস্মাৎ স এব কৈমুত্যাভুজনীয়তয়েষ্যতে ॥ ৩৭ ॥

মহিমা তামাহ, কপণ্ডেতি । তাদৃশম্—উৎকল-পদ্মদলামলাক্ষমিতাং হ্যাক্রমিতার্থঃ ।
 তাভ্যাঞ্চ । নির্দগ্ধবিদেষ-তজ্জাতপাপরাশিঃ ততশ্চ -চক্রসংগ্রসহে ন দৈত্যদেহ-
 বিনাশসমকালজাতসর্বোত্তমভজ্ঞানঃ প্রেমণা, কৃষ্ণমনুলীনমভূৎ—অবাপ তঃ
 সাষ্ণ্যম্, ইতি স্বয়ংকপে কৃষ্ণে তচ্ছক্রেণাবিভাবাদধিকৃতমিতি ॥ ৩৬ ॥

ইত্যুক্ত্বাপীতি—স্বয়ংকপে কৃষ্ণে মোক্ষজনক-মনোবঞ্জনশক্তো সৰ্বদাভিবাক্ত
 হাদ্বিদ্বেষণোপাত্যাবেশাৎ তথ্য মোক্ষস্তৎকরণে নিহতস্তাভূদিতি সূচয়িত্বাপীত্যর্থঃ ।
 অথায় ব্যতিরেকাভ্যাং কৃষ্ণশ্চৈবাস্ত্রেভ্যো মোক্ষদাতৃভিন্নভূয় তশ্চৈব স্বয়ংকপত্ব
 মভ্যাধাদিতাহ, অত্র বক্যাদেৱিতি । অত্র—কৃষ্ণে, অর্ভলীলয়াপি বক্যাদেমোক্ষম্,
 অত্র—এতশ্চৈব রূপান্তরে অজিতাদৌ, ঈশচেষ্টিয়াপি নিহতস্ত কালনেম্যা-
 রমোক্ষঞ্চ স্মৃদ্ধা, পুনঃ, মুনিঃ—পরশরঃ, প্রাথ্যং, অয়ং ইত্যাদি ॥ ইতি—“কৃষ্ণস্ত
 ভগবান্ অয়ম্” (ভাঃ ১:৩২৮) ইত্যাদৌ খ্যাতমস্যা স্বয়ংভগবদ্বম্ । তথ্যেয়ং শক্তির্যয়া
 শ্রীণতীমি ব দ্বিমতামপি চেতাংস্যাসৌ দ্রুতমাকর্ষতি ॥ গদ্যানাং, হার্দম্—অভি-
 প্রায়ং, সৌহার্দ্যং বিজ্ঞায়, তস্মাৎ—গদ্যানাং হার্দাদেব হেতোঃ, সঃ—কৃষ্ণ এব,
 কৈমুত্যাভুজনীয় ইষ্যতে, ইতি “কিমুত সমাগ্ভক্তিমতাম্” ইতি ব্যাখ্যাতম্ । যঃ
 কৃষ্ণো বিদ্বেষণোপি স্বাবিষ্টেভ্যো মোক্ষমপি দদাতি, স ভক্ত্যনুরক্তেভ্যস্তং দদাতি
 কিমুত বক্তব্যং, শিষ্ট স্বপরিষ্টিং সর্বং তদদীনং কৰোতীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

(৬৮) অথাখিলানাং নাম্নাক্ষ প্রবৃত্তৌ কারণং শৃণু ॥

(৬৯) লক্ষ্মীশনামান্যোবাত্ত প্রবৃত্তেহেতুসাম্যতঃ ।

তত্বেব হেতুভেদাচ্চ বর্তন্তে যদুপপ্লবে ॥ ৩৮ ॥

(৭০) দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শাস্ত্রী গরুড়বাহনঃ ।

পীতাম্বরশ্চক্রপাণিঃ শ্রীবৎসাক্ষশ্চতুর্ভুজঃ ॥

ইত্যাদৌস্তত্র নামানি প্রবৃত্তেহেতুসাম্যতঃ ॥ ৩৯ ॥

(৭১) বহুদেবস্ত পুত্রস্তাং বাহুদেবো নিগদ্যতে ।

অধুবংশে যতো জাতঃ কথ্যতে মাধবস্ততঃ ॥

শ্রীহরিবংশেশপিঃ (হং. বং. ৬৩৩৬)—

(৭২) “স চ তেনৈব নাম্নাত্ত কৃষ্ণো বৈ দামবক্ষনাৎ ।

গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীৰ্যতে ॥”

তত্রৈব (হং. বং. ১৫৮৩০ - ৩২)—

(৭৩) “অধোহনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা ।

রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রী শকুনী বেশধারিণী ॥

পুতনা নাম সা ঘোরা মহাকায়া মহাবলা ।

বিষদ্বিধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনাৰ্দনে ॥

(৭৪) দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাং ।

পুনর্জাতোহয়মিত্যাঙ্করুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ ॥” ইতি ।

“তত্র অখিলানামেব ভগবন্মাত্ত কারণাত্তবন্” ইত্যনেন লক্ষ্মীশে নাম্নাং প্রবৃত্তে-
যানি নিম্নিতানি, তানি চ কৃষ্ণেহপ্যভবন্নিতি ব্যাচষ্টে, অথাখিলানামিত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

নিমিত্তসাম্যাৎ নিমিত্তভেদাচ্চ প্রবৃত্তির্দিধা, তত্র নিমিত্তসাম্যাৎ প্রবৃত্তানি
নামাত্তাহ, দৈত্যারিরিত্যাঙ্গীনি ॥ ৩৯ ॥

নিমিত্তভেদাৎ কৃষ্ণে যানি প্রবৃত্তানি, তাত্তাহ, বহুদেবস্তেত্যাদিনা । দামো-
দরনাম্নাঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ, স চ তেনেতি । তথা চ যশোদয়া দামা-
নিবন্ধোদরস্তং দামোদরস্তমিতি । অধোক্ষজনাম্নাঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ,
অধোহনেনেতি । শকটস্যাধঃ শয়ানেন, অনেন—কৃষ্ণেন, শকুনী—বকী, নিহতা ।

(৭৫) এষোহং শকটশ্রাফে পুনর্জাত ইবেত্যতঃ ।

অধোক্ষজ ইতি প্রাহুরিতি টীকারূতোদিতম্ ॥ ৪০ ॥

তত্রৈব (হং বং ৭৫৭৫) —

(৭৬) “অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং হং গবামিন্দ্রতাং গতঃ” ।

গোবিন্দ ইতি লোকান্তাং গাম্ভীর্যং ভুবি শাস্তম্ ॥

তত্রৈব (হং বং ৭৫৮৬) —

(৭৭) “মমোপরি যথেন্দ্রস্তং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ ।

উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ! হং গাম্ভীর্যং দিবি দেবতাং ॥”

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বিং পূঃ ৭১৬২৩) —

(৭৮) “যস্মাৎ হ্যয়েব দুষ্টিয়া হতঃ কেশী জনার্দনঃ ।

তস্মাৎ কেশবনাম্না হং লোকে জ্ঞেয়ো ভবিষ্যসি ॥” ইতি ।

(৭৯) ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তেহেতুভেদতঃ ।

এষাং প্রবৃত্তেহেতুত্বম্ অয্যদেব রমাপতো ॥ ৪১ ॥

(৮০) কিঞ্চুস্তুবাণাং দ্বিষতাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ ।

কুতোহপি মুক্তিরিত্যাখ্যং এবকারদ্বয়েন সং ॥

কীদৃশী ? ইত্যাহ, বেশধারিণী — ধৃতধাত্রীশোণা । অনেন কীদৃশেন ? ইত্যাহ, শকটেতি — শকটশ্রাফে কুন্তিনা, তত্র লঘুপর্যাঙ্কে শায়িতেনেত্যর্থঃ ॥ তথাচ অক্ষাধঃ পুনর্জাতত্বম্ অধোক্ষজত্বমিতি ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দনাম্নস্তদাহ, “অহং কিলেতি । তথাচ, গংবাং — কামধেনুনাম্, অবি পতিত্বং গোবিন্দত্বমিতি ॥ উপেন্দ্রনাম্নস্তদাহ, মমোপরীতি । তথাচ ইন্দ্রাদধিকত্বম্ উপেন্দ্রত্বমিতি ॥ কেশবনাম্নস্তদাহ, যস্মাদিতি — নারদোক্তিঃ । নিহতকেশিদানবত্বং কেশবত্বম্ ॥ ইতি নিমিত্তভেদৈঃ কৃষ্ণে প্রতিবর্ত্তদেবাদিনাম্নাং দর্শিতা । এষাং লক্ষ্মীশে প্রবৃত্তৌ নির্মিত্তং ভিন্নমেবেত্যাহ, এষামিতি । সর্ব্বলক্ষ্মিবাণিত্বং বাসুদেবত্বং, লক্ষ্মীপতিত্বং মাধবত্বং, কাঞ্চীশোভিতমধ্যত্বং দামোদরত্বম্, অধঃকুঠৈল্লিঙ্গক- স্পৃহত্বম্ অধোক্ষজত্বং, বেদবেদাত্বং গোবিন্দত্বম্, ইন্দ্রকনিষ্ঠত্বম্ উপেন্দ্রত্বং, কেশৌ ব্রহ্মরূদ্রৌ বয়তে বর্ণাভীতি কেশবত্বঞ্চৈতি ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীগীতাস্থ (গীঃ ১৬ঃ ৯—২০)—

(৮১) “তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধম্যান ।

ক্ষিপ্যম্যজস্রমশুভান্ আশুরীশেষব যোনিষু ॥

(৮২) আশুরীঃ যোনিমাপন্ন্য মুঢ়া জন্মানি জন্মানি ।

• মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় । ততো যাস্ত্যাদমাং গতিম্ ॥” ইতি ।

(৮৩) মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্মাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ ।

• তাবদেবাধমাং যৈমনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্ ॥ ৪২ ॥

(৮৪) তস্মাৎ ত্রয়াণামেবাযং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ ।

কো বা স্যাৎ ন তুথ যস্মাৎ স্বভাবোহন্যত্র দৃশ্যতে ॥

(৮৫) স্মতো মম্বক্ষরমনোঃ কল্পে স্যাস্তুবাগমে ।

• পূজ্যন্তেহম্যাবৃতিত্বেন রাম-সিংহাননাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

(৮৬) নশ্বিৎ প্রয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহবাক্যতঃ ।

• “সর্বৈ নিত্যঃ শাস্তাশ্চ দেহান্তস্থ পরাত্মনঃ ।

হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥”

হতারিগতিদায়কত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বগমকং বৈষ্ণবাদানুপাদিতং পুষ্কলাহ, কিলেতি । অত্র তঃ—স্বশ্বেষ রূপান্তরান্ নৃসিংহাদেঃ । সঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ তদ্বাক্য-মুদাহরতি, তানিতি ॥ মামপ্রাপ্য—মৎকরেণ মরণমপেক্ষ্যত্বার্থঃ ॥ তত্তদ্বাক্যং ব্যাখ্যতি, মামিতি—অগূঢ়ার্থম্ ॥ ৪২ ॥

নিগময়তি, তস্মাদিতি । ত্রয়াণাং—নৃসিংহাদীনাম্ মধ্যে, স্যায়ং—কৃষ্ণঃ এব, শ্রেষ্ঠঃ—অভিবাঞ্জনখিলশক্তিভ্বেন বরীয়ান্, ইত্যত্র বিস্ময়ঃ কো বা স্যাৎ ? ন কোহপীত্যর্থঃ । যস্মাৎ, তথা স্বভাবঃ—হতারিগতিদাতৃত্বাদিলক্ষণঃ, ততোহন্যত্র—নৃসিংহাদৌ, ন দৃশ্যতে ॥ অত ইতি—কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বাদেব হেতোঃ, মম্বক্ষর-মনোঃ—চতুর্দশাক্ষরস্য তন্মন্ত্ৰস্য, কল্পে ইত্যাদি—প্রকটার্থম্ । “চম্বারো বাস্ক-দেবাদ্যাঃ পূজ্যন্তে সহশক্তিকাঃ । পূর্বাদিদিঙ্কু ক্রমশো বিদিঙ্কু পরমেস্বরঃ । শ্রীরাম-সিংহবদন-কুম্বোপেন্দ্রা মহাভূতাঃ ॥” ইতি তত্ত্বত্যাং বাক্যম্ ॥ ৪৩ ॥

নম্, “একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি” (গোঃ তাঃ, পূঃ ২০) ইত্যেকস্ত

ପୁରମାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହା ଜ୍ଞାନମାତ୍ରାଞ୍ଚ ସର୍ବତଃ ।

ସର୍ବେ ସର୍ବଶୃଙ୍ଗେଃ ପୂର୍ଣ୍ଣା ସର୍ବଦୋଷବିବର୍ଜିତାଃ ॥” ଇତି ।

କିଞ୍ଚ ଶ୍ରୀନାରଦପଞ୍ଚରାତ୍ରେ —

“ମନ୍ଦିର୍ଯ୍ୟଥା ବିଭାଗେନ ନୀଳ-ମୀତାଦିଭିର୍ଯୁତଃ ।

ରୂପଭେଦମବାପ୍ରୋତି ଧ୍ୟାନଭେଦାଂ ତଥାଚ୍ୟୁତଃ ॥” ଇତି ।

ତସ୍ୟାଂ କଥଂ ତାରତମ୍ୟଂ ତେଷାଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟତେ ହସ୍ୟା ॥ ୫୩ ॥

(୫୩) ଅତ୍ରୋଚ୍ୟତେ ପରଶହ୍ୱାଂ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଯଦ୍ୟପି ତେହଞ୍ଜିଲାଃ ।

ତଥାପ୍ୟାଞ୍ଜିଲଶକ୍ତୀନାଂ ପ୍ରାକଟ୍ୟଂ ତତ୍ର ନୋ ଭବେଂ ॥ ୫୪ ॥

(୫୪) ଅଂଶହ୍ୱଂ ନାମ ଶକ୍ତୀନାଂ ସଦାଞ୍ଜାଂଶପ୍ରକାଶିତା ।

ପୂର୍ଣ୍ଣହ୍ୱଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛୟୈବ ନାନାଶକ୍ତିପ୍ରକାଶିତା ॥ ୫୫ ॥

ରୂପଞ୍ଚ ବହୁତଂ ତତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସର୍ବତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତଂ, କଚିଦପୂର୍ଣ୍ଣହ୍ୱଂ ନ ଶକ୍ୟଂ ବହୁଂ, କ୍ଷୋଦା-
କ୍ଷମତ୍ୱାଦିତି କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରତିବତ୍ତିଷ୍ଠତେ, ନନ୍ୱିତ୍ୟାଦିନା ॥ ପୂର୍ବେଷୁ ରୂପେଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରମାଣଂ,
ସର୍ବେ ନିତ୍ୟା ଇତି । ଶାୟତାଃ—ଜଗତି ପୁନଃପୁନରାବିର୍ଭାବିଣଃ । ‘ଦେହାନ୍ତଃସ୍ତେତି—
ଅଭେଦେହପି ସଞ୍ଜୀ ‘ଚୈତନ୍ୟମାତ୍ମନଃ ସ୍ୱରୂପମ୍’ ଇତିବଂ ଉପପଦ୍ୟତେ । ସ୍ୱରୂପାଭେଦାଦେବ
ହାନାଦିରହିତାଃ । କ୍ଷୁଦାର୍ଥମକ୍ତଂ ॥ ମନ୍ଦିର୍ଯ୍ୟଥେତି । ମନ୍ଦିରତ୍ର ବୈଦୃଷ୍ୟଂ, ତତ୍ତ୍ୱେବ ବହୁରୂପ-
ହ୍ୱାଂ, ସ ଯଥା ରୂପାନ୍ତରଂ ନୂନୋହପି ମନ୍ଦିର୍ଯ୍ୟଂ ନ ବିଧନ୍ତେ, ତଦ୍ୱଦିତି ବୋଧ୍ୟମ୍ ॥
ତସ୍ୟାଦିତି । ତେଷାଂ—ରୁଦ୍ଧିହୀନୀନାଂ, ତାରତମ୍ୟମ୍—ଅଂଶିହ୍ୱାଂଶହ୍ୱକ୍ରମମ୍ ॥ ୫୫ ॥

ସମାଦଧାତି, ଅତ୍ରୋଚ୍ୟତେ ଇତ୍ୟାଦିନା । ତେହଞ୍ଜିଲା ଇତି—ବିଳାସାଂ ସ୍ୱାଂଶାଞ୍ଚ,
ସ୍ୱୟଂରୂପବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୈତର୍ଯ୍ୟଃ । ତତ୍ତ୍ୱେତି—ବିଳାସ-ସ୍ୱାଂଶଲକ୍ଷଣେ ତସ୍ମିନ୍ ଭଗବତି । ଶ୍ରୀ-
ହ୍ୱଂ ଭବତି—ସ୍ୱାଂ “ସର୍ବେ ନିତ୍ୟାଃ” ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱବାକ୍ୟଂ, ତତ୍ତ୍ୱେବ “ଏତେ ଚାଂଶ-
କଳାଃ ପୁଂସଃ” (ଭା. ୨. ୨୮) ଇତ୍ୟାଦ୍ୟଂଶାଂଶିହ୍ୱବାକ୍ୟାଞ୍ଜିତି । ପୂର୍ବଂ ସ୍ୱରୂପସଂ-
ସର୍ବଶୃଙ୍ଗକହ୍ୱାଂ ସଂସ୍ଥିତିମଂ, ପରହ୍ୱଭିବାକ୍ତନାଭିବାକ୍ତସର୍ବଶୃଙ୍ଗକହ୍ୱାଂ ତଥା, ଇତି ନ କାଚିଂ
କ୍ଷତିଃ । ଅନ୍ତଥା ପରଂ ବ୍ୟାକୃତ୍ୟେଂ ॥ ୫୬ ॥

ଅଥ ବିଳାସେଷୁ ସ୍ୱାଂଶେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷାଂ ଶୃଙ୍ଗାନାଂ ସ୍ୱରୂପେଽଂ ସଞ୍ଜାଂ ତେ କଦାଚିଦାବି-
ସ୍ତାରିତ୍ୱାକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତତ୍ତ୍ୱେତେତ୍ୟାକ୍ଷେପଃ ଶ୍ରୀଂ, ତଂ ନିରାକର୍ତ୍ତୃମଂଶଲକ୍ଷଣମାହ,
ଅଂଶହ୍ୱଂ ନାମେତି । ଅଂଶଶବ୍ଦେନ ତଦ୍ୱେକାନ୍ତରୂପୋ ଗ୍ରାହଃ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋ ନାରାୟଣାଭିବା-

(৮৯) শক্তিরৈশ্বর্য-মাধুর্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ ॥ ৪৭ ॥

(৯০) শক্তের্যক্তিঃস্থতাহব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্ ॥ ৪৮ ॥

(৯১) শক্তিঃ সমাপি পূর্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ ।

শীতাদ্যাক্তিক্রয়েণাগ্নিপুঞ্জাদেব স্থখং ভবেৎ ॥

(৯২) এবমেব গুণাদীনাম্ আবিষ্কারানুসারতঃ ।

ভবধ্বংসেন সৌখ্যং স্যাৎ ভক্তাদীনাম্ যথাযথম্ ॥ ৪৯ ॥

ধ্বস্তত্ত্বং প্রকরণপঠিতানেব গুণানাবিকুর্য্যাৎ, ন তু স্বনিষ্ঠান্ সৰ্বান্, ইতি নোক্ত-
ব্যবহৃত্ত্বং । তথা চ উভয়হেতুক-মনোরঞ্জনাবশ্য-কৃতারিমোক্ষদাতৃত্বং নৃসিংহাদিহে-
নাভিব্যঞ্জিতম্, ইতি ন তস্যা তন্নিহতত্বমপি মোক্ষঃ । সৰ্বেষু সৰ্বশক্ত্যাবির্ভাবে
স্বীকৃতং তু শাস্ত্রাবधारितः सिद्धास्तো ব্যাকুপ্যেৎ । নারায়ণে নিখিলকৃষ্ণগুণাবির্ভাবে
স্বীকৃতে তৎপত্ন্যাঃ কৃষ্ণাজিহ্নুরজোবাঞ্জা ভাগবতোক্তা, রঘুপতো তস্মিন্ স্বীকৃতে
দৃষ্টরঘুশতীনাং স্ত্রীনাং কৃষ্ণস্পৃহা পাদ্যোক্তা, ত্রিষু পুরুষেষু তস্মিন্ স্বীকৃতে তেবাং
কৃষ্ণাংশতা চ ব্রহ্মসংহিতোক্তা, ন ঘটেত । এবং বাসুদেবে সৰ্বকৰ্ণস্য স্বধিক্য-
বীৰ্বহসংকৃতিশ্চ, রঘুপতো সৌমিত্রাদীনাম্ স্বাগিত্ববুদ্ধিরিত্যুক্তিশ্চ তত্র তত্রোক্তা
ব্যাকুপ্যেৎ । সুদেতি । অতো জ্যেষ্ঠোহপি বলদেবঃ “প্রায়ো মায়ান্ত মে ভর্তুঃ”
(ভাঃ ১০।১৭৩) ইত্যেবাবোচৎ । পূৰ্ণত্বমিতি—অংশিত্বমিত্যর্থঃ, তদ্ব্যঞ্জে-
চ্চৈব নানাশক্তিপ্রকাশিত্বমিত্যর্থঃ । তথা চ অংশিনা অংশো ব্যাঙ্গ্যঃ, ন তু
অংশেন অংশী, ইতি যথাযোগং ভাব্যম্ । কৃষ্ণস্য সৰ্বশক্তিঃস্থতাহব্যক্ত্যঃ সৰ্ব-
সত্ত্ব নান্দ্ৰব্যাঙ্গ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ শক্তিশক্তিভিত্তম্ স্কটয়তি, শক্তিরিতি । স্বেতবনিখিলস্বামিত্বম্ ঐশ্বর্যং,
সৰ্বাবস্থাস্থ চাক্রত্বং মাধুর্যং, নিনিমিত্তপৰদুঃখপ্রহাণেচ্ছা কৃপা, কালমায়াদ্যভি-
ভাবী প্রভাবস্বেজঃ, আদিনা সার্বজন্য-ভক্তবাৎসল্য-উদগ্ৰতাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অংশাংশিবা ক্যানাং নিৰ্ধৰ্মমহ, শক্তেরিতি । তারতম্যাস্ত—অংশাংশিভাবস্ত ॥ ৪৮ ॥

পূর্ণাং স্তুতিশয়ো লভ্যতে, ন অংশাং তদ্রূপাদপীতি দৃষ্টান্তেনাহ, শক্তি-
রিতি । যদ্যপি পূর্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ শক্তিঃ সমা, তথাপি শীতাদিহেতুকা-
ক্তিক্রয়েণ অগ্নিপুঞ্জাদেব অতিশয়িতং স্থখং, ন দীপ্যং ॥ এবং নৃসিংহাদিস্বাস্ত্র-
তদংশিনাঃ কৃষ্ণস্য চ, ভক্তাদিদ্যানিধংসনে, দৈত্যাসংহারে চ শক্তিঃ সন্মৈব ; কিন্তু

কিঞ্চ—

(৯৩) একত্বঞ্চ পৃথক্ ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা ।

তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তম্ অচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ ॥ ৫০ ॥

তত্রৈকত্বেহপি পৃথক্ প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৬৯।২)--

(৯৪) “চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

গৃহেষু দ্বাষ্টসাহস্রং স্থিয় এক উদাবহৎ ॥” ৫১ ॥ ইতি ।

পৃথক্ ত্বেহপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদে --

(৯৫) “স দেবো বহুধা ভূত্বা নিগুণঃ পুরুষোত্তমঃ ।

একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিবাদিকৃৎ ॥” ৫২ ॥ ইতি ।

একসৌব অংশাংশিত্বং বিকল্পশক্তিত্বঞ্চ । যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৪২।৭)--

(৯৬) “যজ্ঞস্তি তন্মায়ান্ত্বং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥” ৫৩ ॥ ইতি

কৌশ্লে চ--

(৯৭) “অস্থূলশ্চাননুশ্চৈব স্থূলোহনুশ্চৈব সর্ববতঃ ।

নিত্যাবিভূত-হতদৈত্যাঙ্গিমোক্ষদাতৃত্বাদিসর্বভগাৎ অগ্নিপুঞ্জোপমাৎ কৃষ্ণাদেব
দৈত্যাঙ্গি-ভব-বিক্ষংসেন, সৌখ্যং--পরানন্দাঙ্গিরূপং, শ্রাৎ ; নৃসিংহানিতস্ত সুর-
ভূতভোগপ্রাপ্তিরেব দৈত্যাঙ্গীনাং, ন তু ভবদ্বংস ইতি । ভক্তাদীনামিতি--
আদিনা যোগিনাঞ্চ শ্রোতৃগামিতি ॥ ৪৯ ॥

নহু কৃষ্ণে, কচিনির্ভুক্তঃ স্বয়ংরূপতাং প্রতিপাদয়সি, নৃসিংহাদৌ তু তদভাবাৎ
স্বাংশতামিতি কথমিতি চেৎ ? তত্রাহ, একত্বমিতি । যদি স্বরূপভেদমভ্যাপ্তেয়া
তথা তথা ক্রমাৎ, তর্হি তবায়মাক্ষেপঃ স্যাৎ, ন চ তথাস্তীত্যচিন্ত্যশক্তিতস্তথা
তথা ভাবস্তশ্চেকশ্চৈব বাচনিক ইতি নাক্ষেপাবকাশঃ ॥ ৫০ ॥

“চিত্রম্” ইতি শুকোক্তিঃ । একঃ কৃষ্ণ একেন বপুষা যুগপদেব পৃথক্ পৃথক্
উদাবহদিভূতাক্তৈরেকত্বে সত্যেব পৃথক্ প্রকাশিতা সিধ্যতি ॥ ৫১ ॥

স দেব ইতি । বহুধা ভূত্বা একীভূয়েত্যাক্তেঃ পৃথক্ ত্বেহপ্যেকরূপতা অচিন্ত্য-
শক্তিতঃ সিধ্যতি ॥ ৫২ ॥

“যজন্তি” ইত্যাক্রুরোক্তিঃ একশ্চৈব অংশাংশিত্বে উদাহরণম্ । একমূর্ত্তিক-
মিতি--অংশিত্বং, বহুমূর্ত্তীতি--অংশত্বং, তবৈকশ্চৈব সিধ্যতি ॥ ৫৩ ॥

অবর্ণঃ সর্ববতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তাস্তলোচনঃ ।

ঐশ্বর্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোহভিধীয়তে ॥

(৯৮) তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন ।

গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমস্ততঃ ॥” ৫৪ ॥ ইতি ।

• শ্রীষষ্ঠ্যঙ্কে চ মিথোবিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিবৎ যথা গদ্যেযু (ভা০ ৬৯।৩৪—৩৭)—

(৯৯) “দুরববোধ ইষায়ং তব বিহারযোগো যদশরণোহশরীর
ইদমনবেক্ষিতাস্ত্রসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণ-
মগুণঃ স্বজসি হরসি পাসি ॥ ৫৫ ॥

বিরুদ্ধশক্তিযুদ্বাদহরতি, অস্থূলশ্চেতি সাক্ষিদ্বাভ্যাম্ । ভগবতঃ পরব্রহ্মণো
বিজ্ঞানানন্দবস্তুত্বশ্রবণাৎ স্থলত্বাণুত্বাভ্যাং জড়ত্বাভ্যাং স ভগবান্ বিরহিতঃ, তথাপি
তাভ্যাং স্বরূপনিষ্ঠাভ্যাং বিশিষ্টঃ সোহভিধীয়তে ; সহস্রশীর্ষত্ব-ত্রিবিক্রমত্বাবস্থায়াম্
স্থূলত্বত্ব, জীবাত্মমিতাদশায়াম্ অণীয়ত্বত্ব চ শ্রবণাৎ । তদ্বস্তুত্বশ্রবণাদেব বর্ণেন
শ্যামত্বাদিনা বিরহিত ইত্যবর্ণঃ প্রোক্তঃ, “মেঘাভং বৈদ্যতাস্বরং” (গৌ০ তা০,
পৃঃ ১০) “স মামৃষতো লোহিতাক্ষঃ” ইতি শ্রবণাৎ শ্যামো বুদ্ধাস্তলোচনশ্চ সোহভি-
ধীয়তে । কুত এবং ? তত্রাহ, ঐশ্বর্য্যোতি—অচিন্ত্যশক্তিসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ । মিথো বিরুদ্ধাঃ,
অর্থঃ—গুণাঃ, ক্ষয়িন্ সঃ ॥ এবং তদেষাংদেব অনিত্যত্বমপি তত্র স্বীকার্য্যং ? তত্রাহ,
তথাশীতি । দোষাঃ—জন্মপরিণামাদয়ঃ । গুণা ইতি—তে চোক্তা এব ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মাসুরাদতিভীতাঃ সুরাঃ স্বত্রাণ্য হরিং স্তবন্তি, দুরববোধ ইবেতি । অয়ং
তনু, বিহারযোগঃ—ক্রীড়াসম্বন্ধঃ, দুরববোধ ইহ—অদচিন্ত্যশক্তিবেদিভিরচিন্ত্যতয়া
সুবোধোহপি তদশ্বেস্তাক্ষিকৈকযুক্ত্যেবলৈর্দুর্বোধ ইত্যর্থঃ । যৎ ত্রয়মগুণো-
হতোহশরীরোহশরণোহনবেক্ষিতাস্ত্রসমবায়চাবিক্রিয়মাণেনাত্মনা ইদং সগুণং বিশ্বং
স্বজনীত্যাदि । সমবায়ঃ—সাহায্যম্ । সগুণঃ খলু কুলালাদির্দূরাদিশরণঃ শরীর-
চেষ্টাবান্ দণ্ডচক্রাদিসহায়ঃ সগুণঃ ঘটাদি স্বজতি, শ্রমাদিবিকারঃ লভমানশ্চ
দৃশ্যতে ; তদ্বিলক্ষণত্ব বিশ্বং স্বজতত্ব তদ্বিহারো দুর্বোধঃ । অত্র ত্রিশক্তিকো
হরিবিশ্বহেতুঃ, তত্র ক্ষেত্রজপ্রকৃতিমতো বিশ্বাত্মনা পরিণামেহপি তচ্ছক্তিকরুপাৎ
অচ্যাবাৎ পরাখাশক্তিকত্ব সঙ্কলেনৈব তাদৃশপরিণামে নিমিত্তত্বাৎ তব দুর্বোধঃ
স্বপ্নম্ ॥ ৫৫ ॥

(১০০) অথ তত্রত্বান্ ফিং দেবদত্তবদ্বিহ গুণবিসর্গপতিতঃ
পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত-কুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি ? আহো-
স্বিদাঙ্গারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে ॥ ইতি হ
বাব ন বিদামঃ ॥ ৫৬ ॥

(১০১) ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবতাপরিগণিতগুণগণে
ঈশ্বরে অনবগাহমাহাত্ম্যেহ ব্বাটীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-
প্রমাণাভাসকৃতকর্ণশাস্ত্রকলিতাস্ত্রংকরণাশয়দুরবগ্রহবাচিনাং
বিবাদানবসরে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বং প্ৰাসীত্বাক্তং, তৎপালকত্বমপি দ্বৈত্বোপমিত্যাহ, অথেতি। তত্রত্বানিতি—
পূজার্থম্। দেবদত্তঃ—প্রাকৃতো জনঃ, যথা গৃহক্ষেত্রাদি নির্মায়ে শিলোদাসীন
শত্রুগহনে তস্মিন্ নিবিশ্ব স্বকৃতধর্ম্যাদিফলং সুখদুঃখমভুভবতি, তথৈব ত্বানপি,
গুণবিসর্গে—দেবাসুরযুদ্ধাদিলক্ষণে, পতিতঃ, পারতন্ত্র্যেণ—দেবদ্যবিসয়ক-রূপা-
ধীনতয়া, স্বকৃতং—স্বকীয়দেবাদিকৃতং, কুশলাকুশলফলং—সুখদুঃখম্, উপা-
দদাতি—আত্মীয়ভূতেন স্মীকরোতি ? আহোস্বিং—কিঞ্চিৎ, সমঞ্জসদর্শনঃ—অপ্রচ্যুত-
শক্তিকঃ, আঙ্গারামঃ, উদাস্তে—তত্র তত্র সাক্ষী সন্ সুখং দুঃখং তন্নোপা-
দদাতি ? ইতি ন বিদ্যঃ। বহুনাং দৃষ্টানাং বিমর্দনাং বিশ্বপালকত্বম্ অর্দ্ধকুক্ষী-
গ্রস্তং, সতি চ তাদৃশে তৎপালনে সাক্ষিত্বঞ্চ দুর্ঘটমিতি ॥ ৫৬ ॥

এবং লোকদৃষ্ট্যা, বিদ্যমানমাপাদ্য অচিন্ত্যশক্তিদৃষ্ট্যা তদভাবমাপাদয়ন্তি, নেতি।
ত্বয়ি বিরোধো ন, যস্মাৎ, উভয়ং—বিশ্বাত্মকত্ব-দৃষ্টবিমর্দকত্বপূর্বক-সৎপালকত্বরূপং
বিশ্বশ্রষ্ট কার্যং, তত্র তত্রোদাসীত্বরূপমাঙ্গারামকার্যং, ইত্যাভয়ং, যুক্ত্যে ইত্যর্থঃ।
ন চ লোকদৃষ্টাস্তেন ত্বয়ি তত্ত্বজ্ঞা যুক্ত্য কৰ্ত্তুম্, অচিন্ত্যমহিময়াৎ, ইত্যবিরোধোপ-
পাদ্য বিশেষণানি ; তেহু, ভগবতি—নিত্যপ্রশস্তৈশ্বর্যাদিষট্কে, অপরিগণিত-
গুণগণে—অসংখ্যাত-সত্যসঙ্কল্পত্ব-ভক্তবৎসলত্বাদিধর্ম্যকে, ঈশ্বরে—সর্বপ্রশাস্তরি,
অনবগাহমাহাত্ম্যে—ভক্তিহীনদুঃক্ষেয়মহিমানে ; ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ তাদৃশবিশ্ব-
শ্রষ্ট্যপি শ্রমলেশাভাবঃ, ভক্তবৎসলত্বাৎ তদ্বিদোহিবিমর্দকত্বম্, ঈশ্বরত্বাৎ দুর্দান্ত
দণ্ডবর্জিতং, ভগবচ্ছন্দোপ্রাপ্তাৎ নিত্যলক্ষীকৃত্বাৎ কৃৎস্নবিরক্তিকত্বাচ্চ নান্যনি তত্র-
ন্যননমিতি। নহ্ন মমেদৃশতাং কেচিৎ পণ্ডিতা ন সহস্তে ? তত্রাহ। অর্কা-

উপরतसमस्तमायामये केवल एवात्ममायामस्तुर्काय को
'सर्वो दुर्घट इव भवति स्वरूपदयाभावात् सम-विषममतीनां
मत्तमसुरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियां ॥" ५८ ॥ इति ।

তীনাং—বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শিনঃ, বিকল্পাদয়ো যেষু, তাদৃশৈঃ স্বেৎপ্রেক্ষিতৈঃ শাট্টৈঃ,
কলিতং—গ্রন্থং, যৎ • অন্তঃকরণং, তত্র, আশেরতে—শূন্যানাস্তিষ্ঠন্তি, যে ছুব-
গ্রহাঃ—হঠাৎ, তৈরেব, বাদিনাং—বিবদমানানাং, বিবাদস্ত, অনবসরে—অগোচরে
ইত্যর্থঃ । তেষু, বিকল্পঃ—‘এবং বা এবং বা’ ইত্যাকারঃ, বিতর্কঃ—‘কিমত্র
যুক্তম্’ ইত্যনিশ্চয়ঃ, বিচারঃ—‘ইথমেব’ ইতি নিশ্চয়ঃ, তত্র প্রমাণভাসাঃ, কুৎ-
সিতান্তর্কা ইতি ॥ ৫৭ ॥

• ননু কাচিদ্ভজ্ঞানবিদ্যেব ময়ি প্রভারিণী মায়াশ্চি, তয়া তত্তত্তাবপ্রতীতিঃ অবা-
স্তবী ইতি চেৎ ? তত্রাহ, উপরতেতি—“যাথা তথ্যতোহর্থান্ বাদধাৎ” (দ্বিঃ উঃ ৮)
ইতি শ্রুতৈঃ সত্যার্থ্যাহেতুত্বাৎ সত্যৈব তব শক্তিঃ, ন হিদ্ভজ্ঞানতুল্যোত্যর্থঃ । এবঞ্চেৎ
তর্হ্যাত্মারাম ইত্যাদ্যুক্তির্ভবতাং বাধিতার্থা ? তত্রাহ, কেবল এবেতি—বিগুহ-
বিজ্ঞানময়ে গুণগুণিভাবেনাগৃহীতে ইত্যর্থঃ । এবং তর্হিঃ—“রূপবোধ ইবায়ং তব
বিহারবোগঃ” ইত্যাদ্যুক্তির্ভবতাং বাধিতার্থা ? তত্রাহ, আত্মমায়ামিতাদি । আত্মভূতা
যা মায়া—অচিন্ত্যা ইচ্ছাশক্তিঃ, তাম্, অন্তর্দ্বায়—মধ্যে কৃত্বা, কো স্বর্ঘো দুর্ঘট ইব ?
অপি তু সর্কঃ স্রষ্ট ইত্যর্থঃ ; “আত্মমায়া তদিচ্ছা স্রাৎ” ইতি শব্দমহোদধেঃ । নহু
ভো দেবাঃ ! মম কিং স্বরূপদ্বয়ং ভবন্তিরভিমতং, সগুণং শূন্যাদিত্যকং, নিগুণং
নিত্যাদিতং দ্বিতীয়মিতি ? তত্রাহ, স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি । এক এব ত্তমব্যক্ত-
বিশেষঃ কেবল উচ্যসে, ব্যক্তবিশেষস্ত ভগবান্, ইতি একশ্চৈব ভাবনাভেদেন
দেধা ভক্তিঃ । এবমাহ সূত্রকারঃ—“গতিস্মাত্মাত্মাৎ” (ব্রঃ সূঃ ১১১১০) ইতি ।
অন্ত্যর্থঃ—পরং তত্ত্বমেকমেব ; কুতঃ ? সর্বেষু বেদান্তেষু, গতেঃ—জ্ঞানন্ত, স্যামা-
ত্মাৎ—ঐকরূপ্যাদিতি । অয়ং ভাবঃ—“চয়দ্বিধামিত্যবধুমুরিতং পুরা ততঃ শরীরীতি
কিভাবেতাকৃতিম্ । বিভূর্ভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি
সঃ ॥” (শিঃ বঃ ১৩) ইত্যত্র একস্য দেবর্ষেস্তথা তথা প্রতীতিদূর্বাস্তিকস্ব-
নিবন্ধনা যথা বর্ণিতা, তদৈব একস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানভক্তিবন্ধনা কেবলত্ব-ভগবৎস্বরূপা
সেতি, মনুস্ত বস্তুনি ভেদলেশ ইতি । নহু চেদেবং, তর্হি নানামতানি কস্মাদিতি

অত্র কারিকাঃ । --

- (১০২) বিনা শরীরচেষ্টেৎ বিনা ভূম্যা দিসংশ্রয়ম্ ।
বিনা সহায়ান্তে কৰ্ম্মাবিক্রিয়ন্তু স্ফুৰ্গমম্ ॥ °
- (১০৩) উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাস্বররণাদিকঃ ।
তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যস্ত তদভবেৎ ।
যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্ ॥
- (১০৪) তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভ-শুভেতরং ।
সুখ-দুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্ ॥
- (১০৫) স্নান্নারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি ।
ন বিদ্যুঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্রয়ি ॥
- (১০৬) তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাди প্রোক্তং পদদ্বয়ম্ ।
তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্ ॥
- (১০৭) ভগবত্বেন সার্বভৌমং সদ্গুণত্বং তথাত্মতঃ ।
ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্র চ স্ফুটম্ ॥

চেৎ ? স্বত্ব এব তানীত্যাহ, সমেতি । উচ্যেচবুদ্ধীনাং মতানি স্বমেবাত্মাতাথাখ্যাঃ, অনুসরসি—ভাসয়সি, তেষু তত্ত্বতানীত্যাঃ । ব্রহ্মরূপা অজ্ঞাতাথাখ্যা সর্প-দণ্ড-ধারা-মালাদিবুদ্ধীনাং হেতুঃ, “ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ।” (গীঃ ১০।৫) ইতি স্ফুটকীর্তি ॥ ৫৮ ॥

গদ্যার্থান্ কারিকাভির্বাখ্যাতি, বিনা শরীরেত্যাদিভিঃ । অশরণ ইত্যস্যা ভূম্যাদীতি, শরণশব্দস্য শরণাচ্যত্বং, “শরণং গৃহ-রক্ষিত্রোঃ” ইত্যমরঃ । অনবেক্ষিতে-ত্যস্যা বিনা সহায়ানিতি । বিহারবোগেত্যস্যা কথ্যেতি । স্ফুৰ্গমং—স্ফুৰ্গবোধ-মিত্যাঃ ॥ গুণবিসর্গপদং ব্যাচষ্টে, উক্ত ইতি ॥ স্বকৃতপদং ব্যাখ্যাতি, আত্মীয়-কৃতমিতি—আত্মীয়ৈর্দেবৈঃ কৃতমজ্জিতং, যৎ শুভাশুভফলং সুখদুঃখং, তৎ স্বকীয়ং মনুতে ইত্যর্থঃ ॥ এতচ্চ ন সম্ভবেদিত্যাহ, স্নান্নারামতয়েতি । এবং সংশয় অথ বিরুদ্ধগুণশালিন্ত্ববিচিন্ত্যবশ্তি ত্রয়ি তদুভয়ং সম্ভবেদিতি সিদ্ধান্তয়ন্তি, কিঞ্চি-ত্যাদি ॥ নহু সপ্তভিঃ পदैঃ কিং কিমাগতং ? তত্রাহ, ভগবত্বেনেত্যাদি । অন্তত

(১০৮) যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্বত্র শ্রাৎ তটস্থতা ।

তথাপ্যাদিগুণদ্বয়া ভবেদভক্তানুকূলতা ॥ ৫৯ ॥

(১০৯) নৈকৈকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথ্যমেকদা ।

তত্রাহ অর্বাচীনেতি তদুশানাং হি বাদিনাম্ ।

বিবাদস্থানবস্তুরে তস্য তাবদগোচরে ॥

(১১০) অতোহচিন্ত্যাত্মশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যত্র দুর্ঘটঃ ।

কো বর্থঃ শ্রাদ্ধবিরুদ্ধোহপি তথৈবাস্মা হচিন্ত্যতা ।

সা চানানাবিরুদ্ধানাং কার্য্যশাশ্রয়ান্নতা ॥

(১১১) ‘শ্রতেস্ত্ব শব্দমূলত্ৰাহ’ ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকং ।

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তুর্কেণ যোজয়েৎ”

ইতি অপবিগৃহীতেত্যাদিকাং দ্বিতীয়াং পদাং, তৎপ্রভৃতিপদপঞ্চকাং বা, সদ-
গুণদ্বং—ভক্তবাসংসল্য তদাভিপরিহৃত্ত্ব-দ্বৈবিনাশিত্বাদিসদগুণত্বমিত্যর্থঃ । কেবল-
ত্বেন—সমুপপদার্থেন তু, ব্রহ্মস্বম্—অনভিব্যক্তসর্বত্র-অনিন্দ্রক্ষণং, লভ্যতে
ইত্যর্থঃ । ননু কেবলদ্বং চেৎ স্বরূপধর্ম্মস্তুই দেবেষু ভক্তেষুপি তস্য, তট-
স্থতা—উদাসীন্যং, শ্রাৎ ? তত্রাহ, তথাপিতি । আদিগুণদ্বয়া—ভগবতীত্যা-
বিশেষণদ্বয়াবিগতয়া । তস্মাপি তদ্ব্যুৎসব-স্বরূপধর্ম্মাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

ননু অসাধারণস্য কেবলত্বস্য ব্যাবর্তকত্বাৎ ভগবত্বত্বাৎ ব্রহ্মত্বমত্যাং শ্রাৎ ?
ইত্যাশঙ্ক্যতে, নথিতি । সমাধত্তে, তত্রাহেত্যাদিনা ॥ বস্তুসিদ্ধান্তং দর্শয়তি, অতো
হচিন্ত্যতি । কো বর্থ ইতি—সর্বকর্তৃত্ব-তদুদাসীনত্বকপোহর্থঃ, মিথো বিরুদ্ধো-
হপি দুর্ঘটো নেত্যর্থঃ । তথৈব—স্বরূপবৎ, অশ্রাৎ—শক্তেঃ, অচিন্ত্যতা শ্রাৎ । সা
চেতি । সা—শক্তেরচিন্ত্যতা, মতা—অনুমিতেত্যর্থঃ ॥ ন কেবলননুমানমেব তত্র
প্রমাণম্, অপি তু শ্রুত্যাди চাস্তীত্যাহ, শ্রতেস্থিতি । অশ্রার্থঃ—লৌকিকে কর্ত্তরি
কুলাল-বর্দ্ধক্যাদৌ যে দোষো বিকারার্থেদাদয়ন্তে পরমাণ্বানি কর্ত্তরি ন শ্রাৎ; কুতঃ ?
শ্রতেঃ—সর্বং কুর্ষন্নপি পরমাত্মা বিকারাদিদোষৈবস্পৃষ্ট ইতি “স বিশ্বকৃদ্বিধ-
বিদাত্মঘোনিঃ,” (শ্বেং উং ৬।১৬) “নিদ্রলং নিশ্চিন্তং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।”
(শ্বেং উং ৬।১৯) ইতি শ্রবণাৎ । ননু বাবিত্তমর্থঃ শ্রুতিঃ কথমাই ইতি চেৎ ? তত্রাহ,

ইতি স্কান্দবচস্তুচ্চ মণ্যাদিষ্পি দৃশ্যতে ॥

(১১২) তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যৎ পরমেশতা ।

যতশ্চানবগাহ্যতেনাস্ত্র মাহাত্ম্যমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

(১১৩) অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্র-কুত্রচিৎ ।

অতো ন পারমৈশ্বর্যং তেন তস্য প্রসিধ্যতি ॥

(১১৪) তচ্চ তস্য 'ন হীত্যা'হ স্ফুটকোপরতেত্যদঃ ॥ *

তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ঘটতয়স্য চ ।

ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্যমত্র নিষ্ফলমেব হি ॥

(১১৫) তস্মান্ন শাস্ত্র-যুক্তিভ্যাম্ 'উভয়ং তদ্বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৬১ ॥

তথাপ্যুচ্চাবচধিয়াম্ অনেবং তদ্ববেদিনাম্ ।

মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা ॥ ৬২ ॥

শব্দেতি—অচিন্ত্যার্থস্ত শব্দপ্রমাণৈকবেদ্যাদিত্যর্থঃ । অত্রার্থে স্মৃতিসুদাহরতি, অচিন্ত্য ইতি । স্কান্দভাগবতমু মণ্যাদিষু চেৎ 'সা শক্তিঃ, কিমুত পরেশে ? ইতি কৈমুত্যং সিধ্যতীতি ॥ যতশ্চেতি—অচিন্ত্যশক্তিত ইত্যর্থঃ । স্ফুটমন্ত্রং ॥ ৬০ ॥

ন চেখরশ্চ অজ্ঞানং কুহকং বা শক্যং বক্তৃমিত্যা'হ, অজ্ঞানম্বিত । রজ্জ্বা-
রজ্ঞানং যন্তাস্তি, তত্রাজ্ঞাতা রজ্জুঃ সর্পাদিনঃ স্তম্ভাসয়তি, ঐন্দ্রজালিকে পুংসি স্থিতা
ঐন্দ্রজালবিদ্যা লোকাঙ্ প্রাতি নানার্থান্ প্রত্যায়য়তি, ন হি তেন তয়া চ রজ্জুখণ্ডশ্চ
ঐন্দ্রজালিকশ্চ চ ঈশ্বরতা সিধ্যতি, ইতি তদ্ব্যবসায়শ্চ ন বক্তব্যম্ । কুতঃ ? উপরতে-
ত্যাদিবিশেষণাদিত্যর্থঃ ॥ তথ্যেতাদি—তত্র তদ্ব্যয়ে স্বীকৃতে, ভগবতীত্যাধীনং
ঘটতয়শ্চ প্রয়োগতাৎপর্যং, নিষ্ফলং—ব্যর্থং, ভবেৎ ; কিংব্যবর্তয়িতুং তানি
বিশেষণানি কৃতানি ? ইত্যর্থঃ ॥ নিগময়তি, তস্মাদিতি । শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্—
অচিন্ত্যশক্তিরূপকভ্যামিত্যর্থঃ, তং উভয়ং—বিশ্বপালকত্বং তত্রৌদাসীশ্বকং,
ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৬১ ॥

চেদেবং মদ্বাখ্যাত্বাং, তর্হি নানামতানি কুতঃ ? তত্রাহ, তথাপ্যুচ্চাবচেতি—
ব্যাখ্যাতং প্রাক্ ॥ ৬২ ॥

* "তচ্চ তস্য" ইত্যত্র "তচ্চ তত্র" ইতি পাঠাণ্ডরম্ ।

(११७) ननु भोः केवलं ज्ञानं ब्रह्म स्याद्भगवान् पुनः ।

• नानाधर्मैति तत्रापि स्वरूपद्वयमीक्ष्यते ॥

इति प्रोह स्वरूपेति तत्स्वरूपं नैव हि ।

• कदापि द्वैतमेकस्य धर्मद्वयमिदं प्रवम् ॥ *

(११९) ततो विरोधस्तच्छक्तिविलासनां यदीक्ष्यते ।

तदेवाचिन्त्यमैश्वर्यं भूषणं ननु दूषणम् ॥ ७३ ॥

(११८) इयमेव विरोधोक्तिसृतीयेहपि च दृश्यते ॥

• “कर्मण्यानीहस्तु भवोहभवस्तु ते

दुर्गाश्रयोहथारिभयां पलायनम् ।

• कालाग्र्येनो यं प्रमदायुताश्रमः

• “स्वात्स्न्यरतेः खिद्यति धीर्विदामिह ॥” (भा० अ० १८) इति ।

(११९) तन्न वस्तुवत् चेत् स्यात् विदां बुद्धिभ्रमस्तदा ।

न स्यादेवेत्याचिन्त्येव शक्तिर्लालास्व कारणम् ॥

यथा यथा च तस्येच्छा सा व्यनक्ति तथा तथ ॥ ७४ ॥

पुनराशङ्क्य सुमादधाति, ननु भोः इत्यादिना ॥ इति प्रोहति—इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तमाहेत्यर्थः । धर्मद्वयमिति—यस्तु भगवत्त्वं, तस्यैव केवलवत्त्वं, इत्येक-
स्यैव धर्मद्वयमिदं, प्रवम्—निश्चितम् । इत्थं केवलाद्वैतिनामिव ब्रह्मस्वरूपं शास्त्र-
कृतां नाभिमतं, किञ्च “चरित्रियाम्” इति श्रुत्येन एकस्यैव धर्मद्वयमित्यर्थः ॥ तत
इति—जगत्कर्तृत्वं तत्पालकत्वं तदोदासीनरूपो यो विरोधस्तच्छक्तीनां दृश्यते,
तदेव पारमैश्वर्यमचिन्त्यशक्तित्वं, भूषणमेवेति—निर्गुणेश्वरवादगच्छेहपि नास्तीति
न प्रोचा सार्द्धं विरोधलेशश्च ॥ ७३ ॥

मिथोविरुद्धाचिन्त्यशक्तिकत्वं विधान्तरेणाह, इयमेवेति ॥ कर्मण्यिति—उक्तव-
वाक्यं, स्फुटार्थम् । इह—एषु कर्मण्यदिष्टित्यर्थः ॥ तन्नदिति—यद्येतत् मिथो-

* “द्वैतमेकस्य धर्मद्वयमिदं प्रवम्” इत्यादि “द्वैतमेकस्य वाचा वाक्या विदाद्वयम्” इति
पाठाद्वयम् ।

(১২০) এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতার্থো নিরূপ্যতে

ননু যঃ প্রকৃতিস্বামী যোহন্তর্যামী চ পুরুষঃ ।

তাভ্যামধিকতা নাম্য কংসারেরূপপদ্যতে ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীপ্রথমে (ভা০ ৭।১।১—৫)—

(১২১) “জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ ।

সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৬৬ ॥

(১২২) যস্তাস্তিসি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাং বিতয়তঃ ।

নাভিহৃদাম্বুজাদাসাদ্রক্ষ্য বিশ্বস্বজাং পতিঃ ॥

(১২৩) যস্তাবয়বসংস্থানৈঃ কল্লিতো লোকবিস্তরঃ ।

তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সঙ্গমূর্জিতম্ ॥

বিরুদ্ধং বস্তু বাস্তবং ন স্যৎ, তদা তত্ত্ববিদামেযাং বুদ্ধিভ্রমো ন স্যৎ, অতস্তাদৃশ-
তৎসম্পাদিকা অচিন্ত্যশক্তিরেব সিদ্ধেতি ॥ স্কট্টমন্তঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি—নিত্যাবিভূর্তনিখিলশক্তিকল্পেত্বকে কৃষ্ণস্ত যস্যংকপদে নিবেশে,
প্রসঙ্গাগতম্ এক্ষেপেইপি পৃথক্বাদিকং নিরূপ্য, ইদানীং প্রকৃতং স্বয়ংকপদং নিদ্রা-
পাতে ইত্যর্থঃ ॥ তথাহি, নরিতি । প্রকৃতিস্বামী— নানর্ণাণবশায়ী, পূবযঃ, অন্তর্যামী
চ—গর্ভোদকশায়ী, তাভ্যামধিকঃ ক্রোধো নেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

তত্র কার্ণাণবশায়িনমাহ, জগৃহে ইতি— আদৌ— পুরুষং, ভগবান্— পরম-
ব্যোমাদীশঃ, পৌরুষং—পুরুষাকারং পুরুষাখ্যং বা, রূপং—বিগ্রহঃ, জগৃহে—প্রক-
টিতবান্ । কেন হেতুনা ? ইত্যাহ, মহাদাদিভিলোকসিসৃক্ষয়া । কীদৃশং রূপং ?
সমুতং—সম্যক্ সত্যং ; যদ্বা, মহাদাদিভিলোকসিসৃক্ষয়া, সমুতং—মূলম । পুনঃ
কীদৃক্ ? ষোড়শ, কলাঃ—শক্তয়ঃ, যত্র তৎ ॥ ৬৬ ॥

গর্ভোদকশয়িনমাহ, যথোক্তি । যস্ত—পরমব্যোমাদীশস্ত, অস্তিসি—গর্ভোদ-
সমুদ্রে, প্রদ্যম্বপুশা শয়ানস্ত, নাভিহৃদাম্বুজাং—ত্র্যকাসীদিত্যর্থঃ ॥ রূপং বিশিনষ্টি,
যস্ত—রূপস্ত বিগ্রহস্ত, অবয়বসংস্থানৈঃ—পাদাদ্যঙ্গমন্নিবেশৈঃ, তৎসদৃশতয়া,
লোকবিস্তরঃ—পাতানমেতস্ত হি পাদমূলম্ (ভা০ ৭।১।২৬) ইত্যাদিবাট্যোঃ,
কল্লিতঃ—স্থলবিয়াঃ মনঃস্তব্যায় উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ । তৎ ভগবতো রূপং, বিশুদ্ধং—

(১২৪) পশুস্তাদো রূপমদভ্রচ্ক্ষুষা সহস্রপাদৌরু-ভুজাননাভুতম্ ।

• সহস্রমূর্ধ-শ্রবণাঙ্গি-নাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর-কুণ্ডলোল্লসৎ ॥

(১২৫) ঐতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।

যন্তাংশাংশেন স্বজ্যন্তে দেব-তির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ ॥” ৬৭ ॥ ইতি ।

• অত্র কারিকাঃ ।—

(১২৬) অদৌ সর্বাৱতারাণ্যে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

• ‘মহত্ত্বাদিভিঃ কৃত্বা ভুবনানাং সিস্কৃয়া ।

পৌরুষং পুরুষাকারম্ অথবা পুরুষাভিধম্ ।

রূপম্ আনন্দ-চিন্মূর্তিং জগৃহে প্রাতুরাচরৎ ॥

(১২৭) অর্থঃ সমুতশদস্য সম্যক্ সত্যমিতীরিতঃ ।

• সমুতং যুক্তমিতি বা ভুবনানাং সিস্কৃয়া ।

• ষোড়শৈব কলা যস্মিন্তন্তং ষোড়শকলং মতম্ ॥

জ্যাংশেনাপি রহিতং, সঙ্ঘং—স্বপ্রকাশতাজক্তিরূপম্, অতুঃ উজ্জিতং—বলবৎ, মায়ানিরাকমিতার্থঃ । তমোরজোভ্যামসংপৃক্তং মায়িকং সঙ্ঘং তদিতি তু বদন্তো দ্রাস্তা এব, তদসংপৃক্তস্ত তৎসত্ত্বভাবাং, “অন্তোত্তমিখুনাঃ সর্বৈ সর্বৈ সর্বা-গার্মিনঃ ।” (আর্গমে) ইতি স্মরণং ॥ স্বস্বস্থিস্ত তদেব রূপং ধ্যায়ন্তীত্যাহ, পশুস্তীতি । অদভ্রচ্ক্ষুষা—জ্ঞাননেত্রং । সহস্রশব্দোহত্রাংখ্যাতবাচী, “বিস্ত-শ্চক্ষুঃ” (খেং উং ৩৩ ; মং ন্যুং উং ২১২) ইতি লিঙ্গাৎ ॥ তস্তাবতারিত্বমাহ, এতন্নানেতি । নিধানম্—অধিকরণং, * রূপান্তরাণাং বৈদূর্য্যং ইব । যন্তাংশো বিরিঞ্চিঃ, তন্তাংশো মরীচ্যাদিঃ, তেন, দেবাদ্যন্তুত্পাখঃ, স্বজ্যন্তে—জগন্তে ॥ ৬৭ ॥

পদ্যপঞ্চকং কারিকাভির্বাচষ্টে, আদাবিত্যাদিভিঃ । ভগবান্—পরব্যোমা-বীশঃ ॥ অর্থঃ সমুততি—“ভূতং জ্ঞানো পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষৃচিত্তে । প্রাপ্তে বৃত্তে সৰ্বে সত্যে দেবযোগন্তপে তু না ॥” ইতি মেদিনী । সমুতং যুক্ত-মিতি ৭৮তি—“সমুয়ান্তোধিমভোতি মহানদ্যা নগাপগা ॥” (শিং বং ২১০০) ইতি

(১২৮) তাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রোক্তা বৈষ্ণবৈঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ।

শক্তিহেন চ তা ভক্তিবিবেকাদিষু সন্মতাঃ ॥

(১২৯) “শ্রীভূঃ কীর্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যোতি সপ্তকম্ ।

বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥” ইতি ।

(১৩০) তদিদং পৌরুষং রূপং ত্রিবিধং পূর্বমীরিতম্ ।

তত্র প্রোচ্য মহৎশ্রষ্টৃ রূপমণ্ডস্থমুচ্যতে ॥

(১৩১) যস্যাজাওপ্রবেশেন শয়ানস্য তদন্তসি ।

নাভিহৃদাস্থজাদানীদিতি সুব্যক্ত্যমেব হি ॥

(১৩২) যস্য নাভিহৃদাস্থ্যাবয়বাঃ কর্ণিকাদয়ঃ ।

সংস্থানাত্তত্র বিদ্যাসবিশেষমাস্তৈস্ত্ব কল্পিতঃ ।

লোকানাং সর্বজগতাং বিস্তারো বিততিঃ কিল ॥

(১৩৩) স শেতে যেন রূপেণ তচ্ছুদ্ধং সদ্ভূমুর্জিতম্ ॥

(১৩৪) পশুস্তীত্যাদিপদ্যেন তদেবেদং বিশিষ্যতে ॥

এতদ্রূপস্ত নানাবতারাণামুদয়াস্পদম্ ॥ ৬৮ ॥

যথৈকাদশে (ভা০ ১১।৭।৩)—

(১৩৫) “ভূতৈর্হৃদা পঞ্চকিরাত্মশষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচ্য তস্মিন্ ।

স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানম্ অবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥”

মাধবাবো প্রয়োগাৎ ॥ তাঃ কলা নামভিনির্দিশতি, শ্রীরিত্যাদিভিঃ । বিমলাদ্যাস্ত

মহাবৈকুণ্ঠবর্ণনে ব্যক্তীভবিষ্যন্তি, তাস্চ—“বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা
তথৈব চ । প্রস্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহেতি নব স্বতাঃ ॥” পূর্বমীরিতমিতি—

“বিষেগস্ত জীর্ণি রূপানি” ইত্যাদিনা । “তত্রোতি । “জগহে পৌরুষং রূপম্” ইতি

পদ্যেন, মহৎশ্রষ্টৃ রূপং—কাণৈদশয়ং, প্রোচ্য, “যন্তান্তসি” ইত্যাদিভিঃ, অণ্ডস্থং—

গর্ভোদশয়রূপম্, উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ যন্তেতি—বিগ্ৰহন্তেতি ব্যাখ্যাতে প্রাক্ ;

গ্রন্থকুদিস্ত, যন্ত—নাভিহৃদাস্থজস্ত, ইতি ব্যাখ্যায়তে, ফলস্ত তুল্যং ভাবাম । অন্তঃ

বিস্তৃটার্থম্ ॥ ৬৮ ॥

অত্র সাক্ষিকারিকা ।—

(১৩৬) নারায়ণোহত্র পরমব্যোমেশানঃ স আত্মনা ।

পুংস্করূপেণ স্বষ্টৈস্তৈর্ভূতৈঃ স্বক্টা বিরাটতনুম্ ।*

• বিষ্ণুঃ স্বাংশেন তেনৈব সম্প্রাপ্তঃ পুরুষাভিধাম্ ॥ ৬৯ ॥

(১৩৭) প্রস্তুতে তু কিমায়াতম্ ইত্যশঙ্ক্য নিগদ্যতে ।†

সোহস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভূজঃ ।

শেতে প্রবিষ্টা লোকাজং বিষ্ণুখ্যঃ ক্ষীরবারিধৌ ॥

(১৩৮) অয়ঞ্চ স্বাবরাভাণাং সুরাদীনাম্ শরীরিণাম্ ।

হৃদ্যন্তুর্ধ্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপ ইব স্থিতঃ ॥

(১৩৯) ‘তৃতীয়ং সর্বভূতস্থম্’ ইতি বিমোহদুচ্যতে ।•

রূপং সাত্বত-তন্ম্রে তদ্বিলাসোহসৈস্যব সম্মতঃ ॥

(১৪০) অতঃ ক্ষীরাসুধেষ্টীরে কৃতোপস্থানকঃ সুরৈঃ ।•

এষ এরাবতীর্শোহভূৎ কৃষ্ণাখ্য ইতি মুজ্যতে ॥ ৭০ ॥

তস্য পুরুষস্ত্যবতারিষ্ণুদাহরতি, ভূতৈরिति । আদিদেবঃ নারায়ণঃ—পরম-
ব্যোমশক্তিঃ, আত্মনা—প্রথমপুরুষবপুষা, স্বষ্টৈঃ, ভূতৈর্বিরাজং পুরং নিম্মায়, তস্মিন,
স্বাংশেন—দ্বিতীয়পুরুষবপুষা, প্রবিষ্টঃ সন্, পুরুষাভিধানং—পুরুষাবতারসংজ্ঞাম্,
অন্যাপ ; স চোক্তানামবতারাগমবতীরীতি খ্যাতমিত্যাশঙ্ক্য ॥ নারায়ণোহত্রেতাদি-
কারিকার্থস্ত স্মৃটার্থঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রস্তুতে স্থিতি । এবং কারণোদশয়-গর্ভোদশয্যোষণেন অবতারিষ্ণুকীর্তনে
চ, প্রস্তুতে—‘তাভ্যাং পুরুষাভ্যাং কংসারেরধিকতা নোপপদ্যতে’ ইত্যাক্ষেপে,
‘কিমায়াতম্ ? ইত্যশঙ্ক্য, প্রতিবাদিনা তাভ্যাং তস্য ন্যূনতা নিগদ্যতে’ ইত্যর্থঃ ।
তথাহি, সোহস্তেতি—গর্ভোদশয্যাত্মাংশঃ ক্ষীরাক্ষিশয়োহনিকৃদ্ধঃ, স এব দেবাত্যর্থনয়া

* “ব্যোমেশানঃ” ইত্যত্র “ব্যোমাদীশঃ” ইতি পাঠান্তরম্ । “স্বষ্টৈস্তৈর্ভূতৈঃ” ইত্যত্র
“স্বষ্টৈস্তু ভূতৈঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

† “নিগদ্যতে” ইত্যত্র “নিরূপ্যতে” ইতি পাঠান্তরম্ ।

(১৪১) অথাত্র পূর্বপক্ষে বঃ সিদ্ধান্তঃ প্রতিপদ্যতে ।

যথা শ্রীদশমে তেষু সুরেষেবাশরীরগীঃ ॥

(১৪২) “বসুদেবগৃহে সাক্ষাদভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।

জনিস্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরঙ্গিয়ঃ ॥” ইতি ।

[ভা০ ১০।১২৩]

অত্র কারিকাঃ ।—

(১৪৩) পুরুষস্য পরত্বেন সাক্ষাচ্চ ভগবানিতি ।

এতস্মৈব মহৎস্রষ্টা মোহংশ ইত্যভিবিদ্রুতঃ ॥

(১৪৪) সত্র শ্রীস্বামিপাদানামপি সন্মতিরীক্ষ্যতে ।

যং অংশভাগেনেত্যস্য ব্যাখ্যাং কুর্বন্তিরেব তৈঃ ।

অংশেন ভাগো মায়ায়া যেনেত্যংশোহস্য পুরুষঃ ।

ভাগো ভজনমিত্যেবং পূর্ণতাস্য স্ফুটীকৃতা ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণোহভূদিতি চতুর্ভূগাং কারিকাণাং নিরূপণঃ ॥ তদবিলাসোঃস্ট্রুবেতি—তৎ
রূপম্, অষ্ট্রুব—গর্ভোদশয়স্ত্রু, বিলাস ইত্যন্বয়ঃ । তথা চ কৃষ্ণস্ত্রু স্বয়ংকপদ্বং
সুদূরাপাস্তমিতি ॥ ৭০ ॥

এতং পূর্বপক্ষং নিরাকর্তৃমাহ, অথেতি ! ক্ষীরাক্ষিপতিঃ দেবৈবভার্যিতঃ কৃষ্ণো
হভূদিতি যজ্ঞজ্ঞা, তৎ-রভসাদেব বাক্যার্থানবলোকনাদিতি ভাবেনাহ, যথা শ্রীতি ॥
তাং গিরমাহ, বসুদেবেতি—ক্ষীরাক্ষিপতেবাক্যং সুরান্ প্রতি ব্রহ্মাস্ত্রবদতি ;
“গিরং সমাধৌ গংগনে সমীবিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশাঃস্বাচ হ । গাং পৌরুষীং মে
শুগুতামরাঃ ! পুনবিধীযতামাশু তথৈব মা চিবম্ ॥” (ভা০ ১০।১২১) ইত্যস্ত্র
বাক্যস্ত্রু পূর্ববৃত্তান্তঃ । বসুদেবগৃহে পুরুষো জনিস্যতে, ন ত্ৰহম্ । তর্হি কিং
গর্ভোদশয়ী ? নেত্যাহ, পর ইতি । তর্হি কিং কারণোদশয়ী ? নেত্যাহ, ভগবা-
নিতি । তর্হি কিং পরমব্যোমাধীশঃ ? নেত্যাহ, সাক্ষাদিতি । “স্বয়ংদাস্তপশ্বিনঃ”
ইতিরং অত্ৰানপেক্ষভগবত্ববিশিষ্টো যঃ, স সাক্ষাদভগবান্ স্ত্রুস্ত্রুদগৃহে ভবিষ্যতীতার্থঃ ।
সুরঙ্গিয়ঃ—উপেন্দ্রপরিকররূপাঃ, তৎপ্রিয়ার্থং—তৎপ্রিয়সীনাং পরিচর্য্যার্থমিত্যর্থঃ ॥
পুরুষস্ত্রুতি—পরশকেন পুরুষশব্দস্ত্রু, সাক্ষাচ্চকেন ভগবচ্ছব্দস্ত্রু বিশেষিত্বাৎ, বসু-

(১৪৫) কিঞ্চ তত্রৈব দেবক্যা কৃতে স্তোত্রে নিরূপিতম্ ॥

যথা (ভা০ ১০।৮৫।৩১)—

(১৪৬) “যশ্চাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বেংপত্তি-লয়োদয়াঃ ।

ভবন্তি কিল বিশ্বাঙ্গংস্তং হৃদ্যাং গতিং গতা ॥” ইতি ।

অত্র কারিকা । --

(১৪৭) ঘস্যাংশঃ পুরুষস্তস্য স্যাদংশঃ প্রকৃতিস্তু সা ।

তস্য অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেনাস্যোদ্ভবাদয়ঃ ॥ ৭২ ॥*

কিঞ্চ তত্রৈব (ভা০ ১০।১৪।১৪)—

(১৪৮) “নারায়ণস্তং ন হি সর্বদেহিনাম্

আত্মাশ্রয়ীশাখিললোকমাক্ষী ।

নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাং

তচ্চাপি সত্যং ন তত্রৈব মায়া ॥” ৭৩ ॥ ইতি ।

দেবগৃহাবিভূ ভগ্ন স্বয়ংরূপহসিক্ষা, কারণোদশয়ন্ত কৃষ্ণাংশে সিদ্ধে, তদংশাংশয়
ক্ষীরাক্ষিপতেঃ কৃষ্ণং ক্রবন্তো ভ্রান্তা ইতি ॥ বিদত্তমসংক্লিষ্টহৃৎ, অত্র শ্রীতি ।

অশ্বেতি—কৃষ্ণস্ত ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চৈতি । তত্রৈব—শ্রীদশমে ॥ যশ্চেতি—শ্রীকৃষ্ণস্ত মৎপুত্রস্ত তব ॥ অত্র
কারিকেতি । পুরুষস্ত কৃষ্ণাংশতম্ অনভিব্যক্তনিগিগুণককৃষ্ণং, প্রকৃতেঃ পুরু-
ষাংশতং প্রকৃতিশক্তিমৎপুরুষৈকদেশত্বং, পুরুষোপসর্জনীভূতত্বং ব্রুতার্থঃ ॥ ৭২ ॥

কারণোদশয়ন্ত গর্ভোদকশয়ন্ত চ কৃষ্ণাংশং ব্রহ্মবাক্যোনাং, নারায়ণ ইতি ।
“জগজ্জ্যোস্তোদধিসংপ্রবোদে নারায়ণস্তোদরনাভিনালাং । বিনির্গতোহজ্জগতি বাহু-
বৈ মৃষা কিং বীধর ! ত্বং বিনির্গতোহস্মি ॥” (ভা০ ১০।১৪।১৩) ইতি পূর্ব-
পদ্যেন, ‘হে ঈশ্বর ! ত্বং মৎপিতা নারায়ণোহসি, অতঃ পুত্রস্ত মেহপবাং কৃমস্ব’
ইত্যুক্ত্য কৃষ্ণস্ত পুরুষনারায়ণত্বং, অথ বিধিরথৈগুণার্থঃ বীক্ষ্য ভীতস্তং
প্রতিষেধতি, স্বং, নারায়ণঃ—মৎপিতা গর্ভোদশয়ঃ, ন হীতি । তত্র হেতুগর্ভং
সম্বোধনম্, অধীশেতি—ঈশা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য়ামিণো মৎপিতরূপান্তেভ্যোহধিকং হে ।
যতঃ সর্বদেহিনামাত্মাসি—সমষ্টজীবানাং বিরক্ষীনাং বৈকুণ্ঠস্থিতানাং গুরুভ-

* “ভাগেনাস্তোদ্ভবাদয়ঃ” ইত্যত্র “ভাগেনাস্তোদয়াদয়ঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

অত্র ক্লারিকাঃ।—

(১৪৯) জগজ্জয়েতি পদ্যেন শ্রীনারায়ণতাং বদনং ।

কৃষ্ণস্তাথ স্বয়ং দৃষ্ট্বা পরমৈশ্বর্য্যমদ্রুতম্ ।

পর্যাপ্তাজাণুনিযুতং স্বয়ং ভীতিভরাকুলঃ ।

নারায়ণস্ত্বং নেত্যাহ সাপরাধ ইবাত্তভূঃ ॥

(১৫০) হে অধীশেত্যজ্ঞাণৌঘস্থিতাস্তর্য্যামিপূরুষাঃ ।

ঈশাস্তেভ্যোহধিকোহধীশো 'হি যতঃ সর্ব্বদোহিনাম্ ।

সমষ্টীনাং সর্বৈকৃষ্ণজীবানাং ত্বং প্রকাশকঃ ।

তেষামখিললোকানাং সাক্ষী দ্রষ্টাপ্যসি স্বয়ম্ ॥

(১৫১) অতো যো নরভূ-নীরায়নান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

স তেহস্মৎশঃ পূর্ণস্ত চিন্ময়াশক্তিবৈভবৈঃ ।

চাতুস্পাদিকমৈশ্বর্য্যং তন তস্য তু পাদিকম্ ॥

(১৫২) 'বিক্তভ্যাঃ হিমিদং কৃৎস্নমেকদংশেনে'তি তে বচঃ ।

তচ্চাংশস্ত্বং ভবেৎ সত্যং বিরাড়্ বম্ তু মায়িকম্ ॥ ৭৪ ॥

বিষক্সেনাদীনাক্ষ নিত্যমুক্তজীবানাং তদ্বদ্রূপৈঃ প্রকাশকঃ প্রবর্তকশাসি ;
তেষামখিললোকানাং সাক্ষী—সাক্ষাদ্রষ্টা, চাসি; ইতি মহানারায়ণঃ সর্ব্বতোহধিক-
স্বমসীত্যর্থঃ । যস্মাদেবম্, অতো নরভূজলায়নাদয়ঃ, নারায়ণঃ—প্রথমো দ্বিতীয়শ্চ
পুরুষঃ, স তব, স্তম্ভং—স্বাংশ ইত্যর্থঃ । তচ্চ পুরুষনারায়ণস্ত্বং তব, সত্যমেব—
পারমার্থিকং, ন তু ময়া—নানিত্যমিত্যর্থঃ । তথা চ পরম্পরদ্ব্যপি ত্বৎপুত্রত্বাৎ
মেহপরাধঃ ক্ষম্য ইতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

পদ্যং ব্যাচষ্টে, জগদ্বিত্তি । স্বয়ং ভীতিভরতি—পূর্ণস্ত স্বাংশতোক্তৈর্ভয়ো-
দয়ঃ । স্মৃত ইতি—“আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ” (বিং পুং ১১৪৬) ইত্যাদিস্মৃতি-
বাক্যোনোক্ত ইত্যর্থঃ । চিন্ময়েতি—চিচ্ছক্কের্মায়াশক্তেঃ চ বৈভবৈঃ, পূর্ণস্ত তব
ঐশ্বর্য্যং, চাতুস্পাদিকং—পূর্ণং, পুরুষনারায়ণস্য তু ময়াশক্তিবৈভবম্ ঐশ্বর্য্যম্ এক-
পাদিকমিতি । তথাচ চতুস্পাদিভূতৈরেকপাদবিভূতিত্বং বদন্তো ব্রাস্তা ইতি ॥ ৭৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং (৫৪৮)—

- (১৫৩) “ঐশ্বকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ইতি ।

- (১৫৪) অতঃ পুরুষ এবাস্য কৃষ্ণস্যংশো ভবেদৃষদি ।
তদ্বিলাসস্ত নিতরাং ভবেৎ ক্ষীরাক্সিনায়কঃ ॥ ৭৫ ॥

- (১৫৫) ননু দ্বিতীয়ক্ষণে তু যোহবতীর্ণো যদোঃ কুলে ।
কিং বিধাত্রা স হি সিত-কৃষ্ণকেশতয়োদিতঃ ॥

তথাহি (ভা০ ২।৭।২৬)—

- (১৫৬) “ভূমেঃ সুরেতর-বরুথ-বিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কুর্মানি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ৭৬ ॥” ইতি ।

গর্ভোদশযন্ত কৃষ্ণাংশক্বেত্রঙ্গবাক্যমাহ, যন্তেতি । যন্ত—গর্ভোদশযন্ত পুরুষস্য, একনিশ্বসিতকালমবলম্ব্য, জগদগুনাথাঃ—একবিষয়ীশাঃ, জীবন্তি—তত্ত্বংকার্য্যাধিকারিতয়া বর্তন্তে ; সমাকৃষ্টে স্থানে প্রলয়ে সতি তত্ত্বংকার্য্যাধিকারী ন ভবন্তীতি ইদৃশো বিষ্ণুঃ, সঃ, যন্ত—গোবিন্দস্ত, কলাবিশেষঃ—স্বাংশঃ, ভবতীতি ॥ সিদ্ধান্তার্থং নিযোজয়তি, অত ইতি । যদি, গর্ভোদশযঃ পুরুষোহস্ত কৃষ্ণস্ত অংশো বাক্যাদবগতো ভবেৎ, তর্হি তদ্বিলাসঃ ক্ষীরাক্সিপতিনিতরাং কৃষ্ণস্তাংশ ইতি নাত্র সন্দেহগন্ধ ইতি ॥ ৭৫ ॥

নিরন্তোহপি প্রতিবান্ধি নিস্তপত্বাং বাক্যার্থভাসম্ অপ্রিত্য পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নব্বিতি—যদি ক্ষীরাক্সিপতেরংশঃ ক্লেশো ন স্তীং, তর্হি ভূমেঃ সুরেতরেত্যেতদ্বাক্যং নারদং প্রতি ব্রহ্মণঃ কথং গৃহ্যতেত্যর্থঃ ॥ সুরেতরেযাম্—অমুরাণাং, বরুথঃ—সৈন্যঃ, বিমর্দিতায়াঃ ভূমেরিত্যর্থঃ । এতদ্বাক্যং খলু ভারতানুযায়ি । ভারত-বাক্য—“স চাপি কেশো হরিরুদ্ধবর্হে শুক্রমেকমপুরুষাপি কৃষ্ণম্ । তৌ চাপি কেশানুবিষতাং যদুনাং কুলে স্নিগ্ধৌ রোহিণীং দেবকীধ ॥ তয়োরেকো বলভদ্রো

(১৫৭) মৈবং ভোঃ শ্রয়তামস্য পদ্যস্যার্থো বিধীয়তে । *

কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতাঃ ।

বন্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্রামাঃ কেশা যেনেতি বিব্রাহঃ ।

স এবৈত্যস্য বৈদক্ষীবিশেষোৎকর্ষ ঈরিতঃ ॥ নৃঃ

(১৫৮) কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্রামকেশকঃ ।

স এবাত্রাবতীর্ণোহভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥ ৭৭ ॥

বভূব যোহসৌ ধ্বতন্তু দেবশু কেশঃ । কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো
যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ৭। "ইত্যেতৎ । তস্মাৎ ক্ষীরাদিনাথাংশতঃ কৃষ্ণশু
অসন্দেহম্ ॥ ৭৬ ॥

"বস্তুদেবগৃহে সাক্ষাৎ" (ভাঃ ১০।১।২৩) ইত্যাদিপ্রস্তুতকেন "কৃষ্ণস্ত ভগবান্
স্বয়ম্" ইত্যনেন চ তচ্ছঙ্কায় দূরাপাস্ত্রাৎ, তন্তু পদ্যশু তদর্থগন্ধোহপি ন সম্ভাব্য
ইত্যাহ, মৈবমিতি । কস্তর্হি তদর্থঃ ? তত্রাহ, কলয়েতি । কলয়া—চাতুর্ঘ্যেণ,
সিতাঃ—নিবন্ধাঃ, কৃষ্ণাঃ—অতিশ্রামাঃ, কেশা যেন, ইতি রসিক-শিরোহবতঃসম্ব-
ব্যঞ্জনাৎ কৃষ্ণস্তঃ প্রীতিতে ইত্যর্থঃ ॥ নহু ভারতোথা শঙ্ক্য নাপৈতীতি চেৎ ?
তত্রাহ, কিংবেতি । যঃ সিতকৃষ্ণকেশে ভারতোক্তঃ ক্ষীরাক্ষিশযঃ, সৌহপি যৎ-
কলয়েব ভবতি, স কৃষ্ণো জাতঃ সন্ কস্মাৎ করিয়াতীত্যর্থঃ তচ্ছঙ্ক্যাদাসঃ ॥
নহ্নেবমপি কেশোদ্বিগ্না-তৎপ্রবেশহেতুর্কায়াঃ শঙ্কয়া দুর্বারত্বমিতি চেৎ ?
অত্রাহঃ—কেশশর্কোহসমংসুবাচী, "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-
সংজ্ঞিতাঃ । সর্বজ্ঞাঃ কেশবঃ তস্মাৎ মামাহমু'নিসত্তমাঃ ॥" (মং ভাঃ, শাঃ পঃ
৩১।৪০) ইতি নারায়ণীয়ে অর্জুনং প্রতি কৃষ্ণোক্তেঃ, ক্ষীবোদশয়শু শুক্লকৃষ্ণাবংশু
তয়োর্গর্ভস্থৌ বল-কৃষ্ণৌ প্রবিষ্টাতিত্যর্থঃ তচ্ছঙ্ক্যপি নিরস্তা । অতস্তত্র সর্বত্র
কেশশব্দপ্রয়োগঃ । নানাবর্ণাংশুনাং নারদেন তত্র দৃষ্টত্বাচ্চ, অবতরতি স্বয়ংভগবতি
তদংশানাং তৎপ্রবেশশু "হৃদংশযুক্তঃ" (ভাঃ ৩।১।১৫) ইত্যনেনোক্তত্বাচ্চ, মুখ্যার্থো-
হপি নানুপপন্নঃ । তথা চেয়মপি শঙ্ক্য ভ্রান্তিবিজ্ঞপ্তিভেদেত্যবসিতম্ ॥ ৭৭ ॥

* "মৈবং ভোঃ" ইত্যস্য পূর্বম্ "অত্র কাবিকাঃ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে ।

† "বৈদক্ষীবিশেষোৎকর্ষ" ইত্যত্র "বৈদক্ষীবিশেষাৎ কৃষ্ণ" ইতি পাঠান্তরম্ ।

কিঞ্চ—

(১৫৯) মার্কণ্ডেয়েন বজ্রায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃটুতম্ ।

লক্ষ্মীক্লেশোহনিকুদ্ধোহয়ং পিতা তে ইতি কীর্তিতম্ ॥

• তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ —

(১৬০) “কল্পসৌ বালরূপেণ কল্লাস্তেষু পুনঃপুনঃ । *

দৃষ্টৌ যো ন ভয়া জ্ঞাতস্তত্র কোতূহলং মম ॥”

• মার্কণ্ডেয়োত্তরঃ —

(১৬১) “ভূয়োভূয়স্বসৌ দৃষ্টৌ ময়া দেবো জগৎপতিঃ ।

• কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ ॥ ৭”

(১৬২) কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তন্তু দেবং পিতামহাং ।

• অনিরুদ্ধং বিজ্ঞানামি শিতরং তে জগৎপতিম্ ॥” ইতি ।

• অত্র কারিকা ।—

(১৬৩) অন্তথা মুনিবর্গোহয়মবদিষ্যদিদং তদা ।

• তং শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞানামি প্রপিতামহমেব তে ॥

(১৬৪) অতঃ কেশাবতারত্বভ্রমোহপ্যারাৎ পরাহিতঃ ॥ ৭৮ ॥

(১৬৫) নক্ষস্ত পুরুষাদিত্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং তস্যাবিধিষঃ ।

কিস্তু শ্রীবাসুদেবোহত্র সর্বৈশ্বর্য্যনিষেবিতঃ ।

• ত্রিশাৎ-পাদবিভূত্যোশ্চ ন্যূনারূপ-ইয় স্থিতঃ ॥

প্রতিবাদিনাং ভ্রান্তত্বং বোধয়িতুং বিষ্ণুধর্ম্মপ্রক্রিয়ামাহ, কিঞ্চৈত্যাদি—একটা-
র্থম্ ॥ কল্পসামিতি ॥ পিতামহাৎ—বিরিঞ্চঃ ॥ কারিকয়া অল্পপদ্ধতিং প্রকটয়তি,
অন্তথ্যেতি । মুনিবর্গাঃ—মার্কণ্ডেয়ঃ । প্রপিতামহমিতি—বজ্রা পিতা অনিরুদ্ধঃ,
পিতামহঃ প্রচ্যমঃ, প্রপিতামহস্ত কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ অত ইতি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত-
যুক্তানুপপত্তিতঃ, কুচোদ্যামেতদদ্বরে নিরন্তমিত্যর্থঃ ; “আরাধন-সমীপনোঃ”
ইত্যমরঃ ॥ ৭৮ ॥

* “কল্লাস্তেষু” ইত্যত্র “লক্ষ্মীস্তেষু” ইতি পাঠান্তরম্ ।

• † “স ময়া” ইত্যত্র “সময়া” ইতি, “স মায়ী” ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

উন্নীলদবালমার্তগুপারাক্ষমধুরদ্যুতিঃ ।

কচিম্বঘনশ্যামঃ কচিজ্জাম্বুনদপ্রভঃ ॥

মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ ।

পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীৰ্য্য-তেজোভিরম্বিতঃ ॥ ৭২ ॥

(১৬৬) মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতাং যদবূহানাং চতুষ্টয়ম্ ।

তস্যাদ্যোহয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদ্দেবতম্ ।

তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥

(১৬৭) নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কৰ্ষণ ইব্যতে ।

যস্ত সঙ্কৰ্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্যতঃ ।

জীবন্ত স্যাৎ সৰ্ব্বজীবপ্রাচুর্ভাবান্স্পদত্বতঃ ॥

(১৬৮) পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপারাক্ষমধুরদ্যুতিঃ ।

উপাস্যোহয়মহঙ্কারে শেষশান্তমিজাংশকঃ ॥

স্মরারাত্তুরধর্মস্য সর্পাস্তকম্বরদ্বিমাম্ ।

অস্তুর্যামিত্বমাস্মায় জগৎসংহারকারকঃ ॥

(১৬৯) ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ ।

যঃ প্রদ্যম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমন্তিরূপাস্যতে ॥

এবং পুরুষাদিভ্যঃ কৃষ্ণশ্চ শ্রেষ্ঠ্যে স্থিতে, নারায়ণৈকান্তী তস্য স্বয়ংরূপত্বম্
অসহমানঃ প্রত্যবর্তিত্তে, নব্বিত্তি । আদিনা নৃসিংহ-রামাভ্যাঞ্চ । কিস্তিত্তি—নারা-
য়ণস্য পরমব্যোমাদ্বিপতেঃ প্রথমব্যূহো বাসুদেব এবং কৃষ্ণোহস্ত, স্বয়ংরূপস্ত
নারায়ণোহসাবিত্তি ভাবঃ । বাসুদেবং বিশিনষ্টি, সর্বৈশ্বৰ্য্যেত্যাদিত্তিঃ ॥ ৭২ ॥

মহাবস্তুত্ব ইতি । মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য ব্যূহানাং ৮৭ চতুষ্টয়ং মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতাং,
তস্য—চতুষ্টয়স্য, অগ্রঃ—বাসুদেবঃ, আদ্যঃ—প্রধানভূত ইত্যর্থঃ ॥ নিজেতি ।
যস্য—বাসুদেবস্য, নিজাংশঃ—বিলাসঃ, ভগবান্ শ্রীসঙ্কৰ্ষণ ইত্যর্থঃ । যঃ সঙ্ক-
ৰ্ষণঃ সৰ্ব্বজীবপ্রাচুর্ভাবকত্বাৎ জীব উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ শেষেতি—অতঃ শেষস্যপি
সংহর্ত্ত্বমুক্তং, “পাণ্ডিত্যতলমারভ্য সঙ্কৰ্ষণমুখানলঃ । দহনম্ ক্রীশিখো বিষগ্ভবদ্বিতে

- স্ববত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবতে । .
 শুদ্ধজাম্বুনদপ্রথ্যঃ কচিম্নীলঘনচ্ছবিঃ ॥
 নির্দানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ ।
 বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ ।
 অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ ॥
 (১৭০) বাহুস্তর্যোহনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে ।
 যোহনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে ॥
 নীলজ্যমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ ।
 ধর্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা । *
 অন্তর্যামিত্বমান্বায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্ ॥ ৮০ ॥
 (১৭১) মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোহধিদেবতম্ ।
 অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্তিতম্ ॥ ৮১ ॥
 (১৭২) সর্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রত্নিষ্কমত্বা ॥ ৮২ ॥
 (১৭৩) পাদে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্বাদ্যে দিক্চতুর্কয়ে ।
 বাহুদেবাদয়ো বাহুশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥ ৮৩ ॥
 (১৭৪) তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে ।
 জলারুতিস্থবৈকুণ্ঠস্থিত-বেদম্বতীপুরে ॥

বায়ুনিরিতঃ ॥ (ভাঃ ১১৩৭১০) ইত্যাদিনা একাদশে । সর্পেতি । অন্তর্যকঃ—যমঃ ॥
 বাহু ইতি । যস্য—সঙ্কর্ষণস্য ॥ কামে—কন্দর্পে, হস্তঃ, নিজাংশঃ—স্বষ্ট্বে লক্ষণঃ,
 যেন সঃ ৷ রাগিণাং—বিষয়িণাং দেব-মানবাদীনাং ॥ বাহুস্তর্য ইতি । যস্য—প্রদ্যু-
 ম্নস্য । শস্যতে—কথ্যতে ॥ স্থিতিঃ—পালনম্ ॥ ৮০ ॥ .

মৃতাস্তরমাহ, মোক্ষধর্ম্মে স্থিতি ॥ ৮১ ॥

সর্বেষামিতি । এষা—পূর্বোদিতা ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

তথা পাদেতি । পাদবিভূতৌ বেদম্বতীপুরে বাহুদেবঃ, রূপান্তরেণ প্রপঞ্চে-

- সত্যোক্তে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যার্থে দ্বারকাপুরে ।
 শুক্লোদাদুর্ভরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে ।
 ক্ষীরানুধিস্থিতানন্ত-ক্ৰোড়-পর্যঙ্কধামনি ॥ ৮৪ ॥
- (১৭৫) সাত্বতীয়ে কচিং তস্ত্রে নব ব্যাহাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ ।
 হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ।
 তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥ ৮৫ ॥
- (১৭৬) কিন্তু ব্যাহাস্ত চত্বারো রাজভুজচতুষ্কয়াঃ ।
 ঐজত্মপরমৈশ্বর্যমর্যাদাপরিভূষিতাঃ ॥
- (১৭৭) অত্রাপি বাসুদেবোহয়ং সম্পূর্ণানন্দসংগ্ৰবঃ ।
 ঐশ্বর্যাদৌ নির্বিশেষঃ পরমব্যোমনায়কাৎ ।
 আদ্যানামপি সর্বেষামাদিভূতঃ সুপৰ্বণাম্ ॥
- (১৭৮) ইত্যাক্ষকে স এবায়ং কৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবাতরৎ ।
 বাসুদেবতয়া যস্মাৎ সর্বত্রৈষ সুবিশ্রুতঃ ॥ ৮৬ ॥

বস্তুিতেনারায়ণীয়েন সহাবিরোধঃ ; সত্যোক্তে বৈষ্ণবে লোকে সঙ্কষণঃ, নিত্যার্থে
 দ্বারকাপুরে প্রত্নঃ, শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে অনিরুদ্ধো নিবসতি ॥ ৮৪ ॥

চতুরো ব্যাহাস্তা নব তানাহ, সাত্বতীয়ে ইতি । পূর্বোক্তবিধয়েতি—“ভবেৎ
 কচিন্মহাক্ষকে” (১৯ পৃ.) ইত্যাক্ষকরীত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

নবস্ব বাসুদেবাদীনাং চতুর্ণামতিশয়মাহ, কিস্তিতি ॥ চতুর্ণাং মধ্য বাসুদেবস্য
 তমাহ, অত্রাপিতি । ঐশ্বর্যাদাবিতি । তথাচ কৃষ্ণাদতিশয়ী নারায়ণ ইতি মনসি
 ক্রোতৌ ন বিধেয় ইতি বহিষ্ঠো ভাব ইত্যর্থঃ । হৃদগতং কোটিল্যং ব্যঞ্জয়তি,
 আদ্যানামিতি । সর্বেষাং সুপৰ্বণাং—পরমব্যোমপার্শ্বদানাং দেবানামিত্যর্থঃ ।
 সোহপি তদ্বৎ পার্শ্ববিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ বিবক্ষিতমাহ, ইত্যাক্ষকে ইতি । গঃ—
 বাসুদেবঃ এব, কৃষ্ণাখ্যঃ সন্ অবাতরৎ, যস্মাৎ, সর্বত্র—পুরাণেষু ইতিহাসেষু চ,
 এষঃ—কৃষ্ণঃ, বাসুদেবতয়া, সুবিশ্রুতঃ—খ্যাতঃ ॥ ৮৬ ॥

(১৭৯) নৈবং যুক্তং শৃণু ততঃ সমাধানং বিধীয়তে ।

আদ্যব্যাহাদপি শ্রেষ্ঠঃ কথ্যতে দেবকীশ্বতঃ ॥

তথ্যচ শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩২৮)—

(১৮০) “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ॥” ইতি ।

অত্র কারিকে ।—

(১৮১) পুংসান্নঃ পুরুষৈশ্চৈতে শ্রীবরাহ-বাগাদয়ঃ ।

অংশা অত্রাবতারাঃ স্যুঃ কুমারাদ্যাঃ কলা মতাঃ ॥

তুর্ভিন্নোপক্রমে কৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

স্বয়মিত্যপযাতাস্ত বাসুদেবাবতারতা ॥ ৮৭ ॥

শ্রীদশমে চৈবমেবোক্তম্ (ভা০ ১০।১৪২)—

(১৮২) “অস্ত্যপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্ত

স্বৈচ্ছাময়স্ত ন তু ভূতময়স্ত কোহপি ।

নেশে মহি ইবসিতুং মনসাস্তুরেণ

সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতান্নস্থখানুভূতে ॥ ৮৮ ॥ ইতি ।

এবং প্রাপ্তে পরিহরতি, নৈবং যুক্তমিতি । কেন প্রমাণেন মছক্লেয়যুক্ততা ? তত্রাহ, শৃণুতি ॥ প্রমাণমাহ, এতে চেতি । কৃষ্ণস্য বাসুদেবস্ব স্বয়মিতি ব্যর্থং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ তুর্ভিন্নোপক্রমে ইতি—“তুঃ স্যাদভেদেহবধারণে” ইত্যামরঃ ॥ ৮৭ ॥

বাসুদেবাং কৃষ্ণস্যাতিশয়ে প্রমাণান্তরমাহ, অসাপীতি । অস্যা—গোপরাজ-কুমারস্য স্বয়ংভগবতঃ কৃষ্ণস্য, তব, সাক্ষাৎ—মদগুণগোচরস্য, অহি—মাহাত্ম্যং, দেববপুষঃ—দেবপদাঙ্কিতবিগ্রহাৎ বাসুদেবদ্রুপি, যতিশয়িতং, কোহপি—ব্রহ্মাপি, অহম্, আস্তুরেণ—নিরুদ্ধেন একাগ্ৰেণ, মনসা জাতুং, নেশে—সমর্থো ন ভবামি । কীদৃশস্য তব ? ইত্যাহ, মদনুগ্রহস্যেতি—শ্রীগোপালোপনিষদনুসারেণ সর্ব-মদ্বিতকারিণ ইত্যর্থঃ, তদুপনিষদি খলু কৃষ্ণদত্তাষ্টাদশাণঃ ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা-ভূদিতী প্রক্ষুটং ; যদ্বা, অনুগ্রহাৎ মাং প্রতি দর্শিতবিধিচার্য্যরূপস্যেত্যর্থঃ । স্বৈচ্ছাময়স্য—ভক্তৈচ্ছানুসারীচ্ছস্যেত্যর্থঃ । ন হিতি—চিদ্ব্যবস্যেত্যর্থঃ । এবঞ্চৈৎ, আনুস্থখানুভূতে—“চয়দ্বিধাম্” ইতি শ্রায়েন অনভিযান্তরূপগুণলীলাবিশেষাৎ

অত্র কারিকাঃ ।—

- (১৮৩) দেবঃ স্বনাম্নি দেবেতি খ্যাতং যস্ত বপুঃ স হি ।
 ব্যুহানাংমাদির্মৌ বাসুদেবো দেববপুর্মতঃ ॥
 ততোহপি মহিঁ মাহাত্ম্যং সাক্ষাদেবাত্ত তে সতঃ ।
 কো বিধাতাপ্যবসিতুং জ্ঞাতুং নেশেহস্মি ন ক্ষমঃ ॥ *
 কিমুতাহো আত্মস্থখানুভূতেত্রাকরূপতঃ ॥ ৮৯ ॥
- (১৮৪) এবমর্থোহস্ম পদ্যস্ত কৈমুত্যায়াসংস্থিতঃ ॥
- (১৮৫) ন্যুনেহধিকে চ কৈমুত্যং তত্র ন্যুনে ভবেদ্যথা ।
 কৌস্তভস্ত মহাতেজাঃ সূর্য্যকোটিণতাদপি ।
 অয়ং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদদীপ্তিমানিতি ॥
- (১৮৬) অথাধিকে যথা ধ্বাষ্টেভ্যঃ শক্যো দীপোহপি নাদিতুম্ ।
 স তু মার্ত্তণ্ডকোটিভিঃ সমঃ কিমুত কৌস্তভঃ ॥
- (১৮৭) অতো ন্যুনাদপি ন্যুনে কৈমুত্যমিহ তু স্থিতম্ ॥ ৯০ ॥

ব্যাপকস্বপ্রকাশানন্দাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ, তব অতিশয়িতং মাহাত্ম্যং বক্তুমহং
 নেশে ইতি কিমুত বক্তব্যম্ ? ইতি ন্যুনাতিন্যুনতায়ামিদং কৈমুত্যম্ ॥ ৮৮ ॥

কারিকাভিঃ পদ্যার্থং বিবরণোতি, দেবঃ স্বনাম্নীত্যাদিনা । দেবপদাঙ্কিতত্বং
 বাসুদেববিগ্রহস্য প্রক্ষুণ্ণং, তেন বাসুদেবাদপীতি লক্ষম্ ; এবং লোকেহপি
 প্রযুক্তাতে ভৰ্ত্তৃহরিহরিরিতি । ততঃ—বাসুদেবাদপীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

বাসুদেবাদপ্যধিকঃ কৃষ্ণস্য মহিমা, যো ব্রহ্মণাপি জ্ঞাতুমশক্য ইত্যর্থঃ কুত
 ইতি চেৎ ? ন্যুনকৈমুত্যাতিতাহ, এবমর্থোহস্যেতি ॥ নম্ কৈমুত্যং কিং
 দ্বিবিধমস্তীতি চেৎ ? অস্তি । তৎ প্রতিপাদয়তি, ন্যুনেহধিকে চেত্যাদিনা ॥
 প্রকৃতে তু ন্যুনকৈমুত্যাং যোজয়তি, অত ইতি । বাসুদেবাদপি কৃষ্ণস্য মহিমা
 অধিকশ্চেৎ, তদা ব্রহ্মতঃ সৌধিক ইতি কিং বক্তব্যম্ ? ইতি ন্যুনন্যুনতয়াং স
 শ্রাস্তোহত্র বোধ্যঃ ॥ ৯০ ॥

* “কো বিধাতাপ্যব” ইত্যত্র “কোহপি ধাতাপ্যব” ইতি পাঠান্তরম্ ।

- (১৮৮) ময্যেবানুগ্রহো যশ্চেত্যনুগ্রহভরো যতঃ ।
 ময্যেব বিহিতো ভূয়ান্ অপূৰ্বাশ্চর্য্যদৰ্শনাৎ ॥
- (১৮৯) স্বেচ্ছাময়স্য ভক্তানাং কামায়াখিলকৰ্ম্মণঃ ।
 ন তু ভূতময়শ্চেতি পুরুষত্বঞ্চ খণ্ডিতম্ ।
 যদেষ সৰ্ব্বজীবানাং পুরুষঃ পরমাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
- (১৯০) আন্তরেণ নিরুদ্ধেন মনসেত্যেকতানতা ।
 জাতুং শ্রান্মহিমা শক্যো যদ্যপ্যেতিবিশেষমণৈঃ ।
 জাতুং তথাপি নেশেহস্মীত্যচিন্ত্যস্বৰ্ঘ্যাতোদিতা ॥
- (১৯১) জানতা বাসুদেবার্চ্চ রক্ষাতশ্চাধিকাধিকম্ ।
 মাহাত্ম্যং কৃষ্ণচন্দ্রস্য বিরিকেন সমর্থিতম্ ॥ ১২ ॥
- (১৯২) অতো মন্বক্ষরমনোৰ্যানে স্বায়ম্ভুবাগমে ।
 চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ কৃষ্ণশ্রাবুতিরীরিতাঃ ॥
- (১৯৩) ক্রমাঙ্গি-দীপিকায়াঞ্চ বস্বক্ষরমনোবিন্দো-
 গোকুলেশাবুতিত্বেন বাসুদেবাদয়ো মতাঃ ॥ ১৩ ॥

অপূৰ্বেতি—প্রকৃণা পূৰ্ব্বং যানি ন দৃষ্টানি, তানি চতুৰ্ভূজানি চিদানি
 সদেবগণৈশ্চতুর্বিংশতিতন্মৈঃ সূর্যমানি অনন্তদিব্যবিভূতিমস্তি অদ্ভুতানি, তেষাং
 দৰ্শনাদিত্যর্থঃ ॥ স্বেচ্ছাধীনেচ্ছ্যেত্যর্থঃ । ন তু ভূতময়শ্চেতি বিশে-
 ষণেন, পুরুষত্বঞ্চ—কারণার্ণবশায়িসক্ষৰ্ণধ্বং, কৃষ্ণশ্রাবুতিমিত্যর্থঃ । কুতঃ খণ্ডিতং ?
 তত্রাহ, যদেষ ইতি । এষঃ—কারণার্ণবশায়ী, পুরুষঃ । ভূতশব্দোহত্র জীববাচী,
 “ভূতং শ্রাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষূচিতে ।” ইতি মেদিনীকোষাৎ । সৰ্ব-
 জীবাশ্রয়ত্বং পুরুষো নারায়ণে, ভূতময়ঃ, তদ্বিলক্ষণত্বাৎ কৃষ্ণো ভূতময়ো
 নেতৃত্বাৎ ॥ ১১ ॥

একতানতেতি—“একতানোহনন্তবুতিঃ” ইত্যমুরঃ ; তথাচ মহিমাবগমে মনসো
 যোগ্যতোক্তা । জাতুং স্যাদিতি—যদ্যপ্যেতিবিশেষণমহিমা গোচরোক্তবেৎ,
 তথাপি নেতৃত্বস্তস্যাচিন্ত্যস্বৰ্ঘ্যতাঃ বোধয়তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

(১২৪) ননু শ্রৈষ্ঠ্যঃ যুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুক্ত্যতে কথম্ ।

যদব্রহ্ম-শ্রীভগবতোরৈক্যমেব প্রসিধ্যতে ॥

(১২৫) পুরুষঃ পরমাত্মা চ ব্রহ্ম চ জ্ঞানমিত্যপি ।

স একো ভগবানেব শাস্ত্রেষু বহুধোচ্যতে ॥

তথাচ স্থান্দে—

(১২৬) “ভগবান্ পরমাত্মোতি প্রোচ্যতেহেক্সান্সযোগিভিঃ ।

ব্রহ্মেত্যুপনিষন্নিষ্ঠৈজ্ঞানঞ্চ জ্ঞানযোগিভিঃ ॥”

শ্রীপ্রথমে চ (ভা০ ১২১১)—

(১২৭) “বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মোতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥” ৯৪ ॥ ইতি ।

(১২৮) সত্যমুক্তং শৃণু ততস্তৃতীয়ে কাপিলং বচঃ ॥ *

যথা (ভা০ ৩২১৩৩)—

(১২৯) “যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।

একো নান্যর্যতে তদ্বদভগবান্ শাস্ত্রবত্নাভিঃ ॥” ইতি ।

নিগময়তি, অত ইতি—যস্মাৎ বাস্তুদেবাদপ্যধিকঃ স্বয়ং ভগবানেব শ্রীকৃষ্ণো ভবতীত্যর্থঃ । মন্বক্ষরেতি—চতুর্দশার্ণস্য তন্নস্রস্যেত্যর্থঃ ॥ ক্রমাদীতি । বদক্ষর-মনোঃ—অষ্টাক্ষরস্য তন্নস্রস্যেত্যর্থঃ । অত্থা তদগ্রহদ্বয়ং ব্যাকুপ্যোদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

‘তড়াগং তরীতুনসমর্থঃ সাগরং কিমুত তরীত’ ইত্যধিকে বৈমুতাং হৃদি কল্পা ব্রহ্মতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমসহমানঃ কশ্চিদাহ, ননু শ্রৈষ্ঠ্যমিতি । যদব্রহ্মেতি—ন খলু স্বস্মাৎ স্বয়মধিকো বক্তুং যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ভগবান্নিত্যাদি । তথাচ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবচ্ছব্দা ঘট-কলস-কুম্ভবৎ একবাচ্যবাচিলক্ষণাঃ পর্যায়শব্দাঃ, ইতি বস্তুভেদো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ বদন্তীতি । ব্রহ্মেতি বেদান্তিভিঃ, পরমাত্মোতি যোগিভিঃ, ভগবান্নিতি ভাগবতৈঃ, শব্দ্যতে ইত্যর্থঃ । স্থান্দে ভগবদাদিবস্তুনো জ্ঞানস্বং বিধীয়তে, প্রথমে তু জ্ঞানশ্চ ব্রহ্মাদিত্বম্, ইতি ব্যতিহারাত্ ন হি বস্তুনি বৈলক্ষণ্যগন্ধ ইত্যভিমতম্ ॥ ৯৪ ॥

অর্দ্ধমঙ্গীকৃত্যাহ, সত্যমুক্তমিতি । তর্হি তারতম্যভগিতিঃ কিংহেতুকেতি

* “তৃতীয়ে কাপিলং বচঃ” ইত্যত্র “তৃতীয়স্বক্ষরকীর্তিতম্” ইতি পাঠান্তরম্ ।

অত্র কারিকাঃ ।—

(২০০) তত্ত্বং শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে ।

উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্ত্বদুপাসকে ॥

(২০১) যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা ।

ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

(২০২) দৃশ্য শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা ।

উপাসনাভির্বহুধা ন একোহপি প্রতীয়তে ॥

(২০৩) জিহ্ব্যেব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্যং তস্ম নাপটৈঃ ।

যথা চ চক্ষুরাদীনি প্ৰহৃত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥

(২০৪) তথাত্মা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা ।

ভাক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্ত্বংসর্বার্থলাভতঃ ॥

(২০৫) ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ ।

মাধুর্যাদিগুণাধিক্যং কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে ॥ ৯৫ ॥

চেৎ ? তত্রাহ শৃণু তত ইতি—তারতম্যাবেদকবাক্যানাং সত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ ॥ যথেন্দ্রিয়ৈরতি । বহুগুণাশ্রয়ঃ, অর্থঃ—দ্রব্যং ক্ষীরাদিঃ, এক এব, যথা চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্নানা গৃহ্যতে, তথৈক এব ভগবান্ উপাসনাদিভির্বহুভির্নানা গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ । তথাচ য উপাসকস্তদুপাসনং গ্রহীত্বং ন শক্বেতি ; স এব তং গুণিনমপি নিগুণং ভগতি ; যথা চক্ষুর্দৃশ্যং শুক্লমেব গৃহ্ণতি, ন তু মধুরং, যথা চ রসনা মধুরমেব গৃহ্ণতি, ন তু শুক্লমিতি । অত্র চিত্তং যথা দৃশ্যং মাধুর্যাদিনিখিলগুণোপেতং গৃহ্ণতি, তথা ভক্তিরেব তং তত্ত্বংসর্বগুণোপেতং গৃহ্ণতীতি ব্রহ্মতেনাপি সা গৃহ্ণতীত্যর্থঃ ॥ ইতি প্রবরতি—যদ্যপি অগৃহীতগুণকঃ কৃষ্ণ এব ব্রহ্মেতি ন বস্তুভেদঃ, তথাপি নির্ভাতগুণত্বানির্ভাতগুণত্বাভ্যাং তারতম্যম্ অবজ্ঞানীয়মিতি তত্ত্বগিতিঃ সিধ্যতেব্য । পূর্বত্র “চয়স্বিষাম্” ইতি শ্রায়েন নানোপাসনভক্ত্যা-দূরত্বান্তিক্বে উপমে, ইহ তু তয়োর্বহিরিন্দ্রিয়াত্তরিন্দ্রিয়ে তে দর্শিতে ইতি বোধ্যম্ ॥ ৯৫ ॥

তথাচ শ্রীদশমে (ভা০ ১০।১৪।৬—৭)—

(২০৬) “তথাপি ভূমন্ ! মহিমাশুণশ্চ তে

বিবোধুর্মহীমুলাস্তরাত্তিভিঃ ।

অবিক্রিয়াৎ ধ্যানুভবাদরূপতো

হনন্যবোধ্যাত্তয়া ন চাত্তথা ॥

(২০৭) শুণাত্তনস্তেহপি শুণান্ বিমাতুং

হিতাবতীর্ণশ্চ ক ঈশিরেহস্ম ।

যথেক্রিয়ৈরিত্যাদিপদ্যোক্তং ভাবং স্পষ্টয়িতুং প্রমাণমাহ, তথাপীতি দ্বাভ্যাম্ ।
 হে ভূমন্ !—বিভো !, যদ্যপ্যাশুণঃ সশুণশ্চ ত্বমেব, তথাপি, অশুণশ্চ—অর্নালব্যক্ত-
 শুণশ্চ ব্রহ্মশক্তিত্ত্ব, তে মহিমা, বিবোধুঃ—বোধগোচরীভবিতুম্, অহিতি ; ‘পচ্যাতে
 ওদনঃ স্বয়মেব’ ইতিবৎ কশ্মণঃ কভূতম্ । কুতো নিমিত্তাৎ ? ইত্যাহ, অন্যতমঃ—
 বিশুদ্ধেঃ, অন্তরাত্তিভিঃ—চিষ্টেঃ, স্বানুভবাৎ—স্বকশ্মকাৎ অনুভবাৎ । নহ্ন কল্প-
 তবশ্চ চিত্তবৃত্তিভ্যেন বিকারপ্রায়দ্বাৎ কথং নির্বিকারশ্চ ব্রহ্মণস্তেন বিষয়ীকরণং ?
 তত্রাহ, অবিক্রিয়াদিতি—নাস্তি বিকারো যত্র, তাদৃশাৎ, ইত্যনুভবো বিশিষ্যতে,
 নির্বিকারব্রহ্মোপরাগেণ লবণাকরনিপাতত্বাভ্যেন নির্বিকারাদিত্যর্থঃ । নহ্ন চিত্ত-
 বৃত্তিঃ খলু রূপবদ্বস্ত বিষয়ীকরোতি, ব্রহ্ম তু নীরূপমেব, ততঃ কথং তদ্বিষয়ং
 কুর্যাদিতি চেৎ ? তত্রাহ, অরূপত ইতি—স্বপং তদ্বিষয়স্তদ্রহিত্যৎ, ইতি নীরূপ-
 তয়ৈব তদগৃহ্যতে ইত্যর্থঃ । চক্ষুর্যথা রূপি দ্রব্যং গৃহীতি, তথা নীরূপমপি রূপং
 গৃহীতি, তদ্বদিত্যর্থঃ । তদ্বোধে বিধান্তরমাহ, অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্ত
 তত্ত্বয়া, স বিবোধ্যঃ ; ন চাত্তথা—নৈবাত্তয়া বিধয়েতি । তৎপ্রবণায়াং চিত্ত-
 বৃত্তৌ তদ্ব্রহ্ম স্বয়মেব ক্ষুরতীত্যর্থঃ । তথাচ নির্বিকার-নীরূপ-বিজ্ঞানবস্ত্তয়া
 তদ্বোধো ভবতীতি নহি প্রভামণ্ডলবোধো রবিবোধবৎ, হৃৎশক ইতি ভাবঃ ॥
 সশুণস্যন্তব বোধস্ত হৃৎশক ইত্যাহ, শুণাত্তন ইতি । অপিত্বর্থঃ । “অনরূকল্যাণ-
 শুণাত্তকোহসৌ” (বিষ্ণুপুঃ ৬।৫।৮৪) ইতি শ্রীষ্টবক্ষ্যবচনায় স্বানুবন্ধিশুণবিশিষ্টস্য তু
 তে, শুণান্—সার্বজ্ঞ-সার্বৈশ্বর্য্য-সৌহার্দ্য-কারুণ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-বিচিত্রা-
 নস্তবিভুক্তিহাদীন অসংখ্যাতান্, বিমাতুং—সংখ্যাতুং, কে ঈশিরে ? ন কেহপি,
 ভবপান্নাদয়োহপি তৎসংখ্যানে সমর্থ্য নেত্যর্থঃ । কীদৃশস্য ? ইত্যাহ, অশু—

কালেন যৈৰ্বা বিমিতাঃ স্ককল্লৈ-

ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যভাসঃ ॥ ৯৬ ॥ ইতি ।

(২০৮) নমু প্রাকৃতরূপস্থান্মৃগতৃষ্ণোপমাভূষাম্ ।

• গুণানাং গুণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা ॥

(২০৯) মৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে ।

• তেষাং স্বরূপভূতত্বাং স্বরূপত্বমেব হি ॥ ৯৭ ॥

তথাচ ব্রহ্মতর্কে—

• (২১০) “গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্ত গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ ।

• ন বিষ্ণোর্ন চ মুল্লানাং ক্যপি ভিন্নে গুণো যতঃ ॥”

• শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বিং পুঃ ১৯৪৩)—

(২১১) “সব্বাদয়ো ম সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।

• স শুক্লঃ সর্ববশুদ্ধৈভ্যঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতু ॥”

• তথা চ তত্রৈব (বিং পুঃ ৬৭৭৯)—

(২১২) “জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্চর্য্য-বীৰ্য্য-তেজাংস্ত্রশেষতঃ ।

• ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥”

• পাদে চ (পং পুঃ উঃ খঃ ২৫৫৩৯--৪০)—

(২১৩) “যোহসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ॥

• প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈগুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥”

বিগ্ৰহ, হিত্যাবলীর্ণস্ত। ক্লেতি—বিতর্কে। যৈঃ, স্ককল্লৈঃ—পরমসমর্থৈঃ, ভূপাংশবঃ

কালেন মুহুতা, বিমিতাঃ—সংখ্যাতাঃ, খে মিহিকাঃ—হিমকণাঃ, দিবি ভাসঃ—

• স্বরূপাদিকিরণপরমাণবক্, বিমিতাঃ, তেহপি নেশিরে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৯৬ ॥

নিগুণব্রহ্মবাদী প্রত্যবসিষ্টত, নমিতি। মৃগতৃষ্ণোতি—নভোনৈল্যবং আরো-

পিতত্বাং মৃষাভূতানামিত্যর্থঃ ॥ পরিহরতি, মৈবমিতি। প্রাকৃতং খলু আরোপ্যতে,

নতু স্বরূপানুবন্ধী, অবিশয়ে তদসম্ভবাচ্চৈত্বার্থঃ ॥ ৯৭ ॥

গুণানাং স্বরূপানুবন্ধিত্বে প্রমাণং, গুণৈরিতি। ব্রহ্মণি প্রাকৃতগুণাভাবে

প্রমাণং, সবাদ্যো ন সন্তীতি। শুদ্ধমাত্র স্বরূপানুবন্ধী গুণো বোদ্ধব্যঃ ॥ তত্রৈব—

শ্রীপ্রথমে চ (ভা০ ১১৬৩০)—

(২১৪) “ইমে চান্দ্রে চ ভগবন্ ! নিত্য্য যত্র মহাগুণাঃ ।

প্রার্থ্য্য মহাবমিচ্ছন্তি বিন্যস্তি স্ম কহিচিৎ ॥” ইতি ১-

(২১৫) অতঃ কৃষ্ণোহপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতায়ুতৈঃ ।

বিশিষ্টোহয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ ॥ ৯৮ ॥

(২১৬) ব্রহ্ম নির্ধর্মকং বস্তু নির্বিশেষমমূর্ত্তিকম্ ।

ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্ ॥ ৯৯ ॥

তথা চ ত্রীগীতাম্ (গী০ ১৪২৬—২৭)—

(২১৭) “যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৌতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, ভগবচ্ছার্থকথনে জ্ঞানশক্তীতি বাক্যম্ । “বিনা হেইয়ং গুণাদিভি-
রিত্তি—পাপা জরাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা নিষিধ্যন্তে । নশ্বেবং নিরাকর্তব্যো নির্গুণ-
বাদপ্রসঙ্গঃ ? মৈবং, গুণিভ্যেন ক্ষুরণাৎ ॥ উপোদ্বলকং বাক্যদ্বয়মাহ, যোঃ সা-
বিত্যাদি ॥ নিত্য্য যত্রেট্রি—গুণানামপ্রাকৃতত্বং, তেন স্বানুবন্ধিত্বক্ষেতি ॥ নিগময়তি,
অতঃ কৃষ্ণ ইতি । পূর্ণেতি—সাক্তানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

নমু ব্রহ্মস্বরূপং জ্ঞানমাত্রং পঠ্যতে, যৎ খলু বিপ্রোজ্ঞানযনর্থাৎ হরিবংশে
পার্থেন প্রকাশময়মুভূতমুক্তম্, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, ব্রহ্মেতি । নির্ধর্মকং—রূপরসাদি-
গুণরহিতং, নির্বিশেষং—যতো বিশেষৈভূম্যাদিভিরস্পৃষ্টম্, অতঃ, অমূর্ত্তিকং—
মূর্ত্তত্বশূন্যমিত্যর্থঃ । ঐদৃশং যৎ ব্রহ্ম, তৎ খলু সূর্য্যোপমম্ কৃষ্ণম্ “চসন্ধিবাম্”
ইতি ন্যায়েন প্রভোপমং কথ্যতে । সূর্য্যো যথা তেজোরশিঃ সর্কেঃ প্রতীয়তে,
দত্তদৃষ্টৈস্তদুপাসকৈস্ত দিব্যরথাক্রটো দেবাকারঃ, তথা জ্ঞানপ্রধানেচ্চৈতন্যরশিঃ
পরমাত্মা প্রতীয়তে, ভক্তিপ্রধানেস্ত পুরুষাকারস্তদ্রাশিঃ ; ইতি নাস্তি বস্তুত্বং
যদ্যপি, তথাপি নিরাকারচৈতন্যরশোরাকারস্তদ্রাশৌ মাধুর্য্যাদিগুণযোগাৎ
অতিশয়োহস্তি, ইতি ব্রহ্মপ্রকাশাৎ কৃষ্ণপ্রকাশস্ত প্রৈষ্ঠ্যমিতি ॥ ৯৯ ॥

চিত্তস্থানীয়য়া ভক্ত্যা ব্রহ্মপ্রকাশস্তাপি গ্রহণমিতি “যথেন্দ্রিয়ৈঃ” (ভা০ ৩৩২।৩৩)
ইত্যনেনোক্তং, ত্রীগীতাবাক্যেন দর্শয়তি, যো মামিতি । অব্যভিচারেণ—ঐকা-
ন্তিকেন । ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভূয়ায়, নিরাকারচৈতন্যরশির্যো মে ব্রহ্মপ্রকাশস্তত্ত্বাবয়,

(২১৮) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্য চ ।

শাস্ততস্য চ ধর্মস্য সুখশ্চৈকান্তিকস্য চ ॥” ১০০ ॥ ইতি ।

অত্র কারিকাস্থিঃ—

(২১৯) স ব্রহ্মভাবমাসাদ্য লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্ ।

মামানন্দঘনং প্রেমুণা ভজেদিত্যয়মাশয়ঃ ॥

(২২০) ভক্তেরব্যভিচারীয়াঃ প্রেমসেবৈব যৎ ফলম্ ।

কেবলং ব্রহ্মভাবস্ত বিদ্বেষণাপি লভ্যতে ॥

যোগ্যো ভবতি, ইতি বদ্যপ্যাপাতাৎ প্রতীয়তে, তথাপি তৎসদৃশায় ইত্যেবার্থঃ,
“নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” (মুঃ উঃ ৩।১৩) ইতি ক্রতেঃ । তদ্বাবস্ত ন,
“পরমায়্যায়নোযোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে । মিথ্যাতদন্তদ্রব্যং হি নৈশ্যন্তদ্রব্যতাং
যতঃ ॥” (বিঃ পুঃ ২।১৪২৭) ইতি শ্রীবেষ্ণবে তস্য মিথ্যাস্কোভেঃ, ন খলু অণু
দ্রব্যং বিহু ভবেৎ ॥ নহু বস্তুদেবততস্ত তুব ভক্ত্যা কথং তাদৃশস্ত তস্য প্রাপ্তিঃ ?
তত্রাহ, ব্রহ্মণো হ্যতি । ব্রহ্মণঃ—নিরাকারস্ত চৈতন্তরাত্মশঃ, অহং, প্রতিষ্ঠা—
প্রতিষ্ঠীয়তে অস্তম্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ পবমাশ্রয় ইত্যর্থঃ । অধ্যায়গ্রামৃতস্য—
নিত্যমুক্তেঃ, তন্তু, শাস্ততস্য—নিত্যস্ত, ধর্মস্য—শ্রবণাদিভক্তিযোগস্য, তথা,
ঐকান্তিকস্য সুখস্য—প্রেমলক্ষণস্য চ, অহং প্রতিষ্ঠা, ইতি মন্তুক্ত্যা ব্রহ্মণস্তাদৃশস্ত
প্রাপ্তির্ন চিত্তেতি ॥ ১০০ ॥

পদ্যদ্বয়মেতৎ কারিকাবির্বাচ্যে, স ব্রহ্মেত্যাদিনাং মঃ—কৃতাব্যভিচারি
ভক্তিবিদ্বান্, ব্রহ্মণি—ভগবদঙ্গদ্বিটচরুপে, ভাবং—লয়ম্, আসাদ্য, প্রাগমুপ্তিত-
ভক্তিসামর্থ্যাৎ তত্রৈব আস্থিতং লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্, মাং—ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিষ্ঠাভূতং,
ভজেদিত্যর্থঃ ॥ নহু চিৎপরমাণোজীবস্ত চিদ্রীশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি লয়েনৈব ভাবাৎ,
ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য শ্বেবনং সম্ভবেদিত্যি চেৎ ? তত্রাহ,
ভক্তেরিতি । তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া ব্রহ্মতন্তু ভগবতী কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্ব-
ষণামপি ভবেৎ, “সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি । সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে
মগ্না দৈত্যাস্চ হরিণা হতাঃ ॥” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ । তস্মাৎ তত্ত্বীনতা-
মাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি । তমসঃ—অষ্টমাবরুণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ, পাবে,
ব্রহ্মলোকঃ—“চয়স্থিধ্যাম্” ইতি ত্বায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জরূপং স্থানমিত্যর্থঃ ।

(২২১) ননু তে যাদবন্যাস্য ভজনাৎ ব্রহ্মতা কথম্ ।

ইত্যাং ব্রহ্মণো হীতি হি যতোহং পূরস্তুর ।

স্থিতোহয়ং বিধিধানন্দপূর্ণচিদবনবিগ্রহঃ ।

ব্রহ্মণশ্চিৎস্বরূপস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ ।

রবিস্তেজোঘনাকারঃ করৌঘস্য যথা ভবেৎ ॥

(২২২) অব্যয়েনামৃতেনেহ নিত্যমুক্তিরদীর্ঘ্যতে ।

শাস্তেন তু ধর্ম্মেণ ভগবদ্ব্যমি উচ্যতে ॥

(২২৩) ঐকান্তিকস্থখেনাত্ম প্রেমভক্তিরসোৎসবঃ ।

বেন মোক্ষস্বর্থস্যাপি তিরস্কারো বিধীয়তে ॥ ১০১ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫৪০) - -

(২২৪) “যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-”

কোটিষশেষ-বস্তুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ ।

তদব্রহ্মা নিকলমনস্তমশেষভূতং,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ইতি ।

সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাতভগবদজ্ঞ্য যস্তাদৃগ্ ব্রহ্মচিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাত্ বিধীতপ্ৰাপ্তিঃ, তত্র, বসন্তি—লীয়েন্তে; হরিণা—শ্রীকৃষ্ণেন, ইত্য দৈত্যশ্চ। তচ্চরণাবজ্ঞাতৃণাস্ত জ্ঞানলব-দন্ধানাদেবোপাতো ভবতি, “যেহেতুঃ পরবিদ্যাক্ষ! বিমুক্তমনিবৃত্তাস্তভাবা-দবিগুন্ধবুদ্ধয়ঃ। আরহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং তস্যঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযদ্যদস্য যঃ॥” (ভাঃ ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাত্ ॥ কৃষ্ণভজনার্হ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ কথম্? ইত্যর্জুনঃ শঙ্কতে, নম্বিতি। যাদবস্য—ইতরাজকুমারবৎ নবোৎকৃষ্টেন কৈশ্বর্ষ্য দেবক্যামুৎপন্নস্য মনুষ্যাস্তেত্যর্থঃ। পরিহরতি, ব্রহ্মণো হীতি—ব্যাপ্যাতপ্রায়ম্। “ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সৃষ্টা” (বিঃ পুঃ ৫।২।৭) ইতি বৈষ্ণববোক্তেঃ পরাশ্রিকার্যাং দেবক্যাম্ অবিচ্যুতস্বরূপশক্তিকস্য পরেশস্য মম প্রাকট্যমাত্রমেব জন্ম, প্রোচ্যামিবা ভানোঃ প্রদর্শনম্, “অজোহপি সনব্যয়ায়া” (গীঃ ৮।৬) ইত্যাদিপূর্বোক্তেঃ। ননু মাংস্ব্যাম্ অম্বরাজপুত্রস্যোব বিনষ্টপূর্বাঙ্গিতবিদ্যাাদিকস্য তদেহলক্ষণপিত্তস্যোৎপত্তিরিতি মন্ত-জনাৎ মচ্ছবিপ্রাপ্তিনাধুত। নথনু সূর্য্যং গচ্ছতস্তৎপ্রভাস্থ প্রবেশো দুর্ঘটঃ ॥ ১০১ ॥

অত্র কারিকে ।—

(২২৫) নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্কবুদ্ধিকোটীষু ।

বিভূতিভির্বাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদযুগপতম্ ॥

সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ ।

তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্মৃটীকৃতঃ ॥ ১০২ ॥

(২২৬) ননু ভৌত্ত্ব ভাবোহয়ং জ্ঞাত এব ময়া প্রবম্ ।

পরব্যোমপতেঃ শৌরিরবতারস্ত্রয়োচ্যতে ॥

নরাকৃষ্টেঃ সাক্ষৈচৈতন্তরাশিঃ কৃষ্ণস্য নিরাক্ষরৈচৈতন্তরাশিঃ প্রভাস্বনীয়ো
ব্রহ্মপ্রকাশত্বেনোচ্যতে, ইত্যত্র প্রমাণং ঋচনিকমাহ, ময়া প্রভেতাদি। প্রভবতো
ময়া প্রভ তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং জীমীত্যদয়ঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম? ইত্যাহ, জগ-
দণ্ডকোটীকোটীষু—অসংখ্যাতেনু জগদণ্ডেনু, বস্তুদাদিভির্বিভূতিভির্ভিন্নং—কারণা-
য়না একং তৎকার্যায়না অসংখ্যাতমিত্যর্থঃ। ননু “সৌরকাময়ত বজ্র মায়া”
(তৈঃ উঃ ২৮) ইত্যাদৌ প্রভেবৈব পরেশাৎ কার্যঃ শ্রুতং, নতু তৎপ্রভায়া
ইতি চেৎ? উচ্যতে। প্রভোঃ প্রভৈব কাব্যানিষ্পাদিকো-বিবক্ষয়া তত্ত্বিকিরিতি
তৎপ্রভৈব ব্রহ্মা প্রকৃতির্জগদণ্ডাশ্রুতত্যাৎ। কেবলাদৈতিভিষদ্ব্রহ্মস্বরূপং
নির্ণীয়তে, তদত্র ভাষ্যমতং, তন্নি নিধন্যকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞ্চ। ইদম্বু বিদ্বদ্ব-
প্রকাশময়বাদিপদ্যযুক্ত, শাস্ত্রবাচ্যং, জগৎকারণদ্বাং সর্গদ্বিতীয়ঞ্চৈতি মহদন্তরম্। কিঞ্চ,
তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন শ্রদ্ধেয়ং, তস্মিন্ প্রমাণাভাবাৎ; ন কাব্যং তত্র প্রত্যক্ষং
প্রমাণং, রূপাদিবিবাহাৎ; নাপ্যনুমানং, তদ্ব্যাপ্যলিঙ্গাভাবাৎ; ন চ শব্দং, প্রবৃতি-
নিমিত্তস্য জাত্যাদেবভাবাৎ; ন চ লক্ষণা, সর্বশব্দাবাচ্যে তস্যা-অসম্ভবাৎ; ন চ
তৎপক্ষে ততঃ সৃষ্টিঃ, তদ্বৈতোঃ সঙ্কল্পশক্তেবিরহাৎ; চোপদেশঃ, উপদেশরূপ-
দেশস্য চাভাবাৎ। ননু ভ্রান্ত্যা তত্ত্বংসিদ্ধিঃ? মৈবম্। ক ভ্রমঃ, ব্রহ্মণি জীবে
বা? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানরাসেশতস্য তদসম্ভবাৎ। নাস্ত্যঃ, আগজাত্ত্বস্তস্যোবাভাবাৎ,
ইতি তুচ্ছং তৎ ॥ ১০৩ ॥

অর্থ শ্রীবৈষ্ণবাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে। তে হি মনুস্তে, পরব্যাহ-বিভবাস্তর্থা-
ম্যাক্ষায়না পরমায়া বিভাতি। তত্র পরঃ—নারায়ণঃ স্তম্ভপ্রভুঃ, ব্যূহাঃ—বাসুদেবা-
দয়শ্চতাপঃ, বিভবাঃ—মৎস্যাক্ষায়নঃ, অন্তর্গতানি প্রান্ত্রাপাণদ্যদ্যদুষ্টমাত্রাঃ, অচা

(২২৭) জন্মাদি-লীলাপ্রাকট্যাং অবতারতয়াপ্যসৌ ।

প্রোক্তো বিলাস এব স্মাং সর্বোৎকর্ষীতিভূমতঃ ॥

(২২৮) যঃ পরব্যোমনাথঃ স্মাদসমানোদ্ধিবৈভবঃ ।

শ্রুতি-স্মৃতি-মহাতন্ত্রবর্ণিতোৎকর্ষমৌল্যবঃ ।

লোকস্বক্কেঃ পুরা ব্রাহ্মে কল্পে যঃ পরমেষ্ঠিনে ।

মহাবৈকুণ্ঠলোকস্বঃ স্মাত্মানন্দদর্শয়ৎ ॥ ১০৩ ॥

তথাহি শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে (ভা০ ১৯৯-১৬)--

(২২৯) “তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্ ।

ব্যপেত-সংক্লেশ-বিমোহ-সাক্ষসং

সদৃশ্যবন্তিঃ পুরুষৈরভিষ্কৃতম্ ॥ ১০৩ ॥

(২৩০) প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সদৃশ্য মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুভূততা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥

তু—শ্রীরঙ্গ-জগন্নাথাদিঃ । বিভবেষু নৃসিংহা রঘুনাথঃ কৃষ্ণশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ, তেঈশ্বর্যা-
ধিক্যাং কৃষ্ণো নারায়ণানন্তবো ভবিষ্যতি, বিভবাশ্চ নিত্যবিগ্রহ ইতি । তান্নিরা-
কর্তুং তদ্বাষণমনুবদতি, নস্থিতি । তব—কৃষ্ণপারম্যবাদিনঃ, ভাবঃ—অভিপ্রায়
ইত্যর্থঃ । কোহুসৌ ? তমাহ, পরেতি ॥ নহু মৎস্যকুস্মাদিরিব কৃষ্ণোহবতারয়েনোক্তঃ,
চেৎ ? নৈবমিত্যাহ, জন্মাদীতি । প্রপঞ্চবিভাবমাত্রোণ কৃষ্ণোহবতারয়েনোক্তঃ,
বস্ততস্ত নারায়ণ এবানাবিকৃত-কিরদ্ধমঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ, সর্বোৎকর্ষেতি—
নৃসিংহরামাত্ম্যমপ্যতিশয়াভিধানাদিত্যর্থঃ ॥ তং বিশিনষ্টি, যঃ পরেতি ॥ ১০৩ ॥

তস্মৈ স্বেতি । তস্মৈ—ব্রহ্মণে চতুর্গুণায়, সভাজিতঃ—তেন ভক্ত্যারাদিতঃ,
ভগবান্—পরমব্যোমনাথঃ, স্বলোকং—পরমব্যোমাখ্যং স্বস্থানম্, অদর্শয়ৎ । যৎ—
যতঃ, পরম্—অতঃ, বৈকুণ্ঠং, পরং—শ্রেষ্ঠং, নাস্তি । ব্যপেতাঃ সংক্লেশাদয়ো
যস্মাৎ ; সংক্লেশাঃ—অবিদ্যাস্মিত্যভাবাদিবিবেশাঃ, বিমোহাঃ—অবিবেকঃ,
সাক্ষসং—পাতভরম্ । স্বস্যা, দৃষ্টং—দর্শনং, তদৃষ্টিঃ, সাক্ষাৎকৃততজ্জপৈঃ, পুরুষৈঃ—
তল্লোকিভিঃ, অভিষ্টং, ক্রম ॥ ১০৪ ॥

(২৩১) শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরূচঃ সুপেশসঃ ।

• সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষম্মণিপ্রবেকনিকাভরণাঃ সুবর্চসঃ ।

প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃণালবর্চসঃ পরিষ্কৃতং-কুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ ॥

(২৩২) • ভ্রাজিষ্ণুভির্ষঃ পরিতো বিরাজতে

লসদ্বিমানাবলিভির্ভগ্নহাস্যনাম্ ।

বিরোচমানঃ প্রমদোত্তমাত্মাভিঃ

সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্ষথা নভঃ ॥

(২৩৩)

শ্রীর্ষত্র রূপিণ্যরুণায় পাদয়োঃ

করৌতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।

প্রেম্প্রাশ্রিতা বা কুসুমাকরানুগৈ-

বিগীয়মানা প্রিয়কর্মা গায়তী ॥ ১০৫ ॥

• বজ্রপুংসঃ, তথোঃ সহচরং মিশ্রং সহকৃৎ, যত্র—লোকে, কালবিক্রমশ্চ, ন
প্রবর্ততে—নাস্তি, যত্র মাৎসর্য্যং নাস্তি, • অপবে—তৎকার্য্যভূতা মহদহংকারাদয়শ্চ,
ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্ । কালমাবরোরভাবেন মিত্যনন্দস্বপ্রকাশরূপত্বং
লোকস্তাশ্রিতম্ । পার্শ্বদমঞ্জুলত্বং লোকস্থাহ, হরেন্দুত্বতা ইত্যাদিনা ॥ সুপে-
শসঃ—সৌকুমর্য্যবন্তঃ । উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তঃ, মণিপ্রবেকাঃ—মৃণালমাংসঃ,
যেষু তাদৃশানি, নিকাভরণানি যেষাং তে ; নিষ্কং—পদকম্ । প্রবালেতি—
তত্ত্বগণভগবদুপাসনয়া তত্ত্বসাক্ষ্যপ্যবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ভ্রাজিষ্ণুভিরিতি । মহাস্থানাং—
উল্লোকিনাং, ভ্রাজিষ্ণুভির্লসদ্বিমানাবলিভিঃ, স্বঃ—লোকৈঃ, পরিতো বিরাজতে ।
প্রমদোত্তমানাং—বরতরুণীনাং, ছাভিঃ—কাস্তিভিঃ, বিরোচমানঃ—দীপ্তিমান্ । তত্র
দৃষ্টান্তঃ, সবিদ্যুদভ্রাবলিভিঃ, নভঃ—আকাশঃ, যথেন্তি তাসাং নীলস্যাটবিশিষ্টত্বং
দ্যোত্যতে ॥ শ্রীঃ—লক্ষ্মীঃ, রূপিণী—দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ—সেবাপরিচ্ছদৈঃ,
উরুগায়ত্রী—হরৈঃ, পাদয়োঃ, মন্ত্রাং—পূজাং, করৌতি । যদ্বা, শ্রীঃ—সংপূজ্যপা,
রূপিণী—মূর্ত্তা, ইতি প্রাপ্তং । কীদৃশী সা ? ইত্যাহ । প্রেম্প্রাশ্রিতা—দোলাম্, *
আশ্রিতা—আরুঢ়া । কুসুমাকরঃ—বসন্তধ্বজঃ, তদনুগৈঃ—গ্রীষ্মাদ্যতুভিমুর্তিমন্তিঃ,
বিশেষণ গীয়মানা । প্রিয়শ্চ—হরৈঃ, কৰ্ম্ম—চরিতং, গায়তীতি ॥ ১০৫ ॥

* "প্রেম্প্রাশ্রিতা—দোলাম্" ইত্যত্র "প্রেম্প্রাশ্রিতা—দোলাম্" ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২৩৪)

দর্শিত্ত্বাখিলসাত্ত্বতাং পতিং

শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ।

সুন্দ-নন্দ-প্রবলাইণাদিভিঃ

স্বপাৰ্ঘ্যৈঃ পরিমেবিতং বিভূম্ ॥

ভূতাপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং

প্রাসন্নহাসাকরণ-লোচনাননম্ ।

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং

পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥

অধ্যাইণীয়াসনমাস্থিতং পরং

বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ ।

যুক্তং ভগৈঃ সৈরিতরত্র চাক্রৈঃ

স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥” ১০৬ ॥ ইতি ।

অত্র ব্যাখ্যানঃ।—

(২৩৫) যদ্যতঃ পূরমুৎকৃষ্টং পদমন্বন্বহি কৃচিৎ ।

সংক্লেশাঃ পঞ্চবিদ্যায়া বিমোহো নির্বিবেকতা ।

লোকং দৃষ্ট্বা তল্লোকনাথং হরিং ব্রহ্মা অদর্শদিত্যাহ, দদর্শেতি । কীদৃশম্ ? ইত্যাহ, অখিলেতি । সাত্ত্বিতঃ সুখার্থঃ সৌত্রঃ, ততঃ ক্রিপিত্ত, সাং—সুখরূপো হরিঃ, স বেষামর্চ্যতরাস্তি, তে, সাত্ত্বিতঃ—তত্ত্বজ্ঞাঃ, তেষামখিলানাং, পতিং—স্বামিনম্ । দৃগাসবং—সৌন্দর্য্যেণ নেত্রোন্মাদকমিত্যর্থঃ । শ্রিয়া—রেখারূপয়া, বক্ষসি, লক্ষিতং—চিহ্নিতম্ । অধ্যাইণীয়াং—সর্ব্বপূজ্যং, যৎ, আসনং—রাজপদরূপং, তৎ আস্থিতং—তস্মিন্ বিরাজমানমিত্যর্থঃ । চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিবৃতং—তত্র কলাদিনী-কীৰ্ত্তি-করণা-তুষ্টিয়ুততঃ ; শ্রাদ্ধদয়ঃ সপ্ত, বিমলাদয়ো নবেতি ষোড়শ ; সাংখ্য-যোগ-বৈরাগ্য-তপোভক্তয়ঃ পঞ্চ ; ইত্যেতাভিঃ পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ পরিবৃতম্, আসনমিতি যোজ্যম্ । ভগৈঃ—ধন্যজ্ঞানৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ, বৈঃ—অসাধারণৈঃ, যুক্তং—বিশিষ্টম্ । কীদৃশৈশ্বর্য্যঃ ? ইত্যাহ, ইতরত্র—বিরিঞ্চ্যাদৌ, অক্রৈঃ—অস্থিতৈঃ । ক্ষুটমন্ত্ৰঃ ॥ ১০৬ ॥

সাক্ষসং পাততো ভীতিন্ সন্তোতানি যত্র তম্ ।

স্বদৃক্মাংসনঃ সাক্ষাৎকারস্তুদ্বিতরীজিতম্ ॥

(২৩৬) রজঃস্তুমশ্চ মো যত্র সত্ত্বং সধ্যাক্ তয়োঁন চ ।

গুণা যত্র প্রকৃতিজা ন স্তুতি প্রদর্শিতম্ ॥

ন কালবিক্রমো যত্র সৰ্ব্ববিশ্বংসকারিতা ।

পরং মূলমনর্থান্যং যত্র মায়ৈব নাস্তি হি ॥

অপরে তত্র কিমুতং বিকারা মহাদায়ঃ ।

অতো বৈকুণ্ঠলোকস্য কথিতা নিত্যসিদ্ধতা ॥

(২৩৭) হরেরনুভ্রতা যত্র শ্যামাক্ষণ-হরিৎ-সিতাঃ ।

তত্তদ্বর্ণমুপাশ্ৰেণং তৎসাক্ষপ্যমুপাগতাঃ ॥ ৪৮

অথবা নিত্যসিদ্ধত্বাৎ তদ্রচামপ্যনাদিতা ॥

(২৩৮) শ্রীঃ সম্পদরূপিণী মূর্তী যত্র পদ্মাংশসম্ভবা ।

মানং সেবাং রচয়তি বিবিধাভির্বিভূতিভিঃ ॥

কুন্ত্যাকরশব্দেন ঋতুনাংমধিপো যতঃ ।

তেদৈ তস্মান্নুগৈর্গোপ-বর্ষাদৈবাত্মভিঃ চ বা ।

পদ্যানি কারিকাভির্বাখ্যাতি, যদ্যতঃ পরমিত্যাদিভিঃ স্বদৃষ্টমিতি—ভাবে
নিষ্ঠা ॥ সধ্যাগিতি—সহাঙ্কতীতি সধ্যাক্, সহস্র সধিরাদেশঃ, সহচরমিত্যর্থঃ । নহু
মিশ্রং সত্ত্বং নাস্তীত্যুক্তেনিগুহং—তৎ যত্রাস্তীতি লভ্যতে, “বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম
শান্তং তপোময়ং স্বস্তরজস্তুমঙ্গম্ ।” (ভা০ ১০।২৩।১৭) ই গ্যাতিস্মরণাক্ষ, তচ্চ প্রাকৃত-
মেব ভবেদিতি চেৎ ? নঃ; “ন যত্র মায়া” ইত্যেনে তত্শ্যাপি বাদাসাৎ । যন্তু
“বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম” ইত্যেনেনোক্তং, তৎ খলু মায়েতরং জ্ঞানাত্মকং স্বপ্র-
কাশং বস্তু ইত্যেকৈ; ভগবদভিন্না যা পরা শক্তিঃ “হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ”
(বি০পু০ ১।১২।৬৯) ইত্যেবং ত্রিবৃৎ পঠ্যতে, তদ্বৃতমেব তৎ, ইতাপরে; ইত্যত্র

* “তত্তদ্বর্ণমুপাশ্ৰেণং তৎসাক্ষপ্যমুপাগতাঃ” ইত্যত্র “তত্তদ্বর্ণং বিভাষা ঋং তত্ত্বজ্ঞা
তমুপাগতাঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিশেষাদগীয়মানাপি প্রিয়কশ্মৈব গায়তী ।

শত্রুস্তেন পদেনাত্ৰ তিঙন্তা লক্ষিতা ক্রিয়া ॥

(২৩৯) তত্রেশ্বরং দদর্শাসী কথন্তু তং দৃগাসবম্ ।

সান্দ্রানন্দৈর্দৃশাং স্তূৰ্ণমাদকত্বাৎ স আসবঃ ॥ ১০৭ ॥

(২৪০) পীতাংশুকপদেনাস্ত ধ্বন্যতে শ্যামবর্ণতা ॥ *

(২৪১) অধ্যর্হীয়াশব্দেন মহাযোগাখ্যপীঠকম্ ।

শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তম্ অত্রৈবাগ্রে প্রবক্ষ্যতে ॥

(২৪২) চতশ্চে হ্লাদিনী-কীর্ত্তি-করুণা-তুষ্টিয়ঃ স্মৃতাঃ ।

শব্দয়ঃ ষোড়শাত্ৰৈব পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতাঃ ॥

(২৪৩) বিদ্যায়াঃ পঞ্চ পর্ব্বাণি সাংখ্যাদীন্যত্র পঞ্চ চ ॥

তানি পঞ্চরাগ্রে—

(২৪৪) “সাংখ্য-যোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো তক্তিষ্ঠ কেশবে ।

পঞ্চপর্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ ॥” ইতি ।

(২৪৫) ইত্যেতাভির্বৃতং পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ সদা ।

ভগৈরৈশ্বর্য্য-ধর্ম্মাদৈঃ সৈরসাধারণোদয়েঃ

ইতরত্র বিরিক্ষ্যাদাবধ্রুবৈরস্থিরৈঃ কৃশৈঃ ॥

স্ব এব ধর্ম্মি বৈকুণ্ঠে রতিং বিদধতং সদা ।

কিংবা স্বরূপভূতত্বাৎ শ্রিয়স্তত্বাঃ স্বধামতা ॥

তথাচ ভার্গবতঃ—

(২৪৬) “শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন নিভেদঃ কথঞ্চন ।

‘অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিশর্দৈরপি লিভাষ্যতে ॥’ ১০৮ ॥ ইতি ।

বহুতরম্ ॥ তত্ত্ববর্ণং—শ্রামাদিরূপম্ ॥ ঋতুনামধিপঃ—রাজা বসন্তঃ ॥ সান্দ্রানন্দৈ-

রিত্তি—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌরভ্য-লাবণ্যলক্ষণৈরিত্যর্থঃ । সং—হরিরেব, আসবঃ—

মধুস্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

* “পদেনাস্ত ধ্বন্যতে” ইত্যত্র “পদেনাত্ৰ ধ্বনিতা” ইতি পাঠান্তরম্ ।

কিঞ্চ পানোত্তরখণ্ডে (পৃ. পু., উৎখং ১৫৫।৫৭—৬৪) —

(২৪৬) “প্রধান-পরমব্যোম্মোরন্তরে বিরজা নদী।

কোদণ্ডশ্বেদজনিততোয়েঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥

(২৪৮) তস্মৈঃ পারৈঃ পরব্যোম্মি ত্রিপাদুতং সনাতনম্ ।

অমৃতং শাস্ততং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদম্ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যম্ অক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্ ।

• অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চসমব্যয়ম্ ॥

• সর্ববেদময়ং শুভ্রং সবলপ্রলয়বর্জিতম্ ।

• অসংখ্যম্ অজরং সত্যং জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিবর্জিতম্ ॥

• হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহবয়ম্ ।

• সমানাবিক্যারহিতম্ আদ্যন্তুরহিতং শুভম্ ॥

• তেজসাতাদুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্ ।

• এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিক্রোঃ পরমং পদম্ ॥

(২৪৯) ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পানিকঃ ।

শব্দগহ্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং ভবেঃ ॥

(২৫০) তদ্বিক্রোঃ পরমং ধাম শাস্ততং নিত্যমচ্যুতম্ ।

ন তি বর্ণয়িতুং শৃকাং ক্লান্তকোটিশতৈরপি ॥”

• পীতাংকোতি স্ম্যমেতি - পীতাস্বরশ্চ শ্রেষ্ঠাধায়িত্বাদিত্যর্থঃ ॥ স্ব এবমেতি ।

রতিম্—অতিক্রম্য । কিংবেতি—এতৎপক্ষে রতিং সম্ভোগম্ । নমু শ্রীহরিধামেতি

কথং, ধামশব্দস্তাং বিগ্রহবাচিহ্নাৎ, “ধাম দেহে গৃহে রাশ্মৌ” ইতি মেদিনী, নহি

শ্রীহরের্বিগ্রহ ইতি চেৎ, তত্রাহ, শব্দীতি । স্লাদিনী শক্তিঃ খলু শ্রীঃ, তদভিন্ন-

ত্বাৎ তদ্বিগ্রহরূপেব সেতি কিমনুপপন্নম্ । বিশেষবলান্ন ভেদকার্য্যং ভবিষ্যত্যেব,

‘সত্ত্বা সতী’ ইত্যম্ভিবৎ ; যদ্যপ্যভিন্না শক্তিস্তথাপি স্বেচ্ছাদিশৈক্যচ্যুতে, বিশেষ-

সামর্থ্যম্ ॥ ১০৮ ॥

পরিপোষায় মহাবৈকুণ্ঠলোকং পান্নবাতৈক্যবর্ণয়তি, প্রধানেনিতি ॥ শাস্তকং—

নবায়মানম্ ॥ শুভ্রং—নিশ্চলম্ । অসংখ্যম্—অপরিমিতম্ ॥ হিরণ্ময়ং—চিদম্বনম্ ॥

তত্রৈবাগ্রে (প্লং পুং, উৎ খং ২৫৬৯—২১) —

(২৫১) “শ্রীশাজি-ভক্তিসেবৈক-রসভোগবিবক্ষিতাঃ ।

মহাত্মানো মহাভূগা ভগবৎপাদসেবকাঃ ।

তদ্বিস্ফোঃ পরমং ধাম যাস্তি প্রেমসুখপ্রদম্ ॥

নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্বারঃ পদম্ ।

প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্বৃন্দম্ ॥

(২৫২) তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধোতি^১ প্রকীর্তিতা ।

মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যপ্রাকারৈস্তোরণৈর্বৃত্তা ।

চতুর্দারসমায়ুক্তা রত্নগোপুরসংবৃত্তা ॥ ১০৯ ॥

(২৫৩) চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদৈঃ স্তবক্ষিতা ।

চণ্ড-প্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যামৌ ভদ্র-ভূভদ্রকৌ ।

বারুণ্যাং জয়-বিজয়ৌ সৌম্যো ধাতৃ-বিধাতরৌ ॥

(২৫৪) কুমুদঃ কুমুদাঙ্গশ্চ পুণ্ডরীকোহর্থ বামনঃ ।

শঙ্কুকর্ণঃ স্রবধেনত্রঃ স্তম্ভাঃ স্তপ্রতিষ্ঠিতঃ ।

এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে ।

(২৫৫) কোটিবৈশ্বানরপ্রথ্য-গৃহপঙ্ক্তিভিরাবৃত্তা ।

আরুচর্যোবনৈনিত্যাদিব্যানারঃ নরৈর্বৃত্তা ॥

(২৫৬) অন্তঃপুরন্ত দেবস্ত মধ্যে পুর্য্যা মনোহরম্ ।

মণিপ্রাকারসংযুক্তং বরতোরণশোভিতম্ ॥

তদ্রূপমনাধিকারিণ আহ, শ্রীশাজি^২প্রীতি ॥ অ-বোধোতি — নগরী যোদ্ধু মা-ব-
রীভূমশক্বেদিত্যর্থঃ । তোরণৈঃ - বন্দনমালাভিঃ * । গোপুরৈঃ — পুরদ্বারৈঃ,
সংবৃত্তা—বিশিষ্টা, “পুরদ্বারান্ত গোপুরম্” ইত্যমরঃ ॥ ১০৯ ॥

যত্র পুর্য্যাং কুমুদাদয়োঃ^৩ চৌ দিক্‌খালাঃ সন্তীত্যাহ, কুমুদ ইত্যাদি ॥

* বন্দনমালান্তিরিতি—বহির্দ্বারোপরি স্থিতা শুভদা মালা বন্দনমালাচ্যতে । যথা—
“তোরণোক্তে তু মাগ্ধ্যং ধাম বন্দনমালিকা ।” ইতি হেমচন্দ্রঃ ।

- বিমানৈর্গৃহমুখ্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্বহুভির্ভূতম্ ।
 দিব্যোপ্সরোগণৈঃ স্ত্রীভিঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥
- (২৫৭) মধ্যো তু মণ্ডপং দিব্যং রাজস্থানং হৃদ্যংসবম্ ।
 • মাণিক্যস্তম্ভসাহস্রজুষ্ঠং রত্নময়ং শুভম্ ।
 নিত্যমুক্তৈঃ সমাকীর্ণং সামগ্যানোপশোভিতম্ ॥
- (২৫৮) মধ্যো সিংহাসনং রম্যং সর্বববেদময়ং শুভম্ ।
 • শস্যাদিদৈবতৈর্নিতৈর্নিত্যং বেদময়াভ্যুতৈঃ ।
 • শস্য-জ্ঞান-মহেশ্বর্য-বৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ॥ ১১০ ॥
- উৎসব (পং পুং, উং পং ২৫৬:২৩:-৫৪)—
- (২৫৯) “বসন্তীমধ্যমে তত্র বহিঃসূর্য্য-সুধাংশবঃ ।
 • কৃষ্ণাশ্চ নৃাপরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ ॥
 চন্দ্রাংসি সর্ববমস্তাশ্চ পীঠকপদ্ব্যমাস্তিতাঃ ।
 সবৃক্ষাক্ষরময়ং দিব্যং যোগশীঠমিতি স্মৃতম্ ॥
- (২৬০) তন্মধ্যেহৃদয়লং পদ্মমুদয়াক্ষরমপ্রভম্ ।
 • তন্মধ্যে কর্ণিকায়াম্ভু সারিত্র্যাং শুভদর্শনে ! ।
 সৈশ্বর্য্যসহ দেবেশস্ত্রাসীনঃ পরঃ পুমান্ ॥
- (২৬১) ইন্দীবরদলশ্যামঃ সূর্য্যকোটীসমপ্রভঃ ।
 যুবা কুমারঃ স্নিগ্ধাঙ্গঃ কোমলাবুয়বৈযুতঃ ॥
- (২৬২) কুল্লরক্তাসুজনিভ-কোমলাঙ্গি-করাজবান্ ।
 প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষঃ সূজলতযুগাক্ষিতঃ ॥
- (২৬৩) সুনাসঃ সূকপোলাঢ্যঃ সুশোভমুখপঙ্কজঃ ।
 মুক্তাফলাভদন্তাঢ্যঃ সূস্মিতাধীরবিদ্রুমঃ ॥

নিত্যমুক্তৈঃ—নিত্যানিবৃত্ততমোভিঃ ॥ পীঠপাদা বিগ্রহা যেষাং তৈঃ, পীঠপাদতয়া
 স্থিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

বসন্তীতি । ত্রয়ীশ্বরঃ—বেদময়ঃ, বৈনতেয়ঃ—গকুড ॥ তন্মধ্যে ইতি—গায়ত্রী-
 কপায়াং পদ্মকর্ণিকায়ামিগ্র্যার্থঃ ॥ হে শুভদর্শনে!—গৌরি ॥ কুমারঃ—কীড়াপরঃ ॥

(২৬৪) পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাসস্থিতাননপঙ্কজঃ ।

তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ ॥

(২৬৫) স্নিগ্ধ-নীল-কুটিলকুন্তলৈরুপশোভিতঃ ।

মন্দার-পারিজাতাঢ্য-কবরীকৃত-কেশবান্ ॥

(২৬৬) প্রাতরুদাৎসহস্রাংশুনিভকৌন্তভশোভিতঃ ।

হার-স্বর্ণস্রগাসক্ত-কম্মুগ্রীবাবিরাজিতঃ ॥ ১১১ ॥

(২৬৭) সিংহস্কন্ধনিভৈঃ প্রোচ্চৈঃ পীনৈরংগৈর্বিরাজিতঃ ।

পীনবস্তায়তভূজৈশ্চতুর্ভিরুপশোভিতঃ ।

অঙ্গুলীয়েশ্চ কটকৈঃ কেয়বৈরুপশোভিতঃ ॥

(২৬৮) বালাককোটিসঙ্কশৈঃ কোন্তভাদৌঃ সূভূষণৈঃ ।

বিরাজিতমহাবক্ষা বনমালাবিভূষিতঃ ॥

(২৬৯) বিধাতুর্জননস্থান-নাভিপঙ্কজশোভিতঃ ।

বালাতপনিভশ্লক্ষ-পীতবস্ত্রসময়িতঃ ॥

(২৭০) নানারত্নবিষ্টিত্রাজি কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ ।

সজ্যোৎস্রচ্ছন্দপ্রতিম-নখপঙ্ক্তিভিরাবৃতঃ ॥

(২৭১) কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ সৌন্দর্যানিধিরচ্যুতঃ ।

দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গো বনমালাবিভূষিতঃ ॥

শঙ্খ-চক্রগৃহীতাভ্যামুদাহভ্যাং বিরাজিতঃ ।

বরদাভয়হস্তাভ্যাম্ ইতরাভ্যাং তিথৈব চ ॥

মন্দারাদিভিঃ আঢ্যঃ কবরীকৃতঃ কেশাঃ সন্ত্যস্তেতি তথা মন্দারাদিপুষ্পৈঃ
কৃতকেশবিত্তাসবিশেষঃ কবরী ॥ হারাঃ—মুক্তাস্রজঃ, স্বর্ণস্রজশ্চ, তাভিরাসক্তা
যা কম্মুগ্রীবা, তন্না বিরাজিতঃ ; “রেখাত্রয়াঞ্চিহা গ্রীবা কম্মুগ্রীবেতি কথ্যতে ।”
ইতি হলায়ুধঃ ॥ ১১১ ॥

সিংহেতি । অংসৈঃ—স্কন্ধৈঃ ॥ কটকৈঃ—চতুর্ভিঃ “কঙ্কণৈরিতার্থঃ ॥ বিধাতু-
র্জননখ্যেনেতি—এতস্মাৎ গর্ভোদকশয়স্থ অদ্বৈতাদিত্যর্থঃ । বালাতপেতি—বাল-
সূর্য্যোপমেত্যাঃ ॥ উদাহভ্যাম্—উর্দ্ধবাহভ্যাম্ । ইতরাভ্যাম্—অধোবাহভ্যাম্ ॥

- (২৭২) বামাক্ষসংস্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীর্গহেশ্বরী ।
 হিরণ্যবর্ণা হরিণী স্ববর্ণ-রজতস্রজা ॥
- (২৭৩) সর্ষপলক্ষণসম্পন্নো যৌবনারস্তবিগ্রহাঃ ।
 রত্নকুণ্ডলসংযুক্তা নীলাকুঞ্চিতশীর্ষজা ॥
- (২৭৪) দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পোপশোভিতা ।
 ঘনদারশকুন্তকী-জাতীপুষ্পাঙ্কিতসুকুণ্ডলা ॥
- (২৭৫) সূক্তঃ সুনাসা স্ত্রোত্রাঙ্গী পীনোন্নতপয়োধরা ।
 পরিপূর্ণেন্দুসক্ষাশস্যিতাননপঙ্কজা ॥
- (২৭৬) তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতা ।
 তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ॥
- (২৭৭) হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা কনকাস্মৃজভূষিতা ।
 নানারত্নবিচিত্রাঢ্যকনকাস্মৃজমালয়া ।
 হার-কেয়ুর-কটকৈরঙ্গুরীশৈশ্চ ভূষিতা ॥
- (২৭৮) ভুজযুগ্মস্থতোদগ্ধ-পদ্মযুগ্মবিরাজিতা ।
 গৃহীত-মাতুলুঙ্গাখ্যজাম্বুনন্দকরাঙ্কিতা ॥ ১১২ ॥
- (২৭৯) এক-মিত্যানপায়িত্বা মহালক্ষ্ম্যা মহেশ্বরঃ ।
 মোদতে পরমরোয়াম্মি শাস্ত্রে সর্ববদা প্রভুঃ ॥
- (২৮০) পার্শ্বায়োরবনৌলীলে সমাসীনে শুভাননে ।
 অষ্টদিক্শু দলাগ্রেষু শ্রিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥
- (২৮১) শ্রিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ ।
 প্রহ্লাদী সত্য তথেশানা মহিষাঃ পরমাত্মনঃ ॥

হরিণী—মনোহরা, স্বর্ণপ্রতিমোপমত্বাৎ ; “হরিণী হরিতায়াঞ্চ নারীভির্দ্রুত-
 ভেদয়োঃ । স্ববর্ণপ্রতিমায়াঞ্চ” ইতি “মেদিনী ॥ গৃহীতং মাতুলুঙ্গাখ্যং জাম্বুনন্দং
 যেন তাদৃশেন করেণাঙ্কিতা, স্বর্ণময়বীজপূরফলশোভিতকরা ইতি লীলয়া তদ-
 গ্রহণং ; “ফলপূরো বীজপূরো কচকো মাতুলুঙ্গকে ।” ইত্যমরঃ ॥ ১১২ ॥

এবমিতি—বর্ণিতরূপেষুতথঃ । পার্শ্বায়োরিতি । অবনা-লীলে—ভূদেবী-লীলা-

গৃহীত্ব চামরান্ দিব্যান্ সুধাকরসমপ্রভান্ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্না মোদন্তে পতিমচ্যুতম্ ॥

(২৮২) দিব্যাস্পরোগণাঃ পঞ্চশতসংখ্যাশ্চ যোষিতাঃ ।

অন্তঃপুরনিবাসিনীঃ সর্বভারগভূষিতাঃ ॥

পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্বাঃ কোটীবৈশ্বানরপ্রভাঃ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ শীতাংশুসদৃশাননাঃ ॥

(২৮৩) তাভিঃ পরিবৃত্তো রাজা শুশ্রুত্বৈ পরমঃ পুমান্ ।

অনন্তবিহগাধীশসেনাচ্যাদ্যৈঃ স্বরেশ্বরৈঃ ।

অন্যৈঃ পরিজনৈর্নিত্যৈশ্চৈবৈবৈ পরিসংবৃতঃ ।

মোদতে রময়া সাক্ষিঃ ভোগৈশ্চৈবৈবৈঃ পরঃ পুমান্ ॥ ১১৩ ॥ ইতি ।

অত্র কারিকাঃ ।--

(২৮৪) অর্থতঃ শব্দতশ্চাত্র যৎ পুনঃপুনরুচ্যতে ।

তৎ অসম্ভাব্যবস্তুত্বাৎ প্রতীতিং হেতুবাদিনাম্ ॥

(২৮৫) শ্রীশনিষ্কর্মপাণাং বেদানাং তত্র যুর্ভতা ।

ততস্তদঙ্গতো জাতাঃ স্বেদাঃ পরমপাবনাঃ ॥

(২৮৬) ত্রিপাদবিভূতেধামত্বাৎ ত্রিপাদুতং তু তৎ পদম্ ।

বিভূতির্মায়িকী সর্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥

(২৮৭) অমৃতং স্বর্গমধুরং শাস্ততন্তু মুহূর্ববম্ ।

শুদ্ধসত্ত্বস্ত তৎ প্রোক্তং সত্ত্বম্ অপ্রাকৃতস্ত যৎ ।

নিত্যাঙ্করাদিশব্দৈস্তু যদ্ভাবপরিবর্জনম্ ॥ ১১৪ ॥

দেবোলঙ্ঘ্যঃ সখ্যো, পার্শ্বযোর্বর্তেতৈ; লঙ্ঘীস্ত লামাঙ্গে ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ মোদন্তে--

মোদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ অনন্তঃ--শেষঃ, বিহগাধীশঃ--গুরুড়ঃ, সেনানীঃ--বিষক্-
সেনঃ ॥ ১১৩ ॥

পদমপদার্থান্ কারিক্যভিঃ সঙ্কলয়তি, অর্থত ইত্যাদিভিঃ । শব্দার্থযোঃ
পুনঃপুনরুক্তিরস্তি; না তু, হেতুবাদিনাং--তর্কপরাণাং, প্রতীত্যর্থত্বাৎ ন দোষঃ,

কিঞ্চানুথাপিতানামপি কারিকাঃ ।-

(২৮৮) আদ্যমাধবরণং দিক্ষু পূর্বাদিষু কিলাক্ষিত্ত্ব ।

বৃহৎহলক্ষ্ম্যাাদিসহিতৈর্বাস্তদেবাদিভিন্নমতম্ ॥

(২৮৯) পুর্বেয়া লক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যা রতেঃ কান্তেরনুক্রমাৎ ।

বিদিক্ষু পরমব্যোম আশ্বেয়াদিষু কীৰ্ত্তিতাঃ ॥

(২৯০) কেশবাঈন্দ্রিরিহ চতুर्वিংশত্যা তু দ্বিতীয়কম্ ।

অষ্টাশ্চ কিল কাষ্ঠশ্চ তেষাং জেয়ং ত্রয়ং ত্রয়ম্ ॥

(২৯১) দশভিন্নমতম্-কুশ্মাঈন্দ্রদশদিক্ষু তৃতীয়কম্ ॥

(২৯২) সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিল্বকসেন-গজাননৈঃ ।

শঙ্খ-পদ্মনিধিত্যাক তুর্ধ্যামষ্টাশ্চ দ্বিদ্ধিদম্ ॥

(২৯৩) ঋত্বেদাদিচতুর্কৈশ্চ সাবিত্র্যা গরুড়েন চ ।

তথা ধর্ম-মখাত্ম্যাক পঞ্চমং পূর্ববন্মতম্ ॥

(২৯৪) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-খড়্গ-শাস্ত্র-হলৈস্তুত্বা ।

মুঘলেন চ ষষ্ঠং স্মাদিন্দ্রাদৈর্দ্যঃ সপ্তমং তথা ॥ ১১৫ ॥

দ্রুহোহর্থঃ খলু অসকৃৎপদিশো হৃদয়মারোহতীতি ॥ ত্রিপাদবিভূতেরিতি—এক-
পাদ্মায়িকী বিভূতিস্তত্র নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহাবৈকুণ্ঠশ্চ বিস্তরেণ ঋণনমস্তি, তৎ সংক্ষেপেণ দশয়তি।
আদ্যমিত্যাदिभिः । পূর্বাদিষু দিক্ষু বাস্তুদেবাদয়শ্চ দ্বারো বাহুঃ, আশ্বেয়াদিষু
বিদিক্ষু তু লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-কান্তয়ন্তং প্রেয়স্তে, নিবসন্তীতি প্রথমাধবরণ-
শ্রাবরকাঃ ॥ কেশবাঈন্দ্রিরিতি—একৈকগ্ৰাং দিশি ত্রয়স্তুযো নিবসন্তীতি পাদ্মোত্তর-
খণ্ডাদেব বোধ্যং, বিস্তরভয়ান্নাত্র লিখিতম্ ॥ তৃতীয়শ্রাবরণস্যাবরকার্ণাহ, দশভি-
বিত্তি। অত্র ব্রাহ্মদিশি কৃষ্ণো যদ্যপ্যাবরণত্বেনোক্তস্তথাপি তদ্বিশন্তদুর্দ্ধ্বাৎ
তদ্বর্জিনস্তস্য পারম্যং বেদিতব্যং, গ্রন্থস্য তল্লোকপরত্বেন তৎপক্ষপাতিত্বেহপি
বস্তুস্থিতেরত্যাগাৎ ॥ চতুর্থশ্রাবরণস্যাহ, সত্যাচ্যুতেতি । দুর্গা-গজাননারূপ নৈব
প্রাকৃতদেহো, “ন যত্র মায়া” ইত্যুক্তো, কিন্তু চিহ্নগ্রহো তৎপার্শ্বদাবিত্তি জেয়ম্ ॥

(২৯৫) “সাধ্যা মরুদর্গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ ।

নিত্যাঃ সর্বৈঃ পরে ধান্নি যে চাত্রে ত্রিদিবৌকসঃ ।

তে বৈ প্রাকৃতনাকেহস্মিন্মনিত্যান্ত্রিদিবৈশ্বর্যঃ ॥” ১৬ ॥

(২৯৬) বাসুদেবাদিমূর্তীণাং সপ্ততেস্ত চতুষ্রুজঃ ।

লোকাস্ত তাবৎসংখ্যাকাঃ পরে ধান্নি চকাসতি ॥ ১৭ ॥

(২৯৭) ত্রিষু পুংসোহবতারেষু রুদ্রাং পদ্মভবাং তথা ।

ভৃগাদিকৃতনির্দারাদ্বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ ॥

কিং পুনঃ পুরুষস্তত্র বাসুদেবোহত্র কিস্তরাম্ ।

তত্রাপি কিস্তমাং সোহয়ং মহাবৈকুণ্ঠনায়কঃ ॥

পঞ্চমসাহ, ঋগ্বেদাদীতি । অত্রৈতে মূর্তী জ্ঞেয়াঃ, “যত্র মূর্তিধরাঃ নানাঃ” ইত্যুক্তেঃ । মথশব্দেন ক্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা মূর্তিব জ্ঞেয়া ॥ ষষ্ঠসাহ, শব্দেতি । ইন্দ্রাদৈরষ্টভিস্ত সপ্তমং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

নহু ইন্দ্রাদয়ো দেবতাস্ প্রপঞ্চলোকান্তভূতঃ খাতঃ, কথম্ অপ্রপঞ্চলোকান্ত-
তয়োচ্যস্তে ? তত্রাহ, সাধ্যা ইত্যাদি সাক্ষিকং প্রামোত্তরধণ্ডায়মেব (পং পুঃ উঃ খঃ
২৫৬৬ঃ—৬৫), প্রাপঞ্চিকদেবতা প্রসাদ্যাস্তান্ত্রিবাশিত্ব ইতি বেদ্যম্ ॥ ১৬ ॥

মহাবৈকুণ্ঠাবরণদেবতানাং, চতুঃসপ্ততিসংখ্যানাং বাসুদেবাদীনাম্ স্থানানি
তত্তদিক্সু দিব্যানি সস্তীত্যাহ, বাসুদেবাদীতি । লোকাঃ—ভুবনানি, “লোকস্ত
ভুবনে জনে” ইত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

নহু মহাবৈকুণ্ঠনাথস্ত বিশেষ্যিদং পারম্যান্নিপণং ব্রহ্মাজাভ্যকৃতমেব, “একা
মূর্তিস্তয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়কাসাঃ ।” ইত্যাদিস্মৃতিভিত্তিক্ৰমশির্ব্যোশ্চ তন্নাভাং ?
ইতি ত্রিদেবৈক্যবাদিভিরাক্ষিপ্তে প্রাহ, ত্রিষিতি । শ্লংসঃ—গভোদকশয়স্য,
ত্রিষু—ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেষু, অবতারেষু মৈথ্য, রুদ্রাঃ পদ্মভবাচ্চ সকাশাং বিষ্ণুরেব
মহত্তমঃ, ন রুদ্রঃ, ন চ পদ্মভবঃ । কৃতঃ ? ইত্যাহ, ভৃগাদীতি । কথা তু শ্রীদশমে
ত্রিদেবীপরীক্ষায়াং (ভাঃ ১০।৮৯) দ্রষ্টব্য । এবঞ্চৎ তেষাং ত্রয়াণামবতারী পুরুষো
গভোদকশয়ঃ কারণোদকশয়শ্চ মহত্তম ইতি কিং বাচ্যং, ততো বাসুদেবস্তথেনি
কিস্তমাং, ততো মহাবৈকুণ্ঠনায়কো ব্যাহী পরাখ্যস্তথেনি কিস্তমাং বাচ্যমিত্যর্থঃ ।

(২৯৮) সদাশিবাখ্যো যঃ শব্দুঃ সচৈশ্বৰ্য্যাবৃতির্মতা ॥ ১১৮ ॥

(২৯৯) অতো ক্ৰবেহনয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং দ্বয়োৰ্ন হি ।

দীপোখদীপতুল্যত্বাৎ শ্রাদ্ধবীলাস-বীলাসিনোঃ ॥ ১১৯ ॥

(৩০০) মৈবং বাদীর্মহাবাদিন্ ! অধুনা ত্বমপেশলঃ ।

গহনৈশ্বৰ্য্যবিজ্ঞান-রসাস্বাদনয়োৰসি ॥

(৩০১) সৰ্ববেদান্ততঃ সারং বেদকল্পতরোঃ ফলম্ ।

শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং সৰ্ব্বতো বরম্ ॥ ১২০ ॥

তথা চ সৰ্বেষামংশা স্বয়ংকপোহয়মিতি নিকৰ্ণঃ ॥ নহু মহাশৈবেঃ স্বনির্ণয়ে
সদাশিবো মূলং তৎ পঠ্যতে, উদাহ্রিয়তে চ লিঙ্গপুরাণবাক্যং “সদাশিবঃ
কারণবারণং পরঃ তত্শাস্ত্রং সৰ্বে প্রভবন্তি দেবঃ ।” ইত্যাদি, তথা সতি কণমশ্র
স্বয়ংকপত্বং ? তত্রাহ, সদেতি । তস্য তল্লোকৈশ্বৰ্য্যাদিগাবরণদেবতাত্মেন কীর্তনং
ততোহশ্র শৈষ্ট্যমসন্দেহমিত্যর্থঃ । ইদমত্র বোধ্যং—ব্রহ্মসংহিতাক্তঃ সদাশিবঃ
কৃষ্ণবীলাসো নারায়ণঃ, লিঙ্গোক্তস্ত তদাবরণস্ততঃস্বাংশ ইতি ॥ ১১৮ ॥

এবং মহাবৈকুণ্ঠনাথং সাঙ্গং নিকৃপ্য ততপাসকো বিবক্ষিতং ক্ষুটয়তি, অত
ইতি । কৃষ্ণস্ত, স্বয়ংভগবত্রে প্রমাণলাভাৎ নারায়ণশ্রানাদিসিদ্ধমহৈশ্বৰ্য্যাবিশিষ্ট-
স্বরূপতয়াং প্রমাণপ্রচারাচ্চানयोঃ কৃষ্ণনারায়ণয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং মৎশ্রাদি-
নারায়ণয়োৰিব নাস্ত্যেব, কিন্তু পূৰ্ব্বোক্তবরোদীপয়োৰিব সালক্ষণ্যমস্তুতি
পূৰ্ব্বদীপ ইব নারায়ণঃ স্বয়ং, কৃষ্ণস্ত উদীপোখদীপ ইব ততুল্যস্তবীলাস
ইতি ॥ ১১৯ ॥

পরিহরতি, মৈবমিতি । হে মহাবাদিন্ !— অবা ক্রাথকবহুবাক্যলাপিত্যর্থঃ,
এবং, মা বাদীঃ—ন ক্রাথীত্যাৰ্থঃ । যন্তমধুনা কৃষ্ণস্ত গহনৈশ্বৰ্য্যবিজ্ঞান রসাস্বাদনয়োঃ,
অপেশলঃ—অনিপুণঃ, “পেশলো রুচিবে দক্ষে” ইতি মেদিনী ॥ নহু হং কেন
প্রমাণেন কৃষ্ণস্ত স্বয়ংরূপস্ত তদ্বয়ং প্রতিপাদয়মীতি চেৎ ? তত্রাহ, সৰ্বেতি—
“সৰ্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে । তদঙ্গমুততৃপ্তস্ত নাত্তত্র শ্রাদ্ধবৃতিঃ
কচিৎ ॥” (ভা ১২।১।৩১৫) ইতি শ্রীভাগবতাৎ ; যেন শ্রীভাগবতায়ণশ্রাদ্ধবৃত্তিপো
নিবৃত্ত ইতি বর্ণ্যতে ॥ ১২০ ॥

তথাহি শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩৮২)—

(৩০২)

“স্বয়ংসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্মাপ্তসমস্তকামঃ ।

বলিং হরন্তিচরলোকপালৈঃ

কিরীটকোটিভিতপাদপীঠঃ ॥” ইতি ।

অত্র কারিকাঃ ।—

(৩০৩) বিদ্যেতে নান্যসাম্যাতিশয়ো যত্রেতি বিগ্রহে ।

সর্বৈভ্যস্তংস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ ।

আধিক্যং পরমব্যোমনাথাদপ্যশ্চ দর্শিতম্ ॥

(৩০৪) স্বয়ং-পদেন চাস্ত্যান্তনৈরপেক্ষ্যমুদীরিতম্ ॥ ১২১ ॥

এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে নিরপেক্ষবস্বকপশ্চতিবাবোন, শ্রীকর্তৃককৃষ্ণপুংস্বা, সর্বাতিশায়িকৃষ্ণনামমহিমরূপলিঙ্গেন চ শ্রীনাথাদপি কৃষ্ণকপত্যাধিক্যং বক্তব্যং প্রবর্ততে । “অত্র শতিকপং শ্রীভাগবতীযুগ্মবাক্যমাহ । উদ্ধবো হি জ্ঞানিবর্গাঃ, “নোদ্ধবোহুপি, ‘মন্যুনো যদুগুণৈর্নৈর্দিতঃ প্রভুঃ । অতো মদ্যুগুণৈর্লোকং গ্রাহয়িহ তিষ্ঠতু ॥” (ভাঃ ৩৪৩) ইতি ভগবদ্বাক্যং । ততস্ততাক্যস্ত প্রমাপকত্বমসন্দেহম্ । তদেবং তদ্বাক্যার্থঃ—তুরবধারণে, কৃষ্ণঃ স্বয়মেব, ‘স্বয়ং-দাসান্তপশ্বিনঃ’ ইতিবৎ অজ্ঞানপেক্ষস্বকপৈশ্বর্য ইত্যর্থঃ । অতঃ, অসাম্যাতিশয়ঃ—পরমব্যোমাধীশপার্থাস্ততংস্বরূপৈঃ সাম্যং তৌল্যং, তেবামতিশয়শ্চ কৃষ্ণ-স্বরূপাদধিক্যং, তদ্ব্যভাষং বত্র নেতব্যং । ত্রয়াণাং—গোকুলাদীনাম্ ধাত্রাং পরমব্যোমোদ্ধবভিনাম, অধীশঃ—স্বামী । স্বারাজ্যকপং, লক্ষ্ম্যা—অতিসম্পদা, আশ্রিতাঃ সমস্তাঃ, কামাঃ—দিব্যবসগন্ধাদয়ো ভোগ্যাঃ, যম্, ইতি স্বাত্মনাপেক্ষমহৈশ্বর্য ইত্যর্থঃ ; স্বারাজ্যঃ—পূর্ণগুণেন স্বকপেণ স্বায়ত্ত্বতয়া শক্ত্য বা পরাখ্যা রাজনম্ । বলিং হরন্তি—আজ্ঞাবহঃ, চিরলোকপালৈঃ—এতজ্জগদাধিকারিবিবিধাদ্যপেক্ষয়া চিরকালবর্ত্তিভিরধিকৈশ্বর্যৈঃ বিবিধাটোদাঃ কর্তৃভিঃ, স্বকিরীটকোটিভিঃ করণৈঃ ঈড়িতপাদপীঠ ইতি স্বয়ংকপং নির্ণীতম্ ॥ কারিকাভিঃ পদার্থং বিদ্যুগন্ধি, বিদ্যেতে ইত্যাদিনা । অজ্ঞান্যোতি—মুক্তপ্রগ্নহস্তায়াং অজ্ঞানদেন পরমব্যোমনাথপার্থাস্তং ধাবনং, “গোলোকনাগ্নি নিজধায়ি তলে চ তস্মৈ দেবীমহেশ-

(৩০৫) রামোহপ্যধিক-সাম্যাভ্যাং যুক্তধামেত্যবাদি যৎ ।

তত্র স্বয়ং-পদাভাবাৎ কৃষ্ণে নৈকোনি তস্ত তৎ ।

নরলীলাদিসাম্যার্থ্যাৎ প্রেষ্ঠং রূপং তদস্তং যৎ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

(৩০৬) “অন্তরঙ্গস্বরূপা মে মৎস্য-কূর্মা দয়ন্তুমী ।

সর্ববাস্তবায়মত্রাপি শ্রীমদশরথাত্মজঃ ॥” ১২২ ॥ ইতি ।

(৩০৭) ‘স্বয়ন্তুসাম্যাতিশয়ঃ’ ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ ।

ইত্যস্ত পরমৈশ্বর্যবিশেষস্তানুবর্ণনে ।

পদস্ত স্বয়মিত্যস্ত দ্বিকৃতির্বোধ্যত্যাশৌ ।

কৃষ্ণস্তান্স্বরূপৈক্যং আধিক্যং নেতি সর্বথা ॥ ১২৩ ॥

হরিধামস্ত তেষু তেষু । তে চ প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষঃ
ত্মহং ভজামি ॥” (ব্রং সংঃ ৫৪৩) ইতি ব্রহ্মবাক্যচ্চ ॥ ১২১ ॥

ননু নবমে “অধিকসাম্যবিমুক্তধামঃ” (ভাং ৯১১২৩) ইতি রামস্ত বিশেষণাৎ
তস্ত স্বয়ংরূপত্বং সাদৃশ্যং চেৎ ? তত্রাহ, রামোহপীতি । তস্ত স্বয়ংরূপত্বং ন
বাচ্যং, তত্র—ঐভাগবতবাক্যে নবমস্তে, স্বয়ংপদাভাবাদিত্যর্থঃ । তর্হি “অধিক-
সাম্যবিমুক্ত” ইতি কথং ক্ষতিমদিতি চেৎ ? তত্রাহ, রামোহপীতি । কৃষ্ণে নৈকোনি
তদভিধানাদ্ভাবব্যাপ্তিঃ । যত্নু শ্রীরামায়ণেহপি “আদিকর্তৃ-স্বয়ংপ্রভুঃ” (বাং রাং,
সু কাং ১১১৭) ইতি বামং স্মৃতি ব্রহ্মবাক্যং, তদপি তেনৈক্যাদিতি গৃহাণ ।
রামস্ত কৃষ্ণকো কো হেতুরিতি চেৎ ? তমাং, নবলীলেতি । আদিশব্দাৎ
আকারৈক্যং স্বতাবৈক্যঞ্চ শ্রোহম্ ॥ কৃষ্ণকো প্রমাণম্, অন্তরঙ্গেনিতি । সর্বাস্থ-
নেতি—লীলাদিসাম্যেনাপীত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

স্বয়ংপদাভ্যাসান্নিহাদপি কৃষ্ণস্ত স্বয়ংরূপত্বে ঐভাগবতস্য তাৎপর্যমিত্যাহ,
স্বয়ন্তুসাম্যেত্যাদি । পদাভ্যাসাৎ একং তাৎপর্যলিঙ্গম্, “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসো-
হপূর্ব্বতা ফলম্ । অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যানির্গমে ॥” (বৃহৎসংহিতাত্যায়াম্)
ইতি স্বরণাৎ । প্রথমে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ইতি, তৃতীয়ে “স্বয়ন্তু” (ভাং ৩১২১)
ইতি, নবমে “অষ্টমস্ত তয়োরাধীং স্বয়মেব হরিঃ ষিণ ।” (ভাং ৯১২৪৫) ইতি

(৩০৮) ত্র্যধীশ ইতি গোলোক-মথুরা-দ্বারকাভিধম্ ।

যৎ পদত্রিতয়ং তস্য মোহধিপত্নাদধীশ্বরঃ ॥

প্রকৃতীশ-বিরাড়স্ত্র্যামি-ক্ষীরাক্ষিশায়িনাম্ ।

ত্রয়াণামুপরীশোইয়ং ত্র্যধীশ ইতি বা স্মৃতঃ ॥

(৩০৯) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা তত্রাপি প্রাপ্তসর্বসমীহিতঃ ॥

স্বেনাত্মনা স্বয়া বাত্মভূতয়া শক্তিবর্ষয়া ।

রাজতীতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যমুচ্যতে ॥

তদেব লক্ষ্মীঃ সর্বভূতিশায়িনী সম্পদেতয়া ।

অংগাঃ সমস্তাঃ কামা যং কামাঃ প্রেষ্ঠার্থসিদ্ধয়ঃ ॥

(৩১০) চিরেতি তু চিরায়ুক্ষা লোকপাঃ পদ্মজাদয়ঃ ।

তেষাং কিরীট-কোটীভিমু'কুটানাং শতাব্বুদৈঃ ।

ঈড়িতে সংস্তুতে পাদপীঠে যস্যেতি বিগ্রহঃ ॥

(৩১১) হীরাদিরত্নযুকুটেঃ পাদপীঠাভিঘটনাং ।

জনিতেন স্বনৌঘেন বাঢ়মুৎপ্রেক্ষিতা স্তুতিঃ ॥

(৩১২) স্বস্বকর্ণগ্যবস্থিত্যা তৈস্তৈব্রহ্মাদিলোকপৈঃ ।

আজ্ঞাপালনমেবাস্য বলেইরণমুচ্যতে ॥ ১২৪ ॥

(৩১৩) অথাত্র প্রক্রিয়া খ্যাভা পৌরাণ্যেযা বিলিখ্যতে ॥

(৩১৪) ব্রহ্মাণানামনন্তানাং প্রায়ো নানাবিধাত্মনাম্ ।

বৃন্দানি ভগবচ্ছক্তৌ বিচিত্রাণি চকাসতি ॥

স্বয়ংপদং তত্রাভ্যস্ততে, তস্যাং তস্মৈব তত্বমিত্যর্থঃ । এবং দ্বিরুক্তিরিত্যত্র
দ্বিরুক্তিরিতি বোধ্যম্ । সা ত্রিরুক্তিঃ, অতেন—মহাট্টবকুঠনায়কেন, সাধনৈশ্চাক্যাৎ*
কৃষ্ণস্ত, আধিক্যং—স্বয়ংরূপত্বলক্ষণং, সর্বথা নেতি বোধয়তি, কিন্তুত্বানপেক্ষ-
তাৎপৰ্য্যম্বেব বোধনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

স্বয়া বৈতি—পরাখ্যাস্বকপৈ'ল্লভ্যেত্যর্থঃ ॥ পাদপীঠে—পাদুকে ॥ ১২৪ ॥

* "সাধনৈশ্চাক্যাৎ" ইত্যত্র "সাধনৈশ্চাক্যাৎ" ত্রিটি পাঠান্তরম্ ।

- (৩১৫) শতকোটিপ্রমাণানি যোজনানাস্তু কানিচিৎ ।
অজাণানি বিরাজন্তে শক্তিবৈচিত্র্যতো হরেঃ ॥
- (৩১৬) কানিচিচ্চ নিথর্কেণ তেষাং পদ্মাযুতেন চ ।
তৎপরাদ্বৈতেনাপি বিস্তৃতানি তু কানিচিৎ ॥
- (৩১৭) মধ্যে তেষামজাণেষু কেবুচিৎবিংশতিঃ কৃতা ।
ভুবনানাম্ পঞ্চাশৎ কুত্রচিৎ সপ্ততিস্থতা ।
শতং সহস্রমযুতং লক্ষং কচন রাজতি ॥
- (৩১৮) ব্রহ্মাদ্যা লোকপান্তেষু নানারূপাশ্চকাসতি ।
পরমর্দ্ধিসহশ্রেণ সের্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥
কচিদ্ভূদয়ন্তেষু মহাকল্পশতায়ুষঃ ।
মহাকল্পপরাদ্বৈতযুর্ভাজো ব্রহ্মাদয়স্তথা ॥
- (৩১৯) তে তে ব্রহ্মস্বরেশাদ্যাঃ কথিতাশ্চিরলোকপাঃ ।
স্ততাজ্জি পীঠঃ কৃষ্ণোহয়ং তেষাং মুকুটকৃতাটিভিঃ ॥ ১২৫ ॥
- (৩২০) একদা দ্বারকাপূর্যাং সুধর্মায়াং মুরাস্তকে ।
বিরাজতি তমাগত্য দ্বারাদ্যক্ষো ন্যবেদয়ৎ ।
দিদৃক্ষুর্দেব ! পাদাজং ব্রহ্মা দ্বারেহবতিষ্ঠতে ॥

ব্রহ্মাণানামনন্তানামিতি । অত্র বৈষ্ণববাক্যম “অণুনাস্ত সহস্রাণাং সহস্রা-
ণাযুতানি চ । ঈদৃশানাং ত্রয়া তত্র কোটিকোটিশতানি চ ॥” (ষিঃ পুঃ ২।৭।২৭)
ইতি ; শ্রীভাগবতে চ “দ্যুপতয় এব তে ন যম্মরন্তমনন্ততয়া স্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া
ননু সাবরণাঃ ।” (ভাঃ ১০।৮।৪১) ইতি “স্বজতোহণানি কোটিশাঃ” (ভাঃ
১১।১৬।৩৯) ইতি চ । এবঞ্চৈকব্রহ্মাণ্ডবাদিনো মায়ািমো নিরন্তাঃ ॥ মধ্যে তেষা-
মিতি—এতস্মিন্ চতুর্শ্চব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশৈশ্চ ভুবনানি, তেষু তু কচিৎ বিংশতি-
ভুবনানি, কচিৎ ততোহপ্যধিকানি, কুত্রচিৎ ততোহপ্যধিকানীতি ॥ ১২৫ ॥

ন চৈষা প্রক্রিয়া “এষ বক্ষ্যাম্যন্তো ভাতি” (অবতারকৌস্তভে) ইতিবৎ বাচ্য-
হীনা, অপি তু ‘উদয়তি ভানুঃ’ ইত্যাদিবৎ সর্বাচ্যোতি ভাবেনাহ, একদেত্যাদিনা ॥

(৩২১) আগতঃ কতমো ব্রহ্মা দ্বারীতি পরিপৃচ্ছ তম্ ।

ইত্যচ্যুতগিরং শৃণু এতৎ দ্বারাধিপঃ পুনঃ ।

পৃষ্ঠ্য ব্রহ্মাগমাগত্য কৃষ্ণাগ্রে চ তমব্রবীৎ ।

আগতঃ সনকাদীনাং জনকশচতুরাননঃ ॥

(৩২২) আনয়েতি হরের্বীচা তেন ব্রহ্মা প্রবেশিতঃ ।

প্রণমন্ দণ্ডবৎ পৃষ্ঠঃ কৃষ্ণেন কিমিহাগতঃ ।

ত্বমিতি প্রাহ তং ব্রহ্মা দেবাগমনকারণম্ ।

বক্ষ্যে পশ্চাদ্বেদাখাদ্য ব্রহ্মা কতম ইত্যদঃ ।

জ্ঞাতুমিচ্ছামি তন্নাথ ! ব্রহ্মা নান্যোহস্মি মদ্যতঃ ॥

(৩২৩) অথ শ্রিত্বা মুকুন্দেন দ্বাপবত্যাং হ্রতং তদা ।

স্মৃতা ব্রহ্মাণ্ডকোটিভ্যো লোকপালাঃ সমাগতাঃ ॥

অষ্টবক্ত্রাশ্চতুষষ্টিবক্ত্রাঃ শতমুখাস্তথা ।

সহস্রবক্ত্রা লক্ষাস্যাঃ কোটিবক্ত্রা বিরিক্ষয়ঃ ॥

রুদ্রাশ্চ বিংশতিমুখাস্তথা পঞ্চাশদাননাঃ ।

শতবক্ত্রাঃ সহস্রাস্যা লক্ষবাহু-শিরোভূতঃ ॥

পুৰন্দরাশ্চ লক্ষাশ্চ নিযুতাক্ষাস্তথাপরে ।

অপরে লোকপালাশ্চ বিবিধাকৃতিভূষণাঃ ॥

কৃষ্ণস্য পুরতঃ প্রাপ্তাঃ পাদিপীঠমবানমন্ ।

তান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বয়ান্ তস্মিন্ উন্মাদ চতুশ্মুখঃ ॥

কিঞ্চ—

(৩২৪) বিষ্ণুধর্মোত্তরে প্রোক্তং সর্বৈ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাঃ ।

দেশতো জীবতশ্চাপি তুল্যরূপা ভবন্ত্যমী ॥

কিঞ্চেতি—এতস্তি নার্থা প্রক্ৰিয়্যরভ্যতে ইত্যর্থঃ, “কিঞ্চরন্তেহপি সাকল্যে” ইতি
শ্রীধরঃ । দেশত ইতি । তুল্যদেশাস্তল্যায়ুষ্কবিরিক্ষাদিজীবাঃ সর্বৈহপি ত্যর্থঃ ॥

তথাহি—

(৩২৫) “একরূপান্তথৈবাণ্ডাঃ সৰ্ব্ব এব নবৈশ্বৰ ! ।

তুল্যদৈশ্বৰিভাগাশ্চ তুল্যজন্তব এব চ ॥” ইতি ।

(৩২৬) “বিরোধেহত্র সমুৎপন্নে সমাধানং বিধীয়তে ॥

যতঃ শ্রীকোশ্মে—

(৩২৭) “নিবেশেণ বাক্যয়োৰ্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিস্যতে ।

যুগ্মানিরুদ্ধতা চ স্মৃতাং তৎপার্থঃ কল্পাতে তয়োঃ ॥” ১২৬ ॥ ইতি ।

(৩২৮) যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে হরিঃ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে—

(৩২৯) “অনন্তানি তবোক্তানি বাণ্ডাণি ময়া পুরা ।

সৰ্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ ।

প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্তিতা ॥” ইতি ।

(৩৩০) অতঃ সংহৃত্য সৰ্ব্বাণি পুন্নরগাণ্ডাসৌ সৃজন্ ।

বিষমাণি সৃজেজ্জাতু কদাচিচ্চ সমাণ্ডাণি ॥

(৩৩১) ইত্যৌপোদ্যাতিকং প্রোচ্য প্রকৃতং পরিলিখ্যতে ॥

বিরোধো বাক্যয়োৰ্যত্রৈতি—যথা উদিতানুদিতহোমাত্তিধায়িনোৰ্বাক্যয়োঃ প্রতিদ্বা-
বিশেষাৎ নাপ্রামাণ্যং, তথা সমবিষমব্রজাণ্ডাভিধায়িনোৰ্বাক্যয়োঃ সৰ্ব্বজমুনি-
ভাষিতদ্বাবিশেষাৎ ন তদিত্যর্থঃ । ১, যদিপি বাঁকাদ্বয়ান্নতদ্বয়মভিমতং, তথাপি
চিরাযুক্তসমংগং কেচিৎ ন, সূহন্তে, প্রাকৃতে প্রলয়ে কাৰ্য্যমাত্রস্ত নাসাভিধানেন
তদংশস্তাসম্ভবতাং । তস্মাদীশ্বরমহিমাতিশয়বোধেনমাত্রোপক্ষীণঃ সঃ ॥ ১২৬ ॥

• সমাধন্তে, যুগপদিত্যাदिना ॥ অত্র প্রামাণ্যম্, অনন্তানীতি । প্রকৃতৌ—স্বভাবে,
“স্বভাবে প্রকৃতিঃ শীলম্” ইতি ধনঞ্জয়ঃ, আত্মারামতায়ম্মিত্যর্থঃ । তস্ত—জগৎ-
পতেরীশ্বরস্ত ॥ অত ইতি—সমবিষমজগদগুণস্বরণাৎ, যুগপৎ সৰ্ব্বপ্রলয়স্বরণা-
চ্ছেত্যর্থঃ ॥ ইত্যৌপোদ্যাতিকমিতি—প্রকৃতে কৃষ্ণস্ত স্বয়ংভগবত্তানিরূপণরূপে-
হর্থে পোষকত্বাৎ বিবিধজগদগুণতদধিকারিবর্ণনমুপোদ্যাতঃ, স্বার্থে ঠক্ বিন্দ্যাदि-
ত্বাৎ, “চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধার্থামুপোদ্যাতং বিহুৰ্ধাঃ” ১ জগদীশকৃতাম্মিতৌ)

কিঞ্চ তত্রৈব (ভা০ অ২১২)—

(৩৩২)

“যন্মর্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগ-

মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপ্ননং স্বস্ত চ সৌভগদেঃ

পরং পদং ভূষণভূষণাজ্জম্ ॥” ১২৭ ॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(৩৩৩) যদ্বিস্মং মর্ত্যলীলানাং ভবেদৌপয়িকং পরম্ :

পূর্বপদ্যস্থিতং বিস্মং যৎ-পদেনানুকূষ্যতে ॥

(৩৩৪) বিবিধাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-বীৰ্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাং ।

স্বস্ত দেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্যলীলা মনোহরাঃ ॥

(৩৩৫) ধ্বজতে বিস্মশব্দেন সদৃগুণাবলিশালিনাম্ ।

সকলস্বস্বরূপাণাং মূলত্বং তস্মৈ সর্ব্বথা ॥

ইতি বচনাৎ ॥ কিঞ্চৈতি । তত্রৈব—তৃতীয়ে ॥ যদিতি । “আদ্যাস্তরধাদ্যস্ত
স্ববিস্মং লোকলোচনম্ ॥” (ভা০ অ২১১) ইতি পূর্ব্বোক্তে, যৎ—বিস্মং,
কৃষ্ণেন, গৃহীতং—লোকেহস্মিন্ প্রকটিতম্ । কীদর্শেন তেন ? ইত্যাহ, স্বযোগ-
মায়া—প্রাখ্যা স্বশক্তিঃ, তস্মা বলং, দর্শয়তা—বোধযতেত্যর্থঃ । বিস্মং কীদৃক্ ?
ইত্যাহ, মর্ত্যেষু বা নীলাস্তাসাম্, ঔপায়িকম্—উপায়ভূতং, নরাকৃতিত্বাৎ পরমো-
পযোগীত্যর্থঃ ; বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থিকষ্টক্, উপায়স্ত ইত্যর্থঃ ; তাদৃগাকৃতিমন্তরা
মনুষ্যেব তা মনোজলীলা ন স্থারিত্যর্থঃ ; মনুষ্যরীতিচ্ছিন্নাঃ পারমৈশ্বর্য্যগর্ভা লীলাঃ
খন্ডধরস্থচিত্রমুকুরবৎ অতিচারহভাজঃ, অতর্কভাঃ কেবলনরলীলাস্ত পারদা-
লিপ্তাধরমুকুরবৎ নানন্দপ্রদশিকাঃ, ইতি নরাকৃতেস্তদ্বিস্মত্বং তৎপরমোপযোগিত্বমিতি
ভাবঃ । পুনঃ কীদৃক্ ? ইত্যাহ, সর্ব্বজ্ঞত্বাপি স্বস্ত পবমাশ্চর্য্যকরং, সৌভগ-
সম্পদো মুখ্যং স্থানং, ভূষণশোভাধায়ক্যবয়বঞ্চৈতি ॥ ১২৭ ॥

পদ্যং কারিকাভিব্যাচষ্টে, যদ্বিস্মমিত্যাदिभिः ॥ विविधेति । स्वस्त—कृष्णस्त,
मर्त्यलीलाः, देवादिलीलाः—नारायणादिक्रीडाभ्यां हि, मनोहराः—कमनीयाः ।
कृतः ? इत्याह, विविधान्मन् आश्चर्याद्भूतानां, माधुर्य्यैश्वर्याणां—मनुष्यरीति-
पहितानाम् ऐश्वर्याणां, उक्तदृष्टान्तरীत्या तांश्चैव संभवादित्यर्थः ॥ ध्वजते

- (৩৩৬) অতস্তদেব নিঃশেষগুণরূপাস্পাদিত্বতঃ ।
 বিচিত্রনরলীলানামতিযোগ্যমুদীৰ্য্যতে ॥
- (৩৩৭) স্বযোগমায়া চিহ্নক্ৰিৰ্বলং তস্যাঃ সমর্থতা ।
 • এতদদর্শিতা সাক্ষাৎকুর্বতা ঐকটীকৃতম্ ॥
 অহো মদীয়চিহ্নক্রেঃ প্রভাবং পশ্যতাদ্বুতম্ ।
 • দিব্যাতিদিব্যালোকেষু যদাক্ষোহপি ন সম্ভবেৎ ॥
 তজ্জগন্মোহনং রূপং যয়াবিস্কৃতমীদৃশম্ ॥
 • স্বযোগমায়েতাদ্যস্ত ভাবোহস্মিতি গম্যতে ॥
- (৩৩৮) স্বম্যাত্মনোহপি পরমব্যোমেশাদ্যাত্মদর্শিনঃ ।
 • বিশ্বাপনং নবোদ্যমচমৎকৃতিকরং পরম্ ॥
- (৩৩৯) সৌভাগ্যক্ৰিমহাশচর্য্য-সৌন্দর্য্যপরমাবধিঃ ।
 তম্যাঃ পরং পদং নিত্যাৎকর্ষসম্পদব্রাস্পদম্ ॥
- (৩৪০) যৎ ত্বুকোস্তভ-মীনেন্দ্রকুণ্ডলাদ্যং হি হৃষণম্ ।
 • তস্যাপি ভূষণান্ত্রাস্ত্রাস্যেতি সতি বিগ্রাহে ।
 • তস্য শ্রীবিগ্রহস্যেদম্ অসমোদ্ধমীরিতম্ ॥
- (৩৪১) সচ্চিদানন্দসান্দ্ৰত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষকঃ ।
 ঔপচারিক এবাত্র ভেদোহয়ং দেহ-দেহিনোঃ ॥
 তথাচ শ্রীকোশে—
- (৩৪২) “দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরেবিদ্যাতে কচিৎ ॥” ১২৮ ॥ ইতি ।

ইতি । সৰ্বলানাং স্ব-স্বকপাণাং—মহাবৈকুণ্ঠনাথপর্য্যস্তানামিত্যর্থঃ ॥ স্বযোগেতি ।
 গহীতমিত্যস্ত ঐকটীকৃতমিত্যর্থঃ, স্বরূপস্ত, গ্রহণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ, “অনাদেয়-
 মহেশ্বর্য্য” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইত্যাদি বক্ষ্যতে ॥ অসমোদ্ধমীরিতমিতি—শ্রীভাগ-
 বতে •তৎস্বকপাণাং তাদৃশত্বেনাভিধানাদিত্যর্থঃ ॥ যদবিশং স্বস্ত চ বিশ্বাপন-
 মিত্যুক্তেদেহদেহিনোর্ভেদঃ, স চ সিদ্ধান্তবিদ ইতি চৈ৩১৩ত্৩৩হ, সচ্চিদিতি—ওক-

(৩৪৬) অতোহত্র নৈব তাৎপর্যং নাযোৎকর্ষানুবর্ণনে ।

সখ্যভাবাৎ তদা রামে নশ্ৰ্শণৈবেদমীরিতম্ ॥

(৩৪৭) ভূজান্তরন্ত বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গনাঃ ।

• যৎস্পৃহা বক্ষসে যস্মৈ শ্রীরপ্যাচরতি স্পৃহাম্ ॥

(৩৪৮) তৎস্পৃহৈব পরং তস্যা নতু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা ॥

(৩৪৯) সদা বক্ষঃস্থলস্থ্যপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা ।

• কৃষ্ণোরংস্পৃহয়াষ্ট্রৈব রূপং বিরণুতেহধিকম্ ॥

• (৩৫০) পৌরাণিকমুখ্যখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে ॥

(৩৫১) শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণমৌন্দর্য্যং তত্র লুপ্তা ততস্তপঃ ।

• কুর্কষতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিস্তে তপসি কারণম্ ॥

বিজিহ্মর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাত্রবীৎ ।

তদহ্লভমিতি শ্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ ॥

• স্বর্ণরেখেব তে নাথ ! বস্ত্রমিচ্ছামি বৃক্ষসি ।

• এবমস্থিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥

• যৎপ্রাক্তং শ্রীদশমে নাগপত্নীভিঃ (ভাঃ ১০।১৮।৩৬)—

(৩৫২) “যদ্বাঙ্গয়া শ্রীর্জলনাচরৎ তপো ।

• বিহায় কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা ॥” ইতি ।

• “সতৃষ্ণাঃ” ইতি নানার্থবর্গাৎ, অতিসতৃষ্ণচিত্তেনেতার্থঃ । নিজোৎকর্ষেতি—স্ব-

মুখেন স্বস্তুভেঃ কন্তুমুক্তদ্বাং রামাপদেশেন তদ্বিধাংমিতি ভাবঃ, অত্থা শ্রিয়ো

• রামোরংস্পৃহোক্তিরয়ংভেতি বোধ্যম্ ॥ নদেবং চেৎ সরহস্ত্রায় রামে সূচনং কথং ?

তত্রাহ, সখ্যভাবাদিতি ॥ যৎস্পৃহেতি—স্পৃহানীত্রোক্তেঃ প্রাপ্তিনীভূদিতি ব্যাখ্যতে ॥

বক্তব্যমাহ, সদা বক্ষঃস্থলস্থেতি । অস্যা—কৃষ্ণাঃ এব, রূপং স্বনাথাদপ্যধিকম্,

ইন্দিরা—লক্ষ্মীঃ, বিরণুতে—প্রদর্শয়তীত্যর্থঃ ॥ পৌরাণিকমিতি—পাদ্মীয়ং বোধ্যম্ ॥

তপঃ কুর্কষতীমিতি—তত্ৰাস্তপঃস্থলস্ত্রীবনমিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ শ্রীভাগবতেহপ্যতদ-

বৃত্তমস্তীতি দশযতি, যদ্বাঙ্গরেতি । যস্য—তব অণ্ডে, রজসং বাঙ্গয়া, কামান্—বৈদ্যুত-

(৩৫৩) নাম্নোহপি মহিমৈতশ্চ সৰ্ব্বতোহধিক ঈৰ্য্যতে ॥ ১৩০ ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে --

(৩৫৪) “সহস্রনান্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
‘ একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণশ্চ নানৈকং তৎ প্রযচ্ছডি ॥ ”

স্কান্দে চ--

(৩৫৫) “মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥” ১৩১ ॥ ইতি ।

(৩৫৬) অতঃ স্বয়ংপদাদিভ্যো ভগবান্ কৃষ্ণ এবাহি ।

স্বয়ংরূপ ইতি ব্যক্তং শ্রীমদ্ভাগবতাদিশু ॥

যথোক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (ব্রং সং ৫১) --

(৩৫৭) “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিশ্বহঃ ।

অনাদিরাহিঃগোবিন্দঃ সৰ্ব্বকারণকারণম্ ॥” ১৩২ ॥ ইতি ।

গতান্ দিব্যরসগন্ধাদীন্, বিহার—তাক্তেতি । ন চ লক্ষ্যা রতেরদৈক্যপুরুষনিষ্ঠত্বেন
স্থায়িবৈরূপ্যাং রসাত্মকত্বেনৈতি বাচ্যং, শ্রীশঙ্করায়োরদ্বৈতেন অনেকপুরুষত্বাভাবাৎ,
“সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশঙ্করস্বরূপয়োঃ । রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেবা বস-
স্থিতিঃ ॥” (ভং রং সিং, পূঃ ২৩১) ইতি ॥ ১৩০ ॥

নামাতিমহিমা লিঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীশাদাধিকমোহ, সহস্রেতি । বৈশম্পায়নো-
ক্তানাং সহস্রনান্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা যৎ ফলং, তৎ, কৃষ্ণশ্চ একং নাম—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-
গতাষ্টোত্তরশতনামস্তং কৃষ্ণাবতাবসম্বন্ধ্যকমেব নাম, একাবৃত্ত্যা প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ।
তেষু সৰ্ব-স্বাবির্ভাবত্ববিশিষ্টশ্চ নামানুভূতানি, ইহ ৬ কৃষ্ণত্বেন বিশিষ্টত্বেন বিশেষঃ ;
তদগতাং এতদগতং ‘তদেব’ নাম বহুকলং, ভগবদ্বাক্যান্তরাং ভগবদঙ্গীতাবদিত
বোধ্যম্ ॥ স্কান্দে চেতি ॥ মধুরমধুরমেতদ্বিতী—সৰ্ব্বাতিশায়িমাহাঅ্যপৰ্য্যাবসায়িত্বং
দোষাহতং । ভৃগুবর !—হে শৌনক ! ॥ ১৩১ ॥

নিগময়তি, অত ইতি, স্বয়ংপদাদিভ্যঃ—ত্রিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

যথাচ (ব্রং সংঃ ৫৩৯)—

(৩৫৮) “রামাদিমুক্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্তু

- নানাবতারমকরোদ্ভবনেষু কিস্তু ।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ইতি ।

(৩৫৯) তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠনাথোহপ্যস্তু বিলাসকঃ ॥ ১৩৩ ॥

(৩৬০) অতো মিলিত্বা ক্রীতিভিঃ স্ব-সারো যঃ স্তবঃ কৃতঃ ।

তত্ত্বাৎপর্যাকৃতী কৃষ্ণমেব দেবর্ষিরানমৎ ॥

(৩৬১) “নমস্তু্যৈ স্য ভগবতে কৃষ্ণায়” [ভাঃ ১ঃ ৮৭ঃ ৪৬] ইত্যাদি ॥ ১৩৪ ॥

(৩৬২) নবেষ দ্বাপরস্যাশ্চে প্রাক্তুভূতো যদূদ্বহঃ ।

স বৈকুণ্ঠেশ্বরোহনাদিস্তদ্বিলাসঃ কথং ভবেৎ ॥

(৩৬৩) মৈবমস্যাশিশূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা ।

স্বচ্ছন্দতো যুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ ॥ ১৩৫ ॥

উক্তঃ পুষ্কতি, যথাচ রামাদীতি । ন চ রামাদীনামপি কৃষ্ণাদভেদাৎ তদাদি-
দ্বৈহপি কদাচিৎ সৰ্বাঃ শক্তয়ো ব্যক্তাঃ স্থ্যিরিতি বাচ্যং, তেষু, কলানাং—
শক্তানাং, নিয়মেন ব্যক্তেঃ । ইদং প্রাগেব নির্ণীতম্ ॥ তস্মাদিতি—উক্তাৎ হেতু-
প্রচারাৎ, অস্ত—কৃষ্ণস্ত, পরব্যোমনাথোহপি বিলাস এব, নতু তস্য বিলাসঃ
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥

পুনঃ পুষ্কতি, অতো মিলিত্বাতি । অত্রথা সৰ্বশক্তিসারং স্তবং শ্রবতবতা নার-
দেন শ্রীশ এব প্রণম্যোত, নতু কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ কৃষ্ণস্ত স্বয়ংরূপত্বং শ্রুতি-
ত্বাৎপর্যাদপি লক্ষ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

এবং নির্জিতোহপি শ্রীশপশ্চম্যবাদী স কোপঃ প্রতিবধতে, নবেষ ইতি ।
প্রাক্তুভূত ইতি—শাস্তোদিত ইত্যর্থঃ । অনাদিঃ—নিত্যোদিতঃ, কুটস্থ ইতি যাবৎ ॥
পরিহরতি, মৈবমিতি । অনাদ্যয়া গোপালোপনিষদা পরাক্ষাদৌ কৃষ্ণকর্তৃকস্ত
ব্রহ্মকৃষ্ণকস্তোপদেশশাভিপানাৎ, প্রহ্লাদস্য প্রিয়ভ্রাতৃস্ত চাতিপ্রাচীনস্ত কৃষ্ণো-
পাসকভ্রাতৃগণাচ্চ, আদিশৃষ্ঠায়া পৃথকোটিবহিতস্য, কৃষ্ণস্ত জন্মলীলাপাদি-

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভা. ৩৩।১৫) —

(৩৬৪) “স্বশাস্তরূপেণিতরৈঃ স্বরূপৈ-

রভ্যদ্যমানেষনুকম্পিতাত্মা ।

পরাবরেশৌ মহদংশযুক্তো

হজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগিঃ ॥” ১৩৬ ॥ ইতি ।

অত্র কারিকাঃ —

(৩৬৫) স্বে ভক্তাঃ স্বে চ তে শাস্তরূপাশ্চেত্যত্র বিগ্রহঃ ।

শান্তিস্তম্ভিততা বুদ্ধেঃ শান্তাস্তম্ভিতবুদ্ধয়ঃ ॥

(৩৬৬) তেষু শূরস্বতাদ্যৈষু নন্দাদিষু চ সাধুषু ।

ইতরৈস্তদ্বিরুদ্ধৈস্ত কংসাদ্যৈরস্ববাদিভিঃ ।

স্বরূপৈঃ স্তম্ভরূপৈরিত্যরূপত্বং বিরূপত্বা ।

ঘোরাতিবিকটাকারৈরিত্যর্থঃ স্ফুটমীরিতঃ ॥

শূরৈব, স্বেচ্ছয়ৈব, স্বেবিভাব্যতে; দ্বাপরাসমানে ইতি সাধিত্ববচনং রভসা-
দেবেত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণজানাদিহে প্রমাণমাহ, স্বেতি । স্বেষু শাস্তরূপেষু — ভক্তৈষু বসুদেবাদিষু,
ইতরৈঃ — তদ্বিরুদ্ধৈঃ স্তম্ভরূপৈঃ — বিরুদ্ধৈঃ স্বরূপাকারৈঃ কংসাদিভিঃ, অভ্যাদ্য-
মানেষু সংস্র, অনুকম্পিতাত্মা — দয়াব্রজদয়ঃ, ভগবান্ — যৈঃ স্বেচ্ছয়ৈঃ পূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ,
অজোহপি — অপূৰ্ণদেহে হ্রিয়োগরহিত এব, সন্, অবগেরগ্নিরিব স্বপ্নিষ্ঠ্যৎ,
জাতঃ — প্রাপ্তবান্ভিঃ । কীদৃশঃ ? পরেশান্ — অজ্ঞানতানাম, অবরেশাং — প্রাকৃত-
নাঞ্চ, লোকানাদিভিঃ, মহতঃ — বৈকুণ্ঠাদিভিঃ — তদংশপুরুষ-তদংশলীলাব-
তারাগাং পরমব্যোমলিলয়ানাং তদ্বিলয়ে স্থিতানাংমেব, অষ্টশৈঃ — রূপান্তরৈঃ, যুক্তঃ
সম্মিতার্থঃ । দিগ্জিয়ার গচ্ছন্তঃ সাক্ষভৌমং যথা ঈশ্বরাদিপাং, তথা জগতাবতীতীর্নং
কৃষ্ণং স্বয়ংপ্রভুং তে তদ্বিলাসাদয়ঃ স্বস্বাংশৈরহুগচ্ছয়ুরিতি ভাবঃ । যথারণো
বহ্নিঃ পূৰ্ণসিদ্ধস্তথা পরমব্যোমোপরি কৃষ্ণোহপীতি প্রমাণগতাঃ সাধিত্ববচন
মস্বরূপৈবোদগীর্ণমিতি ভাবঃ ॥ ১৩৬ ॥

পদ্যং কাবিকান্তিব্যাখ্যাতি, স্বে ভক্তা ইত্যাদিভিঃ । শাস্তপদং বাচ্যে,

- (৩৬৭) অভ্যর্দ্দ্যমানেষ্ভিতঃ ক্রিয়মাণমহ্মার্তিষু ।
 অনুকম্পীয়ুতমনাঃ পরে মারান্বয়োজ্জ্বিতাঃ ।
 গৌলোকমুখ্যা অবরে মায়িকাজাগুমাণ্ডলাঃ ।
 পরেষামবরেষাঞ্চ তেষামীশোহধিনায়কঃ ॥
- (৩৬৮) স্যামহান্তোহতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ ।
 তে পরব্যোমনাগ্গচ্চ বাহ্যচ্চ বস্তুসংখ্যকাঃ ॥
- (৩৬৯) বাস্তুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে ।
 তেভ্যোহপ্যুৎকর্ষভাজোহনী ক্লৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ ॥
 ইত্যেতে পরমব্যোমনাগ্গচ্চৈঃ সহৈকতাম্ ।
 স্খলিতসৈরিহভ্যেত্য প্রাভূর্ভাবমুপাগতাঃ ॥
- (৩৭০) অংশান্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ ।
 তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ ।
 নারায়ণো নরমখোহয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ ॥
- (৩৭১) এভিযুক্তঃ সদা যোগম্ অবাপ্যামম্ অদস্থিতঃ ॥ ১৩৭ ॥
- (৩৭২) অহতা বিন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে ॥
- (৩৭৩) বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিক্ষয়ে ।
 মেশ্বরীগামজাণানাং কোটির্বিন্দাবনৈহদ্রুতা ।
 সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা ॥
- (৩৭৪) বাস্তুদেবাদিলীলাস্তু মথুরাচ্ছারকাদিষু ।
 তত্তদ্রূপৈর্জান্তস্ত বাল্যেহাভিচ্চ দর্শিতাঃ ॥

শান্তিরিতি—“নমো মগ্নিষ্ঠতা বৃদ্ধেঃ” (ভা০ ১১।১৯।৩৬) 'ইতি একাদশে ভগ্ন-
 বদ্যাক্যং ॥ পরাবরেশপদং ব্যাচষ্টে, পশ্বে মায়েতি ॥ মহদংশযুক্তপদং ব্যাচষ্টে,
 স্যামহান্তোহতীতি । বস্তুসংখ্যকা ইতি—ক্লৃষ্ণব্যূহানাং নারায়ণব্যূহানাঞ্চ অশতত্বা-
 দিতার্থঃ ॥ ইত্যেতে ইতি—ক্লৃষ্ণব্যূহানাং বিলাসা নারায়ণব্যূহা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

(৩৮৩) অতএব পুরাণাদৌ কেচিৎসংস্কারিতাম্ ।

মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাক্ষিশায়িতাম্ ।

সহস্রশীৰ্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্বেককুণ্ডনাথতাম্ ।

ক্রয়ঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্ব্তানুগামিনঃ ॥ ১৩৯ ॥

(৩৮৪) উপোদঘাতং সূমাপ্যাথ প্রকৃতং লিখ্যতে পুনঃ ॥

(৩৮৫) অজো জন্ম-বিহীনোহপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ ॥

(৩৮৬) নন্বেকস্য কিলাজতং জন্মিত্বঞ্চ বিরূধ্যতে ।

ইত্যশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্তৈশ্বৰ্য্যবৈভবঃ ॥

(৩৮৭) তত্র তত্র যথা বহিস্তৈজোরূপেণ সন্নপি ।

জায়তে মণি-কাষ্ঠাদেহেতুং কণ্ঠদ্বাপ্য সঃ ॥

অনাদিমৈব জন্মাদিলীলামেব তথাস্তুতাম্ ।

হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভূত্যাৎ কদাচন ॥ ১৪০ ॥

অত ইতি । কৃষ্ণস্বরূপে স্থিতিত্বদরূপাদিক্রমপৈশ্বলীলানামাবিকারাতঃ তন্মাত্র-
দৃষ্টয়ো মুনয়স্তং তদ্বাক্যানি চ ভগবান্ ব্যাসোহন্ববাদীদিতি সিদ্ধান্ত-
বিদাতঃ পদ্ধতিঃ ; যথা শল্যঃ কৃষ্ণদৈবিকঃ কর্ণস্ত ফাল্গুনাদিতি লোকোক্তেরনু-
বাদস্তেন কর্ণপৰ্বণি কৃতো দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৩৯ ॥

• অজো জন্মোতি—“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতেঃ, “অজোহপি
গ্নয়ান্নাত্মা” (গী. ৪।৬) ইত্যাদিশ্রুতিশ্চ ॥ নবজ এব চেদাবিভবতি, তদা গজেন্দ্র-
প্রবাদবিব আগতিমাত্রং বাচ্যং, পিতামাতৃদেহসংস্কঃ কথমুচ্যতে ? তত্রাহ,
নন্বেকশ্চেতি । পারিহরতি, ভগবানিতি । স্বরূপগুণবিভূতিশীলৈশ্চ বিকারলেশা-
ভাবাদজস্বঃ, ধাতুযোগং বিটেন প্রচ্যামিন্দোপিব তদেহে আবির্ভাবঃ * জন্মিত্বম্,
ইত্যচিন্ত্যশঙ্ক্যাতঃ, ইদং সৰ্বং ভবতীতি ন কাচিচ্ছঙ্কেত্যর্থঃ ॥ মণিকাষ্ঠাদেবিতি ।
মণেঃ—পাষাণবিশেষাৎ, যথা লোহাঘাতেন হেতুনা, যথা চ, কাষ্ঠস্ত—অরণেঃ,
মথনেন হেতুনা, পূৰ্বেং সত এব বহুব্যক্তিগুণেত্যর্থঃ ॥ অনাদিং—নিত্যাত্মিত্যর্থঃ ।

* “তদেহে আবির্ভাবঃ” ইত্যত্র “তদেহাবির্ভাবঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

(৩৮৮) স্বলীলাকীৰ্ত্তিস্তারাং লোকেষুজিহ্মকৃতা ।

অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকটো হেতুরুন্তমঃ ॥

(৩৮৯) তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড়্যমানেষু দানবৈঃ ।

প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি ॥

(৩৯০) ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদৈত্বিন্দ্রিশেষরৈঃ ।

অভ্যর্থনস্ত যৎ তস্য তদভবেদানুযজ্ঞিকম্ ॥ ১৪১ ॥

(৩৯১) চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্তা নিজপ্রিয়াঃ ।

তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥

(৩৯২) ঈকরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ ।

অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনাস্তরে ॥ ১৪২ ॥

(৩৯৩) কিশাস্ত্র পার্শ্বদাদীনামপুত্রা নিত্যমূর্তিতা ।

তস্মৈশ্বরেশিতুর্নিত্যমূর্তিহে কা বিচিত্রতা ॥

কদাচন—বৈবশ্যতমবস্তুরীয়াষ্টাবিংশতিচতুর্গুণীয়দ্বাপরাবসানে ইত্যর্থঃ । ইথং শাস্তো-
দিতবোক্তিদূর্যাপস্তা ॥ ১৪০ ॥

নমু কৃষ্ণস্ত জগতি প্রাচুর্ভাবে কো হেতুরিতি চেৎ ? তত্রাহ, স্বলীলেখিতি ।
লোকেষু—সাধকভক্তজনেষুত্যাৰ্থঃ । অয়মর্থঃ—ন খলু ভূভারাপহারন্তঃপ্রাচুর্ভাবস্ত
মুখ্যহেতুঃ, তস্ত তদাবিষ্টৈরপি জীবৈঃ সম্ভবাৎ, পরাশরেণ অনেদরাক্ষসা ঞ্জবেণ চ
নাশিতা ইতি স্মরণাৎ ; কিন্তু কেষাঞ্চিং সাধকানাং তৎস্বরূপগুণৈকনিরতানাং
তৎসাক্ষাৎকারমাকাক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং শ্রুতদেব-বহলাষপ্রভৃতীনাং
স্বসাক্ষাৎকৃত্যা আনন্দপ্রদানং, তথা পূৰ্ব্ণমাবির্ভাবিতেষু বহুদেবাদিষু প্রেষ্ঠেষু
তদ্বিদৌহিকংসাদিবিনাশেন অমুক্ ॥ চ, ইতি মুখ্যং হেতুদ্বয়ং ; ভূভারহরণস্ত,
আমুযজ্ঞিকং—গৌণমিতি ॥ ১৪১ ॥

জন্মাদিলীলা অনাদিকেতু্যক্তং, তৎ প্রতিপাদয়তি, চেদদ্যাপীতাদিভ্যাম্ । ন
হস্যসী শক্যা দর্শয়িতুম্, অতো নিত্যা সা ইতি পূৰ্ব্বঃ স্কটোভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥

আবির্ভাবকনিত্যহে আবির্ভাব্যলীলায়া নিত্যাত্মাদিতি তদ্বিত্যতাং কৈমু-
ত্যেন দর্শয়তি, কিস্তেতি । “একো বশী সৰ্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈডাঃ” (গোং তাং, পূঃ ২০)

(৩৯৪) তথাপি শুদ্ধবান্দিবনিষ্ঠান্যং হেতুবাদিনাম্ ।

তুষ্ণীস্তাবায় বচনং পুরাণাদেবিলিখ্যতে ॥

— তথাহি শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তুতো (ভা০ ১০।১৪২২.)—

(৩৯৫) . “ত্বয়েব নিত্যস্থখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবতাতি ॥”

শ্রীব্রহ্মস্তুতে চ— .

(৩৯৬) “অনাদেয়মহৈয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ।

আবির্ভাব-তিরোভাবাস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে ॥”

শ্রীব্রহ্মদৈবস্তুবে—

(৩৯৭) “নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ ।

নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্যস্থখানুভূঃ ॥” ১৪৩ ॥

পাণ্ডে শ্রীব্যাসাধ্বরীষদংবাদে

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীব্যাসবচনং (পংপু., পাংখ. ৭৩।১২—১৩)—

(৩৯৮) “ইমং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন ! ।

যন্তং সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদেযানি জগৎপতিম্ ।

বদন্তি বেদশিরলশ্চাক্ষুঃ নাথ ! মেহস্ত তৎ ॥”

ইতু্যপক্রম্য “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি
কামান্ ।” (গো. ভা. পূ. ২১) ইতি শ্রবণাৎ । যঃ—কৃষ্ণঃ, নিত্যশ্চেতন একঃ,

“নিত্যানাং চেতনানাং বহুনাং—গোপগোপীগবাবীতম্” (গো. ভা. পূ. ১০)

ইতি পূর্ব্বত্র পঠিতানাং পশ্বিকরাণাং, কামান্—বাঙ্কিতান্, বিদধাতি—প্রকাশয়-

ন্নস্তীতি তদর্থঃ ॥ দ্যপ্যেবং, ওথাপীতি—ক্ষুটার্থোদাহরণবাহুল্যেন তেষাং নিরাসঃ

সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ত্বয়েবেতি । সদিব—স্বতন্ত্রমিব, “সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে

ন চাপরে । অস্বাতন্ত্র্যাং তদন্তোষামসঙ্কং বিদ্ধি ভারত ! ॥” ইতি মহাভারতবচনাৎ ॥

চেদেবং, তর্হি “জগৃহে পৌরুষং রূপং” (ভা. ১।৩১), “হরিরপি ততাজ্জ আকৃতিং

ত্ৰ্যবীশঃ” (ভা. ৩।৪২৮) ইতি কথং ? তত্রাহ, অনাদেয়মিতি, নিত্যাবতার

ইতি চ ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং (পৃ. পু., পা. খ. ৭৩।১৭—১৯)—

(৩৯৯) “পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ ।”

“ততোহপশ্যমহং ভূপ ! বালং কালান্মুদপ্রভম্ ।”

গোপকন্যারূপং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ।

কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥”

তত্রৈবাগ্রে (পৃ. পু., পা. খ. ৭৩।২৩—২৫)—

(৪০০) “ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্ ।

যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্ ।

নিফলং নিক্টিয়ং শাস্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।

পূর্ণং পদ্মপলাশাকং নাতঃপরক্তরং মম ॥

(৪০১) ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কংরণকারণম্ ।

সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদয়নং শাস্তং শিবম্ ॥”

শ্রীবাসুদেবোপনিষদি (ব্রা. উ. ৩।৫)—

(৪০২) “মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিসর্জিতম্ ॥

স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥” ১১৪ ॥ ইতি

(৪০৩) নম্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো দৃশ্যো মায়িকরূপতঃ ॥

তথাহি মোক্ষধর্ম্মে

শ্রীভগবদ্বচনং যথা (ম. ভা., পা. ৩৪।১৪৩—৪৫)—

(৪০৪) “এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ।

ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্চেষ্ম দীর্ঘোহহং জগত্ভাং গুরুঃ ॥

সপার্বদস্ত কৃষ্ণস্ত নিত্যমুর্জিতাং ক্ষুটয়তি, স্বামীহমিত্যাদিনা । স্বয়ংরূপস্ত মম
পূর্ণতমম্ এতদ্বেশস্ত এতৎপরিকরস্ত এতন্নীলস্ত চেতি ভাবঃ ॥ মদ্রূপমিতি—
মদ্বূর্ত্তিরিত্যর্থঃ, দেহদ্বৈতভেদবিরহাদিতি ভাবঃ । এতেন সা দ্রুপাস্তা ॥ ১৪৪ ॥

সুগানিখাতন্যায়োনাশক্য সমাদধদাহ, নব্বিতি । জ্ঞানানন্দস্বাৎ স্বতোহুদৃশঃ
কৃষ্ণো মায়িকবিশুদ্ধস্ববিগ্রহযোগাৎ তু দৃশ্য ইত্যর্থঃ ॥ এতদর্থকং বাক্যমাহ, এতৎ
ত্বয়েতি—রূপিস্বাৎ অন্তবৎ ভগবান্ দৃশ্যতে ইতি ত্বয়া, ন বিজ্ঞেয়ম্ । চেদিচ্ছামি

(৪০৫) মায়া হেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং প্লশ্যসি নারদ ! ।

সর্বভূতগুণৈশ্চুক্তং নৈবং হং জ্ঞাতুমহসি ॥” ইতি ।

তথাচ পাঠে—

(৪০৬) “অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

অকর্তেতি চ যৌ বেদৈঃ স্মৃতিভিষ্ঠাভিধীয়তে ॥” ১৪৫ ॥ ইতি ।

অত্র সমাধানং যথা শ্রীবাসুদেবান্ম্যে—

(৪০৭) “অপ্রসিক্তেস্তুদগুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্তিতঃ ।

অপ্রাকৃতবাদ্রূপস্তাপ্যরূপোহসাবুদীয়তে ॥

সম্বন্ধেন প্রধানস্ত হরেনাস্ত্যেব কুর্ভূতা ।

অকর্তারমতঃ প্রাহঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ ॥” ১৪৬ ॥ ইতি ।

(৪০৮) অতশ্চ মোক্ষধর্ম্মীয়বচনং যোগ্যমেব তৎ ।

তথাহি—

(৪০৯) রূপীতি হেতোর্দৃশ্যত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ ।

তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মা স্ম বিচার্যতাম্ ॥

তর্হীদং স্বদৃষ্টং রূপং হিহা; নশেষগ্—অদৃশ্যঃ শ্যাম্, যৎ অহম্, জিশঃ—জিদৃগ্-
রূপগ্রহণ-হান্যোঃ সমর্থঃ ; মদন্তো হি তত্র সমর্থো ন ভবেৎ ॥ নমু চেৎ অরূপস্বং
বস্তুতন্তর্হীদং রূপং কথং বিভূষি ? তত্রাহ, মায়া হেমেতি—মায়িকং মমেদং রূপ-
মিত্যর্থঃ । সর্বভূতগুণৈঃ—শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরিত্যর্থঃ । নৈবং হমিতি—নীরূপং
বিজ্ঞানানন্দং মাং জানীহীত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥

নিরস্ত্রুতি, অপ্রসিক্তেরিতি—কাং ম্যোন অবচ্যাহাদিত্যর্থঃ, “কাং ম্যোন
নাংজোহপ্যভিধাতুমীশিঃ” (ভাঃ ১২।৪।৩৯) ইতি স্বরণাৎ ; অনামশব্দস্ত সাকল্যা-
বাচ্যং প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যর্থঃ । অরূপশব্দস্ত অপ্রাকৃতরূপস্বং তৎ ॥ সম্বন্ধে-
নেতি—অকর্তৃশব্দস্ত প্রধানসম্বন্ধাধীনকর্তৃত্বরহিতস্বং তদিত্যর্থঃ । স্বতঃকর্তৃত্বস্ব-
বর্ত্তত-এব, “তদৈক্ষত” (ছাঃ, উঃ, ৬।২।৩), “সোহকাময়ত” (তৈঃ উঃ ২।৬)
ইত্যাদৌ তৎসম্বন্ধাৎ প্রাগপি তচ্ছবদাৎ, প্রকৃতিগদ্যশূত্রেহপি প্রদেশে বিবিধ-
ক্রোড়াভিধানাচ্চ । তচ্চ “তস্মৈ স্নেনেকম্” ইত্যাদিনি প্রকৃৎ প্রতীতমেব ॥ ১৪৬ ॥

(৪১০) ইত্যুক্ত। স্বস্থ রূপিত্বেহপাদৃশ্যমুদীরিতম্ ।

ততো নির্জস্বরূপস্তাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥

(৪১১) তদর্শনেন ত্রুকুষ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈব চ কারণম্ ।

ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্তাদিত্যেকপদ্যং স্বয়ং পুনঃ ।

নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্তাং যতো নশিরদর্শনে ॥

(৪১২) তথাপি ভূতগুণবদ্বেন মাং ত্বং যদীক্ষসে ।

এষা মায়া ময়া সৃষ্টা নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমহিসি ॥ ১৪৫ ॥

(৪১৩) মায়াশব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে ॥

(৪১৪) “স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যায়া যুতঃ ।

অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥”

[চতুর্বেদশিখায়াম্]

ইত্যেযা দর্শিতা মধ্যাচার্যৈর্ধ্যোতাদ্যে নিজে শ্রুতিঃ ॥ ১৪৮ ॥

চেদেবং তর্হি মোক্ষধর্মবচনং কথং তথাহ, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, অতশ্চৈতি—

হরেঃ প্রাকৃততত্ত্বরূপাদিত্যর্থঃ । ত্বয়া তু হুবুন্ধিনা প্রাকৃতরূপতয়া শঙ্কিতমিতি ॥

তদ্বাক্যস্ত বাস্তবমর্থং দর্শয়তি, তথাহীতি ॥ রূপিত্বেহপীতি—রূপত্বেহপি অদৃশ্যত্ব-

বচনং তজ্রূপস্তাপ্রাকৃতত্বং দ্যোতয়তীত্যর্থঃ ॥ অপ্রাকৃতস্বরূপস্ত তস্ত কথং দৃশা

গ্রহণমিত্যাহ, তদর্শনেন হিতি । তদর্শনেন ভদদর্শনে চ মদিচ্ছৈব কারণমিত্যর্থঃ ।

যদশৌভক্ত্যগ্ননং রঞ্জয়াদি, স তৎ পশুতীত্যর্থঃ ॥ তথাপীতি । মায়া—প্রতারণ-

শক্তিঃ, “মায়া দস্তে রূপায়াঞ্চ” ইতি বিশ্বঃ, “মায়া শ্রাচ্ছাস্বরীবুদ্ধ্যোঃ” ইতি ত্রিকাণ্ড-

শেষঃ । যদা, নহু চেৎ চিদবনরূপত্বং, তর্হি দৃশা তস্ত গ্রহণং কথমিতি ? তত্রাহ,

যদ্বাং ত্বং পশুসি, এষা, মায়া—মদিচ্ছারূপা রূপাপরপর্যায়্যা চিজপা শক্তিঃ, ময়া,

সৃষ্টা—প্রকটিতা ॥ ১৪৭ ॥

মায়াশব্দস্ত তদর্থত্বে প্রমাণং, স্বরূপভূতয়েতি । “আত্মমায়া তদিচ্ছা স্তাৎ”

ইতি মহাসংহিতোক্তেঃ, “মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্” ইতি নিষাটুক্ষেপঃ । তস্মাৎ চিদবন-

রূপং, মাং ত্বং জানীহি, সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং—প্রাকৃতগুণবদিগ্রহণং, মাং জ্ঞাতুং

নাইসীতি ॥ ১৪৮ ॥

তত্রৈকপ্রকাশঃ

মৌক্ষধর্মে এব (মং ভাঃ, শাঃ পং ৩৩৮।১২—২০) —

(৪১৫) “প্ৰীতস্ততোহস্ত ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ ।

সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস সোহদৃশ্যোহশ্চেন কেনচিত্ ॥”

(৪১৬) “বৃহস্পতিস্তন্তঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষচমুদ্যম্য বেগিতঃ ।

আক্লাশং ঘনং ক্ষচঃ পাতৈ রোষাদক্ষণ্যবর্তয়ৎ ॥”

(৪১৭) “উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ ।

কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরিবিভূঃ ॥

(৪১৮) উতঃ স তং সমুদ্ভূতং ভূমিপালো মহাবসুঃ ।

প্রসাদয়ামাস মুনিং লদস্ত্যস্তে চ সর্ববশঃ ॥”

(৪১৯) “অরোষণো হসৌ দেবো যস্ত ভাগোহয়মুদ্যতঃ ।

ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে ।

যস্ত প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমহিতি ॥”

তত্রৈকত-দ্বিত-ত্রিত্বাক্যম্ (মং ভাঃ, শাঃ পং ৩৩৮।২৫—২৭) —

(৪২০) “অথ ব্রতস্তাবভূতে বাণ্ডবাচাশরীরিণী ।

স্নিগ্ধগীষ্টীয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভোঃ ॥”

“যুয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভূম্ ॥” ১৪৯ ॥ ইতি ।

(৪২১) ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া ।

স্বেচ্ছয়া রূপয়া প্রত্যক্ষত্বং ত্রিচয়ন বিশদয়তি, প্ৰীতস্ততোহশ্বেতি । তম্—
উপরিচরং স্বয়ং প্রতি, আত্মানমিতি শেষঃ ॥ ক্ষচঃ—বজ্রাঙ্গং পাত্রং, যেন হবি-
নিক্ষিপ্যতে । বেগিতঃ—স্বরিতঃ সন্ ॥ উদ্যতাঃ—অর্পিতাঃ ॥ তং—বৃহস্পতিং,
সমুদ্ভূতম্—অতিক্রুদ্ধম্ । মহাবসুঃ—উপরিচরঃ ॥ উদ্যতঃ—ত্বয়া অর্পিতঃ । অক্ষ-
র্যুণা বৃহস্পতিনা দত্তা ভাগাঃ সর্বেঃ সুরৈর্গৃহীতাঃ, তত্র সর্বে দেবাঃ প্রত্যক্ষাঃ
সন্তো ভাগান্ জগহুঃ, বিষ্ণুপ্রত্যক্ষ এব সন্ ভাগং জগ্রাহ, ততস্তত্ত্বার্থবোধোঃ
ক্রোধোহভূৎ, তদা বসুদিতিস্তস্ত প্রসাদনং কৃতমিতি ॥ তত্রৈবেতি । একত্বাভ্যাসঃ—
মুনয়স্তয়ঃ, তেবাং বাক্যম্ ॥ বাক্—ঈদেবী, অশরীরিণী—অদৃশ্য সতী, উবাচ ॥ ১৪৯ ॥

সোহভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যায়ে—

(৪২২) “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।

তামতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥” ইতি ।

পাদে চ—

(৪২৩) “সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোহধোক্জোহপ্যসৌ ।

নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥” ১৫০ ॥ ইতি

(৪২৪) য এব বিত্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি ।

একৈশ্চ বৈকদা চাস্ত দ্বিরূপত্বং বিরাজতে ॥

যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।১৩—১৪)—

(৪২৫) “ন চাস্তূর্ন বহির্ঘৃণ্য ন পূর্বং নাপি চাপন্নম্ ।

পূর্বাপন্নং বহিঃশাস্তুর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥”

তং মহাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষম্ ।

গোপিকৌল্লব্ধে দাস্য ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥” ইতি ।

উদাহৃতবাক্যানাং তাৎপর্যমাহ, ততঃ স্বয়মিতি । তথা চৈকপাশক্ত্যা ধাতু-
নেত্রয়োইরেঃ প্রকাশ, নতু রূপাং বিনা তয়োস্তত্র সামর্থ্যম্, ইতি স্বপ্রকাশচিদব-
রূপত্বং সিদ্ধমিতি ॥ এতৎ ক্ষুণ্ণত্বমিতি, নিত্যাব্যক্তোহপিতি দ্ব্যভ্যাসম্ । নিজশক্তিতঃ—
রূপাতঃ ॥ অধোক্ষজঃ—অধঃকৃতচক্ষুর্জগজ্জানঃ, অচাক্ষুবোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

হরেলীলা অনাদিকৈত্বকৃতং, নিত্যাস্তি ষক্ষ্যতে । তত্রৈবং বিনুশঙ্কা—পরি-
চ্ছিন্নস্যেব খলু লালা, নতু নভোনিভস্য বিভোঃ সাস্তি; বদ্যাদ্যস্য বাচ্য, তর্হি তস্য
অনিত্যত্বাৎ তৎকৃত্যাস্তস্যাস্ত তৎ অসন্দেহম্, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, য এবেতি ।
পরিচ্ছিন্নস্য ব্যাপকঃ যুগপদংখ্যাদিদ্ধভাবব্যাক্তগোচরত্বাৎ বোধ্যম্ ॥ একস্যোভয়-
ধর্মশালিতায়াং প্রমাণং, ন চাস্তুরিতি । অন্নমস্য বর্তুলিতোহর্থঃ—যস্যাস্তবহিরাদি-
দেশপরিচ্ছেদো নাস্তি, অতো যো জগন্তঃ পূর্বাদিষু দেশেষু যুগপৎ বর্ততে, যন্ত
ক্ষেত্রতঃ প্রকৃতিমান্ জগদ্ব্যবস্তুম্, আত্মজং—স্বতং, গোপী—ব্রজেশ্বরী, “গোপ্যা-
দদে স্বয়ি কৃতাগসি দাম কুবৎ” (ভাঃ ১৮।৩১) ইতি কুন্তীবাক্যাৎ, সাপরাধং

(৪২৬) অনেন পদ্যযুগ্মেন ব্রজরাজস্তুতম্ হি ।

দামবন্ধনবেলায়ামেব ব্যক্তা দ্বিরূপতা ॥ ১৫১ ॥

(৪২৭) তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু ।

শ্রায়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতাং স্ফুটমেব হি ॥ ১৫২ ॥

যথা চ শ্রীপ্রথমে শ্রীদ্বারকাসিবচনম্ (ভা০ ১।১০।২৬)—

(৪২৮) “অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্

অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ।

•মহা উল্লেখল দায়া ববন্ধ। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, মণ্ডানিঙ্গং—“দ্বিজুং
: মৌনমুদ্রাচাম্” (গো০ তা, পূ০ ১০)। ইতি শ্রুতেঃ মন্থন্যাকৃতিম্, অধোক্ষজং—পরি-
ত্যক্তৈজিয়কস্বতং, স্বরূপানুবন্ধিনিত্যাস্তস্বখমিতি ॥ উদাহরণার্থং গ্রাহয়তি,
অনেনেতি ॥ ১৫১ ॥

•তথৈবেতি—যথা কৃষ্ণস্যটিস্ত্যশক্তিতো দ্বিরূপতাক্তা, তথৈব লীলা তস্য
তত এব নিত্যোচ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ
প্রত্যংশমপ্যারম্ভপূর্ভিত্যাং তস্যোঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তে বিন্ধ্য তৎস্বরূপং ন সিধ্যেৎ,
তথাচ ভবনবধেন বিনাশধ্বোবাৎ কথং সা নিত্যোতি? অত্রোচ্যতে, পরশে
হরৌ “একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি” (গো০ তা, পূ০ ২০), “একানেক-
স্বরূপাশ্চ” (বি০ পু০ ১২।৩) ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন আকারনন্ত্যাৎ, “স একধা
ভবতি দ্বিধা” (ছা০ উ০ ৭।২৬২) ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন পার্শদানন্ত্যাৎ, “পরমং পদমব-
জীতি ভূরি” ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন স্থানানন্ত্যাম্ নানিত্যত্বং তস্যোঃ। তত্তদাকারাদি-
গতয়োত্তদাদারম্ভপূর্ব্যোঃ সত্ত্বহংপ্যেকৈক্যকত্র তত্ত্বলীলাংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন
বা, তাবদেবান্যত্রাশ্রয়ত্রাকান্তে ভবেয়ুরিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম্। নহু
•অন্ত অবিচ্ছেদঃ, পৃথগন্তত্বাৎ অন্তত্বং ছনিবারমিতি চেৎ? উচ্যতে। কাল-
ভেদেনোদিতানাংপ্যেকরূপাণাং লীলানামৈক্যাৎ, যথা ‘বিঃ পাকোহনেন কৃতো
ন তু দ্বৌ পাকাবিতি দ্বিগোশকোহয়মুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গৌশকাবিতি’ (ত্রা০ শ্লো
১।৩২৮শংভা০; অথ ১১ গো০ ভা০) পাকৈক্যাৎ শব্দৈক্যং মন্ত্যন্তে, তদ্বৎ তত্তদাকার-
দীনং চতুর্গামৈক্যাম্ ন কাচিচ্ছঙ্কা। ইথঞ্চ “একো দেবো নিত্যলীলাস্বরূপো
ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যস্তরাশ্চ।” ইত্যাদিক্রতের্বক্ষ্যমাণস্বলীলাধারগ্রহঃ ॥ ১৫২ ॥

যদেষ পুংসাম্ভবতঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ

স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাক্ষতি ॥” ইতি ।

(৪২৯) অঞ্চতীতি পদং বর্তমানকালোপপাদকম্ ।

দ্বারকাবাসিনামুক্তৌ লীলানাং বক্ত্তি নিত্যতীতাম্ ॥

ত্ৰীদশমে ত্ৰীশুকোক্তৌ (ভা০ ১০।১০।৪৮)—

(৪৩০) “জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবান্দো

যদুবরপরিষৎ সৈর্দৌর্ভিরশ্লব্ধম্ ।

স্থির-চরবুজিনয়ঃ স্থস্থিতশ্রীমুখেন

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥” ১৫৩ ॥

এবং সিদ্ধাং লীলানিত্যতাং প্রমাণবচনৈর্দ্রষ্টয়তি, অহো অলমিতি । হস্তিনা-
বাসিবচনমেতৎ দ্বারকাবাসিবচনম্বেনোক্তং, তদ্বাসিনাং দ্বারকাপরিকরত্বাদিতি
বোধ্যম্ । যদোঃ, কুলং—বংশঃ, “কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেইপি চ ।”
ইতি মেদিনী ; যত্র নন্দো বহুদেবশ্চ বভূব । যৎ—যতঃ, এষঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ, জাতঃ
সন্ । পুংসাং—জয়াণাম্, ঋষতঃ—শ্রেষ্ঠঃ, অংশীত্যর্থঃ । শ্রিয়ঃ—লক্ষ্যাঃ, শ্রীরাধায়াঃ
শ্রীকৃষ্ণায়াঃ, প্রিয়ঃ—কান্তঃ । চংক্রমণেন—বিহারেণেত্যর্থঃ । অঞ্চতীতি—বর্ত-
মানে লট্, বর্তমানত্বং প্রারূপ্যপরিসমাপ্তম্ ॥ কৃষ্ণস্য মৌষললীলাং বক্ষ্যন্
শ্রীশুকঃ রাজসুন্দরেকাঞ্চিনঃ প্রমোদাব স্বসিদ্ধান্তমাদৌ কথয়তি, জয়তীতি । এতাবতা
গ্রন্থেন যো নিগদিতম্, ইমলীলাঃ, স থলু ভগবান্ কৃষ্ণস্তাদবস্থানাধুনাপি চকান্তীতি
দ্বয়া জ্ঞেয়ং, নতু মৌষলচরিতশ্রুত্যা বিপরীতং ভাব্যং ; যদসৌ বহির্দৃষ্টিজনাগোচর-
স্তথৈব ব্রজে পুরে চ, বনিতানাম্—অমুরগার্গষ্ঠীনাং প্রেমসীনাং, কামদেবং বর্দ্ধয়ন্
জয়তীতি, “বনিতা জনিতাত্যর্থামুরগায়াঞ্চ যোষিতি ।” ইত্যমরঃ । দেবক্যাং—
শ্রীযশোদায়াং দেবকপুত্রাঞ্চ, জন্মেতি, বাদঃ—প্রসিদ্ধিঃ, “যস্য সঃ, “দে নারী
নন্দভার্যয়া যশোদা দেবকীতি চ ।” ইতি আদিপু্রাণবচনাৎ, ততদাশ্রয়জ্ঞানভিমানী-
ত্যর্থঃ ; তস্ববৃত্তং শ্লকথা হি বাদঃ । যদুবরাঃ—শ্রীনন্দাদয়ঃ শ্রীবহুদেবাদয়শ্চ, তে,
পরিষদঃ—পরিকরাঃ, যন্ত সঃ, সৈঃ—স্বভূজতুল্যোঃ শ্রীদামাদিভিঃ সাত্যক্যাদিভিঃ,
অর্থঃ নিরন্তরঃ । যদা শুকঃ কথামাধ্যৎ ততোহতিপূর্ব্বং হরেন্তিরোধানমভূৎ,
তথাপি বর্তমানপ্রয়োগস্তল্লীলায়া নিত্যতায়াম্বেব সম্ভবেৎ, নাশ্লথা ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীমথুরাখণ্ডে শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদবাক্যং—

(৪৩১) “বৎসৈর্বেসতরীভিঃ সাকং ক্রৌড়তি মধবঃ ।

বৃক্ষাবনাস্তরগতঃ সরামো বালকৈবৃতঃ ॥” ইতি ।

(৪৩২) যদানয়েন্তু সংবাদো দ্বারবত্যাং হরিস্তদা ।

তথাপি বর্তমানত্বেনোক্তিস্তম্নৈত্যবাচিকা ॥

পাণ্ডোপাতলখণ্ডে শ্রীপার্বতীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

(৪৩৩) “অহো মধুপুরী ধন্য যত্র তিষ্ঠতি কংসহা ।

তত্র দেবা মুনিঃ সর্বৈ বাসমিচ্ছন্তি সর্বদা ॥” ১৫৪ ॥ ইতি ।

(৪৩৪) লীলাংপরিকরা গোষ্ঠজনাঃ সূর্য্যাদবাস্তথা ।

দেবাস্চ ব্রহ্ম-জম্বারি-কুবেরতনয়াদয়ঃ ।

নারদাদ্যাশ্চ দনুজ-নাগ-যক্ষাদয়শ্চ তে ॥ ১৫৫ ॥

(৪৩৫) প্রকটপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে ॥

তথাহি—

(৪৩৬) সদংশনৈঃ প্রকাশৈঃ স্নৈলীলাভিঃ স দীব্যতি ।

তত্রৈকেন প্রকাশেন শব্দাচিৎ জগদন্তরে ।

সহৈব স্বপরীবারৈর্জগাদি কুরুতে হরিঃ ॥ ১৫৬ ॥

• অনয়োৱিতি—যুধিষ্ঠির-নারদয়োঃ । নৈত্যং—নিত্যত্ব, ব্রহ্মণ্যদিহাং ভাবে ব্যাঞ্.

• “হলো যমাং যমি” ইতি যলোপঃ ॥ মধুপুরীতি—মথুরামণ্ডলং বোধ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

লীলাঃ পরিকরৈঃ—সম্বন্ধা ভবন্ত্যন্তানাহ, লীলেতি । জম্বারিঃ—ইন্দ্রঃ ।

দনুজঃ—কেশী, নাগঃ—কালিয়ঃ, যক্ষঃ—শঅচূড়ঃ, তৎপ্রভৃতয়ন্তংপরিকরা-

স্তদঙ্গান্নীত্যর্থঃ । নিত্যধামি দনুজাদয় এতেহুর্গাদিবৎ অপ্রাকৃতা বোধ্যঃ ; “ন যত্র

মায়া” ইতি প্রমাণ্যাৎ তত্র প্রাকৃতানাম্ অভাবাৎ । তত্র লীলাস্তা অলুকরণরূপা

এব ॥ ১৫৫ ॥

লীলা সা ধেথ্যেত্যাং, প্রকটেতি ॥ দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি, তথাহীতি ॥ স দীব্যতি—

প্রপঞ্চাগোচরেষু ধামসু । তত্রৈতি—তেষু প্রকাশেষু মধ্যে । জগদন্তরে—প্রপঞ্চ-

(৪৩৭) কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা ।

তেষাং পল্লিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥

(৪৩৮) প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা একটা স্মৃতা ।

অন্যাস্থপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥

(৪৩৯) তত্র একটলীলায়ামেব স্মৃতাং গমাগমৌ ।

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবর্ত্যাঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ ॥

(৪৪০) যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ ।

ইত্যাহ জয়তীত্যাদিপদ্যাদিকমল্লীক্লেশঃ ॥ ১৫৮ ॥

(৪৪১) দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজয়া ।

বহুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেহংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ ।

মধ্যে, জগন্তি অন্তরে যন্ত তস্মিন্ বন্দাবনে বা ইত্যেকে । একেন প্রকাশেন স্বপরিবারৈঃ সহ প্রাহুভূয় হরির্জন্মাদি কুরুতে ॥ ১৫৬ ॥

নমু ব্রহ্মাদয়শ্চেৎ লীলাপরিব্রাজ্যেণ ভগবতি প্রাতিকূল্যচারঃ কথং ? তত্রাহ, কৃষ্ণভাবোতি—কৃষ্ণচেষ্টানুগত্যোত্যর্থঃ । তং তং, ভাবং—স্বভাবম্ । অয-মভিপ্রায়ঃ—‘অস্মৎপ্রাতিকূল্যোনাপি চেৎ প্রভাস্তত্তল্লীলা সিদ্ধেৎ, তর্হি ভবতু তদস্মাকম্’ ইতি ত্বেমিচ্ছায়াং সত্যং তল্লীলাশক্তিস্তৎ প্রতিপাদয়তি, ইতি ন ভগবতি কিঞ্চিৎ অসমঞ্জসম্ ॥ ১৫৭ ॥

একটাপ্রকটে লীলে লক্ষয়তি, প্রপঞ্চতি । তদগোচরাঃ—‘প্রপঞ্চাদৃশ্ভাঃ’ ॥ গোকুলে, শার্ঙ্গিণঃ—শৃঙ্গধরস্ত, শৃঙ্গমেব শার্ঙ্গং, স্বার্থিকঃ প্রজাদ্যাণ, ‘বেণুশৃঙ্গ-ধরস্ত বা’ ইতি শ্রবণাৎ ॥ তত্র তত্র—গোকুলাদিষেবাদৃশ্বেষু প্রকাশেষু । নমু প্রাকৃতিকে প্রলয়ে প্রপঞ্চবিনাশাৎ তদগতা লীলা ন জ্ঞান, ততস্তদনিত্যত্বমিতি চেৎ ? মৈবং ভ্রমিতব্যং, প্রপঞ্চগোচরত্বাভাবোপি লীলাব্যাক্রেশনাশাৎ, ‘শিখী ধ্বস্তঃ’ ইতিবৎ ॥ ১৫৮ ॥

অথ একটায়ান্ধ প্রবৃত্তৌ প্রকারমাহ, দেবাদ্যংশোতি । পদ্মজাজয়া—‘গিরং সমাধৌ লগনে সমীরিতাং নিশম্য বেদাঙ্গিদশানুবাচ হ । গাং পৌরুষীং মে শূপূতা-স্তম্ভাঃ ॥ পুনবিবীদ্যতামাস্ত জ্ঞার্থম্ বা চিরম্ ॥ পূর্নৈব পুংসাবধূতো ধরাজরৌ ভবন্তি-

নিত্যলীলাস্তরশ্চৈব বহুদেবাদিভির্গতাঃ ।

সায়ুজ্যমংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ ॥ ১৫৯ ॥

(৪৪২) যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ ।

- আবিবুভূষুরত্রাবিকৃত্য স্কন্ধর্ষণং পুরঃ ।

অন্তঃস্থিতাবিকৃতব্য-তদন্যবূহ ঈশ্বরঃ ।

হৃদয়ে একটন্তস্ত ভবত্যানকদুন্দুভেঃ ॥

(৪৪৩) ভূমিভারনিরাসায় দৈবানামভিযাক্ষয়া ।

দ্বাপরশ্রাবসান্নৈহস্মিন্ অষ্টাবিংশে চতুৰ্যুগে ।

রংশৈর্বহুপুঞ্জতম্ । স যাবতুর্ক্য তরমীশ্বরেধরঃ স্কন্ধাশক্ত্যা ক্ষপয়ংকুরেভুবি ॥”

(ভা. ১০।১।২১—২২) ইতি শ্রীদশমোক্তপ্রকারেণ দেবান্ প্রতি ব্রহ্মনির্দেশেন, দেবা-
দ্যাংশবস্তুরূপে প্রবৃত্তে সতি যে স্বর্গে বহুদেবনন্দাদিকানাং নিত্যপরিকরাণাম্,
অপাং—উপসঙ্ঘাতভূতাঃ কশ্যপদ্রোণাদয়ঃ, তে নিত্যলীলাস্তরশ্চৈব বহুদেব-
নন্দাদিভিরংশিভিরবতরভিঃ সহ, সায়ুজ্যং—সহযোগং, গতাঃ সন্তঃ শূরপুঞ্জ-
দিত্যো জায়ন্তে । তেহপি বহুদেবাদিনামানো ভবন্তীতি বহুদেবনন্দাদীনাং
তন্নিত্যপরিকরত্বম্ । “অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ । আগতোহহং
গণাঃ সর্কে জাগ্রাস্তে রূপি ময়া সহ ॥ এতে হি যাদবাঃ সর্কে মদগণা এব ভামিনি ! ।
সর্বদা মংপ্রিয়া দেবি ! মন্তু ল্যাণ্ডগশামিনঃ ॥” ইতি স্বাদে ভাষ্যে প্রতি কৃষ্ণোক্তেঃ ;
তত্রৈব, “পশু স্বং দশয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ । ততোহিপশুমহং ভূপ ! বালং
কালীশ্চদপ্রভম্ । গোপকস্তাত্তং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥” ইত্যম্বরীষং
প্রতি শ্রীব্যাসোক্তেঃ । গোপবালকৈরিত্যি নন্দাদীনাং ক্ষেপকম্ ॥ ১৫৯ ॥

এবং পিত্রাদিষবতীর্ণেষু কৃষ্ণশ্রাবতারমাহ, যদ্বিলাস ইতি । লীলাপুরুষোত্তমঃ—
শ্রীকৃষ্ণঃ, অত্র—গোকুণ্ডেশ্বরপুত্রে চ । তদন্তেতি—প্রত্যাগ্নানিরুদ্ধৌ বোধ্যৌ । আনক-
দুন্দুভেহৃদয়ে প্রকটো ভবতি, “আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥” (ভা.
১০।১।১৬) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ ॥ নহু লীলাপুরুষোত্তমস্ত কৃষ্ণস্ত কীরসিদ্ধলীলা
ব্রজে কল্যাৎ ৭ তত্রাহ, ভূমীতি । দ্বাপরশ্চেতি—শ্বেতবাহুরাক্ষয়ে বৈবস্বতমধ্বস্তরে
অষ্টাবিংশে চতুৰ্যুগে দ্বাপরশেষে ইত্যর্থঃ । এবমুক্তং মাংস্তে—“অমাং রত্নস্তিরাং
কল্যাৎ ত্রয়োবিংশতিমো যদা । স্বরাহো ভবিতা কল্লতস্মিন্ মধ্বস্তরে শুভে ॥

ক্ষীরাক্ষিশায়ি মদরূপম্ অনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্ ।

তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকহৃন্দুভেঃ ।

ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি ॥

(৪৪৪) প্রেমানন্দায়ুতৈস্তত্ৰ বাৎসল্যৈকস্বরূপিভিঃ ।

লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব ॥ ১৬০ ॥

(৪৪৫) অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যাম্ অমিতায়াং মহানিশি ।

তত্ৰা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সূতিসম্মনি ।

দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাচুর্ভবত্যসৌ ॥

(৪৪৬) জনয়িত্রীপ্রভৃতিভিস্তাতিরিত্যবগম্যতে ।

লৌকিকেন প্রকারেণ স্তথং শিশুরজায়ত ॥

(৪৪৭) অয়ং চতুর্ভুজস্বেহপি দ্বিভুজস্বেহপি কৃষ্ণতাম্ ।

ন ত্যজতোব তদ্রাব-গুণ-রূপাঙ্করুতিতঃ ॥

বৈবস্বতায্যে সম্প্রাপ্তে ষপ্তমে সপ্তলোকধৃক্ । দ্বাপরাধ্যং যুগং তদ্বিশ্বষ্টাবিংশতিমং
যদা ॥ তত্ৰাস্তে চ মহালীলো বাসুদেবো জনার্দনঃ । ভাবাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণু-
র্ভবিষ্যতি । দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বৎ রৌহিণ্যেয়োহথ কেশবঃ ॥” ইতি । অনিরুদ্ধতয়া
ভারতে স্মৃতং যদ্রূপং ক্ষীরাক্ষিশায়ি, তদিদং মানকহৃন্দুভেদয়স্থেন স্বয়ং ভগবতা
রূপেণ কৃষ্ণেন সর্বেক্যং প্রাপ্য দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেদিত্যশ্বয়ঃ ; “ততো
জগন্মঙ্গলমচ্যুতাহিং সমাহিতং শূরশ্বতেন দেবী । দধার সর্বার্থকমাত্মভূতং কণ্ঠা
যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥” (ভা০ ১০।২।১৮)^১ ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ । যদ্যপি দেবকী-
হৃদীভূক্তং, তথাপি তদাভিস্থিতিবোধ্য, “দ্বিষ্টাষ ! তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্”
(ভা০ ১০।২।৪১) ইতি দেবস্তোত্রাৎ ॥ প্রেমানন্দেত্যাদি—সর্বাঙ্গিকমগূঢ়ার্থম্ ॥ ১৬০ ॥

অথেতি—সার্কিয়ং স্মৃটার্থম্ ॥ “নহু, “যদেবং শং নরঃ স্তত্ৰা সর্বপদৈঃ প্রমু-
চ্যতে । যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাধ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥” (বিং পুং ৪।১।১২) ইতি
শ্রীবৈষ্ণবাং দ্বিভুজং কৃষ্ণরূপং ব্রহ্ম বিজায়তে, দেবকাস্ত চতুর্ভুজং তৎ উদভূৎ,
“চতুর্ভুজং শঙ্কগদাহাদায়ধম্” (ভা০ ১০।৩।১০) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ, তদিদং বিরুদ্ধ-
মিতি চেৎ ? তত্রাহ, অয়মিতি । কৃষ্ণতাং—নরাকৃতিব্রহ্মতাম্ । কৃতঃ ? ইত্যত্রাহ,

(৪৪৮) তথাপি দ্বিভূজত্বশ্চ কৃষ্ণে প্রাধান্তমুচ্যতে ।

গুঢ়ত্বাদেব চ কাপি গোণত্বমিব কীর্ত্যতে ।

‘গুঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গম্’ ইতি হি প্রথা ॥ ১৬১ ॥

(৪৪৯) অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশিষ্টানকতুন্দুভিঃ ।

তত্র শ্যশ্চ সূতং তস্তাঃ সূতামাদায় নিঃসরেৎ ॥ ১৬২ ॥

(৪৫০) সৌহৃদ্যং নিত্যসুতত্বেন তস্তা রাজত্যানাদিতঃ ।

কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্বারেণাপ্যভূৎ তথা ॥ ১৬৩ ॥

তস্তাবেতি । তস্তাবঃ—মনুষ্যবচ্চেষ্টিতং, গুণঃ—সার্বভৌমত্বমপি সতি মুক্ততা, রূপং—
তদ্ব্যবহারিপ্রভাবঃ, তৈষামনুবর্তনাৎ ॥ তথাপিতি—রূপদ্বয়বৎস্বপীত্যর্থঃ । গুঢ়-
ত্বাদেবেতি । দ্বিভূজত্বশ্চ প্রধানশ্চ কচিদগোণত্বমিব কীর্ত্যতে । কুতঃ ? ইত্যাহ,
গুঢ়ত্বাৎ—মহৈশ্বর্য্যাপিহিতত্বাৎ । তথাচ মুখ্যত্বমেবেতি ব্রহ্মণতম্ । অত্রার্থে প্রমাণ-
মাহ, গুঢ়মিতি—সপ্তমে (ভা০ ৭।১০।৪৮ ; ৭।১৫।৭৫) সুধিষ্টিরং প্রতি নারদবাক্যম্ ।
মনুষ্যালিঙ্গং—নরাকৃতিকং, পরং ব্রহ্ম মহৈশ্বর্য্যোঃ, গুঢ়ং—পিহিতং সৎ, যেবাং
যুগ্মকং গুহানাবসর্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৬১ ॥

জন্মোত্তরং চরিতমাহ, অথৈতি । তস্তাঃ—ব্রজেশ্বর্যাঃ ॥ ১৬২ ॥

নহু প্রকটলীলায়াং কৃষ্ণো দেবক্যা যশোদায়্যাশ্চ গুঢ়ত্বাৎ পুত্রঃ পঠ্যতে,
অপ্রকটলীলায়াং পুত্রভাবোহস্তি ন বা ? ইতি বীক্ষ্যামাহ, সৌহৃদ্যমিতি ।
সৌহৃদ্যানাদিতঃ, তস্তাঃ—দেবক্যা যশোদায়্যাশ্চ, নিত্যসুতত্বেন, রাজতি—সদা বিরাজ-
মিতি, স শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং, তদ্বারেণ—দেবকীমাত্রা, অপিশকাৎ যশোদা-
মাত্রা চ, তথা—লোকরীত্যা, প্রাহুর্ভব । নহু অপ্রকটপ্রকাশে যুগপৎ অনাদি-
সিদ্ধানাং দেবকীবল্লদেবকৃষ্ণানাং যশোদানন্দকৃষ্ণানাঞ্চ পূর্বোত্তরভাবেনাবগম্য-
মানো মাতাপিতৃপুত্রভাবঃ কথং সম্ভবেৎ ইতি চেৎ ? উচ্যতে, ভাবনির্মিতকৃত্তত্ত্বাৎ
ইতি গৃহাণ, “ভাবগাহমনীড়াধ্যম্” ইতি মন্তবর্ণাৎ । গুরুলঘুভাবস্ত পদ্যপত্রগণ-
বদযুগপৎ সিদ্ধো বোধ্যঃ । প্রকটপ্রকাশে তু দেবক্যা যশোদায়্যাশ্চ গর্ভাৎ কৃষ্ণশ্চ
জন্ম শ্রীশুকেনোক্তম্ । তত্র পূর্বশ্চ গর্ভাৎ ক্ষুটমুক্তঃ, পরশ্চ গর্ভাৎ তু পুত্রক্ষুট-
মুক্তঃ, তথৈব স্বামীষ্টেঃ । জন্মপ্রকরণে এব, “নিশীথ তম-উদ্ধতে কায়মানে

জনান্দনে । দেবক্যাং দেবকৃষ্ণাং বিষ্ণুঃ সৰ্বগুহাশয়ঃ । আবিরাঙ্গাদিহাং প্রাচ্যাং
 দিশীন্দ্রিয পুঙ্কলঃ ॥” (ভা. ১০।৩।৮) ইতি । উত্তরত্র চ, “যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং
 পরমবুধ্যত । ন তদবেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রাপগতস্থতিঃ ॥” (ভা. ১০।৩।৫৩) ইতি ।
 পূৰ্ব্বত্ৰার্থঃ—দেবক্যামিতি—দেহলীপ্রদীপজ্ঞানে মধ্য পাদসমর্থ্যাচ্চ উভয়-
 ত্রাশ্বেতি । তমসা—অন্ধকারেন, উদ্ভূতে—ব্যাগ্রে, ভাদ্রপদকৃষ্ণাষ্টম্যাং, নিশীথে—
 অন্ধরাত্রে, দেবক্যাং—যশোদায়াং, জনান্দনে—কৃষ্ণে, জায়মানেন—প্রাত্তনুর্ভবতি
 সতি, দেবক্যাং—দেবকপুত্র্যাং, বিষ্ণুঃ—জনান্দনঃ, আবিরাঙ্গাদিত্যেকদৈব উভয়ত্র
 প্রাকটম্ । “গৰ্ভকালে দ্বসম্পূৰ্ণে অষ্টমে মাসি তে স্থিয়ৌ । দেবকী চ যশোদা চ
 স্নবুবাতে সমং ত্রা ॥” ইতি শ্রীহরিবংশাচ্চ । সমং—যুগপৎ, ইত্যুক্তেন্দ্রয়োঃ
 পুত্রাবভূতাং, দেব্যাঃ পশ্চাজ্জাতভ্যাং । তচ্চ, “ততশ্চ শৌরীভগবৎপ্রচোদিতঃ
 সূতং সর্বাদায় স স্তিকাগহাং । যদা বহির্গন্তমিষেব তর্হ্যজ্ঞা যা যোগনায়াহুনি
 নন্দজায়মা ॥” (ভা. ১০।৩।৭৭) ইতি শ্রীশুকবাচ্যং । অতঃ ক্রমোক্তমিতি
 সোচ্যতে । অতঃ কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তরভাবেন পুত্রকত্তারূপমপ্যুদয়ং, তচ্চ ক্রমাদ-
 বস্তুদেবযশোদাভ্যাং ন দৃষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্ । দেবকৃষ্ণামিত্যুক্তেন্দ্রয়োঃ পরস্পর-
 বোধ্যতে, তেন তদাভ্যন্তরম্বন্ধাং অপূৰ্ণত্বং নেত্যাজাতং, ন খলু রহমন্দিরে স্নব-
 তিগি স্থিতোহপুত্রবাৰ্হী নৃপতিঃ প্রতীতঃ । পুঙ্কল ইতি—জাতস্ত পূৰ্ব্বত্ৰ । দ্বিতীয়-
 সার্থঃ—বস্তুদেবপত্নী ব নন্দপত্নী চ ভগবন্তক্ষণাৎবলোক্য, পরস্পর স্বগর্ভাজাতম্
 অবুধ্যত—পরেশোহু্যমিত্যৈবং । নহু কৰ্ত্তাপ্যস্তা অভূৎ, তাস্থ তত্রাগতো বস্তু-
 দেবো নীত্বা স্বপুত্রক তত্র নিধায় গতবানিত্যেতৎ সৰ্বং কুতো নাবুধ্যত ? তত্রাহ,
 ন তদবেদ ইতি । তৎ—কল্পাবস্তুদেবগমাদিকং, ন বেদেতি । ন তল্লিঙ্গমিতি
 কচিৎ পাঠঃ । তৎকল্পজন্ম-তদাগমাদেশিহুং আবুধ্যতেতি সম্বন্ধঃ, “লিঙ্গং চিহ্নানু-
 মানয়োঃ” ইতি বিশ্বলোচনকোষঃ । তদবোধে হেতুঃ, পরীত্যাদিঃ । “আদিপুরাণে
 চ শ্চুটযুক্তং—“নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ ॥” ইতি শ্রীনারদেন ।
 এবঞ্চ সতি, “নন্দস্বাত্মজ উৎপন্নঃ” (ভা. ১০।৩।১১) “ভগবান্ গোপিকাসুতঃ”
 (ভা. ১০।৩।২১) ইত্যাদিনি বাক্যানি সুখার্থাত্মেব স্যঃ । “উপগুহায়জাম্”
 (ভা. ১০।৩।৭) ইতি বাক্যস্ত “অষ্টমে মে গৰ্ভঃ কঠৈবাবুৎ” ইতি স্বপুত্রগোপন-
 কলকামোপচারিকং পীপূৰ্ব্বকৃতমেব, মূনির্না তু তদহু উক্তম্ ইতি নাক্ষেপকং তৎ । নহু
 যশোদায়াং তজ্জন্ম গৃচভাবেন কথমুক্তমিতি চেৎ ? স্বামীষ্ট্যেতি গ্রহণ । ‘নন্দগেহে

- (৪৫১) অথ একটয়াং লব্ধে ব্রজেন্দ্রবিহিতং মৰ্কে ।
তত্র প্রকটয়ত্যেব লীলা বালাদিকং ক্রমাৎ ।
করোতি যাঃ প্রকাশেষ্ণু কোটিশোহনুপকটেষুপি ॥
- (৪৫২) প্রেষ্টানন্দৈব্রজে তৈস্তৈরাশ্রয়েনহপি বিমোহনৈঃ ।
লীলোল্লাসৈর্বিলাসতি শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥
- (৪৫৩) অসমোদ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ ।
স্বতঃস্বেনৈব স তযোরাশ্রয়ং বেত্তি সর্বদা ॥ ১৬৪ ॥
- (৪৫৪) কেচিদভাগবতঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ ।
বৃহৎ প্রাহুর্ভবেৎ আদ্যেণ গৃহেষামকহুন্মুভেঃ ।
গোষ্ঠে তু যায়স্মা সার্কং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥
- (৪৫৫) গম্ভা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্ ।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তাআদাম্যাব্রজৎ পুরম্ ।
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্ত শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥
- (৪৫৬) অতচ্চ্যুতিরহস্তত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে ।
কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ ॥
যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১.১.৫১)—

- (৪৫৭) “নন্দস্তাস্মজ উৎপন্নো জাতাহলায়ো মহামনাঃ” ।
তথা তত্রৈব (ভাঃ ১.১.৫৩)—

- (৪৫৮) “নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদাবধীঃ ॥”

বসুদেবগেহে চ মে একচ্যুতং ভবিষ্যতি, স্থিতিষেকরূপোণ নন্দগেহে, বৈরূপোণ
স্থিতৌ কংকণা যাং বিজায় পিত্রোঃ কেশং শিক্ষিপেৎ, স্বয়মপি মর্জবিতংগায়কেন
তথৈব স্নাতব্যং যথা রহস্যং ন ভজ্যেত ইতি আমিন ইতিঃ । তস্মৈ তদিত্যং নির্ণেয়
পোষ গ্রহকৃত্য উদবাসুদেবং বাজয়ামাস চ, অগ্নি-সমাদিতি ॥ ১৬৩ ॥

অথ একটয়াং তিত্যাদিকং সার্কজয়ং বিস্তৃতাখ্যম্ ॥ ১৬৪ ॥

* প্রেষ্টানন্দৈব্রজৈঃ প্রেষ্টানানন্দময়ৈঃ ব্রজৈঃ ।

তথাচ (ভাঃ ১০।২২)—

(৪৫৯) “নাং সুখাণো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাশ্চতঃ ॥”

তথাচ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্তবে (ভাঃ ১০।১৪)—

(৪৬০) “বহুশ্রেণে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-

লক্ষ্মণিয়ে যুতপদে পশুপাঙ্গজায় ॥”

তথা শ্রীযামলবচনং সমুদাহরন্তি—

(৪৬১) “কৃষ্ণোহন্তো যদুসন্তো যঃ পূর্ণঃসোহন্ত্যতঃ পরঃ ।

বৃন্দাবনং পবিত্রাজ্য স কচিৎ মৈব গচ্ছতি ॥

(৪৬২) দ্বিভূজঃ সর্বদা সোহত্র ন কদাচিত্চতুর্ভূজঃ ।

গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥” ১৬৫ ॥ ইতি ।

(৪৬৩) অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুত্রীং ব্রজেতঃ ।

ব্রজেশজজমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেদত্তাম্ ।

যো বাসুদেবো দ্বিভূজস্তথা ভাতি চতুর্ভূজঃ ॥

(৪৬৪) তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয়া যদুদ্বহঃ ।

দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশতঃ ॥

কৃষ্ণস্ত নন্দবহুর্দেবপুত্রতয়াং মতাস্তবয়াহ, কেচিদিত্যাदिना । आद्यः—वासु-
देवव्याहः ॥ नन्दव्याह इति—श्रुत्येव कृष्णे इत्यर्थः ॥ गोपिकाश्रुतः—यशोदा-
पुत्राज्जात इत्यर्थः ॥ पशुपङ्कजायेति—पशुपौ नन्दसुत्राङ्गाज्जातायेत्यर्थः ॥
अश्विभूते अश्वरुताम् अश्वारुतमेव ; तत्र सिद्धिं ब्रजौकसां तद्विरहादिभिर्नामसम्बन्ध-
वैयर्थ्यात् । न चास्तुर्गताद्यावद्वा नन्दस्यनोर्मधुवानौ गतत्वात् तत्रैव द्वारकातः
समागम्योक्तं तत्तत्र नन्दच्छेतेति वाचां, तथा सति यामलवचनव्याकोपात् ; अतएव
तु अथैकप्रकाशमार्गद्वयप्रकटितम् ॥ १६५ ॥

अतएव मधुरासिलीलाः दर्शयति, अथ प्रकटरूपेणेत्यादिना । ब्रजेशज-
माच्छायेति—तदाच्छादनं, माधुर्यात् स्वयमेव प्रेमवर्धनार्थम् । स्वां—अनिष्टां,
वासुदेवतां—वासुदेवपुत्रतां, व्यञ्जन्—प्रकाशयन् ॥ तां तां लीलां प्रकाशक

- (৪৬৫) তত্রাবিকুরতে ব্যাং প্রহাঙ্গাধ্যঃ তৃতীয়কম্ ।
 যতো, ব্যাহোহনিরুদ্ধাখ্যন্তর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজে ॥
- (৪৬৬) ইতি ব্যাহচতুক্ষু লোকোত্তরচমৎক্রিয়াঃ ।
 • শিবাংহাদ্যাং বহুধা লীলামুত্তরৈক বর্ণিতাঃ ॥ ১৬৬ ॥
- (৪৬৭) ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোহমুনা ।
 তত্রোপ্যজনি বিস্কৃতিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ ॥
 • ত্রিমাশাঃ পরতন্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥ ১৬৭ ॥
- (৪৬৮) অবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিপ্রকারান্ত সত্ত্ববেৎ ॥
 • তত্র আকির্ভাবঃ ।—
- (৪৬৯) বৈশ্লেষিকরূমোদ্রেক-বিবশীকৃতচেতসাম্ ।
 প্রেষ্ঠান্যং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদমো ॥
- (৪৭০) উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসঙ্গেশ এতির্যদবধি প্রতঃ ।
 • প্রাদুর্ভাবস্তদবধি শ্রাদুর্ভজে বনমালিনঃ ॥
- (৪৭১) ব্রজে দারবতীশ্চ প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিমঃ ।

ইতি—“তুম্ন-গুনো ক্রিয়ায়াং ক্রিয়াংক্রিয়ায়াম্” (পাং ৩৩১৭) ইতি সূত্রোৎপন্ন-
 তান্তা লীলাঃ প্রকাশয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ইতি ব্যাহচতুক্ষুতি—স্বস্নিগ্ধেব আদ্যবাহ-
 ক্ষুণ্ণাদ্বিত্তি ভাবঃ ॥ ১৬৬ ॥

নহু মধুরাদৌ বিহবতা কৃষ্ণেন ব্রজলীকসাং সৈবকজীবাতুনাং কিং সমাধানং
 কৃতম্ ? ইত্যত্রাহ, ব্রজে প্রকটতি—মাসত্রয়ন্ত তেবং বিরহবহৌ নিমগ্নতাত্ত্ব-
 তত্রাপি তদ্বিস্কৃতিয়া স্বস্নিগ্ধধারণম্, ইতি বিরহানন্দাস্বাদনির্ভরো মাসত্রয়মিত্যর্থঃ ।
 বিস্কৃতিঃ—বিশিষ্টা স্কৃতিঃ, বদমো হরেঃ প্রাদুর্ভাবোপমতি—কবায়িতবদ্ব্যস-
 বুদ্ধিভায়েন বিরহস্থখ্যা সংযোগস্থখবুদ্ধিকরকম্, ইতি স্বপ্রেষ্ঠেযু তেব বিরহানন্দ-
 প্রকাশনং ব্রোষমে ॥ অর্থ লংসোগমাহ, ক্রিমাভা ইতি ॥ ১৬৭ ॥

সু—কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতিঃ ॥ সহসা—অতর্কিতমিত্যর্থঃ ॥ নহু প্রাদুর্ভাবো কং
 কালমাবত্যা ? ইত্যত্রাহ, উদ্ধবাদ্বিত্তি—মাসত্রয়েতি ব্রজেন উদ্ধবো ব্রজমাগতঃ,

বৃহদ্বিশ্বপুত্রাণাদাবসকৃদ্বহ্নোচ্যতে ॥

(৪৭২) ব্রজে বিহরমাণেহস্মিন্ প্রাচুর্ভূয় হরৌ তদা ।

ভবেৎ তশ্চ পুরে যাত্রা স্বপ্নবদব্রজবাসিনাম্ ॥ ১৬৮ ॥

অথ আগমনম্ ।—

(৪৭৩) প্রেম সন্দর্শয়ন্ শ্বেষু স্ববচঃসত্যতাপ্ত সঃ ।

পুনঃ প্রিয়ং হরিগোষ্ঠম্ আগচ্ছাতি রথাদিনা ॥

বচঃ, যথা শ্রীদশমে (ভা. ১০।৩৯।৩৫)—

(৪৭৪) “তাস্তথা তপ্যতীর্বাণ্য স্বপ্রস্থানে যদূতমঃ ।

সাস্ত্রয়ামাস সপ্রেমৈরায়াসু ইতি দৌত্যকৈঃ ॥”

তথা (ভা. ১০।৩৯।২৩)—

(৪৭৫) “যাত যুয়ং ব্রজং তাত ! বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্ ।

জ্ঞাতীন্ বো দ্রক্ষ্যুমেম্যামো বিধায় স্নহদাং স্তম্ভম্ ॥” ইতি ।

(৪৭৬) নিজপ্রিয়তমস্যাপি বচসা বহুমান্ত্রিণঃ ।

এতদেব ধীঃ স্বীয়ং পুনস্তেনৌজ্জ্বলীকৃতম্ ॥

যথা তত্রৈব (ভা. ১০।৪৬।৩৫)—

(৪৭৭) “হস্তা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপঃ সর্ববসাহতাম্ ।

যদাহ নৃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং কথোতি তৎ ॥” ১৬৯ ॥ ইতি ।

তত আরভ্য হরেক্তত্র প্রাচুর্ভাব ইত্যর্থঃ ॥ নহু মথুরায়াং গতশ্চ হরেরকসাদৃশ্যেনে
বিহারে চামুভূতে সতি ব্রজোকসঃ কিং শকিযুশ্চি ? তত্রাহ, ব্রজে বিহরেতি—
অস্মান্ হিতা স কদাচিদপ্যন্যত্র ন গচ্ছেৎ, তথাপি তশ্চ মথুরায়াং গতিখ্যাতি-
রস্বয়ংস্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

অথ আগতিমাহ, প্রেমেতি ॥ ‘মথুরাং গচ্ছতো হরেঃ শীঘ্রমাগমিষ্যামি’ ইতি
দূতদ্বারা গোপীঃ ঐতি বাক্যং, তাস্তথা ইতি ॥ তচ্চ বাক্যং পিতরং নন্দং
প্রত্যবাচ, যাত যুয়মিতি । জ্ঞাতীন্—সগোত্রান্ । স্নহদাম্—উগ্রসেনাদীনাং ॥
তদেব বাক্যমুদ্রবস্থেন স্পষ্টমভূদিত্যাহ, নিজেতি । উজ্জ্বলীকৃতম্—অসন্ধিগতং
নীতম্ ॥ উদ্রববচশাহ, হস্তা কংসমিতি । যৎ—বচঃ, “যাত যুয়ম্” (ভা. ১০।৪৬।২৩)

(৪৭৮) তৎসত্যতা প্রকটিতা দ্বারকাবর্তসিনাং গিরা ॥

যথা শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১১১৯) —

(৪৭৯) “যর্হাস্থজাঙ্গাপসসার ভো ভবান্

কুরুন্ মধুন্ বাথ স্তহৃদদ্দক্ষয়া ।

তত্রাদকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ-

রবিং বিনাক্ষোরিব নস্তবাচ্যাত ! ॥” ইতি ।

অত্র কারিকে ।—

(৪৮০) ভো অস্থজাঙ্গ ! স্তহৃদাং নন্দাদীনাং দ্দিদক্ষয়া ।

ভবান্ অপসসারাস্মান্ অপহায়ংগতো মধুন্ ।

মথুরামিতি বিস্পীক্যং মথুরামণ্ডলে ব্রজম্ ।

তদানীং স্তহৃদাং তত্র মধুপুৰ্য্যামভাবতঃ ॥ ১৭০ ॥

ইত্যাদি, পাহ । করোতীতি—“বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা” (পাঃ ৩৩১৩১) ইতি স্তত্রাং লট্ ; শীঘ্রমেবাস্যাতীতার্থঃ ॥ ১৬৯ ॥

“আরাগ্রে” ইত্যস্ম “বতি যুগ্ম” ইত্যাদিকস্য চ বটসঃ সত্যত্বং তু দ্বারকা-বাসিবক্তব্যং অবগতমিত্যাহ, তৎসত্যত্বেন্নিত্যং সত্যভাবী থনু কৃষ্ণঃ, “নানুতং হি বচো বিপ্র ! প্রোক্তপূর্ধ্বং মবানব ।।” (হৃঃ বং ১২৫১৩৭) ইতি হরিবংশে দেবর্ষিং প্রতি কৃষ্ণপাক্যং, “সত্যবাক্ সত্যসঙ্করঃ” ইতি একাণ্ডে তনামখ্যোত্রাজ্জ ; যঃ কদাচিদপি কুত্ৰাপ্যনুতং ন বক্তি, সোহতিপ্রিয়েষু কথং তদ্বদেদিতি ॥ বাক্যার্থাচারমাহ, যর্হাস্থজাঙ্গেতি । হে অস্থজাঙ্গ ! বর্হি অস্মান্, অপহায়—ত্যাক্ত্বা, ভবান্ পাণ্ডবানাং স্তহৃদাং দ্দিদক্ষয়া কুরুন্ অপসসারী, নন্দাদীনাং স্তহৃদাং দ্দিদক্ষয়া মধুন্ বা দেশান্, অপসসার—গচ্ছতিস্ম, তদা, নঃ—অস্মাকং, ক্ষণঃ কোট্যদভুলো ভবেৎ ।

রবিং বিনাক্ষোরিতি—যথা রবিং বিনা নেত্রয়োরাঙ্ক্যং, তথাস্মাকং ত্রাং বিনেতি ॥ কারিকার্থাৎ পদ্যং ব্যাচষ্টে, ভো অস্থজাঙ্গেত্যাদিনা । নহু মধুশকেন মথুরা আয়াতি, ব্রজঃ কথমিতি চেৎ ? তত্রাহ, ব্রজস্ত মথুরামণ্ডলস্থং গ্রহণম্ । এতচ্চ কস্মাৎ ? তত্রাহ, তদানীমিতি—“তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্গজনং হরিঃ ।”

(ভাঃ ১০৫০৫৭) ইতি সর্বশঙ্কোপাদানেন তস্তাং প্রজামাত্রাণামভাবাৎ তদ্বর্ত্তিনঃ স্তহৃদস্তদেকদেশস্থা নন্দাদয়ো গৃহীতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥

কিঞ্চ—

(৪৮১) রথেন মথুরাং গজা দন্তবক্রং নিহত্য চ ।

স্পষ্টং পাদে পুরাণেহস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজাগতিঃ ॥

তদগদ্যং পদ্যঞ্চ যথা (পৃ. পু., উ. খ. ২৭৯২৪—২৬)—

(৪৮২) “কৃষ্ণোহপি তং হৃদা যমুনামুদ্রীয়া নন্দব্রজং গজা

সোৎকর্ঠো পিতরাবভিবাধ্যাশ্বাশ্চ তাভ্যাং সাশ্রাসক-

মালিজিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাস্বাশ্চ বহুরত্নবস্ত্রা-

ভরণাদিভিস্তত্ত্বান্ সর্বান্ সন্তুর্পয়ামাস ॥

(৪৮৩) কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে ।

গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥

রম্যকেষুস্থৈনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ ।

বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুवास इ ॥” ইতি ।

অত্র কারিকা।—

(৪৮৪) যৎ উত্তীৰ্ঘ্যোত্তরং তৎ অগ্নিবনযুচ্যতে ।

দুষ্টিং হৃদা ব্রজে যানং স্নানপূর্বমিহোচিতম্ ॥

(৪৮৫) অতঃ প্রকটলীলায়ামপ্যযোগোহন্ন এব হি ॥

ইতি ধামত্ৰয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্বদা ॥ ১৭১ ॥

(৪৮৬) ব্রজাগমনকালে চ পাদোক্তেহন্যচ্চ বর্ততে ॥

যথা (পৃ. পু., উ. খ. ২৭৯২৭)—

(৪৮৭) “অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্বৈঃ জনাঃ পুত্রদারাদি-

‘স্বখাদিনা হরিগোষ্ঠমাগচ্ছতি’ ইতি অস্মাৎ বাক্যাৎ ন সন্দ্বং, তৎ পাদ্যবাক্যে-

নোপলভ্যমিত্যাহ, কিঞ্চ রথেনেত্যাদিনা । চকারাৎ তদভ্যন্তরং বিদূর্ঘথেষ্টেতি

জ্ঞেয়ম্ ॥ মাসদ্বয়ং ব্যাপ্য, উবাস—প্রকটং চিত্রীড়ে ইত্যর্থঃ ॥ পাদ্যবাক্যং

ব্যখ্যাতি, যৎ উত্তীৰ্য্যেতি । দুষ্টিং—দন্তবক্রম্ ॥ প্রকরণং যোজয়তি, অত ইতি ।

অন্নঃ—“ত্রেমাসিকঃ ॥ ধামত্ৰয়ে লীলা নিত্যেতি যোজয়তি, ইতীতি ॥ ১৭১ ॥

নহ পাদে নন্দাদীনাং যৈকুণ্ঠগতৈরুক্তভাষ্যপ্রজে তৎসম্বন্ধা লীলা ন স্যাৎ,

সহিতাঃ পশু-পক্ষি-মৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দ্বিবা-
রূপধরা বিমানমাক্রতাঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ ॥”

অত্র কথ্যম্।—

(৪৮৮) ব্রজেশাদেবরংশভূতা য়ে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।

কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্ ॥

(৪৮৯) প্রেষ্ঠেভ্যোহপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।

বৃন্দারণ্যে সর্দৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ১৭২ ॥

(৪৯০) স্কান্দাযোধ্যাম্হিমনি সৌমিত্রেঃ স্তর্যন্তে যথা ॥

তথাহি—

(৪৯১) “ততঃ শেযোহুতাং যাতঃ লক্ষ্মণং সূত্যসঙ্গম্।

উবাচ যধুরং শত্রুঃ সর্বস্য চ স পশ্যতঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

(৪৯২) লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং হমারোহস্ব পদং স্বকম্।

দেবকর্যেং কৃতং বীর ! ত্বয়া রিপুনির্সূদন ॥

বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপু হি স্বং সনাতনম্।

ভবন্যুত্তিঃ সমায়াতা শেযোহপি বিলসৎফলাঃ ॥” ইত্যাদি।

ততঃ—

(৪৯৩) “ইত্যান্ত্রা সুররাজেন্দ্রা লক্ষ্মণং সুরশত্রুতঃ।

শেযং প্রস্থাপ্য পাত্ত্বলে ভূভারধরণক্ষমম্।

ততঃ কথং ব্রজলীলা নিত্যা ? ইতি শঙ্ক্যং বিহংমাহ, ব্রজাগমনেনি ॥ পাদ্য-
বাক্যমাহ, অথ তত্রৈতি। বাসুদেবস্য—বাসুদেবাদাগতস্ত নন্দমুনোঃ, প্রসাদেন—
অমুগ্রাহৈণৈতর্যঃ ॥ গদ্যার্থং সঙ্গময়তি, ব্রজেশাদেবিতি। দ্রোণাদ্যা ইতি—আদ্যা-
পদাৎ তৎপরিবরণাৎ গ্রহণম্ ॥ ‘নন্দাদীঃস্ত ব্রজস্ত অত্রকটে প্রদেশে স্থাপয়া-
মাস, স্বয়ং তেঃ সাক্ষিঃ তদ্ব্যবিত্যাহ, প্রেষ্ঠেভ্যোহপিতি ॥ ১৭২ ॥

নহু নন্দাদিষু দ্রোণাদীনাং সংযোগঃ, পুনস্তেভ্যশ্চেষাং নিষ্কাশনং, বৈকুণ্ঠে
নয়নমিত্যপূর্বমিব কিমুচ্যতে ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তেন্নাই, স্কান্দাযোধ্যা ইতি ॥ তত

লক্ষণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাং ॥” ১৭৩ ॥ ইতি।

(৪৯৪) লীলাপ্ৰকট্যং তত্র দ্বারবত্যাং চিকীৰ্ষণা।

স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মূনিশাপাদি কৈতবম্ ॥

(৪৯৫) দেবান্যংশাবতরণে যে তু বৃষ্টিষবাতরন্ ।

ক্ষীরাক্ষিশায়িকুপন্তৈঃ সার্কং স্বপদমাপ্নুয়াং ॥

(৪৯৬) নিত্যলীলাপরিকরা যে স্য্যর্থহুবরাদয়ঃ ।

তৈঃ সার্কং ভগবান্ কৃষ্ণে দ্বার্বত্যা মেব দীব্যতি ॥ ১৭৪ ॥

(৪৯৭) ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাধুরং দ্বার্বতী তথা ।

মাধুরঞ্চ দ্বিধা গ্রাহ্গোকুলং পুরমেব চ ॥

(৪৯৮) যৎ তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্ ।

স গোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ ক্রতঃ ॥

(৪৯৯) “গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য

দেবী-মহেশ-কুরিধামস্তু তেষু তেষু ।

তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজ্যামি ॥” [ব্রং সঃ ৫।৪৩] ইতি ।

ইতি। শেবাশ্রুতাং—শ্রেয়সংযোগং, যাভং লক্ষ্যম্ ॥ অর্থঃ—শ্রীরামেণ সহাবর্তীর্ণে

সঙ্কর্ষণবাহে লক্ষণে পাতালতলস্থো ভূধারী শেবঃ সায়ুজ্যং প্রাপ্য অস্থাৎ, দেব-
কার্যে নিবৃত্তে লক্ষণাং শেবো নিজস্যা পাতালমগাৎ, লক্ষণস্ত বৈকবং পদম্,
ইত্যংশিত্বংশযোগন্ততো নির্গমশ্চেতি নাপূৰ্ণম্, অপিতু শাস্ত্রমিচ্ছমেবেতি ॥ ১৭৩ ॥

এমেব দ্বারকায়াং নিত্যলীলাং ম্রিণেতুমাং, লীলাঞ্জেতি । স্বয়ংভগবতি কৃষ্ণ-
হবতরতি সতি ক্ষীরাক্ষিনিলয়োহনিকদ্ধস্তত্র প্রাविशत्, দেবাংশাস্ত যজুৰ্। অথ
কৃষ্ণে দ্বারবত্যা মেবাত্ত্বিৎসৌ ক্ষীরাক্ষিনাথো দেবাংশাশ্চ স্বস্বপদং জগ্মুঃ, কৃষ্ণস্ত
স্বীটৈঃ সার্কং দ্বারবত্যা মেব ব্যরাজদিকি ॥ ১৭৪ ॥

প্রাপ্তক্ৰং ধামত্রয়ং কৃষ্ণস্যাহ, ধামাস্যেতি । নমু গোলোকোহপি তস্য
ধাম পঠ্যতে, স কিংরূপ ইতি চেৎ ? তত্রাহ, যৎ দ্বিত্তি—গোকুলস্য বিভূতিঃ
স ইত্যর্থঃ ॥ তৎ বর্ণয়তি । দেবীতি ব্যাংক্রমেণ যোজ্যং, হরি মহেশ-দেবীধাম-

তথাচ অগ্রে (ব্রং সংঃ ৫।৫৬—৫৭)—

(৫০০) “প্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্ভুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কল্প গানঃ নাট্যাং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

(৫০১) . স. যত্র ক্ষীরাক্তিঃ সরতি সুরভীভ্যাশ্চ স্তমহান্
নিমেষাঙ্ক্যোহপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষতিবিরলচারাঃ কৃতিপয়ে ॥” ১৭৫ ॥ ইতি ।

(৫০২) তদাঙ্ক্যৈবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোমীতেঃ ॥

যথা পাতালখণ্ডে—

(৫০৩) “অহো মধুপুরী যথা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী ।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রাজায়তে ॥
(৫০৪) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈস্তা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

স্বার্থঃ ॥ “প্রিয় ইতি । যত্র পরমপুরুষঃ কান্ত একঃ, কান্তাস্ত বহব্যঃ, তাশ্চ
গোপ্যঃ সৰ্ব্বাঃ প্রিয় এব । যত্র, জ্যোতিঃ—চন্দ্রাদিতেজঃ, চিদানন্দং, তদাস্বাদ্যং
রসগন্ধাদি চ তথা, পরাংশভ্যাং ॥ নিমেষাঙ্ক্যো বেতি—প্রকাশান্তরেণ কালাবয়-
বানাং সজ্জাদিতি ভাবঃ । মায়াগন্ধ্যস্পর্শাং শ্বেতং, সর্বোদ্ধৃৎ দ্বীপং, ন তু
ক্ষীরসিকুমধ্যস্থম্ অনিরুদ্ধদেবস্থানমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৫ .

নহু গোকুলবৈভবঃ গোলোক ইতি কথং মত্মমহে ? তত্রাহ, তদাশ্বেতি ।
গোলোকাপি গোকুলমহিমাম্বিক্যাং ইত্যর্থঃ ॥ তদাধিক্যং প্রমাণয়তি, অহো
ইত্যাদিভিঃ । বৈকুণ্ঠশব্দেন গোলোকপর্যায়ং গ্রাহ্যং, তস্ত তদুচ্চাঙ্গভ্যাং । নহু
সর্বোদ্ধৃৎভাবাং তত আবৃত্তির্দর্শনাং তরাসিধু সাপ্ততিকেষু জরাদিহুঃখবীক্ষণাচ্চ
ন গোলোকাং তস্ত শ্রেষ্ঠাং ? মৈবং, হরোরিব সৰ্ব্বাঙ্ক্যঃ শ্বেতঃপি অচিহ্ন্যশক্ত্যা
সর্বোদ্ধৃৎ, সাধনসম্পন্নানাং তৎপ্ৰাপ্তানাং ততোইনরুদ্ভেঃ, হরৌ নরদারকত্বস্যোব

- (৫০৫) এবং সপ্তপুরীপাশ্চ সর্বোৎকৃষ্টম্ মাধুরম্ ।
 শ্রয়তাং মহিমা দেবি ! বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥ ১৭৬ ॥ ইতি ।
- (৫০৬) নিত্যলীলাস্পদত্বঞ্চ পূর্বমেব প্রদর্শিতম্ ।
 অতএবাস্য পাদ্মে চ শ্রয়তে নিত্যরূপতা ॥
- (৫০৭) “নিত্যাং মে মধুবাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।
 যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥” ১৭৭ ॥ ইতি ।
- (৫০৮) স তু মাধুরভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোহপ্যথাহুতঃ ।
 স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্রাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ ॥
- (৫০৯) অত্রৈবাজাগুর্মালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি ।
 বৃন্দাবনপ্রতীকেহপি যানুভূতৈব বেদমাংসা ॥
- (৫১০) ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে ভক্ত যামুনে ।
 প্রমদাশতকোট্যোহপি মমুর্ষুঃ তৎ কিমভুতম্ ॥
- (৫১১) স্নৈঃ স্নৈলীলাপরিকরৈর্জনৈর্দৃশ্যানি নাপরৈঃ ।
 তত্তল্লীলাদ্যবসরে প্রাহুর্ভাবোচিতানি হি ॥
- (৫১২) আশ্চর্য্যমেকদৈকত্রে বর্তমানান্যাপি প্রবমাং
 পরস্পরমুসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্বথা ॥
- (৫১৩) কৃষ্ণবাল্যাদিলীলাভিভূষিতানি সমস্ততঃ ।
 শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশ্চ ॥ ত্রিভিঃ কুলকম্ ॥

তদ্বাসিনু জরাদিহঃখত্র দৃষ্টদোষহেতুকত্বাৎ । তথাচ ন্যূনতা নাস্তি, আদিক্যস্ত
 বাচনিকমন্ত্যেব, তত্তু গ্রন্থরুস্তিরেবোদাহৃতম্ ॥ ১৭৬ ॥

নমু প্রপঞ্চমধ্যগতত্বাৎ গোকুলমনিত্যং স্রাৎ ? ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ষ্তুমাহ,
 অতএবেত্যাদি । নথলু তন্মধ্যগতত্বাৎ অনিত্যত্বম্, অন্তর্ধ্যামিগোহপি হরেন্তদাপত্তি-
 প্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ প্রমাণমেব শরণম্ ॥ ১৭৭ ॥

তস্মাদপি তন্মহিমাবিক্যে লিঙ্গান্তরাণ্যাহ, স তু মাধুরভূরূপ ইত্যাদিভিঃ ।
 বৃন্দাবনেন্তি—চতুর্মুখাণ্যে তদেবদেশস্থলে ইত্যর্থঃ ॥ প্রমদেতি—“অভূদাকুলিতে

(৫১৪) লীলাচ্যোহপি প্রদেশোহস্তু কদম্বটিং কিল কৈশ্চন ।

শূন্য এবৈক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগৈরপ্যপূরৈরপি ॥ ১৭৮ ॥

(৫১৫) অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্মশ্চ সময়স্ত চ ।

• অবিচিন্ত্যপ্রভাবদ্বাদত্র কিঞ্চ নন্দুঘটিম্ ॥ ১৭৯ ॥

(৫১৬) এবমেব দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্বং বিচক্ষণৈঃ ॥

• যশৈকাদশান্তে (ভাঃ ১১।৩।২৩—২৪)—

(৫১৭) “দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোহপ্রাবয়ং ক্ষণাৎ ।

বর্জয়িত্বা মহারাজ ! শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥

• স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বদমঙ্গলমঙ্গলম্ ।

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥” ইতি ।

(৫১৮) অথান্যদৈবভবং তস্মৈ ব্যক্তং শ্রীনারদৈক্ষ্যমা ।

• যত্রৈকুটৈকদা নানারূপাবসরচিত্রতা ॥ ১৮০ ॥

(৫১৯) প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোহন্যো চন্দ্রসূর্যাদয়স্ত তে ।

লীলাশ্চৈব নুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব ॥

রাসো বনিতাশ্চক্কাটিভিঃ ।” ইতি স্মরণাৎ । অপটবৈঃ—দৃষ্ট্যযোগ্যঃ, ইতি দৃষ্টান্তে নোপাদানম্ ॥ ১৭৮ ॥

অবিচিন্ত্যশক্তিরেবাত্র হেতুরিত্যাহ, অতঃ প্রভোরিতি ॥ ১৭৯ ॥

• এবস্তাবো দ্বার্কাত্যমপ্যস্তীত্যাদিশিতি, এবমেবেতি । দ্বার্কামিতি । ভগবদালয়ং বর্জয়িত্বা হরিণা ত্যক্তাং দ্বার্ককরং সমুদ্রঃ ক্ষণাৎ অপ্রাবয়ং । শ্রীমদिति—স্বনিত্যপার্ষদানাম্ যদ্বীরাণাম্ নিবাসৈঃ সহিতং, তৈরব শ্রীমদঙ্গস্তবান্ । আগন্তুক-লোকসমাবেশায় বাচিহীনীতাং ভূমিম্ অপ্রাবয়দিত্যর্থঃ । ভগবদালয়বর্জনে হেতুগত-বিশেষণানি স্মৃত্যেত্যাদীনি ॥ অথাত্মদिति । তস্য—ভগবদালয়স্য দ্বার্বতীধাম ইত্যর্থঃ । যত্র একস্মিন্বেব তস্মিন্নালয়ে, একদা—যুগপদেব, হরেনানারূপাণি, নানাবসরাশ্চ—প্রাতঃ-সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নাদিসময়ঃ, তৈঃ, চিত্রতা—অত্যদুততা । এতচ্চ নারদকৃতযোগমায়ামহোদয়দর্শনাধ্যায়ে (ভাঃ ১০।৬৯) ব্যক্তং যুগ্যম্ ॥ ১৮০ ॥

নহু, তত্তদবসরাঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিগতিষটিতাঃ, তে চ মিত্যেতা এব স্ম্যঃ, ততশ্চৈক-

(৫২০) ইতি ধামত্ৰয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সৰ্বদা ॥ ১৮১ ॥

তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সৰ্ব্বতোহধিকা ॥

তথাচ সম্বোধনতন্ত্ৰে—

(৫২১) “সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ ।

তেষাং মধ্যেহবতারাণাং বালত্মমতিদুর্লভম্ ॥” ইতি ।

অত্র কারিকা ।—

(৫২২) ত্রিধা ভবেদ্বয়ো বাল্যং যৌবনং বৃদ্ধতেত্যপি ।

বর্ষাদাষোড়শাদবাল্যমিতি লোকে মতাস্তরম্ ॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে—

(৫২৩) “সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ ।

ভাবয়ন্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥” ইতি ।

(৫২৪) ইত্যত্রৈব মহামন্ত্রা মহামাহাত্ম্যমণ্ডিতা ।

দশার্ণাষ্টাদশার্ণাদ্যা বহুতন্ত্ৰেষু কীর্তিতাঃ ॥

(৫২৫) সৰ্ব্বপ্রমাণতঃ শ্রেষ্ঠা তথা গোপালতাপনী ।

স্বয়মাদৌ বিধাত্রে যা প্রোক্তা গোপালরূপিণী ॥ ১৮২ ॥

দৈব নানাবসরচিত্রতা ইত্যুক্তিঃ কথং ? তত্রাহি, প্রাকৃতভ্য ইতি । সূর্যাদেগ্রহস্ত
সময়স্য চ ভগবদাস্বকত্বাং তত্তৎসিদ্ধিরিতি ভাবঃ । লীলাত্ৰৈঃ—প্রকটপ্রকাশ-
গতৈর্লীলাপরিকরৈঃ, তথাপি, প্রাকৃতা ইবেতি—প্রাকৃতসূর্যাদিগতিখচিত্ত-তত্ত্ব-
সময়সামো নৈব, অপ্রাকৃতসূর্যাদিগতিখচিত্তা অপি স্বসময়া বিজ্ঞায়ন্তে, প্রকাশ-
স্তর-সময়বিজ্ঞানস্য রসাদপোষিত্বেন লীলাশক্ত্যাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ । এতদেব জাপি-
তম্ ‘আশ্চর্য্যমেকদৈকত্ৰ’ ইত্যাদিনা ॥ উপসংহরতি, ইতি ধামত্ৰয়ে ইতি ॥ ১৮১ ॥

এবং স্বয়ংভগবন্তং কৃষ্ণং নির্ত্যমানং দিত্যপার্ষদং নিত্যলীলঞ্চ নিকপ্য
গোকুলে তস্ত বৈশিষ্ট্যমাহ, তত্রাপি গোকুলে তন্ত্ৰেতি—ধামঃ পার্শ্বদানাঞ্চ বৈশিষ্ট্য-
মিত্যর্থঃ ॥ তত্র প্রমাণং, সন্তীতি । বালত্মং—নরাকৃতিকিশোরত্বং গোপরূপিণ
ইত্যর্থঃ ॥ শ্রুতিশৈবমাহেতি ভাবেনাহ, সর্বেতি । শ্রেষ্ঠেতি—শ্রুতিশিরস্বাদিত্যর্থঃ ।
“তদ্ব হোবাচ হৈরণ্যো গোপাশেষমভাভং তরুণং কল্পদ্রুমশ্রিতম্” (গো.তা., পৃ. ৩৮)

(৫২৬) চতুর্দা মাধুরী তস্ম ব্রজ এষ বিব্রাজতে ।

ঐশ্বর্যাক্রীড়য়োর্বোগোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ ॥

তত্র ঐশ্বর্যস্য ।—

(৫২৭) কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্বেণ মধুরৈশ্বর্যরোশিনা ।

সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারঃ কুরুতে ব্রজে ॥

(৫২৮) যত্র পদ্মজরুদ্রাদৈঃ স্তূয়মানোহপি সাক্ষমাৎ ।

দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদবাক্যং—

(৫২৯) “যে দৈত্যা দুঃশকা হস্তঃ চক্রেণাপি বুখাঙ্গিনা ।

তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ ! নব্যয়া বাল্যলীলয়া ॥

সাদ্ধং শিত্রৈর্হরে ! ক্রীড়ন্ ক্রতঙ্গং কুরুষু যদি ।

সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খণ্ডিতাস্তদা ॥” ইতি ।

ক্রীড়ায়ঃ, যথা পাশ্বে—

(৫৩০) “চরিতং কৃষ্ণদৈবশস্য সর্বমেবাদ্ভুতং ভবিতং ।

গোপাললীলা তত্রাপি সর্বতোহতিমনোহরা ॥”

শ্রীবৃহদ্বামনে—

(৫৩১) “সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ ।

ন হি জ্ঞানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥” ১৮৩ ॥ ইতি ।

ইতি তথাং কৃষ্ণস্য কিশোরব্রহ্মণাদিত্যর্থঃ । নহেতৎ কৈশোরং প্রকটপ্রকাশ-
গতকৃষ্ণনিষ্ঠং, ন ত্বনাদি, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, স্বয়মিতি । নিত্যং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

গোকুলে কৃষ্ণস্য বৈশিষ্ট্য হেতুন্ অসাধারণান্ ধম্মানাহ, চতুর্দেতি ।
ঐশ্বর্যোক্তি—ব্রহ্মাদ্যভিমানিপরিত্যাবকঃ প্রত্যবো হি ঐশ্বর্যম্ ॥ বুখাঙ্গিনা—চক্র-
পাণিনা, দ্বারকানাথেন ভয়েত্যর্থঃ ॥ সশঙ্কা ইতি—দ্বারকাবীশেন তু তেষাং
সৎকারোহপ্যন্তীতি গোকুলে মহদৈশ্বর্যমুক্তম্ ॥ গোপালেতি—গোপালাচ্চ গোপা-
লাচ্চ তৈঃ সহ লীলাঃ, “পূমান্ দ্বিযা” (পাঃ ১২৬৭) ইতি সূত্রায় একুশেষঃ ।
সর্বতঃ—মথুরাদিরাজলীলাতঃ ॥ তাস্তাঃ—দামবন্ধলীলা লীলাঃ ॥ ১৮৩ ॥

বেণোঃ, যথা —

(৫৩২) যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী ।

তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি ॥

(৫৩৩) চর-স্বাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দময়য়োঃ ।

ভবেদধর্ম্যবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে ॥

(৫৩৪) মোহনঃ কোহপি মন্ত্রো বা পদার্থো বাদ্ধুতঃ পরঃ ।

শ্রুতিপেয়োহয়মিত্যুক্তা যত্রামুহন শিবাদয়ঃ ॥ *

যথা শ্রীদশমে (ভা. ১০।৩৫।১৪—১৫)—

(৫৩৫) “বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ ।

তব সূতঃ সতি ! যদাধরবিশ্বে দত্তবেণুরনয়ং স্বরজাতীঃ ॥

(৫৩৬) সবনশস্ত্র উপধায়া সুরেশাঃ শক্র-শর্ব-পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।

কবয় আনতকঙ্করচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥” ইতি ।

(৫৩৭) একবিংশে তথা পঞ্চত্রিংশে চাধ্যায় ঐড়িতা ।

মাধুরী ব্রজদেবীভির্বেণোরৈব মহাস্তুতা ॥ ১৮৪ ॥

বিবিধেতি—গোপীনাং বাক্যম্ । হে সতি !—সাক্ষি শ্রীযশোদে রাজ্ঞি !, তব সূতঃ কৃষ্ণো বিবিধানি যানি গোপানাং, চরণানি—ক্ৰীড়াঃ, তেযু, বিদগ্ধঃ—প্রবীণঃ, যদা বিধতুল্যে অবরে দত্তবেণুঃ সনু, স্বরজাতীঃ—নিবাদবঁভাদিস্ববভেদানু, অনয়ং—আলাপিতবান্ । তাঃ কীদৃশীঃ ? ইত্যাহঃ, বেণুবাদ্যে বিষয়ে, উরুধা—বহু প্রকারা, নিজেব শিক্ষা যাস্তু তাঃ, ন তত্বতো গৃহীতা ইত্যর্থঃ ॥ তঃ—তদা, সুরেশাস্ত্র উপধায়া, সবনশঃ—অসক্লং, কশ্মলং—মোহং, যযুঃ । কীদৃশাস্তে ? ইত্যাহঃ, কবয়ঃ—সর্বজ্ঞা অপি, অনিশ্চিততত্ত্বাঃ—বৎ পরমানন্দময়ং তত্ত্বং পুরা নিশ্চিন্ধাঃ, তৎ কথং নাদরূপমভূদিতি তত্র সন্নিহান ইত্যর্থঃ । আনতকঙ্কর-চিত্তাঃ—বতঃ প্রদেশাৎ বেণুধ্বনিরায়তি, তমহু আনতাঃ কঙ্করাশ্চিত্তানি চ বেবাং তে । এষা বেণুমাধুরী দ্বার্বতীশস্ত্র নাস্তীতি ততোহতিশয়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

* “শ্রুতিপেয়োহয়মিত্যুক্তা” ইত্যত্র “শ্রুতিপেয়োহয়মিত্যুক্তা” ইতি পাঠাভ্যুত্থম্ ।

ত্রিবিগ্রহস্য, যথা—

(৫৩৮) অসমামোন্ধিমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ ।

জঙ্গম-স্বাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥

যথা ভুলে—

(৫৩৯) “কন্দর্পকোট্যর্বুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাজনখাঞ্চনশ্চ ।

কুত্রাপ্যদৃষ্টপ্রতপম্যকীন্তুর্ধ্যানং পরং নন্দমুতস্য বক্ষ্যে ॥”

.. ত্রিদেশমে চ (ভাং. ১০।২৯।৪৮)—

(৫৪০) “কা জ্যাজ তে কলপদামৃতবেণুগীত-

সংস্মাহিতার্থ্যচরিতাম চলেত্রিলোক্যাম্ ।

ত্রৈলোক্যসৌভগমিধং নিরীক্ষ্য রূপং

যদুগোদ্বিজঙ্গমমূগাঃ পুলকাত্তবিভ্রম্ ॥” ১৮৫ ॥ ইতি ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীলবুভাগবতামৃতো শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম পূর্ব্বখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ * ॥

কুত্রাপীতি—শ্রীমথুবাহারকাধীশেহপীত্যর্থঃ । যদ্যপি স এব কৃষ্ণস্তত্রাপি, তথাপি তাদৃশস্থানপরিবর্তনাব্যং তদ্রূপং নোদ্যমতি, তদ্ব্যগে তুল্যসতীতি, “ত্রোতিশৃঙ্গে ত্রিভির্ভগবান্ দেবকীমুতঃ ।” (ভাং ১০।৩৩।৬) ইত্যাদ্ব্যক্রেঃ ॥ রাসত্রিভায়াং বেণুনা দেনাহুতানাং ব্রজসুভবাং কৃষ্ণম্ ওদাসীত্তভাবিণং প্রতি বচনং, কা জীতি । অঙ্গ—হে কৃষ্ণ !, তে—তব, কলপদামৃতরূপেণ বেণু-গীতেন গোহিতা সতী, কা জী, আর্থ্যচরিতাং—নিজধর্ম্মং, ন চলেৎ ? পুমাংসো-হপি শক্বেশাদয়ো যেন মুমুহুস্তত্র কা ব্যাক্তী জীণামিতি ভাবঃ । কিঞ্চ ত্রৈলোক্য-সৌভগং রূপধেদং নিরীক্ষ্যতি । অবিভ্রম্—অবভ্রমঃ । তথাচ স্বদোষক-শব্দাং স্বধর্ম্মতাগো ভুক্তঃ, কিং পুনঃস্বদভবেন ? ইতি ঔপপত্যং দোষাবহমিতি ন শক্যং বক্তুমিতি ভাবঃ ॥ ১৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপবিবরণে শ্রীলবুভাগবতামৃতো শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম

পূর্ব্বখণ্ডং ব্যাখ্যাতম্ ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্।

উত্তরখণ্ডম্।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণরসরসিকেভ্যঃ।

অথ শ্রীভক্তামৃতম্।

- (১) আরাধনং যুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা ।
তথা তদীয়ভক্তানাং নো চেদদোষোহস্মি দুস্তরঃ ॥

তথাহি পাশ্বে—

- (২) “মার্কণ্ডেয়ৈহস্বরীষশ্চ বহুব্যাসো বিভীষণঃ ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ব্রহ্ম ॥
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ।
সেব্যা हरिं निषेव्यामी नो चेदागः परं भवेत् ॥”

তথা চ হরিভক্তিহৃদোদয়ে—

- (৩) “অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়ন্তি যে ।

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারিনঃ ।

নিবদ্যো নিবৃতিশান্ গজপতিরমুকম্পয়া যন্ত ॥ ০ ॥

এবং স্বামিনঃ সর্পেশ্বরশ্চ স্বরূপগুণবিভূতিমাধাত্ম্যং নিরূপ্য ততস্তৎসেবকানাং
ভক্তানাং স্বরূপমাধাত্ম্যং নিরূপ্যমিত্যাহ, অথ শ্রীভক্তামৃতমিতি । অথেতি—আন-
স্তর্যো, তদ্বিরূপণেন এতদ্বিরূপণস্যানন্তরভাবাৎ ; তস্মাৎ তেষাং দ্বৈতং দর্শিতম্ ॥
আরাধনমিতি—গান্ধকৃতং, প্রতিজ্ঞাবাক্যম্ ॥ উদাহরতি, মার্কণ্ডেয় ইতি ।

ন তে বিমোঃ প্রসাদস্ত ভাজনং দাস্তিকাজনাঃ ॥”

পাদ্যোত্তরধণ্ডে—

(৪) “অস্মাদধনানাং সর্বেষাং বিমোহরাদধনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরত্তরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥”

তত্রৈব—

(৫) “অর্চয়িত্ব তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েৎ তু যঃ ।

মম ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ॥”

আদিপুরাণে—

(৬) “মম ভক্তা হি যেন্মার্থ ! ন মে ভক্তাস্তে তে মতাঃ ।

মন্তন্তু তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে চ (ভা. ১১।১৯২১)—

(৭) “মন্তন্তু পূজাভ্যধিকা” ॥ ১ ॥ ইতি ।

(৮) “এতেষামপি সর্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ ।

যৎ প্রোক্তং তস্য মহাত্ম্যং স্কান্দ-ভাবতাদিষু ॥

যথা স্কান্দে শ্রীকৃদ্রবাক্যং—

(৯) “ভক্তঃ প্রে হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন বহুং ।

সর্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোহতিমহত্তমঃ ॥”

বস্তু—উপরিচবঃ, তদেকান্তী । আগঃ—অপরাধঃ, পরম্—অনিবার্যম্ ॥

দাস্তিকাজনাঃ—ছলিনঃ, বিশ্ববন্ধকা ইত্যর্থঃ ॥ তস্মাদিতি—বিমোহরাদধনং, বিমোহ-
রাদধনং, পরম্—শ্রেষ্ঠং, তস্মাৎ তদন্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ মমেতি । যে ভক্তপ্ৰীতিশৃং-
খা মম ভক্তাঃ, তে মম * ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ন মতাঃ ; ভক্ততমা ইত্যন্তরাৎ । অতদেব-
পূজায়াং স্বাক্ষরমেতৎ ॥ মন্তন্তেতি—মৎপূজাত্ম্যাহপি মন্তন্তু পূজা অভ্যধিকা, ইতি
কুলাদিপরীক্ষা নিরস্তা, পাদ্যোত্তরধণ্ডে চ তেষাং গ্রাহ্যে দর্শিতে ॥ ১ ॥

ভাগবতো যথা স্বয়ং-বিলাস-ব্যাহাদিত্বরূপং তারতম্যং গুণব্যক্তব্যক্তিকৃতমুক্তং,
তথা ভক্তানাংপি ভক্তিকৃতং তদাহ, এতেষামপি ত্যাগিনা ॥ ভক্ত এবেতি—তদে-

* “মম” ইত্যত্র “সমা” ইতি পাঠোৎপন্নঃ ।

শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদশৈব বাক্যং (ভা০ ৭।২।২৬)—

- (১০) “কাহং রজঃপ্রভব ঈশ । তমোহধিকেহস্মিন্,
জাতঃ সুরেতরকূলে ক্ব তবানুকম্পা ।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবন্ত ন বৈ রমায়া
যশ্নোহর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥”

তত্রৈব শ্রীনৃসিংহবাক্যং (ভা০ ৭।১০।২১)—

- (১১) “ভবন্তি পুরুষা লোকে মন্ত্ৰক্ৰান্তামনুব্রতাঃ ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিক্রপদ্বক্ ॥” ২ ॥ ইতি ।
(১২) পাণ্ডবাঃ সর্বকৃতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি ।
শ্রীভাগবতম্বেবাত্র প্রমাণং ক্ষুটমীক্ষ্যতে ॥

তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যং (ভা০ ৭।১০।৪৮—৫৬; ৭।১৫।৭৬—৭৭)—

- (১৩) “যুং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনান্ মুনয়োহভিযন্তি ।
যেষাং গৃহানাবসতীতি স্নানাদগৃঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গম্ ॥
(১৪) স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমুগ্যং কৈবল্যনির্বানুস্থানুভূতিঃ ।
প্রিয়ঃ স্নহদবঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্বগীয়ো বিধিকৃষ্ণগুরুশ্চ ॥

কান্তী যঃ, স এবৈত্বার্থঃ । ন ত্বহমিতি—মমধিকারিহেন অত্মাবেশাৎ তস্মৈন তজ-
জ্ঞানং নাস্তীতি হীনত্বপ্রকাশনং নির্বেদবাঙ্গকম্ । তাদৃশং ভক্তং দর্শয়তি, সর্বে-
ষ্বিতি ॥ ভক্তেণু প্রহ্লাদন্ত শৈষ্ঠ্যমাহ, কাহমিতি । সুরেতরকূলে—দৈত্যবংশে,
জাতোহহং ক ? তস্মিন্ ময়ি তবানুকম্পা ক ? ইতি দুর্ঘটোহয়ং সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ।
তৎকূলে কীদৃশ ? ইত্যাহ, রজঃপ্রভবে তমোহধিকে ইতি । অনুকম্পামাহ, যঃ
পদ্মকরঃ প্রসাদো ব্রহ্মাদিশিরঃস্ব নর্পিতঃ, স মে শিরসি যৎ ত্বয়া অর্পিত ইদ্রি ॥
ভবন্তীতি । ঈশানুব্রতাঃ—স্বদচসাগিণঃ, ভবিষ্যন্তি । মম সর্বেষাং ভক্তানাং ভবান্
প্রতিক্রপদ্বক্—একতঃ সর্বে একতো ভবানিতি, সর্বভক্তশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শৈষ্ঠ্যমাহ । প্রহ্লাদসৌভাগ্যং নিশ্চয়ং স্বং নিকৃষ্টং
মদ্যনুং যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং, যুয্মিতি । নতু কুতো বয়ং ভূরিভাগাঃ ?
তত্রাহ, পরং ব্রহ্ম যেষাং দৃশান্ আবসতীতি, বিজ্ঞায়, লোকং পুনান্ মুনয়ঃ—

(১৫) ন যন্ত সাক্ষাদ্ভবপদ্বজাদিভী রূপং স্থিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্ ।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমনেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাহিত্যং পতিঃ ॥ ৩ ॥
ইতি ।

ন্যাখ্যাতৃক্ শ্রীস্বামিপাদৈঃ—

(১৬) “অহো প্রহ্লাদস্ত ভাগ্যং, যেন দেবো দৃষ্টঃ, বয়স্ত মন্দ-
ভাগ্যাঃ’ ইতি বিদ্বাদস্তং রাজানং প্রত্যাহ, যুয়মিতি ত্রিভিঃ ।”

অন্ত পদ্যত্রয়স্ত ভাষণার্থ্যং তৈরেব লিখিতঃ—

(১৭) “নতু প্রহ্লাদস্ত গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদদর্শনং
মুনয়স্তদগৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদি-
রূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যুয়মেব
ভতোহপ্যস্মত্তোহপি ভূক্তিভাগা ইতি ভাব্যঃ ॥” ৪ ॥

(১৮) সদাতিসম্মিকৃষ্টাং মমতাধিক্যতো হরেঃ ।

পাণ্ডবেভ্যোহপি যদবঃ ক্রেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ, তান্ গৃহাদগৃহান্ অভিতো যন্তীতি ॥ নতু মাতুলেয়স্ত কথং
পরব্রহ্মত্বং তদ্রাহ, স ইতি । মোহনং—কৃষ্ণং, মহত্ত্ববিমৃগ্যং ব্রহ্মৈব, বঃ—
যদ্বাক্যং, প্রিয়াদিভিঃ বন বর্ত্ততে । ব্রহ্মত্বে হেতুঃ, কৈবল্যস্ত—বিশুদ্ধস্য, নির্মাণ-
স্থত্বস্ত—মোক্ষানন্দস্ত, অনুভূতিঃ—সাক্ষ্যং কারণং, যস্মাৎ সঃ ; দৃষ্টধেদং শিশুপালে,
“তমেব বিদিত্বাতিমুহুর্যমোত” (য়েং উং ৩৮ ; ৬১৫) ইত্যাদিশ্রুতিঃ, “মুক্তি-
প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ।” ইতি স্থিতিশ্চ ব্রাহ্ম । বিবিকৃতং—বচন-
বর্ত্তিত্যর্থঃ ॥ নতু কৃষ্ণস্ত সত্যভামাদিনিবৃত্তপ্রত্যয়াং কথং ব্রহ্মত্বমাত্মারামরূপং
প্রত্যোতব্যং ? তদ্রাহ, ন যন্তেতি । যন্ত, রূপং—স্বরূপং, ভবাদিভিরপি, স্থিয়া—
স্ববুদ্ধ্যা, বস্তুতয়া নোপবর্ণিতম্—ইদমেব পরং ব্রহ্ম ইতি ন নিশ্চিতং, তেহপি যত্র
মোহং লভন্তে ; যথা বাণবুদ্ধে, যথা বৎসাহরণে, গোবর্ধনমথ চ বিদিতম্ভুতং ।
তথাচ পরাধ্যস্বরূপশক্তিবিলাসৈঃ সত্যাদিভিরূপেতং তাস্ম নিবৃত্তং তৎ আত্মারামং
ব্রহ্মৈবেতি তদৈকান্তিভিঃ বিজ্ঞেয়ং, নাতিমামিভিরধিকৃতৈরিতি ॥ ৩ ॥

এতিঃ পদৈঃ প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রেষ্ঠ্যঃ শ্রীধরস্বাম্যন্তেন ঐর্ধর্ষণে
দর্শয়তি, নতু প্রহ্লাদস্ত গৃহে ইত্যাহিনা ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীদুশমে (ভা০ ১০।৮২।২৮ ; ৩০)—

(১৯) “অহো ভোজপতে ! যুয়ং জন্মভাজো নৃণর্মিমহ ।

যৎ পশ্যথাসকুং কৃকং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥”

(২০) “তদর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-

শয্যাসনাশন-সর্বোদ-সপিওবন্ধঃ ।

যেষাং গৃহে নিরয়বজ্র-নিবর্ততাং বঃ

স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিযুঃ ॥”

তথা (ভা০ ১০।১০।৪৬)—

(২১) “শয্যাসিনাটনাল্লাপস্নানক্ৰীড়াশনাদিষু ।

ন বিদুঃ সঙ্কটমাত্মানং বৃক্ষয়ঃ ক্লমঃচেতসঃ ॥” ৫ ॥ ইতি ।

(২২) বহুভ্যোহপি বরিতোহসৌ সর্বেভ্যঃ শ্রীমদ্রুদ্রবৎ ।

শ্রীমদ্বার্গবতে যশ্চ শ্রয়তে মহিমাযুতঃ ॥

তথাহি একাদশে শ্রীমদ্রুদ্রবাক্য্য (ভা০ ১১।১৭।১৫)—

(২৩) “ন তথা দ্বে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন-শঙ্করঃ ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥”

অথ পাণ্ডবেভ্যোহপি যদুনাং শ্রেষ্ঠ্যমাহ, সদাভীত্যাদিনা । কেচিৎ—নিত্য-পার্বদাঃ ॥ অহো ইতি । হে ভোজপতে !—“উগ্রসেন ! ॥ তদর্শনেতি । যেষাং বো-গৃহে, স্বয়ং বিযুঃ—পূর্ণঃ কৃষ্ণঃ, আস—বর্ততে স্ব । বদা, স্বয়মাস, নহু সাধন-বশতয়া ; ইতি নিত্যপার্বদতা তেষাম্ । বঃ কীদৃশানাম্ ? ইত্যাহ, নিরয়বজ্র-নিঃ—সংস্রুতিপ্রবাহাৎ, নিবর্ততাং, নিত্যমুক্তানামিত্যর্থঃ । কীদৃশোহসৌ ? ইত্যাহ, স্বর্গেতি—স্বর্গস্য অপবর্গশ্চ চ স্তুতৈশ্চর্য্যপ্রধানশ্চ বিরমো যেন সঃ ; তং তৎ যঃ স্বৈকান্তিভ্যো ন দদাতীত্যর্থঃ । তশ্চ যুগ্মংকর্তৃকা যে দর্শনাদিযঃ, যুগ্মংসংপূজনানি যানি, শয্যাাদীন চ, তৈবিশিষ্টশাস্তৌ সযোজ-সপিওবন্ধশ্চেতি, মধমিপদলোপী কশ্মধারয়ঃ । তত্র, যৌনবন্ধঃ—বিবাহসম্বন্ধঃ, পিওবন্ধঃ—দৈহিকসম্বন্ধঃ, তাভ্যাং সহ বর্তমানোহসাবিতি বহুবীহিগর্ভতান অল্পপথঃ—অল্পগতিঃ । প্রজল্পঃ—গোষ্ঠী ॥ নিত্যপার্বদত্বাদেব তেষাং কৃষ্ণকাবেশমাহ, শয্যাসনেতি ॥ ৫ ॥

যদু উদ্রবশ্চ শ্রেষ্ঠ্যং দর্শয়তি, বহুভ্যোহপিতি ॥ ন তণেতি । আত্মযোনিঃ—ব্রহ্মা,

তথা (ভা০ ১১।১৬।২৯)—

(২৪) “বস্তু ভাগবতেশ্বহম্ ।” ইতি ।

(২৫) আবাল্যাংদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্থার্থিলোভমা ॥

তথ্যে ত্রীতৃতীয়ে (ভা০ ৩২।২)—

শু ২৬) “যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাণরাশায় যাচিতঃ ।

তুন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্যস্ত সপৰ্য্যাং বাললীলয়া ॥”

অতএব তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনং (ভা০ ৩৪।৩১)—

(২৭) “নোদ্ধবোহপ্যপি মন্যুনো যদুগ্ধৈর্নাদিতঃ প্রভুঃ ।” ইতি ।

(২৮) অত্থার্থঃ—যদুগ্ধৈঃ—যস্ত উদ্ধবস্ত, গুণৈঃ, প্রভুরপ্যহং, ন
অদিতঃ—ন যাচিতঃ । যদা, মৎ—যস্যাং, উদ্ধবঃ, গুণৈঃ—সস্তা-
দিভিঃ, ন অদিতঃ—ন পীড়িতঃ, গুণাতিত ইত্যর্থঃ । তত্র
হেতুঃ, প্রভুঃ—ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ ॥ ৬ ॥

(২৯) ব্রজদেব্যো বরীয়স্ত দীদৃশাদুদ্ধবাদপি ।

যদাসাং প্রেমমাধুর্য্যং স এবোহপ্যুভিযাচতে ॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৪৭।৫৮)—

(৩০) “এতাঃ পরং তনুভূতো ভুবি গোপবধো

গোবিন্দ এবমখিলায়নি ক্রতুভাবাঃ ॥

বাঞ্জস্তি যদন্তবভিয়ো মুনয়ো বয়স্ক

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্ত ॥” ৭ ॥

আত্মা—শ্রীবিগ্ৰহোহহং ॥ শ্রৈষ্ঠ্যহেতুং ভক্ত্যতিশয়মাহ, আবাল্যাংদেবেতি ॥ য ইতি ।
পঞ্চহায়নঃ—পাঞ্চবার্ধিকঃ । সপৰ্য্যাং—পূজাম্ ॥ নোদ্ধব ইতি—ময়া সাদ্ধং তুল্যা-
নারোপিতো লেশেনাপি ন নান ইত্যর্থঃ ॥ অতন্তু ব্যাখ্যাতং শাস্ত্রকুণ্ডিরেব ॥ ৬ ॥

অথোদ্ধবাদগোপীনাং শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি, ব্রজদেব্য ইতি ॥ অত্রার্থে প্রমাণমাহ,
এতা ইতি । এতাঃ—শ্রীনন্দব্রজস্থিতাঃ, পরং—কেবলং, তনুভূতাঃ—উত্তমতনু-
বিশিষ্টাঃ, যাঃ, নিখিলায়নি—সৰ্বাংশিনি, গোবিন্দে—গোপাললীলে কৃষ্ণে, ক্রতু-
ভাবাঃ—উত্তমমহাভাবাঃ, বর্ন্তস্তে ॥ যৎ—যং ভাবং, উবভিয়ঃ—মুস্কবঃ শৌনকা-

শ্রীবৃহদ্বামনে চ ভূখাদীন্ প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

(৩১) “যষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা ।

নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদবেণুপলঙ্ঘয়ে ।

‘তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ’ ॥” .

ভূখাদিবাক্যং—

(৩২) “বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহতে ঋদ্ধিধৈরপিণাং .

সন্তি তে বহবো লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ ॥

তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্থ্যাপি যৎ ।

গৃহতে সংশয়ো মেহত্র কো হেতুস্তদ্বিদ প্রভো! ॥” .

শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

(৩৩) “ন স্ত্রিয়ো ব্রহ্মসুন্দর্যাঃ পুত্রাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রিয়োরপি তাঃ .

নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ কচিৎ ॥”

আদিপুরাণে চ শ্রীমদজ্ঞানবাক্যং—

(৩৪) “ত্রৈলোক্যে ক্লগবন্তক্লাঃ কে ভ্যাঃ জানন্তি মর্শ্মণি ।

কেষু বা ভং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্ ॥”

শ্রীভগবদ্বাক্যং—

(৩৫) “ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা কদ্বৈশ্চ পার্থিব ! ।

ন চ লক্ষ্মদোর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥

(৩৬) ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কৃতি সন্তি ন ভূতলে ।

কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাদিকপ্রিয়তমো মম ॥”

দয়ঃ, মুনয়ঃ—মুক্তা নারদাদয়ঃ, বাঞ্ছন্তি ; বয়ঞ্চ—উদ্ধবাদেশ্বরা নিত্যতৎসংসর্গিণঃ ,

বাঞ্ছামঃ ; ভগবতস্তদ্ব্যতাং প্রতীত্য তৎপরিমাণং ॥ বাঞ্ছামঃ, নতু প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ ।

ঐদৃশোচ্চভাবালাভে চতুর্নুখজন্মভিরপ্যলমিত্যাহ । অনন্তত্ব—অপারমাপুরীকত্ব

তত্ত্ব, কথাম্, অরসঃ—রাগাভাবঃ, যস্য তত্ত্ব, তজ্জন্মভিঃ কিং ? ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

উক্তপোষণে তদাহিমতিশয়মুদাহরতি, যষ্টীতি ॥ শ্রিয়োরপি সকাশাৎ তাঃ,

(৩৭) ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পশ্যন্তপ ! ।

ন চ রূপাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্ ॥

(৩৮) ন তপোভির্ন বৈদৈশ্চ নাচারৈর্ন চ বিদ্যয়া ।

বশ্যোহয়ি কেবলং প্রেমণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥

খ. ৩৯) মন্যাহাভ্যাং মৎসপর্ঘ্যাং মচ্ছ্ ক্কাং মন্যনোগতম্ ।

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ ! নাশ্চে জানন্তি মন্যনি ॥

(৪০) নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে ।

তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥” ৮ ॥ ইতি ।

(৪১) ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্যমাংসং বাক্ষ্যেদ্যতু ক্রবঃ ।

পাদরেণুক্ষিতং যেন ত্বজন্মাপি যাচ্যতে ॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভা. ১০।৪৭।৬১)—

(৪২) “আসামহো চরণরেণুজুষ্মাহং স্মাং

বৃন্দাবনে কিমপি শুশ্লবতৌষধীনাম্ ।

যা তুস্ত্যজং মজ্জনমার্য্যপথঞ্চ হিমাং

ভেজুর্মুকুন্দপদতীং শ্রুতিভির্বিমূগ্যান্ ॥” ইতি ।

(৪৩) ইতি কৃষ্ণং নিষেক্যাগ্রে কৃষ্ণশ্চোপামৃকৈর্জনেঃ ।

সেব্যঃ প্রসাদপুষ্পাদৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রবঃ ॥ ৯ ॥

(৪৪) তত্রাপি সর্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী ।

সর্বাদিকৈর্যন কণিতা যৎ পুরাণাগমাদিসু ॥

শ্রেষ্ঠাঃ—অবিকাঃ ॥ ত্রৈলোক্যে ইতি । যতো বদীতু তঃ ॥ ন মামিতি । ন জানন্তি—

তথা ন বিদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তস্তাববাস্থ্যং কৈমুতামহি, ন চিত্রমিতি । যেন—উদ্ধবেন ॥ অসামিতি ।

বৃন্দাবনে, আসাং—ব্রজসুন্দরীণাং, চরণরেণু, জুষ্মে—সেবন্তে, যা শুশ্লবতৌ-

ষধ্যস্তাসাং মধ্যে কিমপ্যহং ত্বজপং স্যাম্, ইতি তৎপাদরেণুহিতবিধিকুণ্ডলজন্ম-

স্পৃহাতিধানাং তস্তাবস্পৃহা তু দূরতঃ স্থিতা ॥ বক্তব্যমাহ, ইতি ঈক্ষমিতি ।

শাস্ত্রমাসার্থজ্ঞানাম্ উপাসকানাং প্রজরামোপাসনা আবশ্যকীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

যথা পাদ্মে—

(৪৫) “যথা রাধা প্রিয়া বিফোস্তস্তাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং ভথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিফোরত্যস্তবল্লভা ॥”

আদিপুরাণে চ—

(৪৬) “ত্রেলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ ! তত্র ক্লাধাক্লিধা মম ॥” ১০ ॥ ইতি ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃতং নাম উত্তরখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ * ॥

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতং সম্পূর্ণম্।

॥ * ॥ শুঁ শ্রীহরিঃ শুঁ ॥ * ॥

শ্রীমন্মদনগোপালপার্বণমন্ত্ৰ ।

শ্রীরাধায়াঃ সৰ্ব্বাভাঃ শ্রেষ্ঠো পাদ্মাদিবাৰ্কে প্রমাণয়তি, যথা রাধেত্যাদিনা ।
আগমঃ—বৃহদ্রোতমীয়াদিঃ ; “দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । সৰ্ব-
লক্ষ্মীময়ী সৰ্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥” ইত্যেবমাদিঃ । আদিশব্দেন পুরুষবোধিনী ;
যজ্ঞাং ধনু “গোকুলাখ্যে মাধুরমণ্ডলে” ইত্যুপক্রম্য, “গোবিন্দোহপি শ্রানঃ”
ইত্যাদি, “দ্বৈ পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ” ইতি চোক্তা “যজ্ঞা অংশে লক্ষ্মীর্গাদিকা
শক্তিঃ” ইতি পঠ্যতে । তথাচ সৰ্বভক্তশিরোমণিত্বং শ্রীরাধায়াঃ সিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

যদ্বাক্যং সাধবঃ কৃষ্ণং সংবিদতি সপার্বদম্।

শ্রীকৃপন্তরবিভূপঃ স মে কৃপয়তু প্রভুঃ ॥

শ্রীবিদ্যাভূষণেনেয়ং লঘুভাগবতামৃতে ।

টিপ্পনী রচিতা ভূয়াং তুষ্টিয়ে রামবর্ণিনঃ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতং ব্যাখ্যাতম্ ॥ * ॥

॥ * ॥ শুভমন্ত্ৰ ॥ * ॥

॥ * ॥ শাস্ত্রকারিকাসমুদয়ঃ রূপধীমন্তরোক্তম্ । জীয়াং কবিরূপৈঃ সেব্যং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ॥ * ॥

শ্রীহরিঃ । শ্রীহরিঃ । শ্রীহরিঃ ।

শ্রীমন্মদনগোপালপার্বণমন্ত্ৰ ।

লঘুভাগবতামৃত

বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য ।

দেবসংকীৰ্ত্তনঃ স্তোত্রম্, ভাস্কর্যাদিভিঃ শ্রুতৈঃ স্তবৈঃ প্রণবিতা
 প্রাচীন-অচ্যুতভট্ট-কবি-শ্রদ্ধিহীন-বাসুদেব-কবি-নাথ-কবি
 ভগবদাশ-কবি-কবি-সুপরিচিত-দ্বন্দ্ব-প্রচলিত
 শ্রীশিব-মদনমোহন-বাসুদেব-বাসুদেব

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত

প্রভুপাদ শ্রীমদনমোহনগোপাল গোস্বামী

কবি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যান ।

শ্রীমদগীতা-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত

শ্রীমদগীতা-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত

শ্রীমদগীতা-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত-ভক্ত

১৩০৪

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

❧ কৃষ্ণের স্বরূপ আর শান্তিপ্রিয় জ্ঞান ।

যার হয় তার নাহি কৃষ্ণোত্তে অজ্ঞান ॥

শ্রীলক্ষ্মণভাগবতামৃত ।

পূর্বখণ্ড ।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।

ও নমো ভগবতে বাহুদেবার্য ।

মঙ্গলাচরণ ।

কাহারি প্রথমদে বুদ্ধি-বৃত্তিব সঙ্কোচভাব বিদূরিত ।

ইহীয়া যায়, “যিনি নিখিলভোগের নিঃশেষসবিসধানের

নির্মিত নানা প্রকার কমনীয় অবতারাবলী প্রপঞ্চে প্রকটন করেন, সেই স্বয়ং-

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ নমস্কারী” । যিনি সাধারণের দৃষ্টিতে গৌরকান্তি ইহীয়াও

ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্রীমহানন্দরূপে বিভাজিত, অদ্বৈত নিত্যানন্দ বাহাব অঙ্গ,

শ্রীবাসাদি যার উপাঙ্গ, হরিনাম বাহাব অঙ্গ, এবং গদাধর গোবিন্দ প্রভৃতি

যাহার পার্শ্বদ, স্থিতবুদ্ধি সাধুগণ সঙ্কাজনষণ দ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মহাপ্রভুকে অর্চনা করিয়া থাকেন । যাহা মুখকননের মকরন্দরাশিদ্বারা স্নান,

শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুকাকলী আমার আনন্দ-বক্সন বকন । যাহার ‘হবে কৃষ্ণ’

প্রভৃতি বণ-পরম্পরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বদন ইহীতে নিঃশৃত হরির সখোষক

সেই নামীবলী ভগজ্ঞনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে কবিত্তে সর্বোপরি

বিবাজ ককন ।

তাৎপর্য ।

শ্রীকৃষ্ণ—যিনি ব্রহ্মেষ্ণবী শ্রীমতী যশোদার স্তনপানকঙ্টা ১২২ ।

মত—পরিপুষ্ট । কাকলী—মধুৰ স্বাদ অশ্রু-সুস্বাদনি ১৩-১৪ ।

লুভাগবতামৃতপ্রকাশের
আবশ্যকতা ।

ভাগবতামৃত
দ্বিবিধ ।

শব্দ প্রমাণেরই
শেষতা ।

আমার গভূষাদ (শ্রীসনাতন গোস্বামী) বৃহদাগ-
বতামৃতগণ্ডে যাহা বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন, আমি
এই গণ্ডে সেই সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিব ।

‘কৃষ্ণামৃত’ এবং ‘ভক্তামৃত’ ভেদে এই ভাগবতা-
মৃত দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে প্রথমত সঙ্কদয় ভক্তদর্শকে
‘কৃষ্ণামৃত’ আবাদন করাইব ।

আমি এই গ্রন্থে ব্যক্তিবিশ্তারের আগ্রহ পরিত্যাগ
করিয়া, প্রমাণ-স্থানে প্রমাণের মধ্যে সর্কপ্রধান বলিয়া
‘শব্দকেই’ পরিগহ করিলাম ।

যেহেতু মহর্ষি
বেদবাসি বেদান্তসূত্রে “শাস্ত্রমোনিহাং” এই গ্রায় দেখাইয়া একমাত্র শব্দেরই
প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন ।^১ এবং সেই বেদান্তেই “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং”
এই ন্তি বিধান করিয়া, মহর্ষি সুস্পষ্টই তর্কের অনাদর করিয়াছেন ।^২

‘ভগবত ইদম্ অমৃতম্’ এইরূপ অর্থ করিলে, ভাগবতামৃত বলিতে শ্রীকৃষ্ণগত এবং
‘ভাগবতস্ত ভগবত্তত্ত্বম্ অমৃতম্’ এইরূপ অর্থ করিলে, ভক্তামৃত বুঝায় । অতএব ভাগবতা-
মৃতের কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত এই দুই অর্থ ।^৩

প্রকৃত জ্ঞানেব সাধনকে ‘প্রমাণ’ বলে । অপিকারণে দার্শনিকেরাই প্রত্যক্ষ, অন্ত-
মান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অল্পাংশ প্রমাণসম্বন্ধকে
এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত করেন । তন্মধ্যে পুরুষমাবের বুদ্ধিই লব, প্রমাদ (অনবধানতা),
বিপ্রলিপ্সা (বকনেচ্ছা), কবগাপটব (ইন্দ্রিয়মান্য), এই চতুর্বিধ দোষে দূষিত হওয়ায়,
অলৌকিক অচিন্ত্যস্বভাব বস্তুকে স্পর্শ কবিত্তে পারে না ; আর তাহাদিগের প্রত্যক্ষাদিও
সদোষ । ভোজবিদ্যায় মস্তকচ্ছেদদর্শনে প্রত্যক্ষের, এবং তৎকালে বৃষ্টিকর্ক বস্ত্র নিবা-
পিত হইয়াছে অথচ, মূল হইতে আবিচ্ছিন্ন ধূম উথিত হইতেছে, এতাদৃশ পরিত্রাণাদিতে অনুমান-
নুমানের ব্যতিচার হওয়ায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের স্বতঃপ্রামাণ্য হইতে পারে না । অতএব
অপৌরুষেয় বাক্য ঐতিহ্য-পুরাণাদি শব্দই স্বতঃপ্রমাণ । কিন্তু বেদাদির অনুগত
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণস্থানে পারগৃহীত হইবে ।^৪

“শাস্ত্রমোনিহাং” এই সূত্রে একমাত্র বেদপুর্বাণাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানেব কাবণ, এই কথা
বলায়, সুস্পষ্টই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন ।^৫

এ হানে তর্ক বলিতে অনুমান । তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সৈধ্যা নাই, এইরূপ হেতু প্রদর্শন
করাইয়া কেবল-তর্কের অনাদর, করিয়াছেন । কিন্তু শাস্ত্রানুকূল তর্ক হইলে আদৃত
হইবে ।^৬

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ
স্বরূপ নিকরূপ ।

অনন্তর উপাখ্যবর্ণের মধ্যে উৎকর্ষ-বাঙ্ল্যবশত শ্রীকৃষ্ণের মূখ্যতা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বকণ্ঠ-পরম্পরা ক্রমশঃ নিকরূপ করিতেছেন । ১০ সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাভীত বৈকুণ্ঠাদিধামে ‘স্বয়ংরূপ’, ‘তদেকান্তরূপ’ এবং ‘স্বাবেশ’, এই তিন রূপে বিলাস করিতেছেন । ১১

তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ ।—অত্ৰকে অপেক্ষা করিয়া যাহার রূপ প্রকট হয় নাই, তাহাকেই ‘স্বয়ংরূপ’ বলে । ১২ যথা লক্ষ্মণসংহিতায়—“যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্ৰহ, যাদবগণ কুলদেবতা বলিয়া এবং ব্রজবাসীগণ নিজস্বগণ বলিয়া যাহাকে অন্তর্ভব করেন, যিনি সুরভাগ্যের পরিপাক এবং সর্ববিধ কারণসমূহের অধিপতি, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর ।” ১৩ ইতি ।

তদেকান্তরূপ ।—অথ তদেকান্তরূপ ।—যাহার রূপ, স্বরূপত স্বয়ং-রূপে একতা থাকিলেও, আকীর্ণাদি দ্বারা অত্যাদ্ভুত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে ‘তদেকান্তরূপ’ বলে ।

‘বিলাস’ ও ‘স্বাবেশ’ ভেদে সেই তদেকান্তরূপ দ্বিবিধ । ১৪

বিলাস ।—তন্মধ্যে বিলাস ।—স্বয়ংপ্রভুর যে অত্যাদ্ভুত স্বরূপ লীলাবিশেষহেতু প্রতিভাত হয় এবং শক্তিপ্রকাশে প্রায়ই তাঁহার সদৃশ, তাহাকে ‘বিলাস’ বলে । ১৫ যেমন গোবিন্দের বিলাস পরবোমানাধিপতি নারায়ণ, এবং পরবোমানমুখের বিলাস আদিবৃন্দ রাঙ্গদেব । ১৬

উৎকর্ষবাঙ্ল্য—পাক্ত, গুণ, ব্যবহৃত এবং লীলাহেতুক শ্রেষ্ঠক । ১০ ॥ ১১ ॥

দুই তিন প্রভাত সংখ্যা যেমন এক দুই প্রভৃতি সংখ্যাকে অপেক্ষা করিয়া বাক্ত হয়, কিন্তু এক কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া বাক্ত হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপকে অপেক্ষা করিয়া পরবোমানাধিপতির রূপ অভিবাক্ত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া অভিবাক্ত হয় না, অর্থাৎ বতঃসিদ্ধ ॥ ১০ ॥

‘পরম’ ও ‘ঈশ্বর’ এই দুই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্তাপেক্ষিতারূপ স্বয়ং ভগবতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, অস্তথা কেবল ‘ঈশ্বর’ বলিলেই হইত ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কোন কোন গুণে নূন, ইহা ‘প্রায়’ শব্দ দ্বারা পাক্ত ইষ্টক ॥ ১০ ॥

স্বাংশ।

অথ স্বাংশ।—যিনি বিলাসসদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংক্রমে
অভিন্ন হইয়া, বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি
প্রকাশ করেন; তাঁহাকে ‘স্বাংশ’ বলে। যেমন স্ব স্ব ধামে সঙ্কর্যণাদি পুরুষাবতার
এবং মৎস্তাদি লীলাবতারগণ। ১৭

আবেশ।

অথ আবেশ।—জ্ঞানশক্ত্যাদি বিভাগ দ্বারা জনার্দন
যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন,
তাঁহাদিগকে ‘আবেশ’ বলে। ১৮ যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং অন্যান্য।
দশমস্কন্ধে ৩৯তম অধ্যায়ে অক্রুর মহাশয় যমুনাঞ্জে নিমগ্ন হইয়া যখন উপকূর্জ দর্শন
করেন, তখন তিনি এই শেষ ও নারদ চতুঃসনাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৯

৥ ১১ ॥ পঞ্চরূপ, তদেকারূপ এবং আবেশ। এই বিবিধ ভেদ নিকৃষিঃ হইল ॥ ২০ ॥

প্রকাশ।

‘প্রকাশ’ কোনকপ ভেদের মতো পরিগণিত হইতে
পারে না, যেহেতু তাঁহা কোন অংশেই স্ব-স্বকৃপা হইতে
প্রিয় নয়। ২০ তথাপি—আকাশ, গুণ ও লীলায় ঐক্য প্রকাশিত একই বিগ্রহের
পরাশের লক্ষণ। যুগপৎ অনেক স্থানে আবিভাব হইলে, তাঁহাকে
‘প্রকাশ’ বলে। ২১ দ্বারকাতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি
মন্দিরেই পৃথক পৃথক সর্কলেব নয়নগোচর ছিলেন। “চিত্রং বৈততং” ইত্যাদি
দশমস্কন্ধীয় নারদোক্ত পদ্যই এ বিষয়ের প্রমাণ। তদ্বারাষ্ট সেই প্রকাশি সিদ্ধ
হইবে। ২২ শ্রীকৃষ্ণ রূপে চতুর্ভূজ হইলেও কৃষ্ণরূপতা পরিত্যাগ করেন না,
অতএব এতাদৃশ চতুর্ভূজও দ্বিভূজের প্রকাশ। ২৩

পরবোধমানা এবং বাহুদেহ, এই উভয় আকৃতির সাদৃশ্য থাকিলেও মূলদেবতা ও আধার
ভেদে উভয়ের তারতম্য আছে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

এই ‘আবেশ’ গ্রহণবিধি ব্যক্তিসদৃশ। আবেশবিধি—যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত
অল্প শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরপরতত্ত্ব বলিয়া অভিমান করেন; যেমন
নারদ, চতুঃসনাদি। আর যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তির আবেশ
হয়, তাঁহারা ‘আমিই ভগবান’ এই অভিমান করিয়া থাকেন, যেমন ঋষভদেবাদি ॥ ১৮ ॥

এই পদোক্ত ‘শেষ’, ভূধারী ‘শেষ’ হইতে ভিন্ন ॥ ১৯—২০ ॥

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরে এক সময়ে ষোড়শসংখ্য গৃহে ষোড়শসংখ্য মহাবীর
পুত্র পুত্র পাণিগ্রহণ করেন, তৎকালে নারদ সেই ব্রহ্মাঙ্ক শ্রবণ কথিয়া বলিয়াছিলেন, —

“সেই বৈততদেবকেন বপুয়া গুণীঃ পৃথক। গৃহেষ্ট ষাটসংখ্যস্তং স্মিয় এক উদাবহৎ ॥”

এই সকল ভগবৎস্বরূপের বৈকুণ্ঠে পৃথক পৃথক ধ্যাম নির্দিষ্ট আছে । তাঁহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরেই কথিত হইয়াছে ॥৩॥

॥৩॥ ইতি স্বয়ংরূপ, বিলাস, স্বাংশ, আবেশ ও প্রকাশলক্ষণ ভগবত্ত্ব নিরূপিত হইল ॥৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্যে পূর্ণ বা স্বয়ং-
স্বভাব-তত্ত্ব ।
রূপ, সেই অবতারপরম্পরার কথা কথিত হই-
তেছে । পূর্বোক্ত স্বয়ংরূপাদি, বিশ্বকার্যার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্তর দ্বারা নৃতনের
দ্বারা লক্ষণ ।
আমি আবিস্কৃত হইলে, তাহাদিগকে ‘অবতার’
বলে ।

অবতারের দ্বার কি ?
‘তদেকায়রূপ’ এবং ‘ভুক্ত’ ভেদে সেই ‘দ্বার’ দুই
প্রকার । তন্মধ্যে শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকায়রূপ,
আমি বাহ্যদেব প্রভৃতি ভুক্ত ।

অবতার বিবিধ ।
‘পুরুষাবতার’, ‘গুণাবতার’ এবং ‘লীলাবতার’
ভেদে অবতার বিবিধ । তন্মধ্যে অধিকাংশ অব-
তারই ‘স্বাংশ’ এবং ‘আবেশ’ । ইহার মধ্যে যিনি স্বয়ংরূপ, তাহার কথা পরে
বর্ণিত ।

এ সূত্রে আশ্চর্য্য ! শ্রীকৃষ্ণ একাকী এক শরীরে এক সময়ে পৃথক পৃথক বোডনসংগ্রহ
পূর্বে বোডনসংগ্রহ বর্ণনার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । এই হোকে দেখাইলেন যে, আকাশাদির
সমন্বিত থাকিয়া একরূপের এক সময়ে অনেক স্থানে আবির্ভাব হওয়ায়, ইহাকেই ‘প্রকাশ’
বলে ॥ ২২ ॥

কর্ণিগামানাদিহুলে শ্রীকৃষ্ণেব চতুর্ভূজরূপ প্রকট হইলোও, সে সময়ে ‘আমি কৃষ্ণ’ এই
অভিমানই থাকে, কিন্তু পদ্মোদয়নাথ অথবা বাহ্যদেবাদি বালিয়া অভিমান হয় না,
সুতরাং তাদৃশ চতুর্ভূজও সেই দ্বিভূজেরই প্রকাশ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অত্যাশ্চর্য্য অবতারের যেরূপ প্রপঞ্চের মধ্যে প্রকট হন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ খেতবারাহকজের
বৈবশ্বতম্বস্তুরীয় অষ্টাবিংশচতুর্ভূজ স্বাপনের শেষে বিখ্যাসারে প্রকট হইয়া থাকেন ।
সুতরাং অন্যান্য অবতারের সহিত আশ্চর্য্যে কৌতুহল প্রাপ্তক্য পবিত্রীকৃত হয় না বালিয়া,
সদাচারপ্রণালী স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবতারমধ্যে পবিত্রীকৃত হইয়া থাকেন ॥ ১—৪ ॥

তন্মধ্যে পুরুষের লক্ষণ, যথা বিষ্ণুপুরাণে—
পুরুষাবতার ।

“পূর্বোক্ত বড় ভাববিকার-বিবর্জিত পুরুষোত্তমের যে অংশ প্রধান-গুণভাক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতির বীক্ষণাদিকর্তা, যিনি এক অর্থাৎ স্বয়ংকর্পে একতা পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ স্ববিগ্রহাংশ বিভাগ পূর্বক নিখিলপ্রাণীর বিস্তারকর্তা, তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসংসর্গরহিত ইহাই অস্তিত্বের অর্থাৎ মায়াসংসৃষ্টের আয় প্রতিভাত, এবং যিনি সর্বদা চিচ্ছক্তিকর্তৃক পরিরক্ষিত, সেই অব্যয় ‘পুরুষকে’ সর্বদা প্রণাম করি।” ইতি । ‘তৈত্ত্বৈব অহু’ অর্থাৎ ‘পূর্বলোকোক্ত পরমেশ্বরের অনন্তর,’ ইহাই শ্রীপরশ্রামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।^৬ এইরূলে ‘কারিকা’ অর্থাৎ বৃত্তিদ্বারা গ্লোকেব নিষ্কথার্থ বলিতেছেন।—পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের আয় প্রকৃতি ও প্রাকৃতির বীক্ষণাদিকর্তা, যাহা হইতে নানাবিধ অবতারের আবিষ্কার হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই ‘পুরুষ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।^৭ এই পুরুষের অবতারদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে নির্দিষ্ট আছে, যথা—“পরমেশ্বরের আদ্য অবতার ‘পুরুষ’ ।”^৮ ইতি ।

এই পুরুষের ভেদ সাধুতত্ত্বে বলিয়াছেন, যথা—
পুরুষাবতার ত্রিবিধ ।
“বিষ্ণু অর্থাৎ মূল সঙ্কষণেব পুরুষনামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । তন্মধ্যে যিনি মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা, তাহাকে ‘প্রথমপুরুষ’ বলে । যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমস্তের অধীশ্বরী, তাহাকে ‘দ্বিতীয়পুরুষ’ বলে । এবং যিনি সর্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টির অন্তর্যামী, তাহাকে ‘তৃতীয়পুরুষ’ বলে । এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিতে পারিলে অনারাম সংসারনিবৃত্তি হয় ।”^৯ ইতি ।

শুধু—সকলমাত্রেই প্রধানাদি বীক্ষণাদি করায় মায়াসংসর্গরহিত, অতএব সর্বদাই শুদ্ধ ॥ ৬—৮ ॥

মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা—প্রলয়কালে সমস্ত জীব সঙ্কষণের শাণ্ডে লীন হইয়া থাকে, তাহা-
দিগের উপাধিসৃষ্টির নিমিত্ত সেই পুরুষ স্বয়ং প্রকৃতির প্রতি লক্ষণ করেন, সেই সময়ে প্রকৃতির গুণক্ষেপে হওয়ার মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত ‘মহত্ত্বের স্রষ্টা’ বলিলেন । এই মহত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এবং বিধের অক্ষররূপ । এই প্রকৃতির বীক্ষণকর্তা পুরুষকেই ‘প্রথমপুরুষ’ বলে । ইনিই সঙ্কষণ, কারণাবরণায়ী ও অধাবিষ্ণু নামে অভিহিত । ইনিই প্রকৃতি অর্থাৎ মহাসমস্তির অন্তর্যামী । অগুপ্তিত—জীবসমস্তির অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্ত-
র্যামীকে ‘তৃতীয়পুরুষ’ বলে । ইনিই গর্ভোদশায়ী প্রহ্লাদ নামে অভিহিত । ইহারই নাভিকমল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় । সর্বভূতস্থ—ব্যষ্টিজীবের অর্থাৎ পৃথক পৃথক রূপে প্রত্যেক দেহের

তন্মধ্যে প্রথমপুরুষ, যথা একাদশে—“আদিদেব
প্রথমপুরুষ।

নারায়ণ যৎকালে স্ব-স্বরূপ স্তম্ভর্ষণকর্তৃক উৎপাদিত,
পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পৃথ্বী নির্মাণ করিয়া স্বাংশ প্রত্যয়রূপে তাহাতে প্রবিষ্ট
হন, তৎকালে তিনি ‘পুরুষ’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।”^{১০} ব্রহ্মসংহিতায়ও—
“সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাশিষ্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে পুরুষ মহাশিষ্য”
ইত্যাদি তইতে “সেই ভগবান আদিপুরুষ নারায়ণ। তাহা হইতে প্রথমত জলের
উৎপত্তি হয়, সেই জলকে ‘কাণ্ডগাণ্ডিনিধি’ এবং স্তম্ভর্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া
‘স্তম্ভর্ষণাশ্রয়ক’ বলে। বাহার প্রত্যয়রূপ হইতে অসংখ্য অংশ নিঃসৃত হয়, সেই
মহাশিষ্য সেই কাণ্ডগাণ্ডিনিধিতে যোগনিদ্রা (স্বপ্নানন্দরূপ আনন্দসমাবি) প্রাপ্ত
হন। কারণজলে ভাসমান স্তম্ভর্ষণনামা আদিপুরুষ প্রত্যেক লোমকূপে নিখিল
ভগ্নভাব বাক্যস্বরূপ, জাদনামক চিত্তপরিমাণপুঞ্জ নির্দীপ থাকে। তিনি সেই
সকল চিত্তপরিমাণ প্রকৃতিতে আবান করেন। তদনন্তর, অপকীকৃত মহাভূত দ্বারা
আবৃত হিরণ্যাবণ ব্রহ্মাণ্ডাবলীর উৎপত্তি হয়।” এই পর্য্যন্ত শ্লোকে এই প্রথম-
পুরুষের কথাই বলিয়াছেন।^{১১} এই প্রকৃতিতে লিঙ্গ-শব্দ অসংভববানের অস্তিত্ব
বলিয়া কথিত।^{১২}

নিম্নোক্তপুরুষ।

সেই ব্রহ্মসংহিতায় ইহার পরেই বলিয়াছেন,
যথা—“এরূপে অসংপ্রভু, প্রত্যয়রূপ এক এক অংশ
অমিশ্রভাবিত করিয়া, পৃথক পৃথক প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন।”^{১৩} ইতি।
মোক্ষধর্মের নাবায়ণোপাখ্যানে যে বলিয়াছেন—“যিনি গন্তোদকশয় প্রত্যয়,
তিনিই অনিরুদ্ধ,” সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেই অসংপ্রভু প্রত্যয়রূপেই
হিরণ্যগর্ভের জনক এবং অন্তর্যামী।^{১৪}

অন্তর্যামী পুরুষকে ‘তৃতীয়পুরুষ’ বলে। ইনিই ক্ষারোদশায়ী বিষ্ণু ও অনিরুদ্ধ নামে খ্যাত।
‘পুরু’ শব্দের অর্থ শব্দ, তাহাতে নিয়ামকরূপে যিনি বাস করেন, তাঁহারই নাম ‘পুরুষ’ ॥ ২ ॥

প্রথমপুরুষ স্তম্ভর্ষণ প্রকৃতির প্রাচীকরণ করিলে, তাহার গুণক্ষোভ হয়; তাহাতে প্রথমত
মহত্ত্বের, তাহা হইতে অহঙ্কারের, তাহার সাহিক্যাংশ দ্বারা মনঃ, রাজস্যাংশ দ্বারা দশবিধ
বহির্লক্ষি এবং তামস্যাংশ দ্বারা পঞ্চতমাসহস্রাণি গন্ধভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহত্ত্ববাদি
তত্ত্ববগই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান। ইহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বচিত হইলে, তাহাতে যিনি অন্তর্যামিরূপে
প্রবেশ করেন, তাঁহাকে ‘তৃতীয়পুরুষ’ বলে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের কারণশ্রী ‘প্রথমপুরুষ’। এই
শ্লোকের দ্বৈ অংশ কারণশ্রীর কথা আছে, সেই অংশই প্রথম প্রবেশের প্রমাণ ॥ ১০—১০ ॥

“অনন্তর বিনি তৃতীয়পুরুষ, “কোচং স্বদেহান্তঃ”
তৃতীয়পুরুষ।

ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয়- দ্বিতীয় স্বক্কের শ্লোকে,
তাঁহাকে শ্রীশুকদেব দেখাইয়াছেন। ১৫

অনন্তর দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে বিশ্বের
গুণাবতার।

পালন, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু
ব্রহ্মা এবং রুদ্র, এই তিন গুণাবতারের কথা বলিব। ১৬ যথা প্রথমে—“যদ্যপি
একই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ এই বিশ্বের স্থিতি, পালন ও সংহারের নিমিত্ত
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহা-
দিগের অবিচ্ছিন্নতা হইয়া হরি, বিরিকি এবং হর, এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞামাত্র
ধারণ করেন, তথাপি জীবের ঋক্ষ, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ
শুভফল সন্ততঃ হরি হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।” ১৭ ইতি। এই শ্লোকের
কারিকা।—নিরামকতারূপ গুণের সহিত সম্বন্ধকে ‘যোগ’ বলে। অতএব
সেই পুরুষ কখনই গুণের সহিত মিলিত হন না। বিশেষত তন্মধ্যে যিনি স্বয়ং
প্রভুর স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না। ১৮

প্রহ্ম ও অনিন্দকের নামান্ত্রবিষয় বলিয়া অতএব স্বীকার পুরুষ দুইকেই একতর বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুত প্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মবৃন্দম্ ॥ ১৯ ॥

তথাচ দ্বিতীয়স্বক্কে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

“কোচং স্বদেহান্তঃস্বদেহাবকাশে প্রাদেশমাকং পুরুষং বসন্তম্।

চতুর্ভূজং কণ্ড-রথাস্ত-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥”

“কোন কোন মহোৎসব খায়দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়াকাশে অবস্থিত প্রাদেশপরিমিত,
চতুর্ভূজ, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী পুরুষকে ধারণায় চিত্তা করিয়া থাকেন।” এই শ্লোক-
দ্বারা প্রত্যেক ভূতের অন্তরামী পুরুষ অবধারিত হইলেন। অতএব তৃতীয়পুরুষ কার্যকি
পতি অনিন্দক প্রাদেশপরিমিত ॥ ২০—২১ ॥

‘প্রকৃতির গুণে যুক্ত’ ইহার অভিপ্রায়,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ নিয়মিত অর্থাৎ
ঈশ্বরের নিয়মাধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত পুরুষ নিয়ামক অর্থাৎ পরিচালন-
কর্তা। তাহারা যেভাবে পরিচালন করেন, গুণ সেইভাবেই পরিচালিত হয়। এইরূপ
গুণের সহিত নিয়ম-নিয়ামকতা সম্বন্ধকে ‘যোগ’ বলে। অতএব সেই পুরুষ কখনই গুণযুক্ত
অর্থাৎ গুণবদ্ধ হন না। ব্রহ্মা ও রুদ্র সারিধামাত্র রজঃ ও তমোগুণের পরিচালক, বিষ্ণু সত্ত্ব-
মাত্রেরই সত্ত্বগুণের উপকারক। স্বাংশ—মূলস্বরূপে অদ্বিষ্ট ॥ ২২ ॥

তন্মধ্যে ব্রহ্মা—‘হিরণ্যগভু’ ও ‘বৈবাজ’ ভেদে
ব্রহ্মা ।

ব্রহ্মা হিবিধ । তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য
উপভোগ করেন, সেই স্বরূপকে ‘হিরণ্যগভু’ বলাই । এবং যিনি সৃষ্টিকার্যে
নিযুক্ত, সেই স্বরূপের নাম ‘বৈবাজ’ ১০ বৈবাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ-
প্রচারার্থ প্রারম্ভ চতুর্থাৎ, অষ্টমেন্দ্র এবং অষ্টবালু হইয়া অভিযুক্ত হন । কখন
বা ভগবান্ গণ্ডোদশাবী বিষ্ণু, ব্রহ্মার রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই সৃষ্টিকার্য্য
করিয়া থাকেন ১১ তাহাই পুণ্যপুণ্যেও বলিয়াছেন—“কোন কোন মহাকর্মে
জীবও উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হন । আর কোন কোন মহাকর্মে গণ্ডোদশাবী
মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন ১২” ইতি । যে মহাকর্মে গণ্ডোদশাবী বিষ্ণু ব্রহ্মা
হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করেন, তৎকালে বৈবাজ ব্রহ্মা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া
ব্রহ্মলোকের সুখসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন ১৩ তৎএব কালভেদে ব্রহ্মার
ঐশ্বর্য্যও জীবও দুইই কিছু হইল ১৪ শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যাবিভাব অপেক্ষা করিয়া
ব্রহ্মাকে অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কেহ কেহ বা সমষ্টিরূপে ভগ-
বান্‌ব সন্নিহিত হইয়া অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সক্ষম জানিয়া ভগবান্
স্বশক্তি দ্বারা ক্ষার-নিরবং তাহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অভিলষৎ প্রতীয়মান হন
বলিয়া, ব্রহ্মাকে অবতার বলেন । কেহ কেহ বা ব্রহ্মাকে আবেশ অবতাব বলিয়া
থাকেন ১৫ তাহাও ব্রহ্মবহিতায় বলিয়াছেন—“স্থায়ী যেমন স্বীয় প্রাণবশেও
অর্থাৎ স্থানান্তরগমনে কিংবদন্তি স্বাভাবিক প্রকাশ প্রসবক দাহাদিকার্য্য
করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মভেদে স্বয়ং সৃষ্টিশক্তি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মভেদে
ব্যস্তিচিন্তা করেন, আমি সেই আদিপুরুষ যোগিন্দ্রের ভজনা করি ১৬” ইতি ।
গণ্ডোদশাবীর নাস্তিত্ব হইতে এই (পুনোক্ত জীবকোটি) ব্রহ্মার জন্ম হইল ১৭

ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে ব্রহ্মা দুইপ্রকার । তন্মধ্যে পূর্বে ঈশ্বরকোটির নিকলন
করা হইয়াছে । সম্প্রতি জীবকোটির নিকলন করিতেছেন । স্বরূপ—মহাভূতশরীর, পরমেশ্বর-
নারদৃশ্য ও দেবাদির অগোচর । স্বরূপ—সমষ্টিশরীর অর্থাৎ ব্রহ্মাওবিষ্ণুও, দেবাদির দৃশ্য
এবং তাহাদিগের বদনাত্মক ১৮ ॥

জীব ও ঈশ্বর ভেদে ব্রহ্মা দুইপ্রকার, ইহা এই বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট অভিযুক্ত
হইল ২০—২২ ॥

তৎকালে গণ্ডোদশাবী স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎকালে ঈশ্বরও অপেক্ষা
করিয়া অবতারশব্দ মুখ্য, জীবও অপেক্ষা করিয়া অবতারশব্দ গৌণ ২৩—২৪ ॥

যাচ্ছে। কোন কল্পে জল-অর্থাৎ গর্ভোদক হইতে, কোন কোন কল্পে, তত্রতা
ঠেজ বায়ু প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ যে কল্পে পরমেশ্বরের যে রূপ ইচ্ছা হয়, সেই
কল্পে সেই প্রকারে, জন্ম হইয়া থাকে। ২০

শ্রীকৃত্ত ।

শ্রীকৃত্ত একাদশবাহু অর্থাৎ অষ্টকোপাং, অহিরণ্য,
বিক্রপাক্ষ, ৩ রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র,
জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত, এই একাদশ বিভাগে বিভক্ত। এবং পৃথিবী,
জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও সোমযাজ্ঞী, তাঁহার এই অষ্ট মূর্তি।
তন্মধ্যে প্রায় কত্রেই দশ বাহু এবং পাঁচ-মুখ ও প্রত্যেক মুখে তিন তিন
নয়ন। ২৬ বিধির গ্রায় অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মকে জীববিশেষ বলিয়া
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ, কেহন কোন স্থানে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়া কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন। পুরাণে ভগবদংশরূপে কীৰ্ত্তন করায় ‘শেষের’ গ্রায় ইহারও মীমাংসা
করিতে হইবে। ২৭ ভগবদবতার রুদ্র তত্ত্বও নিগূঢ় হইয়াও, তমোগুণের যোগে
অর্থাৎ মান্নিধ্যমাত্র তমোগুণের সাহায্য করায়, সাধারণ লোকের নিকট আপা-
তত বিকারীর গ্রায় প্রতীত হন। যথা শ্রীদশম্যে—“রুদ্র গুণসাম্যাবস্থায় নিরু-
প্রকৃতিবুদ্ধ, গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত্ত।” ২৮
ইতি। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—“হৃৎ যেমন বিকারবিশেষের যোগে দধি হয়, কিন্তু সেই
দধি স্বকারণ হৃৎ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নহ, তদ্রূপ যিনি সংহারকার্য্যে নিমিত্ত
কদ্রুপে অবতীর্ণ হন, আমি সেই আদিপুত্র গোবিন্দের ভজনা করি।” ২৯
কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা শিরঃ ললাট হইতে, রুদ্রের
উৎপত্তি হয়। কুরাবসানে সঙ্কর্য হইতেও কালাগ্নিরুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে। ৩০

৩১=বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্তি শিবলোকে সর্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণ-
সম্বন্ধরহিত যে সদাশিবনামী শিবমূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ংভগবান্

একাত্তোর বহির্ভাগে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্ত্ব, এই সাতটি
আবরণ আছে। ‘তন্মধ্যে জলাবরণস্থ রুদ্র একবদন ॥ ২৬ ॥

স্বাংগ ও বিভিন্নাংগ ভেদে অংশ বিবিধ। তন্মধ্যে ভগবানের শরীররূপ আধারশক্তি
‘শেষ’ শাংশ ঈশ্বরকোটি, ভূবারী ‘শেষ’ আশ্রয়শক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব। তদ্রূপ শাংশ রুদ্র
ঈশ্বরকোটি। সংহারিকাশক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ রুদ্র জীব ॥ ২৭ ॥

এষ্ট যাকারী লোকপ্রতীতির অনুবাদমাত্র ॥ ২৮ ॥

এই লোকস্বারা ঈশ্বরকোটি রুদ্র নির্দিষ্ট হইয়াছেন ॥ ২৯—৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস । ৩১ যথা ব্রহ্মসংহিতায়, আদিত্যবন্ধুত্বেন উক্ত হইয়াছে—
“সর্বদা অনুপায়িনী ও বশংরদা সেই রমাদেবী যাহার প্রেয়সী, সর্বদা একরূপ
চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্ শম্ভু সেই স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ । যিনি যোনি অর্থাৎ
মহাদাদিত্যের উৎপত্তিস্থান, তিনি অপরা অর্থাৎ ত্রিগুণা শক্তি ।” ৩২ ইত্যাদি ।

শ্রীবিষ্ণু যথা তৃতীয়ে—“যাহাতে জীবের ভোগ্য

বস্তুসকল নিহিত আছে, সেই লোকাঙ্ক-পদ্মে
গন্তোদশায়ী, বিষ্ণু হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন । যাহাকে স্বয়ম্ বলিয়া মূনিগণ
কীর্তন করিয়া থাকেন, সেই বেদময় বিধাতা যে পদ্মে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া-
ছেন ।” ৩৩ ইতি । যাহাকে বিষ্ণু বলিয়া কীর্তন করিলেন, তিনি ক্ষীরাক্ষিশায়ী ।
গন্তোদশায়ীর বিলাস বলিয়া মূনিগণ বিষ্ণুকে নারায়ণ এবং বিরাতের অন্তর্যামী
বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন ৩৪

ব্রহ্মাওমধ্যবর্তী
বিষ্ণুধামসমূহ ।

বিষ্ণুপ্রকাশবর্ণের একাণ্ডমধ্যে বিষ্ণুধর্মোত্তরা-
দিতে যে সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সংক্ষেপে
সেই সকল পুরীর নির্দেশ করিব । ৩৫ যথা—“ব্রহ্ম-
লোকের উপরিভাগে পঞ্চাবৃত্তযোজনপরিমিত বিষ্ণুলোক নামে সর্বলোকের
অগম্য যে লোক আছে, ৩৬ তাহারই উপরিভাগে স্তম্ভের পূর্বদিকে লবণ-
সমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে অবস্থিত, যাহাকে দেখিবার জন্য মধ্য মধ্য
ব্রহ্মাযাইয়া থাকেন, তাদৃশ বৃহদাকার স্বর্ণময় বিষ্ণুলোক কথিত হইয়াছে । ৩৭
যে লোকে জনার্দন বিষ্ণু লক্ষীর সহিত শেষপর্যন্ত বর্ষার চারি মাস নিদ্রা যাইয়া
থাকেন । ৩৮ মেকব পূর্বদিকে ক্ষারোদবির মধ্যে ক্ষীরাক্ষুর মধ্যবর্তিনী শুভ্রবর্ণা
অন্ত একটা পুরী আছে, ৩৯ যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষীর সহিত শেষাসনে
উপবিষ্ট হইয়া থাকেন । সেখানেও প্রভু বর্ষার চারি মাস নিদ্রাস্থ অল্পভব

সদাশিবতত্ত্ব নিগুণ ও স্বয়ংভগবানের বিলাস, ইহাই এই লোকদ্বারা সপ্রমাণ
করিলেন ॥ ৩২ ॥

গন্তোদশায়ী প্রহ্লাদ, চতুর্ভুজ অনিরুদ্ধরূপ, আবিষ্কার ও লোকগণে প্রবেশ পূর্বক
ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করিয়া ক্ষীরাক্ষিশায়ী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । বসন্ত বিষ্ণু কারাগারবশায়ী
ও গন্তোদশায়ীর বিলাস বলিয়া অভেদহেতু বিষ্ণুকে নারায়ণাদি নামদ্বারাও উল্লেখ
করিয়াছেন ॥ ৩৪—৪৪ ॥

শ্বেতদ্বীপ ।

করেন । ৪০ তাহারই দক্ষিণদিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে
পঞ্চবিংশতিসহস্রযোজন পরিমিত, ‘শ্বেতদ্বীপ’ নামে
বিখ্যাত পরমসুন্দর একটি দ্বীপ আছে । ৪১ যত্রত্য নরগণ সূর্য্যের ত্বায় তেজস্বী
এবং চক্রেয় ত্বায় প্রিয়দর্শন, এমন কি বাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে দেব-
গণের নয়নও ধর্ষিত হয় । ৪২ ব্রহ্মাণ্ডপুর্বাণেও বলিয়াছেন—“বাহা’ ক্ষীরাক্ষি-
দ্বারা পরিবেষ্টিত, বাহার বিস্তার লক্ষযোজন, ক্ষীরসমুদ্রের কুন্দকুসুম চন্দ্র ও
কুমুদসদৃশ প্রবল তরঙ্গরাশি দ্বারা বাহার নিম্নাংশ শিলাতল পরিধোত, তাদৃশ
অতি বৃহৎ সুদৃশ কাঞ্চনময় দ্বীপের নাম শ্বেতদ্বীপ । ৪৩—৪৪ ইতি । আরও
বলি—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মোক্ষবন্ধে ক্ষীরাক্ষির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে,
ইহাই বলিয়াছেন । ৪৫ উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ, ইহাই পদ্মপুরাণে
বলিয়াছেন । ৪৬

বিষ্ণু ‘সত্ত্বতত্ত্ব’
ইহার অর্থ কি ?

সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম
‘সত্ত্বতত্ত্ব’ হইয়াছে । সেইরূপ ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণুর
অবতারগণকেও সত্ত্বতত্ত্ব বলিয়াছেন । অর্থাৎ সেই
সত্ত্বরূপ তত্ত্ব তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া, তাঁহাকে সত্ত্বতত্ত্ব বলা হইয়াছে । ৪৭
এই হেতু সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্ভরণ বলিয়া-
ছেন । ৪৮ তথাহি শ্রীদশমে—“অন্ধি নির্ভরণ, সাক্ষাৎ
পরমেশ্বর, প্রকৃতির স্রষ্টা, ব্রহ্মাদিদেবতার জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্বসাক্ষী । তাঁহাকে
ভজনা করিলে নির্ভরণতা প্রাপ্তি হয় । ৪৯ ইতি । এত হেতু ‘এই সত্ত্বতত্ত্ব এইত
সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সম্পন্ন হইয়া পাকে’, ইহাই ভাগবতপদ্যে বলিয়াছেন । ৫০

বিষ্ণুভক্তিবি নিত্যতা ।

অতএব শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তিরই নিত্যতা বিধান করি-
য়াছেন । ৫১ তথাহি পদ্মপুরাণে—“সর্ব্বদা বিষ্ণুকে
স্মরণ করিবে, কখনই তাঁহাকে ভুলিবে না । শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ

কোন কালে কোন স্থানে শ্বেতদ্বীপের আবিষ্কার হওয়ায়, সেই সেই কল্প অপেক্ষা কবির
বণন করায়, পুরাণাদির ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র ৪৫ ৪৬ ৪৭

সত্ত্বগুণাবলম্বি সচ্ছতিস্তে আবির্ভূত ব্রহ্মানন্দারা তাঁহার প্রকাশ হয় বলিয়া, সত্ত্বগুণকে
‘সাগর’ বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিলেন । তাহা । অন্তরঙ্গ অধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠ ৪৭—৫০ ৪৮

যাহা না করিলে প্রত্যক্ষ হইতে হয়, তাহাকেই ‘নিত্য’ বলে ৫১ ৫২

আছে, তৎসমুদায়ই উক্ত স্মরণ ও বিস্মরণের অধীন ।” ৫২ এই হেতু সেই পদ্য-
পুরাণেই বলিয়াছেন—“চরাচর জগতের মোহ উৎপাদনার্থ সেই সেই পুরাণ ও
আগমশাস্ত্র কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করেন
করুন, কিন্তু শাস্ত্রসমুদায়ের কটিপ্রভৃতি বৃত্তিধারা বিচারপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে,
সেই সকল বৃত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে এক বিষ্ণুই সর্বো-
পাধিক্রমে নিশ্চিত হন ।” ৫৩ শ্রীপ্রথমে—“মুমুক্শুগণ দেবতাস্তরে দোষদৃষ্টি-রহিত
হইয়া বৌদ্ধস্বভাব ভূতপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রস্বভাব নারায়ণ-
কলাকে ভজনা করিয়া থাকেন ।” ৫৪ ইতি । এই শ্লোকে কলা-শব্দ দ্বারা বিষ্ণুর
স্বাংশবর্গকে কীর্তন করিয়াছেন । ৫৫

অতএব শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গ মংস্তাদি অপেক্ষা
বিষ্ণু অপেক্ষা বক্ষ
রুদ্ধাদির ন্যূনতঃ একা একত্র প্রভৃতি কিংবদন্ত্যবগণের সঙ্কলিতভাবে
ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে । ৫৬ যথা সেই প্রথমে—
“একদন্ত অর্হণোদ-চ যাতার পাদনথছাবা বিসৃষ্ট হইয়া কদেবসহিত সমস্ত জগৎকে
পতিত করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে আর ভগবৎপদার্থ কি আছে ।” ৫৭ ইতি ।
যথা মহাবারাহে—“মংস্ত, বৃক্ষ এবং বরাহ প্রভৃতি অভেদহেতু বিষ্ণুর সম বলিয়া,
ব্রহ্মাদি দেবতা অগম বলিয়া, এবং প্রকৃতি সমা ও অসমা বলিয়া, অভিহিত হই-
য়াছেন ।” ৫৮ এই শ্লোকে প্রকৃতি শব্দ দ্বারা চিচ্ছক্তির কথন হইয়াছে । এই বিষ্ণুর
অভিযু অগচ্চ ভিন্ন রূপ হওয়ায়, এই শক্তি সমা ও অসমা বলিয়া কীর্তিত
হইলেন । ৫৯

৫৯ । ইতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গণাবতার নিকৃপণ । ৬০ ॥

অনন্তর যথামতি লালা তারের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত
দীপ্যমান ।
হইল । তন্মধ্যে প্রায় অবতাবই শ্রীমদ্ভগবতসম্বত ।

এই শ্লোকদ্বারা হরিতক্তির নিত্যতা সমপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫২—৫৯ ॥

লালাবতার—যে চেষ্টা বা কায্যেব সহিত কোনকপ প্রায়সেব কোন সঙ্গ নাই, যাহা
সঙ্গভাবের বিরোধী, যাহা বিবিধ বৈচিত্রে পরিপূর্ণ নহে, নব নব উল্লাসভরে

৮তুঃসন ॥ ১ ॥ শ্রীপ্রথমে—“সেই গর্ভোদ-
ন ॥

শারী পুরুষ কোমার অর্থাৎ সঙ্গ, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার, এই চতুঃসনের সর্গ আশ্রয় পূর্বক ব্রাহ্মণ হইয়া অশ্লিষ্ট এবং অস্ত্রের অসাধ্য ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥” ইতি । এই চারিজনই এক অবতার এবং চারিজনের নামের প্রথম ‘সন’ এই শব্দ-বিদ্যমান থাকায়, এই অবতারকে ‘চতুঃসন’ নামে নির্দেশ করা হইল ॥ শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচারার্থ ব্রহ্মা হইতে এই ‘চতুঃসন’ অবতীর্ণ হইয়াছেন । ইহাদিগের আকৃতি পাঁচ অথবা ছয় বর্ষীয় বালকের ন্যায় এবং বর্ণ গৌর ॥

শ্রীনারদ ॥ ২ ॥ সেই প্রথমেই—“সেই পুরুষ ঋষিসর্গ

ধাত করিয়া, দেবর্ষি হইয়া, বাহা হইতে কশ্মের বক্ষহাসিত হয়, তাদৃশ সাত্ত্ব-তত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চরাত্রনামক আগমশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ॥” ইতি । ইহনাকে সর্বতোভাবে স্বীয় ভক্তির প্রবর্তনার্থ হরি, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণ পূর্বক ব্রহ্মা হইতে নারদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ চতুঃসন ও নারদ প্রথম ব্রাহ্মকুলে আবির্ভূত হইয়া সকলকালেই অনুবর্তন করিয়া থাকেন ॥

শ্রীবরাহ ॥ ৩ ॥ সেই প্রথমেই—“এই বিধের মঙ্গ-
বরাহ ॥

লার্ঘ রসাতলগামিনী পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জগা, ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর, বরহমূর্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন ॥ শ্রীদ্বিনীয়ে—“অনন্ত ভগবান্ ভূতলের উদ্ধারার্থ ‘উদাত’ হইয়া, তৎকালে যজ্ঞবরাহমূর্তি প্রকটিত করেন, তৎকালে, ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্বতশৃঙ্গ, তদ্রূপ প্রলয়ান্বয়মধ্যে নিকটে সমাগত আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংশ্যদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥”
তরঙ্গায়িত, সেই চেষ্টা বা কাণ্ডের নাম ‘লীলা’ । ভগবানের যে সকল অবতাবে এইরূপ চেষ্টা বা কাণ্ডের প্রাধান্ত বা আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারাই লীলাবতারা ॥ ১ ॥

এই সকল লোক ‘প্রথম দ্বিতীয়’ প্রভৃতি শব্দ, ক্রম অপেক্ষায় না হইয়া, সংখ্যাপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২—৬ ॥

যে কালে ব্রহ্মার জন্ম হই, তাহাকেই প্রথম ব্রাহ্মকুল বলে । সেই ব্রাহ্মকুলে চতুঃসন ও নারদের জন্ম হয় । দৈনন্দিন প্রলয়ে চতুঃসন, নারদ এবং মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মার সহিত নারায়ণবদ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন । পুনরায় কালের প্রারম্ভে নিঃসৃত হন । যাবৎ কাল ব্রহ্মার অবস্থিতি, তাবৎকাল চতুঃসনাদিগণ অবস্থিতি ॥ ৭—১০ ॥

ইতি । এই ব্রাহ্মকল্লে বরাহদেবের বাবদ্বয় আবির্ভাব হয় । তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মার নাসারক্ষ্য হইতে এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিবার নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভাব হয় । বরাহদেব কদাচিৎ চতুষ্পাদ এবং কদাচিৎ নৃবরাহমূর্ত্তি প্রকট করেন । কদাচিৎ মেঘের স্থায় গ্রামসুন্দর, কদাচিৎ চন্দ্রের স্থায় শুভ্র বর্ণ । অতএব এই ব্রহ্মদাকার বজ্রবরাহ বর্ণমুগ্ধলে যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবরাহ ও স্বেতবরাহ ।^{১০}—^{১২} চাক্ষুষমন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র দক্ষ হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়, ইহাই (ষষ্ঠম্বন্ধে) বর্ণিত আছে । অতএব সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হওয়া উচিত ।^{১৩} তথাহি চতুর্থ—“কালবশত পূর্বদেহ বিনষ্ট হইলে, চাক্ষুষমন্বন্তরে সেই দক্ষ প্রচেতার পুত্র হইয়া, ঈশ্বরপ্রেরণায় অতিমত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন”^{১৪} ইতি । উতানশাদ-বংশসম্ভূত প্রচেতা, সেই প্রচেতার পুত্র দক্ষ, সেই দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ।^{১৫} যে সময়ে আদিববাহের অবতার হয়, সেই কালীন্ত্রে স্বায়ম্ভুবমনুরও পুত্র কন্যা হইতে স্তোভোৎপত্তি হয় নাই, তখন কোথায় বা প্রচেতার পুত্র দক্ষ, কোথায় বা দিতি, এবং কোথায় বা দিতির পুত্র ।^{১৬} অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদ্বন্মের প্রশ্নাত্তরোপে বরাহদেবের কালদ্বন্দ্বোদ্ভূত অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষমন্বন্তরীয় লীলাদ্বয় একস্থানেই বলিয়াছেন ।^{১৭} স্বায়ম্ভুব মূনিব প্রুতি, অগস্ত্য মূনির শাপ হওয়ায়, মন্বন্তরের মধ্যে প্রলয় হইয়াছিল, এ কথা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে ।^{১৮} চাক্ষুষমন্বন্তরে ভগবদিচ্ছাবশত অকস্মাৎ প্রলয় হইয়াছিল, এ বিষয় বিশ্বধর্ম্মোত্তরাদিতে উক্ত হইয়াছে ।^{১৯} সকল মন্বন্তরের অবসানেই প্রলয় হইয়া থাকে । একথা বিশ্বধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন ।^{২০} মন্বন্তর অন্তীত হইলে, নির্দোষ মন্বন্তরের স্বর দেবগণ মহর্লোকে গমন করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন ।^{২১} হে যদ্বন্দন ! মনু, ইন্দ্র, এবং দেবতাগণ সন্মুখ্যুদ্বে মৃত ব্যক্তির হৃৎকলভ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।^{২২} হে বজ্র ! সেই কালে ঐশিকশক্তিঃসম্পন্ন এবং মহাবেগশালী জলনিধি, সপ্ত পাতালের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করেন ।^{২৩} হে যদ্বকুমার ! তখন

সকল মন্বন্তরের অবসানে যে প্রলয় হয়, সে সময়ে পৃথিবী প্রলয়জল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন । কিন্তু প্রলয়জলে নিমগ্ন হন না ॥ ২০—২৩ ॥

ভূতলস্থ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল বিখ্যাত অষ্টকুলাচল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।^{২৪} হে যজ্ঞকুলাবতঃস! অনন্তর মহীদেবী তৎকালে নৌকাক্রম পরিগ্রহ করিয়া অবিশেষে সমস্ত বীজ ধারণ করিয়া থাকেন।^{২৫} হে রাজশাৰ্দূল! ভাবী মনু এবং বিখ্যাত সপ্তর্ষিগণ সেই নৌকায় অবস্থান করেন।^{২৬} সেই সময়ে জগৎপতি হ্রি, একশৃঙ্গী মংস্ত্রের রূপ ধারণ প্রস্কর, অশ্লীলাক্রমে সেই নৌকা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।^{২৭} অনন্তর জগৎপতি মংস্ত্রদেব হিমালয়পর্বতের শিখরদেশে সেই নৌকা বদ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হন। পূর্বে দ্রুত মনাদি সকলেই সেই নৌকায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন।^{২৮} হে মহারাজ! যতদিন প্রলয়-সলিল অপস্থত না হয়, ততদিন, কাল সত্যযুগসদৃশ হইয়া থাকে। অনন্তর জলও পূর্বের তায় শমতা প্রাপ্ত হয়। তখন ঋষিগণ এবং মনু পূর্বে তায় সৃষ্টিলাভনাদিকার্যের প্রবন্ধন করিতে থাকেন।^{২৯} ইতি। মনুস্তরের অবসানে প্রকর হয় না। ‘চাক্ষুষমনুস্তরাবসানে ভগবান্ মাদ্রা দ্বারা আঙ্গিক বিষয়ের তায় সত্যব্রতকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন’ এই কথা বলিয়া, শ্রীধরস্বামী মনুস্তরাবসানে প্রলয় স্বীকার করেন না।^{৩০}

“মংস্ত্র।” শ্রীমংস্ত্র ৥ ৫ ॥ শ্রীপ্রথমে—“সেই পুরুষ চাক্ষুষ

মনুস্তরের অবসানে সমুদ্রপ্লাবনে; মংস্ত্ররূপের আবিষ্কার পূর্বক পৃথ্বীময়ী নৌকাতে ভাবী বৈদ্যুত মনু সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।”^{৩১} দ্বিতীয়ে ব্রহ্মার উক্তি—“যুগান্তসময়ে অর্থাৎ চাক্ষুষ মনুস্তরের অবসানে, পৃথিবীর আশ্রয় এবং নিখিল জীবনিকরের নিবাসভূত ভগবান্ মংস্ত্রদেব, ভাবী বৈদ্যুত মনু রাজা সত্যব্রতকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ‘আমার মুখ হইতে স্থলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া ভয়ানক যুগান্তসলিলে বিহীন করিয়াছিলেন।”^{৩২} পাণ্ডে—“ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে, পরমেশ্বর হ্রস্বকেশ মংস্ত্ররূপের আবিষ্কার পূর্বক মহার্ণবমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।”^{৩৩} ইতি। বরাহদেবের তায় “মংস্ত্রদেবও এই বর্তমানকালে বারদ্বয় আবিভূত হইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যবত মনুস্তরে হ্রস্বাবনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। অনন্তর চাক্ষুষমনুস্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে রূপা করেন।^{৩৪} অন্ত্য সার্কপদ্য অর্থাৎ “বিস্রংনিতান্” ইত্যাদি দ্বিতীয়ের শেষাঙ্গ এবং “এবমুক্তঃ”

ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় পদ্য, এই দেড় শ্লোক দ্বারা স্বায়ম্ভুব-মনস্তরীয় মংস্ত্রাবতারের চরিত কথিত হইয়াছে। এবং পূর্বসান্নি অর্থাৎ “রূপঃ ম” ইত্যাদি প্রথমীয় শ্লোক এবং “মংস্ত্রো যুগান্ত” ইত্যাদি দ্বিতীয়ের পূর্বসান্নি, এই দেড় শ্লোক দ্বারা চাক্ষুষ-মনস্তরীয় মংস্ত্রাবতারের চরিত উক্ত হইয়াছে। অতএব ববাহদেবের ত্রায় মংস্ত্রাবতারও দ্বিবিধ। ১ঃ স্বায়ম্ভুব মনস্তরে, এবং চাক্ষুষ-মনস্তরে যে মংস্ত্রাবতারের কথা বলা হইল, এটা অশ্ব মনস্তরের উপলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি মনস্তরেই মংস্ত্রাবতারের কথা আছে। অতএব প্রতিকল্পেই চতুর্দশবার মংস্ত্রাবতার হইয়া থাকে। ৩৬

শ্রীযজ্ঞ ॥ ৭ ॥ শ্রী প্রথমে—“অনন্তর সেই পুরুষ কচি

কপিল ।

হইতে আকৃতিতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পুত্র যামাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব-মনস্তর পালন করিয়াছিলেন।” ৩৭ ইতি। সেই যজ্ঞ ত্রিলোকীয় মহার্তি হরণ করায়, মাতামহ শঙ্কর্তুক ‘হরি’ এই নামেও অভিহিত হন। ৩৮

শ্রীমহাভারত ॥ ৬ ॥ সেই প্রথমেই—“সেই পুরুষ

মহাভারত ।

ধর্ম্মের পরী মূর্তিতে নঃ ও নারায়ণ ঋষিরূপে অবতার করিয়া, যাহাতে মনের উপশান্তি অর্থাৎ বিষয়োন্মত্ততা নিবৃত্তি পূর্বক পর-বক্ষে নিষ্কাম, তাদৃশ অন্তরে দুঃসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।” ৩৯ ইতি। এই মহাভারতের হরি ও কৃষ্ণ নামে আর দুই সহোদরের বিষয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চতুঃসনের ত্রায় এই চারিটিতে একটি অবতার। ৪০

শ্রীকপিল ॥ ৭ ॥ সেই প্রথমেই—“সেই পুরুষ,

কপিল ।

সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যাহাতে বিবেকপূর্বক তত্ত্ববর্গের নির্ণয় আছে, সেই কাল-বিপ্লুত মাংসা, আনু-নামক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন।” ৪১ ইতি। এই কপিলদেব কর্ত্তম ঋষি হইতে দেবহুতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কপিলবর্ণ অর্থাৎ নীলপীতমিশ্রবর্ণযুক্ত

যে ভব্য নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতিপাদক হইয়া তত্ত্বের বিষয়েও প্রতিপাদক হয়, তাহাকে উপলক্ষণ বলে। ‘কাক হইতে দধি রক্ষা কর’, এই কথা বলিলে, যেমন ‘কাক’লব্দ্য কাককে প্রতিপাদন করিয়া কাকভিন্ন দধির উপঘাতক শূণ্যলব্ধবাদিকেও প্রতিপাদন করে, তদ্রূপ এই স্থানেও স্বায়ম্ভুব-মনস্তর ও চাক্ষুষ-মনস্তরের অবতাবদ্বয় সেই সেই মনস্তরের মংস্ত্রাবতার প্রতিপাদন করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনস্তরাস্ত্রের অবতারও প্রতিপাদন করিবে। ৩৬—৪৬।

বলিয়া, ব্রহ্মা ইহাকে ‘কপিল’ নামে অভিহিত করেন।^{৪২} পদ্মপুরাণে—“বাসুদেবের অবতার ‘কপিলদেব’ ব্রহ্মাদি দেবতা, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, এবং আশুরিনামক ব্রাহ্মণকে সৰ্ববেদার্থে উপদ্বিত সাক্ষাত্ত্ব বলিয়াছেন।^{৪৩} অগ্নি কপিল, বেদ-বিরুদ্ধ এবং কুতর্কজালে পরিপূরিত সাক্ষ্য অগ্নি আস্মারকে বলিয়াছিলেন।”^{৪৪}

শ্রীদত্ত ॥ ৮ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে—“যৎকালে অত্রি পুত্র-দত্ত বা দত্তাত্রেয় ।

কামনা করিয়া তপস্তা করেন, তৎকালে ভগবান তাঁহার তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমাকর্তৃক আমি দত্ত হইলাম’ অর্থাৎ ‘আমি তোমায় আমাকে দিলাম,’ এই হেতু ভগবান ‘দত্ত’ নামে অভিহিত হন। যাহার পাদপদ্মের রেণু দ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া যত্ন এবং কার্ত্তবীৰ্য্য প্রভৃতি ভোগ-মোক্ষরূপা স্নেহসিক্তি লাভ করিয়াছিলেন।”^{৪৫} শ্রীপ্রথমে—“অনন্যায় প্রার্থনায় অত্রির পুত্র হইয়া ভগবান্ শ্রীদত্ত, অলক এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আশ্রয়বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।”^{৪৬} ইতি, শ্রীব্রহ্মাওপুরাণে কথিত হইয়াছে, ভগবান্, অত্রির পত্নী অনন্যায় কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন।^{৪৭} তথাহি—“যিনি ভক্তের ইচ্ছাবশত মানু্যলোকে শ্রীবিএছ প্রকট কবেন, যিনি সৰ্ব্বজগতের নিদান, সেই ভগবান্ বিষ্ণু অনন্যায়কে বরদান করিয়া তাঁহাতে জয়গ্রহণ পূর্বক অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন। সেই কালে তাহার নাম ‘দত্তাত্রেয়’ হয় ; তিনি ব্রাহ্মণবেশে বিভূষিত।”^{৪৮}

শ্রীহয়শীর্ষা ॥ ৯ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে—“সেই সাক্ষাৎ যজ্ঞ-হয়শীর্ষা ।

পুরুষ ভগবান্, আমার যজ্ঞে হয়শীর্ষা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; যাহার বর্ণ স্বর্ণলব্ধ, যাহার শরীরে সমস্ত বেদ এবং বেদ-বিহিত যজ্ঞ বিরাজমান ও যিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের আত্মা। তিনি যৈ সময় শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার নাসাপট হইতে কমনীয় বেদবাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল।”^{৪৯} ইতি। বাণীশ্বরীপতি এই হয়শীর্ষ

অত্রি, ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন, ইহাই চতুর্থধর্ম্মকারির আভিপ্রায়। অনন্যায় সাক্ষাৎ ভগবান্কে পুত্র প্রার্থনা করেন, ইহাই প্রথমধর্ম্মকারির অভিপ্রায়, তাহারই পোষক ব্রহ্মাওপুরাণের বচন। ‘আমি দত্ত হইলাম’ এই হেতু তাহার নাম ‘দত্ত’, এবং অত্রির পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম ‘আত্রেয়’। দত্ত + আত্রেয় = দত্তাত্রেয় ॥ ৪৭—৪৯ ॥

প্রকার মজ্জায় হইতে আবির্ভূত হইয়া, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া, পুনরবার বেদের প্রত্যানয়ন করেন ॥৫০॥

শ্রীহংস ॥ ১১ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে—“হে নারদ ! উত্তরো-
হংস ।

ত্তর বর্ধমান উদ্বিক্ত ভক্তি-বোগদ্বারা ভগবান্ নিরতি-
শয় পরিতুষ্ট হইয়া হংসরূপে তোমাকে ভক্তিযোগ এবং ভগবদ্বিষয়ক ও
জীবতত্ত্বের স্বরূপপ্রকাশক জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলেন । ভগবদ্ভক্তগণ যাহা
অন্যথায়ে বর্ণিতে পারেন ॥৫১॥ ইতি । আমি ক্ষার-নীল-বিভাগের ত্রায় নিখিল-
বস্তুবিবেকে সমর্থ, ইহাই জানাইবাব নিমিত্ত জল হইতে রাজহংস অভিযুক্ত
হইয়াছিলেন ॥৫২॥

শ্রীঋষপ্রিয় ॥ ১১ ॥ সেই দ্বিতীয়েই—“ঋষ, রাজা
ঋষপ্রিয় ।

উদ্ধারার্থে সমীপে মাতার রূপদ্বী সুরাহ্মি বাক্য-
দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, বালক হইয়াও তপস্বী কবিবার জন্ত বনগমন করিয়াছিলেন ।
তপস্বী ও স্ততি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া, ভগবান্ সেই ঋষকে ঋষগতি অর্থাৎ ঋষ-
লোক প্রদান কবেন । উপরিস্থিত ভৃগুদি-মুনিগণ এবং অধঃস্থিত সমুদ্র-
মণ্ডল এই ঋষগতিকে স্তুতি করিয়া থাকেন ॥৫৩॥ ইতি । স্বায়ম্ভুব-মবন্তরে ঋষ-
প্রিয়ের অবতার কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কোন নামের উল্লেখ নাই ।
সেই স্বায়ম্ভুব-মবন্তরে সচলিত যজ্ঞাদি অবতারের কথাও বলা হইয়াছে ।
তৎকালে পুষ্টিগর্ত বলিয়া যাহার প্রসিদ্ধি আছে, পারিশেষ্য-প্রমাণ-দ্বারা সেই
‘পুষ্টিগর্তই’ এই ঋষপ্রিয়ের নাম । “হস্তায়মদ্রিঃ” ইত্যাদি দশমস্কন্ধীয় পদো-
ঘেষ্মন অদ্রি-শব্দ গোবর্দ্ধন পর্বতকে বুঝাইতেছে ॥৫৪॥ তথা । শ্রীদশমে (শ্রীকৃষ্ণ

যে সময় হয়তীব্র বনাসাপুট হইতে বেদ নিঃসৃত হয়, তৎকালে মধু কৈটভ দৈত্য বেদ
অপহরণ করিল, তিনি তাহাদ্বিগকে বিনাশ করিয়া বেদের পুনরবার প্রত্যানয়ন করিয়া-
ছিলেন ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

একাক্ষত হৃদ ও জল রাজহংসেব জিহ্বা-স্পর্শমাত্রে পৃথক হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি
আছে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

“হস্তায়মদ্রিঃ” এই সামান্ত অদ্রি শব্দ ঘেষ্মন প্রকরণ-বশত অদ্রি-বিশেষ গোবর্দ্ধনকে
বুঝাইতেছে, তদ্রূপ স্বায়ম্ভুব মবন্তরে যজ্ঞাদি-অবতারের তত্ত্বপালনাদি-চরিত কীর্তিত হই-
য়াছে, কিন্তু পুষ্টিগর্তেব কোন চরিত উক্ত হয় নাই । আর এখানেও ঋষের বরদানরূপ
চরিত কথিত হইয়াছে, কিন্তু নামের উল্লেখ হয় নাই । ঋষের বরদানরূপ চরিত, এবং

দেবকীকে বলিয়াছেন) — “হে সতি! স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে পূৰ্ব্বজন্মে তুমিই পুশ্ণি
হইয়াছিলে। সেই সময়ে এই বসুদেব ‘সুতপা’ নামে প্রজাপতি হইয়াছিলেন।
গর্ভিনী পরম পুণ্যশীল।” “তখন আমি তোমাদিগের পুত্র হই, তৎকালে আমার নাম
‘পুশ্ণিগর্ত’ হয়।”^{১৫} ইতি। এই স্থানে পুশ্ণিগর্তের চরিত্রের উল্লেখ না থাকায় এবং
দ্বিতীয়ে ঋবের বরদাতার নামের উল্লেখ না থাকায়, দাম ও চরিত্র পরস্পর-সাপেক্ষ
হওয়ায়, পুশ্ণিগর্ত নাম ও ঋবের বরদান, এ দুইয়ের এক স্থানে সম্ভটি হওয়াই
যুক্তিযুক্ত।^{১৬} যদি ঋবের নিকট আগমনমাত্রের ‘অবতার’ বলিয়া নির্দেশ করা
হয়, তবে রাম-কৃষ্ণাদিও সময়ে সময়ে অনেক ভক্তের নিকট গমন করিয়াছেন,
সেই সেই স্থানে পৃথক পৃথক অবতার-কল্পনার প্রসক্তি হয়।^{১৭}

ঋষভ।

‘শ্রীঋষভ ॥ ১২ ॥

শ্রীপ্রথমে—“সর্বশ্রম-নমস্কৃত

বীরগণসেবিত পদবী বা পারমহংস আশ্রম প্রদমন
করিবার জ্ঞাত, উৎকম ভূমি, আশ্রমের পূর্বে ‘নাভি’ হইতে স্নেহদেবীতে ঋষভ-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।”^{১৮} ইতি। শুক্ল ভগবান্ পরমহংসদিগের বর্ণ
উপদেশ দিবার জ্ঞাত আবির্ভূত এবং সর্বগুণে পরিষ্ঠ হওয়ায়, ‘ঋষভ’ নামে
খ্যাতি হইয়াছিলেন।^{১৯}

পৃথু।

শ্রীপৃথু ॥ ১৩ ॥

সেই প্রথমেই—“ঋষিগণ কর্তৃক

প্রার্থিত হইয়া, হরি রাজদেহ দ্বারপৃষ্ঠক, এই
পৃথিবী হইতে সর্ববিধ বস্তু দোহন করিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ! সেই হেতু এই
অবতার অতীব রমণীয়।”^{২০} ইতি। মুনিগণকর্তৃক মথ্যমানবেপের দক্ষিণ বাহ
হইতে শুক্লস্বর্মুষ্টি এবং বৃণকান্তি মহারাজ পৃথু প্রার্জিত হইয়াছিলেন।^{২১}

চতুঃসন অবধি পৃথু পর্য্যন্ত এই ত্রয়োদশ অবতার স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে আবি-
র্ভূত হন। আর চাক্ষুষীয়-মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্যের পুনর্বার প্রার্জ্যাব হয়।^{২২}

নৃসিংহ।

অথ শ্রীনৃসিংহ ॥ ১৪ ॥

সেই প্রথমেই—“ভগবান্

অতুর্জিত নারসিংহ-বপুঃ প্রকটন পূর্বক, কট-কারী

পুশ্ণিগর্ত নাম, পরিশেষে এই দুই থাকিল; সুতরাং পারিশেষ্য-প্রমাণ দ্বারা ঋবের বরদাতা ও
পুশ্ণিগর্ত-নাম একই হইলেন ॥ ৫৪—৬১ ॥^{২৩}

সংশয়-দৃষ্টিতে পুনর্বার চাক্ষুষীয়-মন্বন্তরে মৎস্যের অভিব্যক্তি বলিলেন। বস্তুত প্রতি মন-
বন্তরেই মৎস্যদেবের অবতার হইয়া থাকে ॥ ৬২—৭৩ ॥

(যে মন্ত্র প্রস্তুত করে) যেমন এরূপকে (৩৩-বিশেষকে) বিদারিত করিয়া থাকে, তদংশ হিবণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিভাতিত করিয়া নখদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন । ১৬৩ ইতি । পদ্যপুবাণাদিতে এই নৃসিংহের লক্ষ্মীনাংসঃ প্রভৃতি বহুতর বিলাসমূর্তির উল্লেখ আছে । তাঁহাদিগের বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ । ৬৪ ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মনস্তরে সমুদ্রমহন্যের পূর্বে নৃসিংহদেবের অবতার হয়, অতএব চাক্ষুষ-মনস্তরীয় কৃষ্ণাদি অবতারের পক্ষেই নৃসিংহের অভিযুক্তি হইয়াছিল । ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৫ ॥ সেই প্রথমই—“ষৎকালে দেবা-
কৃষ্ণ ।
স্ববে মিলিত হইয়া সমুদ্রমহন্য করেন, তৎকালে ভগবান্ অজিত (চাক্ষুষ-মনস্তরের অবতার) কৃষ্ণরূপে পরিগ্রহ পূর্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন । ১৬৬ ইতি । পদ্মপুরাণে কথিত আছে, এই মন্দরাচলধারী কৃষ্ণই দেবগণের প্রার্থনায় পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধারণ করেন । বিষ্ণুবেশ্যোত্তরাদিতে বর্ণিত আছে, কল্পের আদিতে পৃথীধারণার্থ যে কৃষ্ণ অভি-
যুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মন্দরাচল ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রকট হন । ৬৭

ধনস্তরি
ও
মোহিনী
শ্রীধনস্তরি ও শ্রীমোহিনী ॥ সেই প্রথমই—“ধন-
স্তরি ও মোহিনীরূপে হরি অভিযুক্ত হইয়া, ধনস্তরি-
রূপে স্বয়ং আনয়ন পূর্বক মোহিনীরূপে অসুরগণকে
মোহিত করিয়া দেবগণকে সেই স্বধা পান করাইয়াছিলেন । ১৬৮ ইতি ।
তন্মধ্যে শ্রীধনস্তরি ॥ ১৬ ॥ এই ধনস্তরি একবার ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মনস্তরে, আর
একবার সপ্তম বৈবস্বত-মনস্তরে, সর্বসমেত দুইবার আবিভূত হন । ৬৯
প্রথমত চাক্ষুষ-মনস্তরে সমুদ্রমহন্যসময়ে দ্বিভূজ ও শ্যামসুন্দররূপ ধারণ পূর্বক
অমৃতকমণ্ডলু-হস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আকর্ষকদের প্রবর্তন করেন ।
বৈবস্বত-মনস্তরে পূর্ষোক্ত আকার প্রকটন পূর্বক কাশীরাজের পুত্র হইয়া
আকর্ষক প্রবর্তন করিয়াছেন । ৭০ শ্রীমোহিনী ॥ ১৭ ॥ দৈত্যগণের মোহনার্থ
এবং মহাদেবের আনন্দ-উৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান্ অজিত, মোহিনী-মূর্তি ধারণ
করিয়া বারংবার আবিভূত হইয়াছিলেন । ৭১

ষষ্ঠমনস্তরে নৃসিংহ, কৃষ্ণ, ধনস্তরি এবং মোহিনী, এই চারি অবতার নীর্জিত
হইলেন । ৭২

বানন ।

১০. শ্রীবানন ॥ ১৫ ॥ সেই প্রথমেই—“ভগবান্ বামন-
রূপ প্রকটন পূর্বক স্বর্গের পুনর্গৃহণ-মানসে বলির
নিকট ত্রিপদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া তাহার যজ্ঞে গর্ভন করেন ।” ১৩
ইতি । এই ব্রাহ্মকল্পে তিনবার বামনদেবের আবির্ভাব হয় । প্রথমত ব্রাহ্মকল্পে
স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বাল্লি-নামক দৈত্যের যজ্ঞে এবং দ্বিতীয়ত বর্তমান বৈবস্বত-
মন্বন্তরে ধুক্ষু-নামা অসুরের যজ্ঞে গমন করেন । আর সর্বশেষে এই বৈবস্বত-
মন্বন্তরে বসুধা-চতুর্গুণে কল্প হইতে অদিতিতে প্রাভূত হন । (ইনিই বলির
যজ্ঞে গমন করেন ।) এই তিন বামনমূর্তিই প্রতিগ্রহের নিমিত্ত ত্রিবিক্রম-
রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ১৪

পরশুরাম :

১১. শ্রীভার্গব ॥ ১৬ ॥ সেই প্রথমেই—“ক্ষত্রিয়বর্গকে
ব্রাহ্মণ-বিদেবী জানিয়া, ভগবান্ পরশুরামরূপে অব-
তীর্ণ হইয়া, ক্রোধভরে একবিংশতিবার পৃথিবাকে ক্ষত্রিয়শূত্র করিয়াছিলেন ।” ১৫
ইতি । ইনি গৌরবর্ণ হইয়া জমদগ্নি হইতে রেণুকাতে আবির্ভূত হন । কেহ বা
বৈবস্বত-মন্বন্তরের সপ্তদশ-চতুর্গুণে, কেহ বা দ্ব্যবিশ-চতুর্গুণে ইহার অবতার
বলিয়া থাকেন । ১৬

রাঘবেন্দ্র :

১২. শ্রীরাঘবেন্দ্র ॥ ১৭ ॥ সেই প্রথমেই—“ভগবান্ দেব-
কাণ্ড-সামান্য রামরূপে নরদেবদ্র প্রকটন করিয়া,
সমুদ্রবক্ষনাদিরূপ অসাধারণ প্রভাব দেখাইয়াছিলেন ।” ১৭ ইতি । রাঘবেন্দ্র, নব-
দুর্বাদল-কাণ্ডি ধারণ করিয়া, ভরত, লক্ষণ এবং শত্রুঘ্নের সহিত, বৈবস্বত-মন্ব-
ন্তরীয় চতুর্বিংশ-চতুর্গুণের ত্রেতাতে দশরথ হইতে কোশল্যাতে আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন । ১৮ ঋন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন,—শ্রীরামের লক্ষণ, ভরত এবং
শত্রুঘ্ন, এই তিন সহ । তন্মধ্যে ভরত নবমেঘের স্থায় শ্যামস্বন্দর এবং লক্ষণ ও
শত্রুঘ্ন, সুবর্ণের স্থায় গৌরাস । ১৯ পদ্মপুরাণে ভরত ও শত্রুঘ্নকে শর্ভা ও চক্রেয়
এবং লক্ষণকে শৈশেয় অবতার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । ২০

বামনদেব যে মূর্তিধারা ত্রিলোককে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাবই নাম ত্রি-
বিক্রম ॥ ১৪—১৮ ॥

শ্রীরাঘ আদিবৃহ বাহুদেব । লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, ইহা বা যথাক্রমে সঙ্কষণ, প্রহ্লাদ ও
অনিরুদ্ধ ॥ ১৯ ॥

পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২০—২১ ॥

• ব্যাস ।

শ্রীব্যাস ॥ ২১ ॥ সেই প্রথমেই—“নরগণকে মন্দ-
বুদ্ধি জানিয়া, ভগবান্, পরাশর হইতে সত্যবতীতে
ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া, বেদরূপ কল্পতরুর শাখা-কিভাগ করিয়াছেন ।” ৮১ ইতি ।
শ্রীকৃষ্ণ একাদশে বলিয়াছেন, ‘ব্যাসের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন’ । অতএব বিষ্ণু-
পুরাণাদিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-বলিয়াই ব্যাসকে বর্ণন করিয়াছেন । ৮২ যথা—“কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে । পুণ্ডরীকাক্ষ ভিন্ন অত্ৰ এমন
কে আছেন, যিনি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ ।” ৮৩ ইতি । নারায়ণোপাখ্যানে
শরণ করি শায়, অপাস্তুরতমা নামে কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ, দ্বৈপায়ন হইয়াছেন ।
বোধ করি, অপাস্তুরতমা দ্বৈপায়নে সায়ুজ্য লাভ করেন, অথবা তিনিই বা বিষ্ণুর
অংশ হইতে পাবেন । এই জন্ত কোন কোন মহাত্মা দ্বৈপায়নকে আবেশ অব-
তার বলিয়া নির্দেশ করেন । ৮৪

বলরাম ও কৃষ্ণ ।

অথ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীপ্রথমে—“ভগবান্
রাম ও কৃষ্ণ, এই মূর্তিদ্বয়ে বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হইয়া
পৃথিবীর ভার অপহরণ করিয়াছেন ।” ৮৫ ইতি । তন্মধ্যে শ্রীরাম ॥ ২২ ॥ এই রাম,
জনক বসুদেব হইতে মাতৃদ্বয়ে অর্থাৎ দেবকী ও রোহিণীতে আবির্ভূত হন ।
ইহাব অঙ্গকান্তি নতন-কপূর-সদৃশ, এবং বসন নীলবর্ণ । ৮৬ গোলোকে যিনি
সঙ্গর্ষণনামে দ্বিতীয় ব্যাঘ্র, তিনিই ভূধারী ‘শেষের’ সহিত মিলিত হইয়া রামরূপে
অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৮৭ ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপ ভেদে ‘শেষ’ দ্বিবিধ ।
তন্মধ্যে ভূধারী ‘শেষ’ সঙ্গর্ষণের আবেশ-অবতার, এই হেতু তাহাকেও সঙ্গর্ষণ
বলিয়া থাকেন । যিনি শয্যারূপ, তিনি আপনাকে দাস এবং সখা বলিয়া
জ্ঞানমান করেন । ৮৮ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ, পিতা বসুদেব হইতে মাতা দেবকীতে
আবির্ভূত হন । ইনি নবমেঘের স্থায় শ্যামকলেবর এবং দ্বিভূজ হইয়াও কখন
কখন চতুর্ভূজ হইয়া থাকেন । ৮৯

• বুদ্ধ ।

শ্রীবুদ্ধ ॥ ২৪ ॥ সেই প্রথমেই—“কলিযুগের প্রবৃ্ত্তি
হইলে, অস্তুরগণের মোহনার্থ, ভগবান্ গয়াপ্ৰদেশের
বন্দ্যারণ্যগ্রামে বুদ্ধ-নাম ধারণ পূর্বক অজিন-পুত্র হইয়া আবির্ভূত হইবেন ।” ৯০

শ্রীবলরাম প্রথমে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হন । পরে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ঋগ্মন্ত্র
দ্বারা রোহিণীগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন । ৯৬—৯৮ ।

ইতি । 'কলিযুগের ছই সৃষ্ণ বৎসর গত হইলে, বুদ্ধদেবের অবতার হয় । এই অবতারের মুক্তি পটিল- (স্বৈতরক্ত-) বর্ণ, বিভূজ এবং শিখাবর্জিত ।^{১১} যৎকালে সূত নৈমিষারণ্যে ভাগবত-কথা কীর্তন করেন, তৎকালে বুদ্ধের অবতার হয় নাই । সম্ভ্রতি ধর্ম্মারণ্য-গ্রামে তাহার অবতার হইয়া গিয়াছে ।^{১২}

শ্রীকবী ॥ ২৫ ॥ সেই প্রথমের—“কলিযুগের অব

সান সময়ে, যৎকালে নৃপতিগণ দম্যপ্রকৃতি হইলে, তৎকালে জগৎপতি হরি, বিষ্ণুশা-নামক 'ব্রাহ্মণ' হইতে কঙ্কি-নাম ধারণ-পূর্বক আবির্ভূত হইবেন ।”^{১৩} ইতি । যে বসুদেব পূর্বে মনু এরং দশরথ হইয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুশা হইয়া আবির্ভূত হইবেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত আছে ।^{১৪} “এই কঙ্কির ঐশ্বর্য্যপরম্পরা ব্রহ্মাওপুরাণে 'বিশ্বতরুপে' বর্ণিত আছে । কোন কোন মহাত্মা প্রত্ন কলিতেই বুদ্ধ এবং কঙ্কি অবতার বলিয়া থাকেন ।^{১৫}

বৈবস্বত-মন্বন্তবে কামন অবধি কঙ্কিপর্য্যন্ত এই অষ্টসংখ্যক অবতার কথিত হইলেন ।^{১৬} প্রতিকল্পে প্রায়ই এই সকল অবতার প্রোক্ত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এই পঞ্চবিংশতি অবতার 'কল্লাবতার' বলিয়া কথিত হন । (ব্রহ্মার এক দিনের নাম এক 'কল্প')।^{১৭}

॥ * ॥ [ইতি লীলাবতার-নিরূপণ ।] ॥ * ॥

অনন্তর মন্বন্তরাবতার—সচরাচর তত্তন্বন্তরীয় মন্বন্তরাবতার ।

ইন্দ্রশক্রবিনাশ দ্বারা দেবগণের মধ্যে জগবান্ মুকুন্দের যে ইন্দ্রসাহায্যকর আবির্ভাব, তাহাই 'মন্বন্তরাবতার' ।^১ যজ্ঞাদি-অবতারের কল্লাবতার-মধ্যে নির্বেশ হওয়া উচিত হইলেও, সেই মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত পালন করায়, তাহাদিগকে মন্বন্তরাবতার কল্পে ? মন্বন্তরাবতার বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে ।^২

কাহারও বা মতে কেবল বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্ভুগীয় কলিতে বুদ্ধ ও কবীর অবতার হইয়া থাকে । ২৫—২৭ ॥

এই প্রোক্ত মন্বন্তরাবতারের কল্প, নিরূপিত হইয়াছে । ১ ॥

স্বায়ম্ভুবীয় প্রভৃতি চতুর্দশ মনস্তবে যথাক্রমে ‘যজ্ঞ’ হইতে ‘বহুভাষ্য’ পর্যন্ত চতুর্দশ অবতাব নির্দিষ্ট হইয়াছেন ।^৩

‘যজ্ঞের’ কথা পূর্বেই লীলাবতার-মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু তাহার বিষয় এখানে আর লিখিত হইল না ।^৪

দ্বিতীয় আরোচিবীয়-মনস্তবে বিষ্ণু ॥ ২ ॥ যগ্ন অষ্টমস্তকে—“বেদশিবানামক পিতা হইতে তুষ্ণিতা-নায়া জন্মীতে আবির্ভূত হইয়া, ভগবান্, ‘বিষ্ণু’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।^৫ ঋগ্বেদশীতিমুহুর্তসংখ্যক মূনিগণ, নিয়ম ধারণপূর্বক সেই কোমল-বয়স্কারী ভগবান্-বিষ্ণুর নিকট বক্ষচর্চাপ্রাপ্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন ।”^৬

তৃতীয় তুষ্ণীম-মনস্তবে সত্যাসেন ॥ ৩ ॥ ভগবান্ সত্যাসেন । পুরুষোত্তম, ধন্য হইতে পুন্যতাতে সত্যবত-নামক দ্রাক্ষগণের সহিত প্রাক্কলিত হইয়া, ‘সত্যাসেন’ এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।^৭ তিনি ইন্দ্রের সপ্তা ত্রিগা মিত্রাপরাযণ, তুংশীল ও নিরঙ্কুশ যক্ষরাক্ষস প্রভৃৎ পানি-পীড়ক ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ।”^৮

চতুর্থ তামসীয়-মনস্তবে হবি ॥ ৪ ॥ “সেই তামস-মনস্তবে ভগবান্, হবিমেধা-নামক পিতা হইতে হরিণী-নায়া মাতাভে আবির্ভূত হইয়া, ‘হবি’ এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ইনি কুম্ভীর মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মোচন করেন ।”^৯ ইতি । সদাচারপরাযণ সাধুগণ মর্কটবিধ অনিষ্ট ঘিনাশের নিমিত্ত প্রতিদিন প্ৰাতঃকালে এই গজেন্দ্র-বিমোচক হরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন ।^{১০}

পঞ্চম বৈবতীয়-মনস্তবে বৈকুণ্ঠ ॥ ৫ ॥ “ভূত-নায়া পিতা হইতে ‘বৈকুণ্ঠ’-নায়া মাতাভে বৈকুণ্ঠ-নায়া দেবগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া, ভগবান্ স্বয়ং ‘বৈকুণ্ঠ’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ।^{১১} এই বৈকুণ্ঠ রম্যাদেবীকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, তাহার প্রীতি-সাধনার্থ লোকনামস্তত বৈকুণ্ঠলোক করুণা করিয়াছিলেন ।”^{১২} ইতি । স্বসামর্থ্য

অত্যা লীলাবতার সেই সেই কল্পের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া স্বপ্রয়োজন-সাধনানন্তর লোকে গমন করিয়া থাকেন । মনস্তবাবতার স্বপ্ন-মনস্তবাবতানে প্রত্যেকে গমন করেন ॥ ২—২৪ ॥

দ্বারা, সর্বব্যাপক এবং অব্যয়ীয়া অর্থাৎ নিত্য মহাবৈকুণ্ঠলোকের, সত্যলোকের উপরিভাগে প্রকাশ করকে এখানে ‘কলনা’ বলা হইয়াছে । ১৩

৬। অজিত ।

“ষষ্ঠ চাক্ষুষীয়-মনস্তরে অজিত ॥ ৬ ॥” “সুই চাক্ষুষ-

মনস্তরেও ভগবান্ জগদীশ্বর, বৈবাজ্ঞ-নামা পিতা হইতে সন্তুতি-নায়ী জননীতে স্বাংশরূপে আবির্ভূতি হইয়া, ‘অজিত’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । ১৪ এই অজিত, সমুদ্র-মন্তন করিয়া দেবগণের ঐচ্ছিক অমৃতাহরণ, এবং কৃষ্ণরূপে জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক সন্দমাণ যন্দরাটিলকে গৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন । ১৫ ইতি ।

৭। বামন ।

বৈবস্বত-মনস্তরাবতার ‘বামনদেব’ পূর্বে লীলা-কল্প-প্রকরণে পরিকীর্ণিত হইয়াছেন ।

এক্ষণে, সাবর্ণি প্রভৃতি মনস্তরের ভাবী দপ্ত অবতারের বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে । ১৬

৮। সার্কভৌম ।

অষ্টম সাবর্ণীয়-মনস্তরে ‘সার্কভৌম’ ॥ ৮ ॥ “বি দেবগুহ-নামা পিতা হইতে সরস্বতী-নায়ী মাতাতে ‘সার্কভৌম’ নামে প্রাচুর্ভূত হইয়া, পুর্বন্দর-নামা ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য আহরণ পূর্বক বলিরাজকে অর্পণ করিবেন ।” ১৭

৯। ঋষভ ।

নবম দক্ষসার্বর্ণীয় মনস্তরে ঋষভ ॥ ৯ ॥ ‘আয়-অন্যনামক পিতা, হইতে অম্বুবাননায়ী মাতাতে আবির্ভূত হইয়া, ভগবান্ ‘ঋষভ’ নামে অভিহিত হইবেন । ঋষভ-নামা ইন্দ্র ‘তাহার উপাঞ্জিত ত্রিলোকী-ভোগ করিবেন ।’ ১৮

১০। বিম্বক্‌সেন ।

দশম এক্সসাবর্ণীয়-মনস্তরে বিম্বক্‌সেন ॥ ১০ ॥ “ভগবান্ বিম্বজিৎ-নামা পিতা হইতে বিযুটী-নায়ী জননীতে স্বাংশরূপে অবতরণপূর্বক ‘বিম্বক্‌সেন’ নামে অভিহিত হইয়া শলু-নামা ইন্দ্রের সহিত মথ্যবিধান করিবেন ।” ১৯

১১। ধর্ম্মসেতু ।

একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণীয়-মনস্তরে ধর্ম্মসেতু ॥ ১১ ॥ “হরি আয়াক-নামা পিতা হইতে বৈবৃতা-নায়ী মাতাতে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া, ‘ধর্ম্মসেতু’ নামে খ্যাতিলাভ করিয়া, লোকত্রয় পালন করিবেন ।” ২০

১২। সুধামা।

দ্বাদশ কুদ্দসাবর্ণীয়-মনস্তরে সুধামা ॥ ১২ ॥ “হরি
সত্যসহা-নামক পিতা হইতে স্নহতা-নাম্নী মাতাতে
অংশকপে আবির্ভূত ও ‘সুধামা’ নামে অভিহিত হইয়া কুদ্দসাবর্ণি-মনস্তর
পালন করিবেন ॥” ১০

১৩। যোগেশ্বর।

ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণীয়-মনস্তরে যোগেশ্বর ॥ ১৩ ॥
“হরি দেবহোত্র-নামা পিতা হইতে বৃহতী-নাম্নী
জন্মীতে অংশকপে অবতরণপুন্দরক ‘যোগেশ্বর’ নামে বিখ্যাত হইয়া দেবরাজেব
কর্ম্যসাধন করিবেন ॥” ১১

১৪। বৃহদ্রাশ্ব।

চতুর্দশ ঈকসাবর্ণীয়-মনস্তরে বৃহদ্রাশ্ব ॥ ১৪ ॥ “হে
মহারাজ ! হরি, সাকাশ্য-নামা পিতা হইতে বিনতা-
নাম্নী মাতাতে প্রোক্ত ও ‘বৃহদ্রাশ্ব’ নামে বিখ্যাত হইয়া কাম্মন্যুতি বিস্তার
করিবেন ॥ ১২ ইতি ॥

মঙ্গলবারতীরসংখ্যা
১৪ - (১ যজ্ঞ + ১ ধামন) ১২

চলিবতার পকরণে যজ্ঞ এবং বামনের নির্দেশ
করা হইয়াছে। এ স্থানে পুনরার উভয়ের গণনা
করিলে পুনরুক্তি হয় ; অতএব মনস্তরাবতার সংখ্যায়
দ্বাদশটি অভিহিত হইলেন ॥ ১৪

১৫। ঈশি মনস্তরাবতাব। ॥ * ॥

যুগাবতাব।

অনুস্তব যুগাবতার।—বর্ণ এবং নাম দ্বারা হরি
সত্যযুগে শুক, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরে গ্রাম এবং
কলিতে কুম্ভ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ সেই সেই মনস্তরাবতার, উপাসনা

এ স্থানে সাধাবণ যুগাবতাবের কথা বলা হইল। কিন্তু যুগবিশেষে ইহার বতিক্রম
হইয়া থাকে। প্রতিযুগেই সেই সেই মনস্তরাবতার যুগা-তার-রূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম
পবন করিয়া থাকেন। কিন্তু যে দ্বাপরে অয়ঃভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন, তৎকালে
যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ যে কলিতে স্বর্ণকামি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
দেব অবতরণ করেন, তৎকালে সেই যুগেব কুম্ভবর্ণ অবতার উদ্ভব হইয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।
যে বৈবস্বত মনস্তবেব অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে কুম্ভাবতাব হয়, সেই দ্বাপরের সম্রিক্ত
কলিযুগের প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের অবতাব হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগের প্রারম্ভ
যুগাবতারের কথাই কীর্তন করিলেন ॥ ১৫--১৭ ॥

শ্রীলগ্নভাগবতাস্ত।

‘মহাস্তরাবতার’ই যুগাবতার” বিশেষের নিমিত্ত সেই সেই মনস্তরের সত্যাদি-
 “হইয়া থাকেন।” যুগে যথাক্রমে শুক্লাদিকপে অবতরণ করিয়া
 থাকেন। ২৬

অবতার-সংখ্যা।

কথিত হইয়াছেন। ২৭

অতীত ও বর্তমান

কর।

‘গেতবারাহ’। ২৮

ব্রাহ্মকল্পের অবতাব।

অভিব্যক্তি হইয়াছে। ২৯

যুগ ও মনস্তরাবতারগণের
 প্রতিকল্পেই তুল্যনামতা।

প্রতিকল্পে প্রায়ই মনুগণের স্বায়ত্ত্বাদি-নামে
 এবং মনস্তরাবতারগণের যজ্ঞাদি-নামে অভিব্যক্তি
 হইয়া থাকে। ৩০ তথাহি শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিগুরে শ্রীভগ্নে

পশু—“হে নৈষ্টিকব্রহ্মচারিন্ ! আপনি যে চতুর্দশ মনুর নাম কীর্তন করিলেন,

মতা, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চতুর্যুগকে চারিযুগ বলে। মহেশ্বতুর্যুগে এক কল্প।
 এক কল্পের মধ্যে চতুর্দশ মনস্তর হয়। ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প। কল্পান্তে যে প্রলব
 হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মাব রাত্রিবলে। ইহারই নাম দৈনন্দিন প্রাণ। এইরূপ ত্রিশং
 কল্পে ব্রহ্মার এক মাস; দ্বাদশ মাসে এবংসর, এবং পঞ্চাশং বর্ষে এক পরাক্ষ। এইরূপ
 দ্বি-পরাক্ষ কাল ব্রহ্মার পরমায়ু। বি-পরাক্ষ কালের অবসানে প্রাকৃতিক প্রলয় ও ব্রহ্মার
 পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন সমস্ত প্রাণক প্রকৃতিতে দ্বিলীন হইয়া যায়। ত্রিশং
 কল্পের নাম, যথা—১ দেববরাহ, ২ নীললোহিত, ৩ জামদেব, ৪ পাণ্ডুপুত্র, ৫ রোরব,
 ৬ প্রাণ, ৭ বৃহৎ, ৮ কল্প, ৯ সবা, ১০ ব্রহ্মান, ১১ ধ্যান, ১২ নারদ, ১৩ উদান, ১৪ গরুড়,
 ১৫ কোর্ম। ইহাকেই ব্রহ্মার পৌর্ণমানী বলে। ১৬ নারসিংহ, ১৭ সমাধি, ১৮ আগ্নেয়,
 ১৯ বিষ্ণু, ২০ বংশ, ২১ সৌমবংশ, ২২ ভাবন, ২৩ বৈকুণ্ঠ, ২৪ আচ্ছিব, ২৫ বল্লীকল্প, ২৬ বখা
 পুত্র, ২৭ বৈরাজ, ২৮ গোমুখী, ২৯ মাহেশ্বর এবং ৩০ পিতৃকল্প। ইহাকেই ব্রহ্মার অমাবাস্তা বলে।
 প্রথম প্লেতবারাহকল্পে ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই জন্য তাহাকে ব্রাহ্মকল্পও বলিয়া থাকে। এইরূপ
 প্রথমপরাক্ষের অবসানে ভগবানের প্রতিমরোপ হইতে এক লোকায়ক পদ উৎপন্ন হয়

ইহারা ইহা কী প্রতিকল্পে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা অন্য কোন মহাভাগণ মনু হইয়া থাকেন? আমার এই সংশয় ছেদন করুন।” ৩১ শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—“হে মহারাজ! এই চতুর্দশ মনুই প্রতিকল্পে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিবে না। ৩২ তুমি সকল কল্পকেই একরূপ জানিবে। তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, কখন বা কেহ কেহ কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন।” ৩৩ ইতি।

অবতার অন্য এক প্রকারে
চতুর্বিধ।

আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবহু ভেদে অব-
তার চতুর্বিধ। ৩৪

তন্মধ্যে পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে (৪ পৃষ্ঠা) আবে-
শাদেশ।

শের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে ‘ন কুমার অর্থাৎ চতুঃসন, নারদ এবং বেণুদেহজাত পৃথু প্রভৃতি। ৩৫ বখা প্রদ্যুপবাণে—“ভগবান্ হরি, কুমার এবং নারদে আবিষ্ট হইয়াছেন।” ৩৬ পুনশ্চ সেই পদ্যপুরণেই—“শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভূজ হরি, পৃথুরাজে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।” ৩৭ ইতি। সেই পদ্যপুরণেই বলিয়াছেন, হরি পরশুরামে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৩৮ তথাহি—“হে দেবি! ভগবান্ হরির শক্ত্যাবেশাবতার মহাত্মা জন্মদ্যুতনয় পরশুরামের চরিত্র তোমাকে বলিলাম।” ৩৯ ইতি। বিষ্ণুধর্মোত্তরে কঙ্কীরও আবেশাবতারত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ৪০ বখা—“ভগবান্ হরি, প্রত্যক্ষরূপে কলিযুগে সাধা-বর্ণের দৃষ্টিগোচর হইল না, কিন্তু সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগে প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়া থাকেন, এই জন্ত তিনি শাস্ত্রে ‘ত্রিযুগ’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ৪১ কলিযুগের অবসানে ভগবান্ বাল্মদেব, কঙ্কী-নামক রোদবেতা ব্রাহ্মণে প্রবেশ করিয়া জগৎ পালন করেন। ৪২ হরি, কলিযুগে পূর্বোৎপন্ন সেই সেই মহত্তম প্রাণিবির্গে প্রবেশপূর্বক আপনার অভিপ্রেত কার্য সাধন করিয়া থাকেন।” ৪৩

বলিয়া, পিতৃকল্পই পায়ুর্কল্প নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাব বয়সের পূর্বপর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি দ্বিতীয়পর্য্যন্তের প্রথম যেতবার্য্যুকল্প উপস্থিত ৥ ৩৮—৩২ ॥

কোন কোন বিষয় কোন কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকে, এতদ্বারা ইহাই স্পষ্টতঃপন্ন হইতেছে যে, কোন পুরাণাদির সহিত যদি কোন পুরাণাদির অটনক লক্ষিত হয়, সে সকল ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা বলিয়া সকল বিরোধেবই পরিহার করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিলে আর কোন শ্যাম্বেবই পরস্পর বিরোধ থাকিবে না। ৩৩—৪২ ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরের বচনানুসারে কলিযুগে অয়ংকপাদির অবতার নাই, কেবল আবেশা-

ইতি। অতএব কুমার, নরদ, পৃথ, পরশুরাম এবং কক্কীকে যে 'অবতার' মীলা হইয়াছে, সেটী ঔপচারিক অর্থাৎ গোণ। ৪৪

প্রাভব

ও

বৈভব।

অথ প্রাভব ও বৈভব।—যাঁহাদিগের রূপ হরিরূপ, কিন্তু ঘাঁহারা পরাবস্থ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদিগকে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' বলে। শক্তি-প্রকাশের তারতম্য অনুসারেই ইহারা যথাক্রমে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' নামে অভিহিত হন। ৪৫

বতারই হইয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তমস্কন্ধে ভক্তপ্রবব প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "ছন্নঃ কলৌ বদভবত্রিযুগোহথ স ৯।" তুমি কলিযুগে ছন্ন অর্থাৎ ক্ষয়রূপাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকি বলিয়া, 'ত্রিযুগ' নহি অভিহিত হইয়া থাক। পুরাণান্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, "অহমেব, কচিদব্রহ্মন! নিতাং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদভক্তকপেণ লোকান্ বন্ধামি সর্বদা ॥" যে ব্রহ্মন! আমিই কখন, প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ হইয়া ভগবদভক্তকপে সকল লোককে বন্ধা করিয়া থাকি। ছন্নরূপ লিঙ্গ (শব্দের ক্ষমতা) দ্বারা প্রহ্লাদের বাক্যের সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা করিলে, এই শ্লোকটীও কলিযুগ-বিষয়কই হইয়া উঠে। 'অহমেব', এই এক-শব্দ দ্বারা মাংসাদির ব্যাবর্তন করিলেন। অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ আমিই, অন্য কেহ নহেন। 'প্রচ্ছন্ন'—অন্য রূপাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, বিগ্রহ—স্বরূপ, ঘাঁহাব, তাঁহাকেই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ বলে। জীবের বিগ্রহ জীবের স্বরূপ হইতে পারে না, ঈশবে দেহ ও দেহীর বিভাগ, তাঁহা-র দেহ তাঁহাব স্বরূপ। 'কচিৎ' এই চিৎ-প্রত্যয় অর্থ অসাকলা, চর্চাৎ চিৎ-প্রত্যয় দ্বারা সকল সময়ে নহে, কোন সময়বিশেষে, ঐকরূপ অর্থেরই প্রাপ্তি হইল। ইহা দ্বারা এই অর্থলাভ হইতেছে—আমি স্বয়ং ভগবান্ কোন কলিবিশেষে অর্থাৎ বৈবস্বত-মহন্তরের অষ্টাবিংশতি-চতুষ্টয়ী কলিতে প্রেমসীকান্তিদ্বারা স্ব-স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রপঞ্চের গোচর হইয়া থাকি। আবেশাবতারের স্বাভাবিক বিগ্রহ দর্শন করিলে যখন ঈশ্বর বিদ্যা প্রতীতি হইতে পারে না, তখন আবার তাঁহাদিগের বিগ্রহকে 'প্রচ্ছন্ন' বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব যে কলিযুগে বিদ্যালোচরীকৃতচৈতন্যদেব অবতরণ করেন, তৎকালে কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগাবতার তাঁহাতে প্রতিষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুত বিমূর্খশ্রোত্রাদির বচন সাধারণ কলিযুগের কথা, আর ভাগবতাদির বচন কলিবিষয়ের কথা বলিয়াছেন। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষের প্রবলতা। অতএব বৈবস্বতমহন্তরের অষ্টাবিংশতি-চতুষ্টয়ী কলিযুগ ভিন্ন অন্য কলিতে 'বাংশাদি-অবতার' নহি হইয়া কেবল আবেশাবতারই হইয়া থাকেন। অন্যায়গর্গ এবং করভাজনের বাক্যের সঙ্গতি থাকে না ॥ ৪৩ ॥

বৈমূর্খাদি হইতে বাংশাদির ঔপক্কে অবতরণকে মুখ্য অবতার বলে ॥ ৪৪ ॥

• প্রভব

বিবিধ ।

শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা বিবিধ 'প্রভব' দেখা যায়। তন্মধ্যে

একপ্রকার 'প্রভব' অল্পকালমাত্র অভিযুক্ত থাকেন,

অতএব তাঁহাদিগের কীষ্টিও লোকে বহুলরূপে বিস্তৃত হয় না। যেমন মোহিনী, হংস এবং গুক্রাদি যুগাবতার।^{৪৬} অত্ৰবিধ অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী 'প্রভব'গণ শাস্ত্রপ্রণয়নকর্তা এবং প্রায় সকলের চেষ্টাই মুনিগণের স্থায়। যেমন ধনুর্ভর, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত এবং কপিল।^{৪৭}

• বৎসর ।

কৃষ্ণ, মৎশ্র, নর-নাভায়ণ, বরাহ, হরগ্রীব,

পুশ্টিগর্ভ, প্রলম্বনিহন্তা বলদেব এবং যজ্ঞাদি চতুর্দশ

মহন্তরাবতার এই একবিংশতি অবতারকে 'বৈভবাবস্থ' বলে।^{৪৮—৪৯} এই একবিংশতির মধ্যে নবাব্যহ-মধ্যে কথিত যে বরাহ ও হরগ্রীব, মহন্তরাবতারের মধ্যে প্রধানরূপে কথিত যে হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত এবং বামন, এই ছয় অবতার বৈভবাবস্থ হইলেও পরাধস্থ-সদৃশ।^{৫০—৫১}

• কতিপয় অবতারের

• ব্রহ্মাওমধ্যবর্তী

নামসমূহ ।

ইহাদিগের মধ্যে কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাওমধ্যে

যে যে স্থানে যে যে ধাম বিরাজমান আছে, তত্তৎ-

স্থান শাস্ত্রানুসারে লিখিত হইতেছে। বিমুখস্মোত্তরা-

দির বাক্য তদ্বিষয়ে প্রমাণিত করিব।^{৫২} তথাহি—“সেই তলাতলের উপরি-
ভাগে মহাতল। ইহার পরিমাণ তলাতল-সদৃশ এবং ভূমি রক্তবর্ণ। এই মহাতলে লক্ষ-যোজন-বিস্তৃত একটা ঠাণ্ডকুণ্ড সরোবর আছে। এই স্থানে কুণ্ডরূপী সাক্ষাৎ হরি বাস করিতেছেন।^{৫৩} ইহার উপরিতলে রসাতল। রসাতলের পরিমাণ মহাতল-তুল্য। এই স্থানে তিনশত যোজন-পরিমিত একটা অপূর্ব সরোবর আছে। তাহাতে মৎশ্ররূপী হরি বিরাজমান আছেন।^{৫৪} নর-নাভায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন।^{৫৫} নু-বরাহের বসতিস্থান মহালোক। তাহার বসতিস্থানের পরিমাণ ত্রিশলক্ষ-যোজন।^{৫৬} শেষের বসতিস্থান পঞ্চলক্ষযোজন-পরিমিত।^{৫৭} চতুস্পাদ-বরাহের বসতিস্থান শেষস্থান-সদৃশ ও স্বয়ংপ্রভ। সকলের

প্রাভবে যে পরিমাণে শক্তির অভিযুক্তি হয়, তদপেক্ষা বৈভবে অধিকপরিমাণে শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।^{৪৫—৪৯} ॥

বাহুদেব, সর্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হরগ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা, ইহা-
দিগকেই নবাব্যহ বলে।^{৫০—৭০} ॥

নিম্নপ্রদেশে ব্রহ্মাণ্ড-সংলগ্ন, অতিম্ননোহর যে লোক আছে, ভগবান্ শ্বেত-
 রুরাহ সেই স্থানে বাস কবিয়া থাকেন।^{৫৮} তাহার উপবিভাগে গভস্তিতল-
 নামক অপব একটা লোক আছে। ইহার পবিমাণ শ্বেতবর্ষালোক-সদৃশ
 এবং ভূমি পীতবর্ণ। এই স্থানে ভগবান্ হৃষীকেশ বাস কবিয়া থাকেন। তাঁহার
 দেহকান্তি শত শত চন্দ্রসদৃশ, এবং বিভূষণ স্বর্ণময়।^{৫৯} ব্রহ্মলোকের উপরি
 ভাগে পৃথিবীপৃষ্ঠের বাসস্থান।^{৬০} যে গোকুলাদির মধ্যে অম্ববিপু শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন,
 প্রলম্বারি বলদেবও সেই স্থানেই বাস কবিয়া থাকেন।^{৬১} আব এই নন্দদেবেরই
 অংশভূত সঙ্কর্ষণ পাতালে বাস করিতেছেন। ইনি তালধ্বজ, এবং বাগ্মী
 অর্থাৎ স্নানকাদিকে ভাগবত শুনাইয়া থাকেন, ইহার কণ্ঠ বনমালায় বিভূষিত,
 ইনি মন্তকে বদ্রপদ্মপার উজ্জলীকৃত বিচিত্র ক্ষণাবলী ধারণ করিয়াছেন;
 ইনি হল, মুঘল ও খজুর দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং ইহার পবিবেশ নীলাশ্বব।^{৬২}
 হরিব লোক ব্রহ্মলোকের উপবিভাগে বিরাজমান।^{৬৩} মহাত্মা বিকুণ্ঠানন্দনে
 বসতিস্থান স্বর্গলোকে বিরাজিত, আব স্বয়ং যাহাকে প্রকটন করিয়াছেন,
 সেই বৈকুণ্ঠলোকও তাঁহার বসতিস্থান।^{৬৪} ভগবান্ অজিতের বসতিস্থান
 ধ্রুবলোক। মহাত্মা বামনের বসতিস্থান ভুবলোক।^{৬৫} ত্রিবিক্রমেব বসতিস্থান
 তপোলোক, ব্রহ্মলোকস্থিত দিব্য নাবায়ণাশ্রম এবং ব্রহ্মলোকের উপবিভাগে
 স্থানিস্থিত লোক।^{৬৬} হরিবংশে দেবরাজ নাবদকে এই লোকের কথ্য বলিয়া-
 ছেন।^{৬৭} তথাহি—“হে ভগবন্। ভগবান্ বিষ্ণু, পাদ-প্রহাবদ্বারা আমাব এই
 স্বর্গলোক ভগ্ন করিয়া, স্বর্গের উপবিত্ত লোকসকলে অপূর্ব লোকপরিম্পবা
 নিম্মাণ করিয়াছেন।”^{৬৮} ইতি।

অবতারগণের
 পরব্যোমস্থ ধাম।

শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোমধামে সকল অবতারবৃষ্ট
 পবমার্শচর্য্য বসতিস্থানসকল, শোভমান হইতেছে।^{৬৯}

তথাহি পদ্মপুরাণে—“সনাতন বৈকুণ্ঠভূতনে মন্ত্র,
 কুর্ম প্রভৃতি পরমোজ্জল গুরুসম্মতি নিখিল অবতাব সর্বদা বিরাজমান
 রহিয়াছেন।”^{৭০} ইতি।

অনন্তর যাহারা শত্ৰুত্বার্থে সম্যক বিচার না করিয়া আপাত-প্রতীত অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ; কোন স্থানে নর-ভ্রাতা নারায়ণের এবং কোন স্থানে উপেন্দ্রের অবতার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ।^১ যথা স্বপ্নপুস্তকে—“হরির যে অংশদ্বয় নারায়ণ ও নর নামে অভিহিত

হইয়া ধর্মের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ এবং অর্জুনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ।”^২ শ্রীচতুর্থ ও কথিত আছে—“ভগবান্ স্কীরাক্রিপুতি হরির নারায়ণ ও নর নামক অংশদ্বয় পৃথিবীর তার-হরণার্থ ভুলোকে আগমনপূর্বক যছ ও কুরু বংশে কৃষ্ণদ্বন্দ্ব অর্থাৎ বাসুদেব এবং অর্জুন

রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ।”^৩ এই মতেব পোষক শ্রীদশমের পদ্য—“পুরাণ-শ্রুতি নরভ্রাতা নারায়ণ, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবর্ষি নারদকে পূজা এবং অমৃত-সদৃশ মধুর বাণী দ্বারা সন্তোষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো ! আমি আপনায় সন্তোষার্থ কি করিব ?”^৪ ইতি । উপেন্দ্রাবতারত্ববিষয়ে

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি, এই ষড়বিধ লিঙ্গ ও অন্যান্য ন্যায়াদি দ্বারা যাহারা শাস্ত্রার্থের সম্যক বিচার করিতে অক্ষম, সেই সকল অকোবিদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বাবতার বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হইলেও, যাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্রার্থের সম্যক বিচার করিতে সমর্থ, সেই সকল অকোবিদের নিকট স্বয়ংরূপ বস্তুিয়াই নিশ্চিত হইয়া থাকেন । যে হেতু জগদুচ্চাধারে স্থিতান্ত করিয়াছেন, “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুরুন্ত ভগবান্ স্বয়ম্” অর্থাৎ মন্ত্র-কুশাদি অবতারাবলী কেহ বা পৌরোদশারীর অংশ, কেহ বা কলা, কিন্তু বিংশতিতম অবতारे যাহার মাম কীর্জন করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ পুংস্বাদি অবতারের অঙ্গী । ইহার সহিত সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা করিয়া বিরুদ্ধরূপে প্রতীতমান স্ত্রনাস্ত্র বচনাবলীর অর্থান্তর করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হইবে । অন্যথা শাস্ত্র বিগীত-বচন হইয়া উঠেন । ১৭

বাস্তবার্থ ।—শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন, ধর্মপুত্র নর-নারায়ণকে, পাইয়া—অস্বাস্থ্য করিয়া—আপনাতে প্রবেশ করাইয়া, চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইলে স্বাংশবর্ণ যে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন, ইহা নির্ণীতই আছে । যদ্যপি কারিকা দ্বারা পরে বাস্তবার্থ বলিবেন, তথাপি স্বগম্যার্থ এখানেই লইয়া হইল । ২ ॥

বাস্তবার্থ ।—হরির অংশ নারায়ণ এবং নর, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণদ্বন্দ্ব অর্থাৎ বাসুদেব ও অর্জুনে, ভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন । ৩ ॥

হরিবংশে হিন্দ্রের বচন, যথা—‘হে মূনে । আমি পূর্বে যে যজ্ঞভাগ বিষ্ণুকে অপণ করিতাম, সেই যজ্ঞভাগ এই কৃষ্ণকেই দান করিয়াছি । হে নারদ ! আমি মেঘবশত শ্রীকৃষ্ণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বামন) বলিয়া জানি ।’^৫ ইতি । শ্রীকৃষ্ণ

নরভ্রাতা নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অবতার, রূপ সিদ্ধান্ত
তত্ত্বের ধ্বনি আরম্ভ ।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ । যে হেতু, নারায়ণ ও উপেন্দ্র অংশদ্বিপে এবং শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন ।^৬ “এত চাংশকলাঃ” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বদরীপতি নারায়ণকে অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, আর হরিবংশে উপেন্দ্রকে স্পষ্টই অংশাবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।^৭ তথাহি হিন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি—“পূর্বকালে অদिति তপস্বীদ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুকে আরাধন করেন । ভগবান্, অদিতির আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, স্বরোত্তম । আমি তোমার সদৃশ পুত্র ইচ্ছা করি । তখন বিষ্ণু বলিলেন, লোকে আমার সদৃশ উপর কোন পুত্র নাই । অতএব আমিই অংশরূপে তোমার পুত্র হইব ।”^৮ ইতি । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থাব্যবস্থা অগ্রে সুস্পষ্টরূপে পবিকীর্তিত হইবে । শাস্ত্র সম্পূর্ণাবস্থাকে ‘পরাবস্থ’ বলিয়া নির্ণয়

করিয়াছেন । যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থাপন্ন, সেই হেতু
পরাবস্থের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ।
তাহাকে বদরীপতি নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অংশ বলিয়া
স্থাপন করা অত্যন্ত অসঙ্গত ।^৯ এতস্তিন্ন পূর্বে বচনপবম্পন্নতার অর্থের বিভিন্ন
গতি অর্থাৎ পরাবস্থাপন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় ।^{১০}
সেই সেই বচনের বাস্তবার্থ ।

তদ্বাচ্যে “ধম্মপুত্রো” ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা ।—
‘সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন, নর ও নারায়ণকে, পাইয়া—আত্মসাৎ করিয়া,
চন্দ্রবংশে প্রকটতাকে, গত—প্রাপ্ত, হইয়াছেন ।^{১১} “তাবিমৌ” ইত্যাদি শ্লোকের
কারিকা ।—কর্তৃত্ব হরির অংশ নারায়ণ ও নর, এই দ্বাপরযুগের অবসানে,
কর্মভূত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে, আগত—প্রাপ্ত, হইয়াছেন । অর্থাৎ নারায়ণ ও
নর দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন ।^{১২} “সংপূজ্য” ইত্যাদি

বাস্তবার্থ ।—পুরাণ ঋষি—বেদের উপদেষ্টা, এবং নরসংঘ—নরের সহিত বিহরণশীল, নারায়ণ অর্থাৎ পুরুষত্রয়ের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষত্রবর্গীয় আবিষ্ট হইয়া, ঋষিবর্গ্য নারদকে বিধিপূর্বক পূজা, ঐন্দ্র পরিমিত বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ পুষক বলিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র, অজ্ঞতা ও মাৎস্যবাবশত এই বাক্য বলয়, ইহার বাস্তবার্থ কথিত হয় নাই ॥ ৫—১৪ ॥

শ্লোকের কারিক।—কল্পের আদিত ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করায়, যিনি পুরাণ-ঋষি বলিয়া কথিত; নার অর্থাৎ সঙ্কষণ, প্রহ্লাদ, এবং অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ পুঙ্খের অংশই হওয়ায়, যিনি নারায়ণ বলিয়া উক্ত; আর নরের অর্থাৎ মর্ত্য-লোকের সচর হওয়াতে; যিনি নর-সখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহনের অনুকরণ করিয়া, নারদকে পূজা করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণরূপে নারদের গুরু, তথাপি ক্ষত্র-লীলার অনুসরণ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।^{১৪} “ঈশ্রম্” ইত্যাদি শ্লোকের কারিক।—ইন্দ্র অজ্ঞতা এবং মানসমোহনের অনুবর্তী হইয়া, এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণ, বদরীপতি নারায়ণ ঋষিভ্যস্তথাগন।

এবং উপেক্ষেব অবতার, এ কথা কোনকপেই সূত্রাবিত হইতে পারে না।^{১৫}

পর্যবস্ত । অশ্বপরিবস্ত । যথ্য পাঠ্যে—“নৃসিংহ, রাম এবং

কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্গুণ্য বিদ্যমান আছে। প্রদীপ প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমান-ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনই ষাড়্গুণ্যের পরাবস্তাপর।”^{১৬} ইতি।

তদ্ব্যাপ্তো শ্রীনৃসিংহ।—“যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ে আনন্দধ্বন্যরূপে বিরাজমান, এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যা-বিদারক, বাহার অঙ্গকান্তি শাবদীয়চন্দ্রসদৃশ, সেই সিংহাস্য হরিকে বন্দনা করি।”^{১৭} ষাষ্টির তুণ্ডাশ্রে সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মী অবস্থিত এবং হৃদয়ে অত্যাশ্রিত সর্বজ্ঞতাশক্তি দেদীপ্যমানা, আমি সেই নৃসিংহ।

এতাদৃশ অজ্ঞতা ও মানসমোহনপরিপূর্ণ বাক্য তর্কনির্ভর হইতে পারে না।^{১৮} ১৫ ॥

ঐশ্বর্য (প্রভাবাতিশয়), বীৰ্য (মণি, মন্ত্র এবং মহোৎসবের নাম অচিন্ত্যপ্রভাব), যশ (সদগুণশালী বলিয়া বিখ্যাত), শ্রী (সর্ববিধসম্পত্তি), জ্ঞান (সর্বজ্ঞতা), বৈরাগ্য (প্রপঞ্চে অনাসক্তি), এই ছয় গুণকে ষাড়্গুণ্য বলে। তিনেতেই সমভাবে ষাড়্গুণ্যের পরিপূর্ণি বালিলেও, উত্তরোত্তর ষাড়্গুণ্যপূর্ণির আধিক্য আছে। এক দাঁপ হইতে নানা দাঁপের উৎপত্তি হইলেও, যেমন মূল দাঁপের প্রাধান্য আছে; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবতারান্তরের অভি-বাতি হওয়ায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্ত্বের আধিক্য থাকিবে। বস্তুত সাধারণ প্রতীতি অনুসারে এই শ্লোক বলিয়াছেন ॥ ১৬ ২৪ ॥

দেবকে ভজনা করি।”^{১৮} “যুঁহার গন্তীর গর্জনোদ্যম, বিধাতাকে স্তম্ভিত করিয়া-
ছিল, দেবর্ষি নারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সেই স্তম্ভপুত্র নৃসিংহদেবের অমর্য
বর্ণন করিয়াছিলেন।”^{১৯} “যথা শ্রীসপ্তমে—“সেই নৃসিংহদেবের শর্তা দ্বারা আহত
হইয়া জলদাবলী বিশীর্ণ, নেত্রজ্যোতির্দ্বারা গ্রহগণ হতপ্রভ, এবং নিখাসবায়ু
দ্বারা জলনিধিসমূহ বিক্ষোভিত হইয়াছিল। আর ত্র্যাকোশ-শব্দ শ্রবণ কুক্ষিয়া
দিগ্‌গজগণ ভয়ে স্ব স্ব দিক্‌ পরিতাগ করিয়াছিল।”^{২০} তাহার শটার আঘাতে
বিক্ষিপ্ত হইয়া বিমানাবলী আকাশমার্গকে সঙ্কলিত করিয়াছিল। পাদানপাণ্ডিত
হইয়া পৃথিবী স্বস্থানভ্রষ্টা, বেগদ্বাবা ভূধরগণ উৎপত্তি এবং অঙ্গজ্যোতির্দ্বারা
আকাশ ও দিক্‌সকল নিস্তেজ হইয়াছিল।”^{২১} ইতি। “সিংহ গেমন অন্তের নিকট
উগ্রমূর্তি হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের নিকট সর্বদা অনুগ্রহ, হৃদয় এই নৃসিংহ
অন্তের নিকট উগ্র হইয়াও স্বীয় ভক্তের নিকট সর্বদাই অনুগ্রহ।”^{২২} এই নৃসিংহ-
দেবের পরমানন্দময় মহিমা নৃসিংহতাপনীগ্রন্থে “প্রবাক্ত রহিয়াছে।”^{২৩} জনলোক
এবং সর্বোপরি বিরামান বিষ্ণুলোক অর্থাৎ পরব্রাহ্ম, এই নৃসিংহদেবের
আবাসস্থান।^{২৪}

শ্রীরাঘবেন্দ্র।—অশেষ মাধুর্ষ্য এবং সদ্‌গুণরাশির
বাঘবেন্দ্র।

বহুরূপে অভিযুক্ত হওয়ায়, নৃসিংহদেব হইতে
নৃসিংহদেবে ষাড়্‌গুণাশ্রিত্য আধিক্য আছে।^{২৫} পাশ্চ—“যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের
শরাসন ভঞ্জন করিয়াছিলেন, এবং যিনি জানকী-দ্রদয়ের আনন্দপ্রদ-চন্দন-স্বরূপ,
সেই সর্বেশ্বর রঘুনন্দনকে বন্দনা করি।”^{২৬} “সামার্কচন্দ্রিকাগ্রন্থে এই

রঘুনাতকের জন্মপত্নী।”^{২৭} রঘুনাতকের জন্মোৎসব বর্ণিত আছে।^{২৮} যথা—

“তৎকালে সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং
শনি, এই পাঁচ গ্রহ, স্ব স্ব উচ্চস্থানে অর্থাৎ মেঘ, মকর, কর্কট, মীন
এবং তুলার দশমাদি অংশে যথাক্রমে অবস্থিত; বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত
কর্কটরাশিগত এবং সূর্য্য মেঘরাশিগত হইয়াছিলেন, তৎকালে, যাহার বৈভব
লোকাভীত, সেই অনির্বচনীয় কোন মুখ্য তেজ, রাক্ষসকুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে

নৃসিংহে প্রভাবাতিশয়ের এক রঘুনাত্যে, মাধুর্ষ্যাতিশয়ের আবিষ্কার হওয়ায়, নৃসিংহ
হইতে শ্রীরামে গুণবস্তাব আধিক্য আছে ॥ ৫—২৭ ॥

দশমাদি অংশে—অর্থাৎ রাশিচক্রকে ত্রিশ ভাগ করিয়া মেঘের দশম অংশে সূর্য্য, মকরের

দক্ষ করিবার জন্ত, অতিপবিত্র অযোধ্যাকপ অরণি হইতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন।^{১০৮} একাদশে—“হে ধর্ম্মিষ্ঠ! যে চরণ, পিতা দশরথের আজ্ঞায়, অস্ত্রের সূক্ষ্মভাজ ও দেবগণেরও অভীষিত রাজ্যলক্ষীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং প্রেমসী সীতাদেবীর অভীষ্ট কনকমৃগে অক্লান্ত হইয়াছিলেন, হে, পুরুষোত্তম! তোমার সেই চরণাবিন্দ বন্দনা করি।”^{১০৯} ত্রীনবমে—“যিনি ব্রহ্মাদি-দেবগণের পার্থনায় লীলাময়ী তনু প্রপঞ্চ-গোচর করিয়াছিলেন, এবং বাহার অধিক ও সমান নাই, সেই রঘুপতির, অস্ত্র দ্বারা রাবণকুল-সংহার এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন, কীর্তিমধ্যে পরিগণিত হইতে পাবে না। আর শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত বানরগণ কি সেই রঘুপতির সহায় হইতে পারে? অর্থাৎ সে ক্ষেবল তাহার বিনোদনমাত্র।^{১১০} মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ, পুণ্যশ্লোক-নরপতি-সভায়, অদ্যাপি বাহ্যে দিগন্তব্যাপী এবং পাপঘ্ন কেশোরাগি গান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ত্রিদিবপতি ও বসুধাধিপতিগণের কিরীট-সমূহ বাহার চরণাবিন্দুগুলির পরিচর্যা করে, আমি সেই রঘুপতির শরণ লভিলমি।”^{১১১} ইতি! এই ভূই শ্লোকের কারিকা।—তন্মধ্যে “আন্তলীলাতনোঃ” ইহার ব্যাখ্যা।—আন্ত—প্রকটিত, লীলাতনু—লীলাময়ী তনু; যিনি লীলাময়ী তনুকে প্রকটিত করিয়াছেন। “অধিকশাম্যবিমুক্তধায়ঃ”^{১১২}—সাম্য—সম (সম-শব্দের উত্তর স্বার্থে ব্যঞ্ প্রত্যয় দ্বারা সাম্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে), ধায়—স্বরূপ। যাহার ধাম স্বমিক এবং সম রহিত, অর্থাৎ কুত্রাপি বাহার অধিক এবং সমান নাই। ইহা দ্বারা বাহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক, ইহাই নিশ্চয় হইল।^{১১৩} “নাকপাল” ইত্যাদির ব্যাখ্যা।—নাকপাল—ইন্দ্রাদিদেবতা। বসুপ—বসুধাধিপ।^{১১৪} বিষ্ণু-ধর্ম্মান্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ এবং অনিষ্কন্ধের অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।^{১১৫} পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে হৃষিক, চক্র এবং শঙ্খ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।^{১১৬} এই রাবণবেদের বসতিস্থান, মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী এবং মহাটেক্ষুর্লোক।^{১১৭}

তৃতীয় অংশে মঙ্গল, কর্কটের অষ্টাবিংশ অংশে গুরু, মৌনের সপ্তবিংশ অংশে শুক্র এবং ভুলার বিংশ অংশে শনি থাকিলে ॥ ২৮—৩৪ ॥

কোন কল্পে বাসুদেবভূদি, কোন কল্পে বা আরায়ণাদি, রামাদিকপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, এইরূপে উভয় শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করিতে হইবে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । বিষ্ণুমঙ্গলে—“পদ্মনাভের সর্বমঙ্গলপ্রদ
 ১০ শ্রীকৃষ্ণ ।
 ১১ বিবিধ অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন এমন
 ১২ কেই বা আছেন, যিনি জতা পর্যাস্তকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন।”^{৩৭}
 পারমৈশ্বর্য এবং মাধুর্য্যামৃতের অলৌকিক সমুদ্র এই দেবকীনন্দনের পরিচয়
 অগ্রে প্রদান করিব।^{৩৮} ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোবিন্দক, এই চারি স্থানে
 তাঁহার বাস, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।^{৩৯}

যদি বল, পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা রাম ও নৃসিংহের
 নৃসিংহ ও রাঘবেশ্বের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা হইয়া উঠিল। এই আশঙ্কা-
 শ্রীকৃষ্ণের সমতা নিবাসার্থ বিষ্ণুপুণ্যীয় প্রক্রিয়া।
 পরিহারার্থ এই স্থানে বিষ্ণুপুরাণের প্রক্রিয়া দেখাই-

৪০ দেহি।^{৪০} সেই বিষ্ণুপুরাণে চতুর্গ অংশে, মৈত্রেয়-
 প্রশ্ন—“হিরণ্যকশিপুঃ একঃ রাবণের দৈহে বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হইয়া, যে দৈত্য
 দেবগণেরও হুল্লভ ভোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করিতে পাবে
 নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপাল-দেহে কি করিয়া শাস্ত শ্রীকৃষ্ণে মায়া
 লাভ করিল?”^{৪১-৪২} শ্রীপরামর্শের উত্তর—“অখিললোকের স্বস্তিস্থিতি-
 সংহারের কর্তা ভগবান, দৈত্যগণের বন্য অলৌকিক শরীর গ্রহণ পূর্বক
 নৃসিংহমূর্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎকালে হিরণ্যকশিপুঃ নৃসিংহদেবে
 ‘ইনি বিষ্ণু’ এই বুদ্ধি না হইয়া, কোন উপায়াশিসমুদ্ভূত গোণবিশেষ বলিয়া
 মনে হইয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকবশত মৃত্যু-সময়ে তাঁহার কপ, চিন্তা করিতে
 পারে নাই, কেবল তাঁহার হস্তে বিনিপাতনফলে, রাবণ-দেহে ত্রৈলোকা-
 স্ত্রহুল্লভ নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল।^{৪৩} এই হেতু সেই অনাদি-
 নিধন পরব্রহ্ম ভগবানকে, মনোবৃত্তির বিষয় করিতে না পারায়, তাহার গন
 তাঁহাতে বিলীন হইতে পারে নাই।^{৪৪} রাবণ-দেহে কামশরতন্ত্রতা হেতু জানকীতে
 আসক্তচিত্ত হইয়া, দাশরথিরূপে প্রফট ভগবানের রূপ দর্শনমাত্রই করিয়াছিল।
 কিন্তু মরণ-সময়ে শ্রীরামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল
 মনুষ্যবুদ্ধিই উদিত হইয়াছিল। পুনর্বার শ্রীরামহস্তে বিনিপাতমাত্রের ফলে
 শিশুপাল-দেহে অখিলভূমণ্ডলের শ্লাঘনীয় চেদিরাজবংশে জন্ম এবং অপ্রতিহত

নৃসিংহদেবে ঐশ্বর্য্যাদিকা, শ্রীরামে মাধুর্য্যাদিকা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য তুল্যরূপে
 বিরাজমান, এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে গুণবস্ত্রীয় অতিশয় প্রকটিত আছে ॥ ৩৮-৪০ ॥

ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।^{৪৫} কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ বাহুবোদি সমস্ত ভগবত্ত্বমের
 হেতু বিদ্যমান রহিয়াছিল, অর্থাৎ শিশুপাল সেই সকল নাম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে
 'বিশ্ব' বলিয়া মিশ্রণ করিয়াছিল। বহুজন্ম পর্য্যন্ত ভগবানকে বিদ্বেষ কণায়,
 তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষই বদ্ধিত হইয়াছিল। অতএব অনবরত বৈরাগ্যবশত
 নিন্দিত-তর্জনাদিতে সেই সকল ভগবত্ত্বমের উচ্চারণ করিত। আর বহুমূল বেদের
 প্রভৃতি অটন, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যখন
 অবস্থাতেই, প্রফুল্লপদ্মপত্র-সদৃশ অমল-লোচনযুগলে রমণীয়, সাতিশয় উজ্জল
 পীতবসনশ্রীশিষ্ট, দীপ্যমান ক্রীট, কয়ল ও বলয় দ্বারা সুশোভিত, সুবর্ণিত ও
 অস্বত চতুর্ভুজ-ভূষিত, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই ভগবৎরূপ,
 কিছুতেই শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অগম্য হইয়া নাই।^{৪৬} অনন্তর
 'আক্রোশাদিতে, সেই নামের উচ্চারণ এবং সেই রূপের ধ্যান করিতে করিতে,
 অন্তঃসময়ে দেবাদি-জনিত অপরাধ ক্লান্তি কবিয়া, নিজ বিনাশের জন্ত ভগবৎ-
 প্রক্ষিপ্ত সুদর্শন-চক্রের কিরণমালায় উজ্জলীকৃত অক্ষয়-তেজোরূপ, পরব্রহ্ম
 ভাববৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল।^{৪৭} ভগবৎস্বরূপভাবে যাহার সমস্ত কামরূপ ভাঙ্গী-
 ভূত হইয়াছে, সেই শিশুপাল, তৎক্ষণাৎ ভগবৎপ্রেরিত সুদর্শন দ্বারা ব্যাপাদিত
 হইয়া, তৎসমীপে উপস্থান পূর্ব্বক তাহাতে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল।^{৪৮} হে মৈত্রেয় !
 তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সকল প্রশ্নের এই প্রত্যুত্তর দিলাম।
 বৈরাগ্যবশেও এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কীর্তন ও স্মরণ করিয়া যখন সুরাসুরের
 হর্ষাভ ফল লাভ করিতে পারা যায় তখন ভক্তিমানেরা যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট
 গুণ লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি ?"^{৪৯} ইতি। সেই দুই দৈত্য
 বিশ্বপুবাণোক্ত শিশুপালাদি পূর্বে ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন, পরাশর
 অসুর, এ কথা না বলিয়া, তাহাদিগের তিনবার জন্ম
 ভগবৎপার্ষদ জয় বিজয় নহেন। ইহা ছিল, এইমাত্রই বলিয়াছেন।^{৫০} অতএব সেই
 ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে, সকল কল্পে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পরাশরের

নৃসিংহ এবং রামে তাদৃশী শক্তির অভিব্যক্তি ছিল না, যদ্বারা নাম শুনিয়া সাধারণের
 তাহাতে বিশ্ববুদ্ধি এবং রূপ দর্শন করিয়া চিত্ত আবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ
 এতাদৃশী মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জন শক্তির অভিব্যক্তি আছে, যাহাতে নামশ্রবণ ও রূপদর্শন
 মাত্রই তাহাতে চিত্তের আবেশ এবং মরণসময়ে দর্শনমাত্রই সাধারণের মুক্তি হইতে
 পারে ॥ ৪৯শ ৫০ ॥

অভিপ্রেত নহে। তাহা না হইলে, প্রতি কল্পেই ভগবৎপার্বদেব পতন হয়, এ কথা ঠিকই অসঙ্গত।^{৫১} পরাশব, যে গদ্যদ্বারা মৈত্রেয়ঋষির প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান

বিষ্ণুপুরাণীয়
গদ্যের ব্যাখ্যা।

করিয়াছেন, এক্ষণে শ্লোক দ্বারা ভাষ্যরই সংক্ষিপ্ত
বিবরণ লিখিতেছি।^{৫২} ভগবান্ যে আলৌকিক নৃসিংহ-
রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্য-

কশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশি-সমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ খলিয়া
নিশ্চয় হইয়াছিল। উদ্ভিক্ত রজোগুণের প্রভাবে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ার 'ইহা
একটা তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনাবশত, অন্তসময়ে সেই রূপের চিন্তা করিতে
পারে নাই। সুতরাং সেই রজোভাব-সংসর্গে কেবল নৃসিংহ-হস্তে মরণ জনিত,
সর্বোত্তম এবং সুদীর্ঘত্ব-ক্লেমগসম্পত্তি রাবণ-দেহে লাভ করিয়াছিল।^{৫৩-৫৫}
বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় এবং গাতিশয় বিদ্বের অভাব বশত, তাহাতে আবেশ-
সম্পত্তি হইতে পারে নাই। বৈণবাজ প্রভৃতির ত্রায় আবেশবৃত্তি দেখ কেবল
নরকের কারণই হইয়া থাকে।^{৫৬} কিন্তু, রাবণ-দেহে তাদৃশ সম্পত্তি লাভ যে
কেবল নৃসিংহদেবের হস্তে মরণের ফল, ভগবানের অসাধারণ গুণপরম্পরা
স্মরণ করিয়া, ইহাই গদ্যস্থ 'এব' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।^{৫৭} অত্যন্ত
আবেশ না হইলে নিন্দাদিজনিত দোষরাশির শাস্তি হইতে পারে না। দোষক্ষয়
না হইলেও ভগবানের শুদ্ধস্বরূপ অনুভবের বিষয় হয় না।^{৫৮} অতএব পরব্রহ্ম
ভগবান্ নৃসিংহদেব সন্মুখে প্রকট থাকিত্তেও, হিরণ্যকশিপু তাহাতে মাযুজ্য

ভগবানের যেমন সিস্কাবৃত্তি আছে, তেমন যুগ্মসাবৃত্তিও রহিয়াছে। ক্রীড়াকৌতুকী
মহারাজ, প্রতিকূলভাবাপন্ন ক্রীড়কের সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; যৎকালে
ক্রীড়কেরা উপস্থিত না থাকেন, তৎকালে স্বীয় পার্শ্বদৃশকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া, চাহাদিগের
সহিতই ক্রীড়াকৌতুক সম্পাদন করেন, এবং তাহারাও প্রতিকূলভাবাবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া
করিয়া মহারাজের সন্তোষবিধান করেন। তদ্রূপ যখন ভগবানে যুগ্মসাবৃত্তি উদ্ভূত হইয়া
উঠে, তখন তিনি প্রতিকূলভাবাপন্ন যোগবল জীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কৌতুহল নিকাশ
করিয়া থাকেন। কিন্তু, যৎকালে তাদৃশ যোগবল জীব উপস্থিত না থাকেন, তৎকালে স্বীয়
পার্শ্বদৃশকে প্রতিকূলভাবাবিষ্ট করিয়া, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন,
আর পার্শ্বদেহও প্রতিকূলভাবাবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুর সন্তোষ সম্পাদন করেন। অতএব
বলিলেও প্রতিকল্পে ভগবৎপার্বদেব পতন অসঙ্গত হয়। বিষ্ণুপুণ্যে সাধারণকল্পের লীলা-
কথা, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কল্পবিশেষের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ৫১-৭৮ ॥

লাভ করিতে পারে নাই । ১৫ ‘রাবণ হইয়াও তাহার চিত্ত মহাকামার্ত হওয়ায়, মরণ-সময়েও শ্রীরামে, তাহার হিরণ্যকশিপুরে গিয়া মনুষ্য-বুদ্ধি ছিল । ১৬ এই হেতু সেই দৈত্য, শিশুপাল হইয়া পুনর্বার পূর্ণের-গায় সর্বোত্তম ভোগ-সম্পত্তি লাভ করে । ১৭ ‘রমাপতি বিষ্ণুতে বাসুদেবাদি-নাম-প্রবৃত্তির য়ে সকল কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণেও সেই সকল নামের কাবণ বা প্রবৃত্তির হেতু বিদ্যমান ছিল । ১৮ সেই নাম-যোগেহেতু সে তৎকালে ‘আমাব পূর্বজন্মদ্বয়ে হস্তা এই শ্রীকৃষ্ণ’ ইহাই নিশ্চয় কবিতা, সাত্বিক দ্বৈত আবেশ-বশত নিরন্তর নিন্দা-তর্জনাদিকে সেই সকল নাম কীর্তন কবিতা । ১৯—২০ আর তাদৃশ চতুর্ভুজাদি রূপ দর্শনেও ‘বিষ্ণু’ বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায়, নামের গায় পরমাবিষ্ট হইয়া, সর্বদা ও সর্বত্রই সেই রূপও সে চিন্তা করিত । তাহাতে দ্বৈত-জনিত পাপবাশি ভস্মীভূত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্র-প্রভাবে তাহার দৈত্যভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল । ২১ তৎকালে দ্বৈতচক্র লাভ করিয়া সে অত্যাঙ্গুল নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শন করে । ২২ আর তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিনিক্ষিপ্ত সুদর্শন দ্বারা দৈত্য-দেহ নিপাতিত হইলে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সায়ুজ্য প্রাপ্ত হয় । ২৩ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বৈতজনিত অত্যাবেশবশত শিশুপাল তাহাতে সায়ুজ্য লাভ করিয়াছিল, এই কথা বলিয়াও, এই শ্রীকৃষ্ণে বালালীলাক্ষেপে পুতনাদির মোক্ষ এবং অবতারান্তরে ঐশিক ষ্টোত্রেও কালনেমি প্রবৃত্তির মোক্ষাভাব আলোচনা করিয়া, পরাশর পুনর্বার ‘অয়ং হি ভগবান্’ ইত্যাদি পদ্য কীর্তন করিলেন । ২৪ গদ্যান্ত ‘হি’ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি । যে হেতু এই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ কবিতা থাকেন, তদ্রূপ বিদ্বৈতায় চিত্তও শীঘ্র আকর্ষণ করেন ; সেই হেতু ‘দেবাদিতেও কীর্তন এবং স্মরণ করিলে যে উত্তমগতি প্রদান করেন,’ ইত্যাদি মাহাত্ম্য তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । ২৫ এইরূপ নিরপেক্ষভাবে গদ্যের অভিপ্রায় স্পষ্টাঙ্কণে অবগত হইয়া, সেই অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই কৈশিক-গায়ে ভজনীয়রূপে দ্রুপিত হইতেছেন । ২৬

শ্রীকৃষ্ণে নিখিল ভগবান্‌র
প্রবৃত্তির কাবণ ।

নাব্যপেক্ষ ভিন্ন ভিন্ন নামের
শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্তি

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে ‘দৈত্যায়ি’ প্রবৃত্তি নামাবলীর
প্রবৃত্তির হেতু প্রবণ করা । ২৭ যে সকল নাম যে
কারণে নারায়ণে প্রবৃত্ত, তন্মধ্যে কতিপয় নাম সেই
কারণে এবং কতিপয় নাম অন্য কারণে শ্রীকৃষ্ণে

‘প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।’^{৬৬} দৈত্যাসি, পুণ্ডরীকাক্ষ, হেতুসান্যে প্রবৃত্ত নাম । শাক্ষী, গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাক্ষ এবং চতুর্ভূজ প্রভৃতি নামসকল তুল্য কারণে নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।^{৬৭} শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়া ‘বাসুদেব’ এবং মধুবাংশে জাত বলিয়া ‘নাথব’ নামে অভিহিত হন ।^{৬৮} শ্রীহরিবংশেও—

হেতু ভেদে প্রবৃত্ত নাম ।

“যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরে দামবন্ধন করায়, সেই নামেই ব্রজে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ‘দামোদর’ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ।”^{৬৯} সেই হরিবংশেই—“শকটের নিম্নবর্তী লঘুপদাঙ্কে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ সেই শকটের অধোভাগে শয়ন করিয়াই, যে ধাত্রী-বেশ ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্যাক্ত স্তন অর্পণ করিতেছিল, সেই মৃদাকায়া ও মণ্ডাবলা, নীচাশয়া ও ভয়ঙ্করী, শকুনী-রূপা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়াছিলেন ।”^{৭০} তৎকালে ব্রজবাসীগণ মৃত্যু রাক্ষসীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—‘এই শ্রীকৃষ্ণ-দেবার জন্মগ্রহণ করিলেন’ । এই নিমিত্ত তিনি ‘অধোক্ষজ’ নামে অভিহিত হইয়াছেন ।”^{৭১} ইতি । ‘এই শ্রীকৃষ্ণ আবার যেন শকটের অধঃস্থিত অক্ষে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই হেতু উহাকে অধোক্ষজ বলে,’ টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।^{৭২} সেই হরিবংশেই ইন্দের উক্তি ।—“আমি দেবগণের ইন্দ্র, আর তুমি গো-গণের ইন্দ্র, হইলে, এই নিমিত্ত ভূমণ্ডলে সকল লোক তোমাকে ‘গোবিন্দ’ বলিয়া নীরত করিব ।”^{৭৩} সেই হরিবংশেই (ইন্দের উক্তি)—“হে কৃষ্ণ ! গো-গণ যেমন তোমাকে আমার উপরিভাগে ইন্দ্ররূপে স্থাপিত করিলেন, তেমনই স্বর্গে দেবগণ তোমাকে ‘উপেন্দ্র’ বলিয়া কীর্তন করিবেন ।”^{৭৪} শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—“হে জনাৰ্দ্দন ! ছুরাগ্রা কেশিদানবকে বধ করায়, তুমি লোকে ‘কেদার’ নামে অভিহিত হইবে ।”^{৭৫} ইতি । ইত্যাদি নামসকল হেতুভেদে এই শ্রীকৃষ্ণ প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কিন্তু নারায়ণে এই সকল নামের প্রবৃত্তির পৃথক পৃথক নিমিত্ত আছে ।^{৭৬}

নিমিত্তভেদে বাসুদেবাদি নামের শ্রীকৃষ্ণ প্রবৃত্তি দেখাইলেন । নারায়ণে এই সকল নামের প্রবৃত্তির কারণ পৃথক । যথা—বাহু—সর্পবিধ প্রাণী, তাহাতে যিনি অন্তর্ধামি-রূপে অবস্থিত, তিনি ‘বাহুদেব’ । মা—লক্ষ্মী, ধব—পতি, যিনি লক্ষ্মীর পতি, তিনি ‘মাধব’ । দাম—কাকী, তন্মারা বাহার উদব অর্থাৎ মধ্যদেশে শোভিত, তিনি ‘দামোদর’ । অধঃ—নিম্ন, অক্ষর—ইন্দ্রিয়গ্রহণ : যিনি ইন্দ্রিয়গ্রহণ অধঃ কবিয়াছেন, তিনি ‘অধোক্ষজ’ । গো—বেদ-

গীতাবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের
বিষ্ণুপরাণোক্ত হত্যারি
গতি দায়কৃষ্ণের
সমর্থন ।

বিদেষ্টা অস্বরূপ, কৃষ্ণক্লে না পাইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ
ভিন্ন অল্প কোন অবতার হইতে, যুক্তিলাভ করিতে
পারে না, শ্রীকৃষ্ণ (অগ্রে গীতাপদ্যোক্ত) 'এব' কারদ্বয়ে

এই কথাই বলিয়াছেন ।^{১০} তথাহি শ্রীগীতাশাস্ত্রে—

“সেই বিদেষ্টা; ক্রুর ও অমঙ্গলস্বরূপ নরাদমদিককে আমি নিরন্তর আসুরী
যোনিতেই নিষ্ক্ষেপ করিয়া থাকি ।^{১১} হে কৌন্তেয়! সেই সকল মৃত জন্মে
জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া, আমাকে না পাইয়াই, অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ।”^{১২} ইতি । আমার শত্রুগণ কৃষ্ণরূপী আমাকে যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত নী হয়,
সেই কাল পর্য্যন্ত অধম যোনি লাভ করিয়া থাকে, এই অর্থই (গীতাশাস্ত্রে)
স্বস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ।^{১৩}

অতএব মুসিংহ, রাম এবং কৃষ্ণ এই তিনের মধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রেষ্ঠ,
ইহাতে কি-ই বা বিস্ময় হইতে পারে । যে হেতু তাদৃশ অর্থাৎ হত্যারিগতিদায়ক ও
সভাব অগ্ৰাবতারে পারদৃষ্ট হয় না ।^{১৪} অতএব স্বায়ম্ভুবগমে অর্থাৎ শিবগমে
চন্দ্রশাফীর মস্তেব বিবানস্থলে রাম ও মুসিংহাদি এই শ্রীকৃষ্ণের আধরণরূপে
পূজ্য হইয়াছেন ।^{১৫}

এই স্থানে এতাদৃশ আপত্তি উদ্ভাবিত হইতে পারে
ভগবৎস্বরূপস্বাত্মেরই পূর্ণতা ।

সে, মহাবর্ষাহপুরাণে ইহাই ভূনিত পায়—

“সেই পরমায়া হারির সর্ববিধ দেহই নীত্য এবং সর্ববিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ
আবির্ভূত হইয়া থাকে ; ঐ সকল দেহ হানোপাদান-শূন্য, সূতরাং কখনই প্রকৃতির
কার্য্য নহে । সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ববিধ গুণে
যুক্ত এবং সর্বদোষ-বিবর্জিত ।” ইতি । আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—
“বৈদূর্য্যমণি যৈমন স্থামভেদে নীলশীতাদিচ্ছবি ধারণ করে, তজ্জগৎ ভগবান্

লক্ষণা বাণী, বিদ-ধাতুর অর্থ লাভ, বেদ দ্বারা যীহার লাভ হয়, তিনি 'গোবিন্দ' । উপ—হীন,
ইন্দ্র—দেবরাজ, যিনি দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি 'উপেন্দ্র' । ক—ব্রহ্মা, ঈশ—
রুদ্র, বেৎ—ধাতুর অর্থ তত্ত্ববিস্তার, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা ও রুদ্রকে স্বাধীনচালিত করেন, তিনি
'কেদার' ॥ ৭২ ॥ ৮০ ॥

'আসুরীধেব', 'মামপ্রাপৌব' এই দুই 'এব'কার দ্বারা আপনা ভিন্ন অগ্ৰাবতারে হত্যারি-
গতিদায়ক ও সভাব প্রকট হয় না, ইহাই ব্যক্ত করিলেন ॥ ৮১—৮৫ ॥

অচ্যুত উপাসনাভেদে স্বস্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন ৷” ইতি ।
অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের ভারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন ৷৬৬

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায়
তবে অংশত্ব ও অংশিত্ব কেন ?

যে, সর্বোৎকৃষ্টতা-হেতু সকল অবতার পরিপূর্ণ হইলোও,
সেই সকল অবতারে সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি হয় নাই ৷৬৭ বাহ্যতে সর্বদা শক্তির
অল্প পরিমাণে প্রকাশ হয়, তাহাকে ‘অংশ’ এবং বাহ্যতে স্বেচ্ছাক্রমেই নানান-
প্রকার শক্তির প্রকাশ হয়, তাহাকে ‘পূর্ণ’ অর্থাৎ ‘অংশী’ বলে ৷৬৮ ত্রৈশ্বর্য্য,
মাধুর্য্য, রূপা, এবং তেজঃ প্রভৃতি গুণকে, ‘শক্তি’ বলে ৷৬৯ শক্তির অভি-
ব্যক্তি ও ‘অনভিব্যক্তিই তারতম্যের কারণ ৷৭০ গ্রামনগরাদি-দাহে, দীপ এবং
অগ্নিপুঞ্জের শক্তি সমান হইলোও, অগ্নিপুঞ্জ হইতেই শীতাদির আত্তিহাশজনিত
সুখাতিশয় হইয়া থাকে ৷৭১ এইরূপেই জগদির আবিস্কারানুসারে, ভক্তাদির
সংসার-নাশজনিত যথার্থোগ্য সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে ৷৭২

আরও—অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির প্রভাবে, সেই
একই স্বরূপে একত্ব ও পৃথকত্ব,
অংশত্ব ও অংশিত্ব ।

অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভাবিত হয় না ৷৭৩ তন্মধ্যে
একত্ব-সত্ত্বও পৃথক-প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি)—“বড়ই আশ-
চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে পৃথক পৃথক গৃহে ঘোড়শ-
সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ৷”৭৪ ইতি । পৃথকত্বও একরূপতাপত্তি,
যথা পদ্মপুরাণে—“সেই নিগুণ, নির্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম, দেব হরি,
বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন ৷”৭৫ ইতি । একরূপই অংশাংশিত্ব
ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—“তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব সাধকগণ
তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া, তোমার পূজা করিয়া থাকেন ৷”৭৬ ইতি ।

ইথরে দেহদেহীর ভেদ না থাকায়, এখানে দেহরূপেই নির্দেহ করিলেন । যদি সকল
অবতাবই সর্বগুণে পূর্ণ হইলেন, তবে সঙ্গীতাদি আকৃষ্টকে কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিতেছ ?
ইহাই এখানে পূর্বপক্ষ ৷ ৮৬—৯৩ ৷

একই শরীরে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই শরীর সোভবি প্রভৃতির স্তায় কায়বাহু নহে ৷ ৯৪ ৷

“বহুরূপ হইয়াও একরূপ” এই কথা প্রমাণ, অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যে তাহার পৃথকপ্রকা-
শিতাসত্ত্বেও একরূপতা সংঘটিত হয়, তাহাই প্রাপ্যম হইল ৷ ৯৫—১০০ ৷

ভগবান্ পরস্পরবিরুদ্ধ বিবিধ
অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় ।

আর কৃষ্ণপুত্রাণে বলিয়াছেন--“যিনি সর্বতোভাবে
অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনগ্ন হইয়াও অগ্নি, অবর্ণ হইয়াও
শ্রামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। এই সকল গুণ পরস্পর-

বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত।
ভগবান্ বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয়
বলিয়া যে অনিত্যত্বাদি
দোষেরও আশ্রয়,
তাহা নহে ।

তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্য প্রভৃতি কোনরূপ
দোষের আহরণ হইতেই পারে না । অথচ ঐ সকল
গুণ কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সর্বতো-
ভাবে সংগৃহীত হইবে।” ইতি । শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয়

ষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্য দ্বারা ভগবানের
পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্য
শক্তির সমর্থন ।

গদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হই-
য়াছে, যথা—“হে ভগবান্ ! তোমার বিহারযোগ বা
ক্রীড়াসমর্থ্য জুসৌধেব্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধা-

রণ কার্য-কারণ-ভাব তোমাতে প্রকাশ পায় না ; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-
চেষ্টা-রহিত ও স্বয়ং অগুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না
করিয়া, স্ব-স্বরূপ দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর,
অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো ! তুমি কি
প্রাকৃত ব্যক্তি দেবদত্তের দ্বারা এই সংসারে দেবাসুর-সংগ্রামরূপ গুণবিসর্গমধ্যে
পতিত হইয়া পরাবীনতবেশত আত্মীয়রূপে সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া
স্বীকার করিয়া থাক ? অথবা আত্মারাম এবং উপশমশীল রূপে থাকিয়াই
অপ্রচ্যুত-চিহ্নক্ৰি-প্রভাবে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর ? ইহা
আমরা জানি না। যিনি বৈভবর্য্যে পূরিপূর্ণ, বাহার গুণপরম্পরা গগন-
করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্ত্তা, বাহার মাহাত্ম্য কাহারই
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না, এক বস্তুরূপা-সংস্পর্শী বিরুদ্ধ, বিতর্ক, বিচার,
প্রমাণভাস এবং কুতর্কজ্ঞানে আচ্ছাদিত-শাস্ত্র দ্বারা বাহাদিগের বুদ্ধি বিক্লিপ্ত,
সেই বাদিগের বিবাদ বাহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী
তোমাতে উক্ত উভয়ই অবিরুদ্ধ । সমস্ত মায়িকসংসারাতীত কেবল (বিশুদ্ধ-
বিজ্ঞানময়) তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন বিষয় দৃষ্টি
হইতে পারে ? নির্বিশেষ ও সর্বিশেষ অথবা সগুণ ও নিগুণ, এই দুইটি যে
তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে ; ভাবনাভেদে তোমার একই স্বরূপের

দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র । তবে বাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হয়, তদ্রূপ বাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মতো ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আভাসিত করিয়া থাক । ১০১ ইতি । এই স্থানে কারিকা ।—শরীরের চেষ্টা, ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায় ব্যগ্রীত, বিকারশূন্য তোমার কল্প অতিশয় দুর্গম । ১০২ গুণবিসর্গ-শব্দ দ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে । তাহাতে, পতিত—আসত্ত্ব, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাবীনতা বলে । যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারবশ্য রূপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না) ১০৩ তুমি সেই হেতু, স্বরূত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ আপন দেবগণকর্তৃক অর্জিত, সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর ? ১০৪ অথবা আত্মারামতা প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে উদাসীনতা অবলম্বন কর ?—ইহা আমরা জানি না । কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে । ১০৫ ‘ভগবতি’ ইত্যাদি বিশেষণদ্বয়, এবং ‘ঈশ্বরে’ ইত্যাদি বিশেষণ-পঞ্চক তাহাতে হেতু । ১০৬ তন্মধ্যে ‘ভগবৎ’ শব্দ দ্বারা সৰ্ব্বজ্ঞতা, ‘অপরিগুণত’ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সঙ্গুণশালিতা এবং ‘ফল’ পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে । ১০৭ ব্রহ্মত্বহেতু সর্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, ‘ভগবতি’ ইত্যাদি গুণদ্বয় দ্বারা ভুক্তপক্ষপাতিতার সম্ভাবনা আছে । ১০৮ যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয় ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিলেন, “অর্কচাঁদীন” ইত্যাদি, অর্থাৎ বাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারেন না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অবসর—অগোচর । ১০৯ অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্বল হইতে পারে ? তোমার স্বরূপ যেকোন ভক্তিবাদী বাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই চিন্ত্যতীত । নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য । ১১০ ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—“অচিন্ত্য বিষয় একমাত্র শব্দ-প্রেমাণের গোচর হইয়া থাকে ।” আর স্বন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—“অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই ।” প্রাকৃত মণি-মহোষবাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ১১১

তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনবগৃহ্য বলিয়া কীর্তিত হই-
রাছে। ১১২ অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়,

অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমেশ্বর্য প্রতিপন্ন হয় না। ১১৩

যেহেতু 'উপসৃত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতি-

পন্নিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি

যদি বিশেষণ-প্রয়োগের প্রাপ্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। ১১৪ অতএব অচিন্ত্যশক্তি-

নিষ্কপক্ণাৎ ও যুক্তি দ্বারা, বিক্ষপালকত্ব এবং তাহাতে উদাসীনত্ব, এই দুই

বিকল্প হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশত সন্দেহভাবের ভাবিত,

তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জ্ব ও যেমন সন্দেহরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের

মূর্তি নানাভাবে ভাবিত, সূত্রাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের

মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকল্পিত হইয়া থাক। ১১৫ যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে

এক ও ভগবদ্ব দুইটি পৃথক্ এক এবং নানা-ধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে ভগবান্ বলায়,

পক্ষপাত নহে, একই স্বক্ তাহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পের দুইটি পৃথক্ এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন,

ধর্ম্মমাত্র। "স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ"। এতদ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূ-

পের দ্বৈত বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। ১১৬

অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যেরূপ বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঈশ্বর্য্য

বলে; ইহা তাঁহার ভূষণব্যতীত দূষণ নহে। ১১৭ তৃতীয়স্বক্কেও এতাদৃশ বিরোধ

কথিত হইয়াছে।—"নিরীহৈব কন্ধ্য, অজের জন্য,

জ্ঞানে বিকল্পশক্তিমত্তার কালস্বরূপের শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা ইহঁত

অন্ত এক প্রকারে পলায়ন এবং আত্মারামের ঘোড়শলহস্ত রমণীর সহিত

ধর্ম্মমাত্র। বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত

হয়। ১১৮ ইতি। সেই সকল কন্ধ্যাদি সন্তুষ্ট না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি

ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার

যেমন যেমন ইচ্ছা উদ্ভাবিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার

আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ১১৯ এই প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাধান করিয়া,

একগুণে প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংকথিত নিকরূপে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ কার্ণারবশায়ী ও
গর্ভোদশায়ী পুরুষ অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ নহেন, কারণ তিনি
কৌরবশায়ী বিষ্ণুর
অবতার' এই
রূপ পুরুষরূপ
উত্থাপন।

যদি বল, যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা কার্ণারবশায়ী,
আর যিনি অন্তর্যামী পুরুষ গর্ভোদশায়ী, ইহাদিগের
অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রতিপন্ন হইতেছে
না? ১২০ তথাহি শ্রীপ্রথমে—“ভগবান্ পরব্যোম-
নাথ সর্সাবতারের পূর্বে মহর্গাদি-তদ্ব দ্বারা নিধ
রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া, পুরুষাকার রূপে
আবিষ্কার করিয়াছিলেন।” এই রূপ, সম্যক্ সত্য এবং

ষোড়শশক্তিযুক্ত। ১২১ ওই পরব্যোমনাথ, দ্বিতীয়পুরুষ প্রজ্ঞায়ের রূপে গর্ভোদাদকে
শয়ান হইয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে, তাঁহার নাভি-হৃদয় পদ্মে মরীচি
প্রভৃতি প্রজাপতির গুণ ব্রহ্মাঙ্গুনিয়াছিলেন। ১২২ এই চতুর্দশ-ভুবনায়ক ব্রহ্মাও
যাঁহার পাদাদি-অবয়বের সন্নিবেশসাদৃশ্যে পরিচালিত হইয়াছে, সেই ভগবানের
রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং উজ্জিত অর্থাৎ মায়ামিথ্যাসক। ১২৩ মনীষিগণ, জ্ঞানেন্দ্র
দ্বারা সেই রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। উহা অসংখ্য চরণ, উরু, বাহু, বদন, মূর্ত্তা,
শ্রবণ, অক্ষি, নাসা, মোলি, বসন এবং কুণ্ডল দ্বারা অতুতরূপে শোভমান। ১২৪
এই পুরুষরূপ, নানাবিধ অবতারের প্রবেশ ও নির্গমস্থান এবং ক্ষয়-বিনাশশূন্য।
যাঁহার অংশের অংশ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ দেব, ত্রিয্যক্ এবং নরাদির
সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ১২৫ ইতি। এই সকল শ্লোকের কারিক—আদিত্যে—
সর্সাবতারের পূর্বে, ভগবান্ পুরুষোত্তম, মহর্গাদি দ্বারা চতুর্দশভূতনের সৃষ্টি
করিতে ইচ্ছা করিয়া, পৌকষ—পুরুষাকার, অথবা পুরুষাভিধ, রূপ—আনন্দ-
চিন্মূর্ত্তি, গ্রহণ—প্রাচুর্য্যাব, করিয়াছিলেন। ১২৬ সত্ত্ব-শব্দের অর্থ সম্যক্ সত্য,
অগ্নিব জগতের সিস্কক্ষায়ুক্ত। ষোড়শ কলা যাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তাঁহার নাম
‘ষোড়শকল’। ১২৭ বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদর্শনানুসারে সেই ষোড়শ কলাকে ‘শক্তি’

ষোড়শ শক্তি।

বলিয়া কীর্তন করেন, এবং ইহা ভক্তিবৈবেক প্রভৃতি
গ্রন্থেরও স্মৃত। ১২৮ “শ্রী, ভূ, কীর্তি, ইগা, লীলা,

কান্তি ও বিদ্যা এই সাত এবং বিমলাদি অর্থাৎ বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা,
ক্রিয়া, যোগা, প্রেমী, সত্যা ঈশানা ও অল্পগ্রহা, এই নয়, এই মুখ্যা ষোড়শ
‘শক্তি’। ১২৯ ইতি। পূর্বে এই পৌকষরূপ ত্রিবিধরূপে কীর্তিত হইয়াছে।
তন্মধ্যে ‘মহৎসৃষ্টি-রূপ বলিয়া, অগুহ্য অর্থাৎ গর্ভোদশয়-রূপ বলিতেছেন। ১৩০

যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া গন্তোদকে শয়ন হইল, যাহার নান্দিহদস্থ পদো
ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন, ইহাতে সুস্পষ্টই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষরূপের কথা বলা হই-
য়াছে । ১৩১ ঐহীকীর নান্দিহদস্থ পদোর, অবয়ব—কণিকাদি, সংস্থান—বিজ্ঞাসবিশেষ,
তদ্বারা, লেখকর—সমস্ত জগতের, বিস্তার—বিততি, কল্পিত হইয়াছে । ১৩২ তিনি
যে রূপ প্রকটন করিয়া শরীর করেন, তাহা শুদ্ধস্বর এবং উজ্জ্বিত । ১৩৩ “পশুস্তি”
ইত্যদি শ্লোক দ্বারা দেহ রূপকেই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন । এই রূপ,
নান্দিহদস্থ অবতাবের উদগম-স্থান । ১৩৪ যথা একাদশে—“আদিদেব পরব্যোমনাথ,
বংকালে প্রথম পুরুষরূপে, উৎপাদিত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্মাণ
করিয়া, তন্মধ্যে দ্বিতীয়-পুরুষরূপে প্রবেশ করেন, তৎকালে, ‘পুরুষ’ আখ্যা
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।” ১৩৫ এই শ্লোকের সাক্ষিকারিকা ।—এই শ্লোকে, নারায়ণ—
পরব্যোমনাথ, আত্মা দ্বারা—পুরুষরূপ দ্বারা,—প্রথম পুরুষরূপ দ্বারা, শুষ্ক পঞ্চ-
ভূতের সহায়ে, ত্রিগুণভূতের সৃষ্টি করিয়া, স্বাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয়-পুরুষরূপে, তাহাতে
প্রবিষ্ট হইয়া ‘পুরুষ’ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১৩৬ যদি বল, ইহা দ্বারা প্রস্তুত
অর্থাৎ ‘সেই দুই পুরুষ অপেক্ষা কৃষ্ণের আধিক্য
উক্ত গন্তোদশায়ীর বিলাস
ক্ষীরাক্ষিপতির অবতায়
আগম, এইরূপ
পূর্বপক্ষ ।
নাহি’ এই প্রস্তাবিত বিষয়ের কি উপযোগিতা
হইল ? এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে ।—গন্তোদ-
শায়ীর বিলাস যে চতুর্ভূজ মূর্তি, তিনি লোকপদ্রে
প্রবেশপূর্বক ‘বিষ্ণু’ এই নামে অভিহিত হইয়া, ক্ষীরাক্ষিতে শয়ন করিতে-
ছেন । ১৩৭ এই বিষ্ণুই দেবাদি স্থাবর-পর্যায় প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া
মানারূপের আয় অবস্থিত আছেন । ১৩৮ সাবিততন্ত্রে ‘তৃতীয়-পুরুষ-সর্বভূতস্থ’ বলিয়া
বিষ্ণুর যে রূপের উল্লেখ আছে, তাহা এই গন্তোদশায়ী বিষ্ণুর বিলাসমূর্তি । ১৩৯
অতএব দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া-
ছিলেন, তিনিই অবতীর্ণ হইয়া ‘কৃষ্ণ’ এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই
যুক্তিযুক্ত । ১৪০ অনন্তর শ্রীদশমে সেই দেবগণের প্রতি যেক্রপ আকর্ষিত হইয়া-
ছিল, তদনুসারে তোমাদিগের এই পূর্বপক্ষের প্রকৃত
উক্ত পূর্বপক্ষসমূহের
উত্তরপক্ষ ।
সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছি । ১৪১ যথা—“পরম
পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রহ্মদেবগৃহে প্রাহুর্ভাব করি-
বেন, তাহার প্রিয়কাব্য-সাধনার্থ দেবগণসকল জগৎগ্রহণ করুন ।” ১৪২ ইতি এই

শ্লোকের কারিক।।—পর শব্দটি পুরুষের এবং সাক্ষাৎ-শব্দটি ভগবানের বিশেষণ
 থাকায়, মহৎস্রষ্টা পুরুষ যে এই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহা স্থিরীকৃত হইল । ১৪৩ এই
 সিদ্ধান্তে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদেবেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় । যে হেতু “অংশ-
 ভাগেন” এই পদের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, স্বকর্তৃক অংশদ্বারা মায়ার
 ভাগ হইয়াছে । ভাগ—ভজন । এই ব্যাখ্যা দ্বারা পুরুষ স্ব, শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহা
 নিশ্চয় করিয়া, স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা স্থাপন করিয়াছেন । ১৪৪ আরও নীল,
 সেই দশমেই দেবকীকৃত-স্ববে নিরূপিত হইয়াছে, ১৪৫ যথা—“যে তোমার অংশের
 অংশ ও তদংশভাগ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে,
 হে বিশ্বাস্তন ! অদ্য আমি সেই তোমার শরণাগত হইলাম ।” ১৪৬ ইতি । এই
 শ্লোকের কারিক।।—ঐহিক, অংশ পুরুষ, তদংশ প্রকৃতি, “তদংশ ঋণসমূহ,
 তাহার ভাগ অর্থাৎ পরমাণুদি দ্বারা, এই বিশ্বের উদ্ভবাদি হইয়া থাকে । ১৪৭
 আরও সেই দশমেই—“হে ঋভো ! তুমি নারায়ণ নও । হে অধীশ ! যে হেতু
 তুমি সর্ববিধ প্রাণীর আত্মা, এবং অখিললোকের সাক্ষী, অতএব নর-ভূ অর্থাৎ
 পরমাশ্রোতৃপন্ন-জল অর্থাৎ কারণার্ণব ও গর্ত্তাদিকে আশ্রয় করিয়া যিনি
 নারায়ণ-নামা, তিনি তোমার অংশ । সেই পুরুষনারায়ণ পরমার্থসত্য, মায়িক
 অর্থাৎ অনিত্য নহে ।” ১৪৮ ইতি । এই শ্লোকের কারিক।।—“জগজ্জ্যোত্তোদধি-
 সঙ্গবোদে” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া, অন-
 ত্তর ঘাহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাও পর্যাপ্ত, তাৎশব্দ্যে পরমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ভয়ে
 ব্যাকুল হইয়া, অপরাধীর হায়া বলিলেন, তুমি নারায়ণ নও । ১৪৯ হে অধীশ !—
 ১৫০ দ্বৈশগণ—অর্থাৎ ব্রহ্মাওরাশিস্থিত অন্তর্যামিপুরুষসকল, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও
 ‘তুমি অধিক, অতএব তুমি অধীশ । হি—যেহেতু, সর্বদেহীর—বৈকুণ্ঠ জীবের
 সহিত সমষ্টির, তুমি প্রকাশক ; সেই অখিললোকের স্বয়ং সাক্ষী অর্থাৎ
 দ্রষ্টাও তুমি । ১৫০ অতএব নর-ভূ জলকে আশ্রয় করিয়া যিনি নারায়ণ-নামে
 অভিহিত, তিনি তোমার, অঙ্গ—অংশ । চিহ্নস্তি ও মায়াক্তি-বৈভবে পরি-
 পূর্ণ তোমার ঐশ্বর্য্য চতুপাদ, পুরুষনারায়ণের মায়াক্তি-বৈভবরূপ ঐশ্বর্য্য
 একপাদ । ১৫১ তুমি গীতাতে বলিয়াছ, ‘আমি একাংশদ্বারা এই সকলকে ধারণ
 করিয়া আছি’, তোমার এই অংশস্বত্ব, বিরাত্রকালের হায়া মায়িক নহে । ১৫২
 শ্রীব্রহ্মসংহিতায়—“ঐহিক এক-নিম্বাসকাল অবলম্বন করিয়া, লোমকূপসমুত

জগদগুণাথ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্বীয় স্বীয় অধিকারের প্রবৃত্ত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাহার কলাবিশেষ, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি ।” ১৫০ ইতি ।
অতএব পুরুষ যদি এই কৃষ্ণের অংশ হইলেন, তবে সেই পুরুষের বিলাস ক্ষীরাক্তি-
নাশক স্তত্যাং কৃষ্ণের অংশ । ১৫৪

যদি বল, যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ, দ্বিতীয়স্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাক্তিপতির কেশের বিধাতা তাঁহাকে কি নিমিত্ত ‘সিতকৃষ্ণকেশ’ বলিয়া
অবতার, এতদূশ মতের নির্দেশ করিলেন ? ১৫৫ তথাহি—“যাহার পদবী
উত্থাপন ও খণ্ডন ।

লোক-গোচর হয় না, অসুবাসনা দ্বারা নিপীড়িতা পৃথি-
বীর ক্লেশবিনাশার্থ, সেই ‘সিতকৃষ্ণকেশ’ অংশরূপে প্রোতুভূত হইয়া, অসাধারণ
মহত্ত্ব-সম্বৃত কার্য্য করিবেন ।” ১৫৬ ইতি । এই কৃষ্ণকেশ-পরিহারার্থ বলিতেছেন,
ওহে ! তুমি একপ বলিতে পারিতেছ না ; এই লোকের স্বার্থ করি, শ্রবণ কর ।
‘কলা দ্বারা—শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধী দ্বারা, সিত-বন্ধ, হইয়াছে, কৃষ্ণ—অতি-
গ্রাম, কেশ, যৎকর্তৃক গঠিত’ এই কপ সমাস । ইহা দ্বারা তাঁহার বৈদম্বীবিশেষের
উৎকর্ষ কথিত হইল । ১৫৭ অথবা যিনি, কলা দ্বারা—অংশ দ্বারা, সিতকৃষ্ণকেশ,
অর্থাৎ স্বেতকৃষ্ণ-কেশকলাপে সুশোভিত ক্ষীরাক্তিপতি যাহার অংশে আবিলুভ,
সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ১৫৮ আরও বলি—
বিষ্ণুধর্মোত্তরে স্কন্ধেওয স্বর্ষ বজ্রকে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, প্রলয়াক্রান্তি এই
পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ । ১৫৯ “সেই বিষ্ণুধর্মোত্তরে বজ্রের প্রশ্ন—“আপনি
কল্পান্তে পুনঃপুনঃ বালকরূপে বাহুবলকে দর্শন করিলেন, অথচ চিনিতে পারিলেন
না, তিনি কে ? ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতীব কৌতুহল হইতেছে ।” ১৬০
স্কন্ধেওয়ের উত্তর—“আমি বারংবার ওই জগৎপতি দেবকে দেখিয়াছি, কিন্তু
পুনঃপুনঃ দর্শনেও, প্রলয়সময়ে তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া, তাঁহাকে জানিতে
পারি নাই । ১৬১ প্রলয়ান্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে জানিলাম, সেই জগৎপতি,
তোমার পিতা অনিরুদ্ধ ।” ১৬২ ইতি । ইহার কারিকা ।—অত্যা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ
ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে, মূনিবর বলিতেন যে, তিনি তোমার প্রপিতামহ
শ্রীকৃষ্ণ । (কারণ বজ্রের পিতা অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পিতা প্রহ্লাদ, আর প্রহ্লাদের
পিতা শ্রীকৃষ্ণ । তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণ বজ্রের প্রপিতামহ হইলেন ।) ১৬৩ অতএব
কেশবতার বলিয়া যে দম ছিল, তাহা স্মদ্রপকাত হইল । ১৬৪

‘শ্রীকৃষ্ণ পরাব্যামপতি নারা- যদি বল, পুরুষাদি অপেক্ষা সেই অঘনিহন্তা
ণের প্রথমবাহ বাহুদেবের শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা ইউক। কিন্তু যিনি বাসুদেব,
অবতার, এইরূপ পুরু- তিনি সর্ববিধ ঐশ্বর্য-নিষেবিত, ত্রিপাদবিতৃতি পর-
পক্ষ উৎপাদন।

ব্যোমে ও পাদ বিতৃতি জগতে নানা রূপের ভ্রায়
অবস্থিত, আর উদীয়মান পরা, বালমার্ভও অপেক্ষাও তাঁহার ভ্রাতি সুমধুর।
তিনি কোন স্থানে নবঘনগ্রাম, কোন স্থানে বা বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ। তিনি স্রষ্টা-
বৈকুণ্ঠনাথের বিলাস বলিয়া বিস্তৃত, তিনি সকলের অন্তর্যামী পবনাম্মা এবং
তিনি বল, জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও প্রভাবান্বিত। ১৩৫ পরব্যোমনাথ নারায়ণের ‘মহাবস্তু’
নামে বিখ্যাত বাহু-চতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদিবাহ এবং চিত্তে উপাশ্র-
যেহেতু ইনি চিত্তের অবিচ্ছিন্নদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বের অধিষ্ঠান। ১৩৬ শ্রীসঙ্কর্ষণ

দ্বিতীয় বাহু সঙ্করণ ইহারই স্বাংশ অর্থঃ বিলাস। সঙ্করণকে দ্বিতীয়-
বাহু এবং সঙ্কল্পস্রাবের, প্রাচুর্ভাবের, সম্পাদ, বলিয়া

‘জীব’ও বলিয়া থাকে। ১৩৭ অসংখ্য শারদীয় পূর্ণশশধরের শুভ্র কিরণ অপেক্ষাও
তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর, তিনি অঙ্কারতত্ত্বে উপাশ্র। তিনি অনন্তদেবে
স্বীয় আবারশক্তি নিধান করিয়াছেন, এবং তিনি স্রারাত্তি বহু ও জগন্ময়,
অহিকুল, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামী থাকিয়া জগতের সংহারকার্য সম্পাদন
করেন। ১৩৮ সেই সঙ্করণেব বিলাসমুষ্টি তৃতীয়-বাহু প্রত্যয়। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতঃ

এই প্রত্যয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী
তৃতীয় বাহু প্রত্যয়। ইলাবৃত্তবর্বে গুণগান করিতে করিতে তাঁহার পরি-

চর্যা করিতেছেন। কোন স্থানে দাহোত্তীর্ণ স্বর্ণের ভ্রায়, কোন স্থানে বা
‘নূরীন-নীল-জলধরের ভ্রায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং
স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি, কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিদ্যতা, নিখিল প্রজাপতি,
বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য
সম্পাদন করেন। ১৩৯ চতুর্থ-বাহু অনিরুদ্ধ বাহার বিলাসমুষ্টি। মনীষিগণ মন-

স্তবে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন।
চতুর্থ বাহু অনিরুদ্ধ। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের মদূশ। তিনি বিশ্ব-

রক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম, মমু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামী হইয়া
জগতীয়া পালন করেন। ১৪০

চতুর্বাহের অধিষ্ঠাতৃসম্বন্ধে অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১৭১ পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রহ্ম

অহঙ্কারের এবং অনিরুদ্ধ-মনের অধিদেবতা ; ইহা সর্ববিধ পঞ্চরাত্রেয় সম্বন্ধে। ১৭২ চতুর্বাহের স্থান।

পর্বত ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। ১৭৩ আর পাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে ক্রমে চারি স্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্ত বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাত্ম দ্বারকাপুরে প্রহ্লাদ, এবং গুজ্জলনিধিব উত্তরদ্বীপস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ব্রীরাবতীপুরে অনন্তশায়ী অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। ১৭৪ কোন সাক্ষ্য নববিধ বাস কীর্ণিত আছেন। বাসুদেবাদি

নব-বাহা চারি অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণাদি পাঁচ অর্থাৎ নারায়ণ, নৃসিংহ, হরগৌর, মহাবরাহ, ও ব্রহ্মা, এই মব বাহ। তন্মধ্যে ব্রহ্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে (৯ পৃষ্ঠা দেখ) শ্রীহরি অর্থাৎ ঈশ্বরকোটি-পরিগণিত বীজিতে হইবে। ১৭৫ এই নব-বাহের মধ্যে বাসুদেবাদি বাহ-চতুষ্টয় সর্বাংশীশয়ী, সকলেই চতুর্ভূজ এবং নিরবধি-পরমৈশ্বর্য-নির্ভেবিত। ১৭৬ তন্মধ্যে বাসুদেব পূর্ণানন্দস্বরূপ, এবং ঐশ্বর্যাদিতে পরব্যোম-

নাথেক সদৃশ। যেহেতু তিনি তাঁহার সমস্ত আদিনিব বাহের মধ্যে বাসুদেব। পার্শ্বদর্শনের মধ্যে মুখ্য। ১৭৭ লোভ করি, সেই বাসুদেবই কৃষ্ণ-নামে অভিহিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেহেতু সকল পুরাণ এবং ইতিহাসাদিতে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব-নামে বিখ্যাত। ১৭৮

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্ব আশঙ্ক্য করিয়া, পরিহৃত করিতেছেন।—তোমরি এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত হয় না ; ইহার সমাধান করিতেছি, শ্রবণ কর। আদিবাহ বাসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। ১৭৯ তথাচ শ্রীপ্রথমে—“এই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা

গৌড়দশায়ী অংশ, কেহ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ সকলের

মূলতত্ত্ব ।” ১৮০ ইতি । এই শ্লোকের কারিকা ।—পুন্মামার—পুরুষের, অর্থাৎ গর্ভোদাশয়ী, এই—বরাহ-মংগ্ৰাদি, অংশ—অবতার, আর কুম্ভারাদি কলা । তু—ভিন্নোপক্রম, অর্থাৎ পৃথক্‌ বাক্যের আরম্ভ । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ পুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ মূলতত্ত্ব । এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারের নিরাস করা হইল । ১৮১ শ্রীদশমেও এইরূপ দলিয়াছেন—“যিনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তকের ইচ্ছানুযায়িনী বাহার ইচ্ছা, যিনি কখনই ভূতময়-হন না, শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সেই সাক্ষাৎ ভগবান্‌ । তোমার মহিমা, আমি ব্রহ্মাও দখন একাগ্রচিত্তদ্বারা জানিতে পারিলাম না ; তখন দেববপুঃ বাসুদেব হইতেও তোমার মাহাত্ম্য অতিশায়ী । অতএব আশ্বস্থানুভূতিরূপ ব্রহ্ম হইতেও যে তোমার মহিমা অধিক, এ কথা আর কি বলিব ।” ১৮২ ইতি । এই শ্লোকের কারিকা ।—বাহার বপু বা বিগ্রহ নিজ নামে ‘দেব’ এই শব্দে খ্যাত, —দেব—বাসুদেব, বলিয়া, বাহার বপু বিখ্যাত, সেই ব্যাসকলের প্রথম যে বাসুদেব, তিনিই দেববপু । তাহা হইতেও, সাক্ষাৎ বিদ্যমান তোমার, মহিমা—মাহাত্ম্য, ক—বিধাতা অর্থাৎ আমি, জানিবার নিমিত্ত অক্ষম । আশ্বস্থানুভূতি হইতে—ব্রহ্ম হইতে, যে, তোমার মহিমা অধিক, এ কথা আর কি বলিব । ১৮৩ এই শ্লোকের এইপ্রকার অর্থ কৈমুত্তাত্ম্য দ্বারা লক্ষ হইয়াছে । ১৮৪ কৈমুত্তাত্ম্য ন্যানে এবং অধিকে হইয়া থাকে । তন্ন্যান্যে ন্যানে কৈমুত্তাত্ম্য যথা ।—শতকোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী যে কোস্তভ-মণি, তাহা যে প্রদীপ হইতেও দীপ্তিমান্‌, এ কথা আর কি বলিব । ১৮৫ অধিকে কৈমুত্তাত্ম্য যথা ।—যে অন্ধকার একটা প্রদীপকেও পরাভব করিতে পারে না, সে যে, সূর্য্যকোটিসদৃশ কোস্তভমণিকে অভিভব করিতে অক্ষম, এ কথা আর কি বলিব । ১৮৬ অতএব এই শ্লোকে, ন্যান হইতেও ন্যানে কৈমুত্তাত্ম্য বিদ্যমান রহিয়াছে । ১৮৭ মদনুগ্রহ—আমাকেই বাহার অনুগ্রহ হইয়াছে, যেহেতু অপূর্ব‌ আশ্চর্য্য দেখাইয়া, যিনি আমাকেই প্রভুর অনুগ্রহ করিয়াছেন । ১৮৮ স্বেচ্ছাময়—

এই সকল অবতার দ্বিতীয়পুরুষের অংশ-কলা, এই কথা বলিয়া, অবতারামধ্যে কথিত শ্রীকৃষ্ণেরও পুরুষাবতারের আশঙ্কা হওয়ায়, পুনর্বার পৃথক্‌ বাক্যদ্বারা বলিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্‌’ । ‘ভগবান্‌’ এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতারের নিরাস, এবং ‘স্বয়ং’ এই পদ দ্বারা তাহার পরব্যোমনাখাদি ভগ্নবজ্রপেরও মূলতত্ত্বতা সমর্থন করিলেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্যোমনাখের বিলাসযুক্তি বাসুদেবের অবতার, ইহা কখনই সম্ভাবিত হয় না । ১৮১—১৯০ ॥

যিনি ভুক্তবর্গের সর্বাভীষ্ট ধানের নিমিত্ত স্বেচ্ছাময়ঃ । ভূতময় নহে—ইহা দ্বারা পুরুষত্ব (কারণার্ণবশায়িতা) নিরস্ত হইল, অর্থাৎ তিনি কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণের অবতার নহেন । যেহেতু এই পুরুষ (সঙ্কর্ষণ), ভূতগুণের অর্থাৎ সর্ববিধ জীবের পরমাত্মনঃ । ১০০ আস্তর—নিরুদ্ধ, মন, ইহাদ্বারা মনের একাগ্রতা বন্ধ হইল । পূর্বোক্ত বিশেষণ দ্বারা মহিমা জানিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ব্রহ্মা বলিলেন, আমি জানিতে পারিলাম না,—এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হইল । ১০১ ব্রহ্মা জানিয়াই বাসুদেব এবং ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সাতিশয় অধিকরূপে সমর্থন করিলেন । ১০২

বাসুদেবাঙ্গি শ্রীকৃষ্ণেব
অম্বরগদেবতা ।

অতএব স্বায়ম্ভুবাগমে চতুর্দশাঙ্কর মন্ত্রের ধ্যান-
লিধানস্থলে বাসুদেবাদি চতুর্ভূত্ব শ্রীকৃষ্ণের আবরণ-
দেবতারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । ১০২ ক্রমদীপিকাতেও

অষ্টাঙ্কর মন্ত্রের পদ্ধতিতে বাসুদেবাদি চতুর্ভূত্বকে গোবিন্দনাথের আবরণরূপে
উল্লেখ করিয়াছেন । ১০৩

নির্নিবেশ ব্রহ্ম অপেক্ষা
শ্রীকৃষ্ণের ঐষ্টতা-বিষয়ে
পুরুষপক্ষ ও তাহার
সমাধান ।

যদি বল, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কেন শ্রেষ্ঠ
বলিলে ? যেহেতু ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যই প্রসিদ্ধ
আছে । ১০৪ সকল শাস্ত্র এক ভগবানকেই পুরুষ,
পরমাত্মা, ব্রহ্ম এবং জ্ঞান ইত্যাদি বহুরূপে কীর্ত্তন

করিয়াছেন । ১০৫ তথাচ স্কন্দপুরাণে—“একই ভগবানকে, অষ্টাঙ্ক যোগীরা পর-
মাত্মা, ঔপনিষদেরা ব্রহ্ম, এবং জ্ঞানযোগীরা জ্ঞান বলিয়া অবধারণ করেন ।” ১০৬
শ্রীপ্রথমস্কন্ধেও বলিয়াছেন—“তত্ত্ববেত্তারা এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা
এবং ভগবান বলিয়া নির্দেশ করেন ।” ১০৭ ইতি । এই আশঙ্কার পরিহার
করিতেছেন ।—তুমি সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেব যাহা বলিয়া-
ছেন, তাহা শ্রবণ কর ; যথা—“বহুগুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষুরাদি
পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়দ্বারা নানারূপে পরিগৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান উপা-

নির্নিবেশ ব্রহ্ম অপেক্ষা বাসুদেবের মহিমা অধিক, তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিক,
ইহাই ব্রহ্মস্তুতিশ্লোকদ্বারা সমর্থিত হইল ॥ ১০২-১০৬ ॥

স্কন্দপুরাণ ভগবদাদি-বস্তুকে জ্ঞান, এবং পুরুষস্বক জ্ঞানকে ভগবদাদি বস্তু বলায়, বস্তু-
গত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, ইহাই প্রতিপাদক্য অভিপ্রায় ॥ ১০৭—২২ ॥

সনাভেদে নানারূপে প্রতিষ্ঠাত হইয়া থাকেন।”^{১৯৯} ইতি। এই শ্লোকের কারিক।—এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও, উপাসনা-রূপে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকে।^{২০০} যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক ছদ্মাদি দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ নয়নদ্বারা রূপ, রসনা দ্বারা রস, মনু ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান উপাসনাভেদে বহুপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন।^{২০১-২০২} যেমন ছদ্মাদি মাধুর্য্য, এক রসমাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদির মধ্যে স্বীয় স্বীয় বিষয় গ্রহণ কবিত্তে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বহিঃসংস্পর্শস্থানীয় অন্তঃস্থ উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপের গ্রহণ কবিত্তে সমর্থ, চিত্তস্থানীয় ভক্তি, কিন্তু তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিতে পারেন।^{২০৩-২০৪} এইরূপ প্রধান প্রধান শাস্ত্রে, ব্রহ্ম হইতে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্যবশত, শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।^{২০৫} তথাচ শ্রীদশমে—“হে বিভো! যদ্যপি অগুণ এবং সগুণ দুই-ই তুমি, তথাপি অন্তঃস্থারূপে না হইলেও, বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা নির্বিকার, নীরূপ বিজ্ঞানবস্তুরূপে এবং অনন্তবোধারূপে অগুণ ব্রহ্মের মহিমা বরং বোধগোচর হইতে পারে,^{২০৬} কিন্তু এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতারণ সগুণ তোমার গুণাবলী গণনা করিতে কাহার সমর্থ হয়? গাহারা অতীব নিপুণ, তাহার। যদি দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদি করণপরমাণু গণনা করিতে পারে, তথাপি সগুণ তোমার গুণ সংখ্যা করিতে পারেনা।”^{২০৭} ইতি।

ভগবদ্গুণ অপ্রাকৃত।

যদি বল গুণমাত্রই প্রকৃতিকার্য্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ^{২০৮} তুমি এ কথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের

জ্ঞানযোগদ্বারা ভগবৎস্বরূপের বিশদীকারে অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হয়, আর ভক্তিযোগদ্বারা বিচিত্র-অনন্ত-স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট ভগবৎরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য হেতু ব্রহ্ম অপেক্ষা ভগবানের উৎকর্ষ সাধিত হইল। ^{২০৩-২০৬}।

এই শ্লোক দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম কোরূপ গুণের আবিকার নাই। এবং শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত গুণের অভিযুক্ত আছে; ইহাই মর্মান করিলেন। ^{২০৭}। ^{২০৮}।

গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না । তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, স্তত্রাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই স্বত্বস্বরূপ । ২০৯ তথ্যচ ব্রহ্মতর্কে—“ভগবান হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্ । অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত-জীবের গুণ, কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে ।” ২১০ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—“যে পরমেশ্বরে সম্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই; সেই পরমেশ্বর আদিপুরুষ হরি প্রসন্নতা বিস্তার করিলে ।” ২১১ তথ্যচ সেই বিষ্ণুপুরাণেই—“হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত সমস্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, এবং তেজঃ, ইহারা ভগবৎ-শব্দের অতি-ধেয় ।” ২১২ পদ্মপুরাণেও—“পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে ‘নিগুণ’ বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছেন, তদ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে ।” ২১৩ শ্রীপুথমেও—“হে ধর্ম্ম ! যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অল্প মহা-গুণরাশি, যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহাব্যভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রাপ্তি করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না ।” ২১৪ ইতি । অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরি-মিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ । ২১৫

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃতগুণবিশিষ্ট ও
স্বাভূতা, আর বন্ধ নিধ-
সকল কৃষ্ণস্বভাব
প্রভাতুলা ।

নিগুণ, নির্বিশেষ এবং অমৃত ব্রহ্ম, সূর্য্যস্থানীয়
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । ২১৬
ঈশ্বরে সেইরূপ বলিয়াছেন—“হে পার্থ ! যে
সাধক অব্যভিচারি-ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা
করেন, তিনি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হন । ২১৭ নিরা-
কাব ব্রহ্ম (চৈতন্যরাশি), অব্যয় অমৃত (চিত্ত্যমুক্তি), নিত্যধর্ম্ম (শ্রবণাদি
ভক্তির্যোগ) এবং ঐকান্তিক স্নেহ (প্রেমভক্তি), এই সকলের আমিই
পরমাত্মা ।” ২১৮ ইতি । এই দুই শ্লোকের কারিকা ।—সেই সাধক ব্রহ্মে
ভাব অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হইয়া, তত্রস্থ লীলাবিগ্রহ আশ্রয় করিয়া, আনন্দঘনমুর্তি
আমাকে প্রেমভক্তি দ্বারা ভজনা করেন ; ব্যাখ্যায় শ্লোকের ইহাই অঙ্গিপ্রায় । ২১৯
যেহেতু প্রেমসেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তিব ফল । কেবল-ব্রহ্মভাব কিন্তু বিদেব-

যেমন আকাশ স্বরূপতঃ নির্মল হইলেও তাহাতে মিথ্যাত্ব নীলিমার আরোপ হইয়া
থাকে, তদ্রূপ বস্তুতঃ নিগুণব্রহ্মও প্রাকৃত গুণপরম্পরার আরোপ করা হয় । ২০৯ ॥

গুণাতীত বস্তুতে প্রকৃতিগুণের সংসর্গ কখনই হইতে পারে না । ২১০-২১২ ॥

দ্বারাও লাভ হইতে পারেন। যদি বল, তুমি যজ্ঞকুলসম্মত, তোমাকে ভজনা করিলে কি প্রকারে ব্রহ্মভাব সম্পন্ন হইতে পারে ? অর্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত, “ব্রহ্মণো হি” এই শ্লোক বলিলেন। হি—যেহেতু, অহং—তোমার সম্মুখস্থিত-আনন্দপূর্ণ চিদ্ব্যবগ্রহ আমি, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের, প্রতিষ্ঠা—পরমাত্মায়; ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ স্বর্গা যেমন কিরণরাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্ব্যবগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাত্মায়। ২২১ অব্যব অমৃত—নিত্যমুক্তি। শান্ততত্ত্ব, ভগবদ্ব্যর্থ। ঐকান্তিক সূত্র—প্রেমভক্তিরসোৎসব, যে প্রেমভক্তিরসোৎসব যোক্ষস্বপ্নেরও তিরস্কার করিয়া থাকে। ২২২—২২৩ ব্রহ্মসংহিতায় আরও বলিয়াছেন—“অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি দ্বারা ভিন্ন যে নিষ্কল, অনন্ত এবং অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম, তিহি প্রভাবুক্ত যাহার প্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।” ২২৪ ইতি। এই শ্লোকের দুইটি কারিকা।—অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি-বিভূতি দ্বারা যিনি, ভিন্ন—ক্লেদপ্রাপ্ত, এবং যিনি নিষ্কলানিস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম সদাপ্রভাবুক্ত যে গোবিন্দের প্রভা, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি; ইহাই শ্লোকের সুস্পষ্ট অর্থ। ২২৫

‘শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের বিলাস’ রামানুজায়-
গণের এই পূর্বপক্ষ
উৎপন্ন।

যদি বল, হে কৃষ্ণপারম্যাবাদিন্ ! তোমার অভিপ্রায় আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি বলিতেছ, পরব্যোমনাত্মের অবতার-শ্রীকৃষ্ণ ৪২৬ জন্মান্দিলীলা প্রকটন-হেতু অবতার বলিয়া কথিত হইলেও,

অতাবতার অর্থাৎ রাম-নৃসিংহ হইতেও উৎকর্ষবাহুলা-থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাত্মের বিলাসমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। ২২৭ যাহার সন্ধান এবং অধিক নৈত্তব অন্বেষ্য নাই, সেই পরব্যোমনাত্মের উৎকর্ষ শ্রুতি, স্মৃতি এবং মহাভাসে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। লোকসৃষ্টির পূর্বে ব্রাহ্মকণ্ঠে (যে কণ্ঠে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে) তিনি ব্রহ্মকে মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থিত স্ব-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ২২৮ ভথাহি শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে—“ভগবান্ পরব্যোমনাত্ম ব্রহ্মকর্তৃৎ অস্রাধিত

বৈকুণ্ঠাস্থের নিত্যজা।

হইয়া, তাঁহাকে পরব্যোম-নামক স্বীয় লোক দেখাইয়াছিলেন। যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ

নাই। যাহা হইতে সংক্লেষণ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ), বিমোহ (অনিবেক), এবং সাক্ষর (পতনভয়) ব্যাপগত হইয়াছে।

যাহারা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণ, যাহার স্তুতি করিয়া থাকেন । ২২২ যে লোকে ব্রহ্ম, তমঃ ও তাহাদিগের সহচর প্রাকৃত-মত এবং কালবিক্রম নাই। যেখানে মায়া নাই, অতএব অপর অর্থাৎ মায়া কার্য্য মহাদাদিতত্ত্বও নাই, ইহা আর কি বলিব। যেখানে সুরাসুরগণের স্তুতপূজিত হরির পার্শ্বদগণ বিরাজমান, রহিয়াছেন । ২৩- তাঁহারা সমুজ্জল ও শ্রামকাস্তি, তাঁহাদের নয়নযুগল পদ্মপলাশসদৃশ, বজ্রযুগল পীতবর্ণ এবং অঙ্গ স্নকুমার। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজী ও পরমরমণীয়। তাঁহাদিগের নিকাদি-আভরণ প্রভাশালী উৎকৃষ্ট মুগিসমূহে খচিত। প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি (নীলপীতচ্ছবি মণি) ও মৃণালের জ্যায় তাঁহাদের অঙ্গকাস্তি। তাঁহারা চাকটিক্যশালী কুণ্ডল ও মৌলিমালায় বিভূষিত এবং অতিতেজস্বী । ২৩ এই লোক চতুর্দিকে মন্ত্রায়গণের দীপ্তিশালী ও শোভমান শিমানসমূহে বিরাজিত। আকাশ যেমন সর্বিদ্যাৎ মেঘমালায় শোভমান হয়, তদ্রূপ ঐ লোক, বরতরুণীর স্তম্ভকাস্তি দ্বারা বিরোচমান হইতেছে । ২৩২ ঐ লোকে সম্পত্তিরূপ শ্রী শ্রীমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা শ্রীহরির চরণসেবা, এবং দৌল্য উপবেশন পূর্ব্বক গ্ৰীষ্মাদি ঋতুগুণে মিলিত বস্তুগতকর্তৃক গীয়মানা হইয়া, স্বয়ং প্রিয়তম হরির লীলা গান করিতেছেন । ২৩৩ ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠলোকে নিখিলভক্তের স্বামী, শ্রীপতি, যজ্ঞফলদাতা, জগৎপালনকর্ত্তা এবং স্ননন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি নিজ পার্শ্বদপ্রবরকর্ত্তক পরিবেষিত প্রভু হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন। যিনি ভক্তের প্রতি সর্বদা স্নপ্ৰসন্ন, যিনি সৌন্দর্য্য দ্বারা নিখিল-নেত্রের উন্মাদকর, যাহার রদন সর্বদা স্নপ্ৰসন্ন ও সম্মিত, নয়ন অরুণবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুচতুষ্টয় স্তম্ভলিত, পরিধান পীতাম্বর, এবং বক্ষঃস্থল শ্রীচিহ্নে চিহ্নিত। যিনি চতুষ্টয়, ষোড়শ এবং পঞ্চ (হলাদিনী, কীৰ্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি এই চতুষ্টয়, পূর্ব্বোক্ত শ্রীজ্ঞানভূতি সন্ত ও ব্রহ্মাদি নব এই ষোড়শ, এবং সাংখ্য, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্য ও ভক্তি এই পঞ্চ) শক্তি দ্বারা পরিবৃত্ত ও সর্বদা আশ্রয় আসনে বিরাজমান এবং অগ্ৰা অগ্ৰাঙ্গী স্বায় ভগ- (ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য) বিশিষ্ট হইয়া যে দেবের স্বায় ধামে নিরত । ২৩৪ ইতি। এই শ্লোকসকলের কারিকা।—যৎ—যাহা অপেক্ষা, পর—উৎকৃষ্ট, অগ্ৰ পদ কুত্রাপি নাই। সংক্লেপ—অবিদ্যাাদি পঞ্চ, বিমোহ—নির্ব্বিবেকতা, সাধবস—পতন হইতে ভয়, এই সকল সংক্লেপাদি যে লোকে নাই, ব্রহ্মা তাহাকে দর্শন করেন। ২৩৫—

আদ্যার অর্থাৎ হরির সাক্ষাৎকার, তদ্বিশিষ্ট জনকর্তৃক যে লোক, স্ফুটিত—
 স্তব্ধ ১২৩০ যে লোকে রজঃ ও তমোগুণ নাই, তাহাদিগের সহচর সত্ত্বগুণও
 নাই। ইহা দ্বারা, বৈকুণ্ঠে যে প্রাকৃত গুণ নাই, ইহাই প্রদর্শিত হইল। কাল-
 বিক্রম—সর্ববিধবৎসকাবিতা, যে লোকে নাই। সর্ববিধ অনর্থের হেতু, যে
 মায়া, তাহা যে লোকে নাই, অতএব, অপর—মহাদাম্বিকার, যে সেখানে
 নাই, তাহা আর কি বলিব। ইহা দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যসিদ্ধতা প্রতি-
 পাদিত হইল। ১২৩৬ যে স্থানে হরির শ্রাম, অরুণ, হরিৎ এবং শুক্লবর্ণ পার্শ্বদগণ,
 শ্রামাদিবর্ণ পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া তৎসাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা
 নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদগণের শ্রামাদিকান্তিও অনাদিসিদ্ধ। ১২৩৭ যে লোকে লক্ষ্মীর
 অংশসম্ভবা সম্পদকপিণী শ্রী মুক্তি ধারণ করিয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা হরির
 মান—সেবা, রচনা করিতেছেন। কুসুমাকর—ঋতুরাজ বসন্ত। গ্রীষ্ম-বর্ষাদি
 ঋতুগণে পরিবৃত সেই বসন্তকর্তৃক বিশেষরূপে গ্লীয়মান হইয়াও যে শ্রী স্বয়ং কেবল
 প্রিয়তম হরির গুণই স্থান করিতেছেন। এ স্থানে শত-প্রত্যয়ান্ত ‘গায়তী’
 পদ দ্বারা তিঙন্ত ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে। ১২৩৮ সেই লোকে ব্রহ্মা যে পরমেশ-
 ্বরকে দেখিয়াছিলেন, তিনি কি প্রকারঃ? দৃগাসব—সৌন্দর্য্যামাধুর্যমদি সাক্ষাৎসন্দ-
 দ্বারা জনগণের চক্ষুঃ অতিশয় মাতাইয়া ত্রোলেন বলিয়া, সেই হরি আসব
 (এধুস্তানীয়)। ১২৩৯ পীতাংশুক-পদ দ্বারা হরির শ্রামবর্ণতা ব্যঞ্জিত হইল। ১২৪০
 অধাহ্নীয়-শব্দ দ্বারা শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত ‘মহাধোগপীঠ’ কথিত
 হইয়াছে, এবং এই গ্রন্থে পরেও তাহা বলা হইবে। ১২৪১ ফ্লাদিনী, কীর্তি, করুণা
 এবং তুষ্টি এই চারি শক্তি ; আর ষোড়শশক্তি এই
 চারি ও ষোড়শ শক্তি।
 পঞ্চশক্তি।
 সেই সাংখ্যাদি পঞ্চ, পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—“সাংখ্য,
 যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ এবং হরিভক্তি, ইহাকে পঞ্চপর্কী মিত্যা বঝে, যে, বিদ্যা
 দ্বারা জ্ঞানজন হরির সহিত সম্মিলিত হয়েন।” ১২৪২ ইতি। সেই যোগপীঠ এই
 পঞ্চবিংশতি শক্তি দ্বারা সর্বদা পরিবৃত। ভগ—ঐশ্বর্য্যাদি, স্ব—অসাধারণ,
 অর্থাৎ তাদৃশ অসাধারণ ভগবিশিষ্ট। অস্ত্র বিবিধাদিতে, অস্ত্র—অস্ত্রির
 এবং ক্লেশ ; অর্থাৎ যে ঐশ্বর্য্যাদি বিবিধাদিতে অস্ত্রির এবং ক্লেশরূপে অবস্থিত।

স্বধামে—বৈকুণ্ঠে, রমমাণ—সৰ্বদা রতিবিধানকর্ত্ত্বী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে সৰ্বদা নিরত। কিংবা, স্বধাম—স্বরূপভূতশক্তি শ্রী, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীতে সৰ্বদা নিরত। ২৪৭ তর্থাৎ চ ভার্গবতন্ত্রে—“শক্তি এবং শক্তিমানের কোন প্রকারেই শক্তিও শক্তিমানের ভেদ নাই। শক্তি অভিন্না হইলেও ‘স্বচ্ছ’ প্রভৃতি-
শক্তিও শক্তিমানের ভেদ নাই।

শব্দ দ্বারাও কথিত হইয়া থাকেন। ২৪৮ ইতি। কিঞ্চিৎ পাদ্যোত্তরখণ্ডে—“প্রধান এবং পরব্যোমের অন্ত-
পাদ্যোত্তরখণ্ডীয় মহাবৈকুণ্ঠ, পালবর্ত্তিনী বিরজা-নাম্নী নদী। এই শুভদায়িনী নদী
বৈকুণ্ঠপতি, বৈকুণ্ঠমহিষী ও বৈকুণ্ঠপরিকর তত্রস্থ-মূর্ত্তিমান্ বেদগণের অঙ্গস্বৈদজনিত জঁলরাশি
বর্ণের বর্ণনা। দ্বারা প্রবাহিত। ২৪৭ এই বিরজানদীর পারে পর-
ব্যোমে, ত্রিপাদবিত্ত্যুক্ত, সনাতন, অমৃত, (অভিশয় মধুর), শান্ত
(নবায়মান), নিত্য (জন্মানন্তরাস্তিত্বরহিত), অনন্ত (বৃদ্ধিরহিত), শুদ্ধ
বা অপ্ৰাকৃত সুব্রহ্ম, দিব্য (লোকান্তীত), অক্ষয় (অপক্ষয়শূন্য), ব্রহ্মের
পদ (উপলব্ধিস্থান), অনেককোটি স্বর্ঘ্য ও অধির তুল্যা তেজোময়, অবায়,
সূর্যবেদময়, শুদ্ধ (নির্মল অর্থাৎ উপাধিশূন্য), চতুর্বিধপ্রলয়রহিত, অসংখ্য
(পরিমাণাতীত), অজর (বিপরিণামরহিত), সত্য (বাস্তবরহিত), জাগ্রৎ,
স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় রহিত, হিরণ্য (চিদবন), নোকস্থান,
ব্রহ্মানন্দস্বভাস্বামক, সাম্য ও আধিক্য রহিত, আদ্যন্তরহিত (জন্মানাশশূন্য),
শুভ, প্রভাঙ্গারা অতীব অদ্ভুত, মনোহর এবং নিত্যই নবনবায়মান আনন্দের
সাগর, ইত্যাদি গুণযুক্ত সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক। ২৪৮ স্বর্ঘ্য,
চন্দ্র ও অনলের আলোক উহাকে প্রকাশ করে না। যেখানে গমন করিলে
জ্ঞান সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরম ধাম। ২৪৯ শান্ত, নিত্য
এবং অচ্যুত, বিষ্ণুর সেই পরমধাম, শতকোটি কল্পেও কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ
হয় না। ২৫০ সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই অগ্রে বলিয়াছেন—“যাহারা
লক্ষ্মীপুত্রের পাদারবিন্দে একমাত্র ভক্তিরসানুভব দ্বারা বিবর্ত্তিত, সেই ভগবৎ-
পাদসেবায় নিরত মহাভাগ মহাত্মগণ, বিষ্ণুর সেই প্রেমসুখদায়ক পরমধামে গমন
করিয়া থাকেন। তাহা নানাবিধ জনপদে সমাকীর্ণ, এবং প্রাকার, বিমান ও
রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত্ত। ২৫১ ঐ লোকমধ্যে মণি, কাঞ্চন ও বিচিত্রচিত্র যুক্ত
প্রাকার, চতুর্দ্বার এবং পূবদ্বারে পরিবৃত্ত অবোধানাম্নী অপূর্ব পুরী বিদ্যমান

আছে। ১২২ ঐ নগরী চণ্ডাদি দ্বারপাল, এবং কুমুদাদি দিকপতি কর্তৃক সুরক্ষিত। উহীর পূর্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা দ্বারপাল। ১২৩ হে শুভাননে! ঐ পুরীর পূর্বাদি অষ্টদিকে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সূর্য্যনেত্র, সুষুম্ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, এই অষ্টজন দিকপতি। ১২৪ ঐ নগরী কোটিবৈদ্যনরসদৃশ গৃহপরম্পরায় আবৃত এবং আকৃষ্ট-যৌবন অপূর্ব নিত্য নরনারীগণে পরিবৃত। ১২৫ উহার মধ্যভাগে মণিময় প্রাকারসংযুক্ত, শ্রেষ্ঠ তোরণসমূহে সুশোভিত, বিবিধ বিমান, অমূল্য গৃহ ও প্রাসাদমালায় পরিবৃত এবং দিব্য অম্বর ও স্ত্রীগণে সর্বতঃ-সমলঙ্কৃত হিরর মনোহর অন্তঃপুর বিরাজমান। ১২৬ এই অন্তঃপুরমধ্যে সহস্র সহস্র মাণিক্যস্তম্ভযুক্ত, নিত্যযুক্ত জনগণে সমাকর্ণ, সামগান দ্বারা সুশোভিত এবং বিবিধমহোৎসবাবিহিত, ধনমন্ডল রত্নময় রাজোচিত মণ্ডপ বিরাজমান আছে। ১২৭ এই মণ্ডপমধ্যে সর্ববেদময় ত্রিমণীয় নিম্নলি সিংহাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ বেদময় নিত্য-বিগ্রহ গরিগ্রহ পূর্বক, পাদপীঠরূপে অবস্থিত হইয়া সেই সিংহাসন ধারণ করিয়া আছেন। ১২৮ সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই—“এই সিংহাসনের মধ্যভাগে, বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, কুর্ম, নাগরাজ, বিনতানন্দন বেদময় গরুড়, সমস্ত ছন্দ এবং সর্ববিধ মন্ত্র পীঠরূপে অবস্থিত আছেন। ঐ যোগপীঠ সর্বাধার ও দিবাক্ষপে নিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে। ১২৯ হে শুভদর্শনে পার্জ্বল্য! সেই যোগপীঠের মধ্যে নবোদিত সূর্য্য-সদৃশ অষ্টদল পদ্ম আছে,—সেই পদ্মমধ্যস্থিত গায়ত্রীস্বরূপা কর্ণিকাতে, দেবারাধ্য পরমপুরুষ নারায়ণ, লক্ষ্মীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ১৩০ তিনি ইন্দ্রাবরদলগ্ৰাম; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোটি সূর্য্যতুল্য; তিনি নিত্যযৌবনশালী ও ক্রীড়াপরাক্রম; তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ এবং অবয়ব সুকোমল। ১৩১ তাঁহার সুকোমল করপদ্ম ও চরণপদ্ম বিকসিত-রক্তপদ্ম-সদৃশ, নন্দনযুগল প্রসূন-পুণ্ডরীকতুল্য, এবং জলতা-যুগল অতীক্স সুরম্য। ১৩২ তাঁহার নাসা, কপোল ও মুখকমল উপম্বরহিত, দস্ত-পংক্তি মুক্তাফলসদৃশ, এবং সূক্ষ্মিত ওষ্ঠাধর প্রবালতুল্য। ১৩৩ তাঁহার সূক্ষ্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণসুধাকরসদৃশ, এবং কর্ণালম্বি-কুণ্ডলযুগল নবোদিত-দিনকরতুল্য। ১৩৪ তাঁহার নীলবর্ণ কেশকলাপ সূক্ষ্ম ও কুটিল, আর সেই কেশকলাপ কবরী-বদ্ধ হইয়া পারিজাত ও মন্দার কুমুদে শোভমান হইতেছে। ১৩৫ তাঁহার দণ্ডস্থ

কৌস্তভমণি প্রাতঃকালীন দিনমণিসদৃশ এবং কঙ্করীনা মুক্তাহার ও স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত । ২৬৬ তাঁহার উন্নত অংসচতুষ্টয় সিংহস্কন্ধসদৃশ, রাহচতুষ্টয় পীন, সুবলিত ও আয়ত এবং তিনি অঙ্গুরীয়, কেশ্যুর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত । ২৬৭ তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কোটি-কোটি-নবস্বর্ষাসদৃশ কৌস্তভমণি প্রভৃতি ভূষণ ও বনমালায় বিভূষিত । ২৬৮ সিংহাসন জন্মস্থান নাতিপঙ্কজদ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন, এবং তিনি নবোদিত-স্বর্ষাসদৃশ সুমিষ্ট পীতবসন পরিধান করিয়া আছেন । ২৬৯ তাঁহার চরণযুগল নানারত্নখচিত নুপুরদ্বারা বিভূষিত এবং নথপংক্তি চন্দ্রিকা-সমন্বিত চক্রতুল্য । ২৭০ তিনি নিখিল সৌন্দর্যের নিধি, তাঁহার শরীর-লাবণ্য কন্দর্প-কোটি-তিরস্কারী, অঙ্গ দিব্যচন্দনে চর্চিত, উর্দ্ধবাহুযুগলে শঙ্খ ও চক্র বিরাজিত, এবং অধোবাহুদ্বয় বন ও অভয়প্রদ । ২৭১ স্বর্ণপ্রতিমাসদৃশী, সুবর্ণ ও রজত মালায় অলঙ্কৃত অতিভৈরবী মহালক্ষ্মী এই নারায়ণের বামার্ধে অবস্থান করিতেছেন । ২৭২ ইনি সর্বসমুদ্রসম্পন্ন ও নবযৌবনা, ইহার কর্ণযুগল রত্নময় কুণ্ডলে অলঙ্কৃত, এবং কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ কুঞ্চিত । ২৭৩ ইহার অঙ্গ দিব্যচন্দনে চর্চিত ও দিব্যকুসুমের সুশোভিত, এবং কুন্তলভার মন্দার, কেতকী ও জাতীকুসুমদ্বারা সুবিরাজিত । ২৭৪ ইহার ক্র, নাসা ও শ্রোণিতট পরমশোভাযুক্ত, পয়োধর পীন ও উন্নত এবং সুস্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ । ২৭৫ ইহার কর্ণস্থ কুণ্ডল তরুণানিত্যের স্তায় তেজস্বী, অঙ্গপ্রভা দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণতুল্য এবং আভরণসকল তপ্তকাক্ষণময় । ২৭৬ ইনি চতুর্ভুজবিশিষ্টা এবং স্বর্ণপদা, নানারত্নখচিত স্বর্ণপদ্মের মলা, হস্ত, কেশ্যুর, বলয় ও অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত । ২৭৭ ইহার উর্দ্ধস্থভুজযুগলে প্রফুল্ল পদ্যযুগল, এবং অপর করদ্বয়ে স্বর্ণময় বীজ-পুং ফল (টাবালেবু) বিরাজিত । ২৭৮ এতাদৃশী নিত্য অনপায়িনী মহালক্ষ্মীর সহিত মহামহেশ্বর ভগবান নারায়ণ, পরব্যোমাখ্য নিত্যধামে সর্বদা পরমানন্দ অশ্রুত্ব করিতেছেন । ২৭৯ হে শুভানন্দন গোপী ! তাঁহার উভয় পাশ্বে ভূ, ও লীলা, এই শক্তিবয় সমাসীনা রহিয়াছেন । ২৮০ আর পূর্বাদি ষষ্টিদিকে স্থিত যোগপীঠস্থ পদ্মের অষ্টদলার্ধে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহরী, সত্যা এবং ঈশানা, সর্বসমুদ্রসম্পূর্ণ এই অষ্টশক্তি, পরমায়ার মহিবীজপ্রে অবস্থান করিয়া সুধাকরপ্রভ দিব্যচামরসমূহ ধারণ পূর্বক নিজপতি অচ্যুতের আনন্দবর্ধন করিতেছেন । ২৮১ ষাঁহাদিগের হস্তে লীলাকুমল, অঙ্গপ্রভা কোটি শৈশানর-

সদৃশ, অবয়ব সর্ববিধ সল্লক্ষণযুক্ত, এবং বদনমণ্ডল স্ফীকরপ্রতিম, সেই অপ্রাকৃত
 পঙ্কজত অপ্সরাগণে এবং অন্তঃপুরবাসিনী অত্যাশ্রয় সীমন্তিনীধনে পরিবৃত্ত হইয়া
 রাজস্বাজেশ্বর পরমপুরুষ হরি শোভা পাইতেছেন । ২৮২ আর অনন্ত, বিষ্ণুগণের গরুড়
 ও বিষ্ণুসেনাদি সুরেশ্বরগণ, অশ্রুপরিজন, এবং নিত্যযুক্ত মহাপুরুষগণে পরিবৃত্ত
 হইয়া, পরমপুরুষ হরি, মহালক্ষ্মীর সহিত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরমানন্দ অমুভব
 করিতেছেন । ” ২৮৩ ইতি । এই সকল শ্লোকের কারিকা :—শব্দ বা মূখ্যবৃত্তি এবং
 অর্থ বা তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা একই কথা যে পুনঃপুনঃ কথিত হইতেছে, তাহা
 কেবল হেতুবাদীদিগের প্রতীতির নিমিত্ত । কেননা, বর্ণনীয় বস্তুটি আপাতদৃষ্টিতে
 অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় । ২৮৪ লক্ষ্মীপতির নিশ্বাসরূপ বেদগণ বৈকুণ্ঠে মূর্ত্তিমান
 হইয়া আছেন । তজ্জন্তু তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে পদ্মপবিত্র স্বেদজল বিগলিত
 হইতেছে । ২৮৫ পরব্যোম, ত্রিপাদবিভূতির আশ্রয় বলিয়া, সেই পদ বা ধাম
 ত্রিপাদ্যুত । যেহেতু সর্ববিধ একপাদবিভূতি মায়িক, বলিয়া কথিত । ২৮৬
 অমৃত—অতিশয় মধুর । শাখত—মূহমূহঃ নবায়মান । শুক্ললব্ধ—অপ্রাকৃত সত্ত্ব ।
 নিত্য, অক্ষর প্রভৃতি, পদ দ্বারা যড়বিধ ভাববিকাশের (জন্ম, জন্মানন্তরীণস্তিত্ত্ব,
 বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্কম্ব, এবং নাস্তির) নিষেধ করিলেন । ২৮৭ কিঞ্চ
 অমুখাপিত শ্লোকসঙ্কলেরও কারিকা ।—পরব্যোমের
 মহাচৈতন্যের সপ্ত আবরণ ও চতুঃসপ্ততি আবরণ-
 দেবতা । • চতুর্ব্যূহদ্বারা প্রথম আবরণ । ২৮৮ তন্মধ্যে পূর্বাদি-
 দিক্চতুষ্টিয়ে, বাস্তবদেবাদি • চতুর্ব্যূহের পুরী, আর
 আশ্রয়াদি-কোণচতুষ্টিয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি এবং কান্তির পুরী । ২৮৯ কেশবাদি,
 চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিদ্বারা দ্বিতীয় আবরণ । পূর্বাদি অষ্টদিকের এক এক দিক্কে
 কেশবাদি তিন তিন মূর্ত্তি অবস্থিত ২৯০ পূর্বাদি দশ দিক্কে অবস্থিত মংগ-
 কুর্বাদি দশ মূর্ত্তিদ্বারা তৃতীয় আবরণ । ২৯১ পূর্বাদি অষ্টদিক্কে অবস্থিত সত্য,

কেশবাদি চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম,
 বামন, শ্রীধর, স্বরীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাহুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম,
 • অখোজ, নুসিংহ, অচ্যুত, স্তন্যদর্দন, উপেন্দ্র, হরি ও কৃষ্ণ । এখানে বর্ণিত হইবে যে, এই
 কৃষ্ণ, যশোদানন্দন হইতে তিত্ত্ব । ২৯০—২৯১ ।

অচ্যুত, অনন্ত, তুর্গা, বিষ্ণুসেন, গজানন, শঙ্কানিধি এবং পদ্মনিধি দ্বারা চতুর্থ
আবরণ। ২২ পূৰ্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত ঋগ্বেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ, অথর্ষ-
বেদ, সাবিত্ৰী, ঋকুড়, ধর্ম এবং যজ্ঞ দ্বারা পঞ্চম আবরণ। ২৩ পূৰ্ব্বাদি অষ্টদিকে
অবস্থিত শঙ্ক, চক্র, গদা, পদ্ম, খজা, শাক, হল ও মূল দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ।
আর ইন্দ্রাদি দ্বারা সপ্তম আবরণ। ২৪ “পরব্যোমস্থিত সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিশ্বে-
দেবগণ, এবং অত্র যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহারা সকলেই নিত্য অর্থাৎ
অপ্রাকৃত। আব. প্রাকৃত স্বর্গে যে সাধ্যাদি দেবগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই
প্রাকৃত। ২৫ পরব্যোমে বাসুদেবাদি চতুর্ধিক-সপ্ততি-সংখ্যক মূর্তির তাবৎ
অর্থাৎ চতুর্ধিক-সপ্ততি-সংখ্যক লোক বিদ্যমান আছে। ২৬ গর্ত্তোদশায়ী ব্রহ্মা,
বিষ্ণু এবং শিব, এই তিন জীবতারের মধ্যে বিষ্ণুরই মহত্ব ভগ্নাদি ঋষিগণ-
কর্তৃক নিদ্বারিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ, (গর্ত্তোদশায়ী ও কার্ণারব-
শায়ী) ৪য় মহত্তম, তাঁহা আর কি বলিব। ইহাতেও যে বাসুদেব মহত্তম, ইহা
আর কত বলিব। তাঁহাতে আবার মহাবৈকুণ্ঠনাথ যে মহত্তম, ইহা আর কত
বলিব। ২৭ সদাশিব-নামে বিখ্যাত যে শঙ্ক, তিনিও এই মহাবৈকুণ্ঠনাথের

ইন্দ্রাদি—ইন্দ্র, বহি, যম, নিশ্চতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃত-সংস্থিত সাধ্য, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ, পরব্যোমস্থিত সাধ্যাদির আবিষ্ট স্বীক
বিশেষ ॥ ২৫ ॥

১ম আবরণে বাসুদেবাদি চতুষ্টিয় ও শঙ্কাদি চতুষ্টিয়, এই অষ্ট। ২য় আবরণে কেশবাদি
চতুর্বিংশতি; ৩য় আবরণে মন্ত্রাদি দশ; ৪র্থ আবরণে তুতাদি অষ্ট; ৫ম আবরণে ঋ-
ষেদাদি অষ্ট; ৬ষ্ঠ আবরণে শঙ্কাদি অষ্ট; আর ৭ম আবরণে ইন্দ্রাদি সপ্ত, সর্বসমুদয়ে চতুঃ
সংখ্যতি। $৮+২৪+১০+৮+৮+৮+৮=৭৪$ ॥ ২৬ ॥

সরস্বতীতীরে সত্রযাগার্থে অবস্থিত ঋষিগণের বিতর্ক হয়, ‘ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনের
মধ্যে কে মহত্তম?’ কিন্তু ঋষিগণ এ বিষয়ে কোনরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, সম্বপতাকার নিমিত্ত
মহর্ষি ভৃগুকে প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমতঃ স্বপিতা ব্রহ্মার সম্ভার উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে
প্রণামাদি কিছুই করিলেন না; তাঁহাতে ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হইলেন। পরে পুত্র-বুদ্ধিতে
ক্রোধামল শান্ত করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ঋষি, ব্রহ্মাতে মনঃপূর্ণের অভাব অনুভব
করিয়া, কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব, জাতবুদ্ধিতে ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত
হইলে, মহর্ষি বলিলেন, ‘তুমি দুহাচার, তোমার আলিঙ্গন চাহি না।’ তখন মৃত্যুঞ্জয় এই কথা
শ্রবণশীলই ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া ভৃগুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে,

ঈশানকোণের আবরণ ১২৯৮ এই সকল প্রমাণদ্বারা বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস । অতএব দীপোখদীপের স্থায় বিলাস (শ্রীকৃষ্ণ) ও বিলাসীর (নারায়ণের) প্রায়ই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না । ১২৯৯

পূর্বোক্ত আশঙ্কা পরিহারপূর্বক বলিতেছেন—
‘শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস,’
এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের
উত্তরপক্ষ ।

হে মহাবাদিন ! তুমি এ কথার বালিতে পার না ।
কারণ তুমি এখনও শ্রীকৃষ্ণের গূঢ়-ঐশ্বর্য্য-বিজ্ঞান
ও রসাবাদন বিষয়ে অনিপুণ আছ । ১৩০০ যেহেতু
সর্ববেদান্তের সার এবং বেদকল্পতরুর ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ে
সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ । ১৩০১ তথাহি শ্রীতৃতীয়ে—“যাঁহার সমান ও যদপেক্ষা
অধিক নাই, যিনি ল্যবীশ, অর্থাৎ পরব্যোমের উপরিস্থিত, গোলোক, মথুরা
ও দ্বারকার অধিপতি, স্বকল্পতরু পরমানন্দশক্তিপ্রভাবে সমস্ত কাম (অতীষ্ট-
সিদ্ধি) যাঁহাতে উপগত আছে, চিরকালজীবী ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কোটি
কোটি মুকুটদ্বারা যাঁহার পাদদলীচের স্তুতি করিতেছেন, সেই সেই- ব্রহ্মাদি
লোকপালগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে অবস্থিত হইয়া যাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ বলি
হরণ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ অগ্রকে অপেক্ষা করিয়া
তাঁহার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হয় নাই ।” ১৩০২ ইতি । এই শ্লোকের

দেবী গিরিকন্ঠা চরণ ধারণপূর্বক ত্রিপুরারিকে সাধনা করিলেন । ভুগু দৈগানেও সন্ত সন্তক না
দেখিয়া, বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন ; তথায় বর্জিতবনে প্রভুকে না দেখিয়া, অধঃপরে অবশ
পূর্বক, লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শয়ান ভগবানকে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত
করিলেন । ভগবান্ তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীর সঙ্গিত গাজোথানপুরঃসর ঋষির যথোচিত অভ্যর্থনা হইয়া
নাই বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—“ভগবন্ ! অদ্য আমি আপন”র
পাদদ্বৈপুণ্যপূর্ণ পদম পবিত্র হইয়া লক্ষ্মীর আবাসভূমি হইলাম । আমার কটন বক্ষঃস্থলম্পর্শে
আপনার কোমল চরণের ত কোন ব্যথা হয় নাই ? ” ঋষি ভগবানের এতাদৃশ স্তুতবচনে
পরিতুষ্ট ও সজলনয়নে পুনর্বীর সজ্ঞানে সমাগত হইয়া মুনিসংসমীপে সমস্ত বর্ণন করি-
লেন । ঋষিগণ ব্রহ্মা ও শিবে রজস্বমোগুণধনিত প্রবল ক্রোধ, আর ভগবানে তাহার অভাবে
গুহ্মস্বের আবিষ্কার অসম্ভব করিয়া, বিস্মিত ও মুক্তসংশয় হইয়া বিজুতেই সর্বাপেক্ষা অধিক-
তর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন ॥ ২২৭ ॥ ২২৮ ॥

এস্থলে নারায়ণের স্বরূপতাবাদীর অভিপ্রায় এই যে, নারায়ণ মূলদীপস্থানীর এবং
শ্রীকৃষ্ণ-তদুৎপাদীপস্থানীর । ২২৯—৩০৪ ॥

কারিক।—অন্ত অর্থাৎ পরব্যোমনাথপর্যন্তের সহিত, সাম্য এবং তাঁহাদিগের
অতিশয় অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা আধিক্য, এই দুই বাঁহাতে নাই; এইরূপ
সমাসদ্বারা সমস্ত ভগবৎস্বরূপ হইতে, শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপণ হেতু, পরব্যোম-
নাথ অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। ১০০ ‘স্বয়ং’পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের
অন্তনিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্তর্ক্বে অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত
হয়। ‘বুঝি, ইহাই’ কথিত হইল। ১০১ নবমে শ্রীরামের “অধিকসাম্যবিস্কৃদামা”
এই বিশেষণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থানে “স্বয়ং” এই পদটি প্রযুক্ত না
হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, কৃষ্ণের সহিত রামের একতানিবন্ধনই উক্ত বিশেষণের
প্রয়োগ হইয়াছে। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নর-
স্বভাবের সাম্য আছে বলিয়া, শ্রীরামরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্নতিশক্তি প্রিয়। ১০২ তথাহি
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—“মৎস্ত-কুম্ভাদি অবতার আমার অন্তরঙ্গ স্বরূপ, কিন্তু
ইহার মধ্যে দশরথপুত্র, শ্রীরাম আবার সর্বতোভাবে আমার অতিশয় প্রিয়।” ১০৩
ইতি। ‘স্বয়ংসাম্যতিশয়ঃ’ “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” এই দুই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের
পদ্বৈমর্শ্য-বিশেষ-বর্ণনে “স্বয়ং”পদের বারম্বার উক্তি, সর্বতোভাবে ইহাই বুঝাই-
তেছে। যে, শ্রীকৃষ্ণের যে আধিক্য, তাহা যে অন্ত অর্থাৎ পরব্যোমনাথের সহিত
সাধর্ম্যের ঐক্যনিবন্ধন, তাহা নহে; তাঁহার আধিক্য অন্তনিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃ-
সিদ্ধ। ১০৪ ত্র্যধীশ—গোলোক, মথুরা এবং দ্বারকা নামক যে স্থানত্রয়, তিনি
তাহার অধিপতি বলিয়া অধীশ্বর; স্বত্বা প্রকৃতির নিয়ন্তা, বিরাতের অন্তর্ধামী
এবং ক্ষীরোদশায়ী, এই তিন পুরুষের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া ইনি ‘ত্র্যধীশ’। ১০৫
তত্রাপি স্বারাজ্যাস্বামী-নিবন্ধন সমস্ত কাম বাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ব দ্বারা—
কোন্না দ্বারা অথবা আয়ত্ত্বশক্তি দ্বারা, যিনি প্রকাশ পান, তিনি ‘স্বরাজ’,
তাহার ভাব (ধর্ম)—স্বারাজ্য। সেই স্বারাজ্যই, লক্ষ্মী—সর্বতাশায়িনী
সম্পত্তি; তন্নিবন্ধন সমস্ত কাম, বাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কাম—প্রেষ্টার্থের বা
অভীষ্টার্থের সিদ্ধি। ১০৬ চির—চিরজীবী (দীর্ঘজীবী), লোকপাল—ব্রহ্মাদি,
তাঁহাদিগের, কীরীটকেটি—মুকুটের শতাব্দুদ। ঐড়িত—সংস্কৃত। অর্থাৎ
ব্রহ্মাদি দীর্ঘজীবী লোকপালগণের অসংখ্য মুকুট দ্বারা বাঁহার পাদদ্বীপ

পূর্বে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামের একতা আছে। সেই একতার কারণ কি?
এই আকাজ্য বলিলেন, ‘কেন না’, ইত্যাদি। ১০৭-১০৮।

(পাদুকাদয়) সমাক্ষত হইয়া থাকে । ৩১০ হীরকাদি রত্নময় মুকুট দ্বারা পাদ-
পীঠেব সংঘটনজনিত শূদ্রপদম্পর্ষ্যকে 'স্তুতি' বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত করিয়াছেন । ৩১১
স্ব স্ব কার্যে অবস্থিত হইয়া সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্তৃক ভগবানের
আজ্ঞাপালনই 'বলিহরণ'রূপে উক্ত হইয়াছে । ৩১২ অনন্তর বর্ত্তমান প্রকরণে,

এই বিখ্যাত পৌরাণিকী প্রসিদ্ধা লিখিত্বেছি । ৩১৩—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ।

প্রায়ই নানাবিধ ও বিচিত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমুন্দ
ভগবচ্ছক্তিতে প্রকাশমান আছে । ৩১৪ তন্মধ্যে শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতা-
প্রযুক্ত কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটি
কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ ।

যোজন । ৩১৫ কতিপয়ের নিম্নক্স যোজন, কতকগুলিব

পদ্যায়ুত যোজন, আর কতকগুলির বা পরাক্ষশত যোজন । ৩১৬ তন্মধ্যে কতক

ব্রহ্মাণ্ডে 'বিংশতি, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন

ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী ভুবনসংখ্যা ।

অবত এবং কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা-লক্ষ ভুবন আছে । ৩১৭

সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্গে ব্রহ্মাদি লোকপালগণ
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী লোকপালগণ ।

নানারূপে বিরাজমান আছেন । সহস্র সহস্র পরম

শুদ্ধিগণ, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন । কোন কোন

ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শতমহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পরাক্ষ-

মহাকল্পজীবী । ৩১৮ সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাদি লোকপালগণ 'চিরলোকপাল' বলিয়া

কথিত আছেন । তাঁহাদিগের কোটি কোটি মুকুট কর্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণের

পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে । ৩১৯ শ্রীকৃষ্ণ একদা দ্বারকাধামে স্বধর্ম্মা-সভায়

বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে দ্বারাবাধ্যক্ষ আসিয়া

চতুর্নুখ ব্রহ্মার সম্মুখে এক

অপূর্ব পৌরাণিক আখ্যা-
রিকার স্থলমর্থ ।

তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আপনার

পাদপদ্যদর্শনে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে

অবস্থান করিতেছেন । ৩২০ 'কোন ব্রহ্মা দ্বারে আসি-

য়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর ।' ভগবানের এই বাণ্য শ্রবণমাত্র দ্বারপাল দ্বার-

দেশে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে

সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সনকাদির পিতা চতুরানন আসিয়া-

ছেন । ৩২১ 'আনয়ন কর' শ্রীকৃষ্ণের এই বাণ্যে, দ্বারপাল ব্রহ্মাকে সভায় উপ-

স্থিত করিলেন । ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি’
‘কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?’ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, ‘দেব! আগমনের
কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব । কিন্তু নাথ! অদ্য আপনি যে বলিলেন, ‘কোন
ব্রহ্মা’, অগ্রে তাহারই রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি । যেহেতু আমি ভিন্ন অল্প
ব্রহ্মা নাই।’^{১২২} অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈশং হৃদয় করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে
প্রদর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাও হইতে লোকপালগণ দ্রুত-
বেগে স্বাক্ষরকার্য সমাগত হইলেন । তন্মধ্যে অষ্টবক্ত, চতুষষ্টিবদন, শতমুখ,
সহস্রানন, লক্ষবদন ও কোটিবদন বিরিক্ষিণ; বিংশতিবদন, পঞ্চাশদানন, শত-
মুখ, সহস্রমুখ, লক্ষবাহু এবং লক্ষশিরা রুদ্রগণ; লক্ষলোচন এবং নিযুতনয়ন
ইন্দ্রগণ, আর বিবিধাকৃতি ও বিবিধভূষণ অস্ত্রাস্ত্র, লোকপালগণ, কক্ষের অগ্রে
উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণীত হইলেন । তখন তাঁহাদিগকে দর্শন
করিয়া চতুরানন বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্নত হইয়া উঠিলেন।^{১২৩} আরও

বিষয় ব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ী পূর্ন-
কথিত পূর্বাপ্ত মতের সহিত
সম-ব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ী বিষ্ণু-
ধর্মোত্তরবচনের বিরোধ
ও তাহার সীমান্দা ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলিয়াছেন, ‘সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই
দেহাত ও জীবত তুল্যরূপ, অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডেই
দেশসকল সমান-পরিমিত এবং ব্রহ্মাদি জীবসমূহ
তুল্যায়ুষ্ক।’^{১২৪} তথাহি—‘নরেশ্বর! সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই

একরূপ পরিমাণ এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত
স্বর্গাদি দেশের বিভাগ ও ব্রহ্মাদি জীবসমূহ তুল্যরূপ।’^{১২৫} ইতি । ‘এই উপস্থিত
বিরোধের সমাধান করিতেছি।’^{১২৬} যেহেতু শ্রীকৃষ্ণপুরাণে বলিয়াছেন—‘যেস্থলে
বাক্যবয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে তাহার অন্ততর বাক্যের অগ্রা-
মাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না । অতএব এরূপ স্থলে যাহাতে উভয় বাক্যের
বিরোধ পরিহার হয়, তাদৃশ অর্থেরই কল্পনা করিতে হইবে।’^{১২৭} ইতি । হরি

পুণ্ড্রোক্ত প্রক্রিয়া ও আখ্যায়িকা অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডভেদে লোকের সংখ্যা ও ব্রহ্মাদি
লোকপালগণের আকৃতি এবং জীবনকাল ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলিয়াছেন, সকল
ব্রহ্মাণ্ডেই লোকের সংখ্যা এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণের আকৃতি ও পরিমাণ সমান । হতরাস
বিরোধ হইতেছে ॥ ৩২৬ ॥

বিরুদ্ধ বাক্যবয়ের মধ্যে একের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলে, অর্ধকুট্টিন্যারে অপর
বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হইয়া উঠে; অতএব সেই সকল বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া

কখন কখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস সংহার করিয়া থাকেন । ৩২৮ তথাহি ত্রীবিষ্ণু-
ধর্মোত্তরে—“আমি পূর্বে তোমার নিকট যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছি,
জগৎপতি হরি যখন সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের এককালে সংহার করিয়া, প্রকৃতিতে
(স্বভাবে অর্থাৎ আত্মারামতায়) অবস্থান করেন, তৎকালে তাহা, তাঁহার স্বাভাবিক
বলিয়া কীর্তিত হয় ।” ৩২৯ ইতি । অতএব হরি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহার কবিতা
যখন পুনর্বার সৃষ্টি করেন, তখন কখন ‘বিষম’ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে, কখন
বা ‘সম’ অর্থাৎ একরূপ আকারে, সৃষ্টি করিয়া থাকেন । ৩৩০ উপোদ্ধ্যাতকথা
(প্রকৃত বিষয়ের পোষণার্থ বিষয়) বলিয়া এক্ষণে

শ্রীকৃষ্ণের ত্রীবিষ্ণুস্বরের
অসামান্যত্বশব্দ বা
অসমোদ্ধিঃ ।

প্রকৃত বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । ৩৩১ আরও সেই
ভূতীয়স্বক্কেই বলিয়াছেন—“স্বীয় যোগমায়ায় প্রভাব
দেখাইবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ, নিজের চমৎকার-কারক

নিখিল-সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির পরমনিধান, আর যাহাতে অঙ্গপূরস্কার নিখিলভূষণের
ভূষণস্বরূপ, এতাদৃশ মর্ত্যলীলার উপযোগি যে বিষ (শ্রীমুক্তি) প্রপঞ্চে আনিয়া-
ছিলেন ।” ৩৩২ ইতি । এই শ্লোকের কারিকা ।—যে বিষ বিবিধ মর্ত্যলীলায়
অতিশয় উপযোগি । এই শ্লোকস্থ ‘যৎ’ এই পদদ্বারা পূর্ব্বগদ্যস্থিত ‘বিষ’পদ
আকৃষ্ট হইয়াছে । ৩৩৩ নানাবিধ আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, স্বীর্ঘ্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি
হইয়া, মর্ত্যলীলা স্বীয় দেবাদিলীলা অপেক্ষা অতীত মনোহরিত্বী ৩৩৪ বিবিধ
সদৃশশালী ‘সর্ব্ববিধ’ অর্থাৎ পরব্যোমনাথ ধার্য্যস্ত স্ব-স্বরূপ-পরিম্পরার সর্ব্বথা
মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই ‘বিষ’শব্দ দ্বারা ব্যঞ্জিত হইল । ৩৩৫ অতএব সেই বিষ
যে, অশেষ রূপ ও গুণের অশ্রয় হেতু, বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য, ইহাই
কথিত হইল । ৩৩৬ স্বযোগমায়া—চিহ্নিত । বল—তাহার (যোগমায়া) সামর্থ্য্য ।
দিব্যাত্তিদিব্য লোকে যাহার গুরুমাত্রও সম্ভব নহে, অহো ! ‘আমার’ যোগমায়া
সেই অদ্ভুত প্রভাব অবলোকন কর, এইরূপে তাহাকে (সেই যোগমায়া
সামর্থ্য্যকে), দেখাইবার জন্ত—সাক্ষাৎ করাইব (অমুভব করাইব) বলিয়া,

গত্যন্তর ক্রুরিতে হইবে । ‘যেহেতু স্ববিধাক্যাদিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিশ্রলজ্ঞা এবং করণাপাটব,
এই চতুর্বিধ দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২৭—৩২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণমুক্তি বিষয়স্বরূপ, পরব্যোমনাথাদি সেই বিষের প্রতিবিম্ব স্বরূপ । যেমন প্রতি-
বিম্বের মূল বিষ, তদ্রূপ পরব্যোমনাথাদির মূল শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৩৫—৩৩৬ ॥

নৃতনের ত্রায় যে বিশ্ব একটি করিয়াছেন । ঈদৃশ সেই জগন্মোহন রূপ, যে যোগমারা হেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই “স্বযোগমারা” ইত্যাদি পদের ইহাই অভিপ্রায় । ৩৩৭ নিজের—আপনার এবং পরব্যোমনাথাদি আশ্রয়দর্শীর, বিস্মাপন—নৃতনবায়মানরূপে অতীব চমৎকারক । ৩৩৮ সৌভগর্জি—অতিশয় চমৎকারক সৌন্দর্য্যরাশির পরাকাষ্ঠা । তাহার পরঃপদ—নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয় । ৩৩৯ যে বিশ্ব বা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গপরম্পরা কৌস্তভ ও মকরকুণ্ডলাদি ভূষণেরঃ ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাসম্পাদক ; এইরূপ সমাসবাচ্যদ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈ ‘অসমোর্জ’ অর্থাৎ সেই বিগ্রহের যে সমান এবং অধিক নাই, ইহাই বলা হইয়াছে । ৩৪০ ভগবান্ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই সচ্চিদানন্দঘন, অতএব

দেহ ও দেহীর কোনরূপ বিশেষ না থাকিলেও, ভগবানে-দেহু-দেহি ভেদ বাস্তবিক নহে, ঔপচারিক বা আরোপিত । ‘রাহুর মস্তক’ ইত্যাদির ত্রায় অভেদেও ভেদকল্পনা ঔপচারিক বা আরোপিত । ৩৪১ তথাচ শ্রীকৃষ্ণপূরণে—“এই পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ বিদ্যমান নাই ।” ৩৪২ ইতি ।

‘শ্রীকৃষ্ণ নাবায়ণের বিলাস’
এই পূর্ণপঙ্কের পূর্বোক্ত
উক্তপঙ্ক ব্যতীত অন্য-
প্রকার উত্তরপঙ্ক ।

নারায়ণমহিষী লক্ষ্মীর
কৃষ্ণসূত্র ।

কিঞ্চ ত্রীদশমে শ্রীপূরুষীগণের উক্তিতে বলিয়াছেন—“ব্রজগোপীগণ কি অনির্কচনীয় তপস্তাই আচরণ করিয়াছিলেন ; যেহেতু তাঁহারা এই শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, সাম্য, ও আধিক্য রহিত, স্বয়ংসিদ্ধ, প্রতিক্রমে নবনবায়মান, অতুল্য হ্রলভ, এবং যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়স্বরূপ রূপ, নয়ন দ্বারা অনবরত পান করিয়া থাকেন ।” ৩৪৩ তথাহি শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—“হে আৰ্য্য ! অদ্য এই বৃন্দাবনভূমি ধন্য । আপ-নার পাদস্পর্শদ্বারা অত্রস্থ তৃণ-বীকৃধ, নৈস্পর্শ দ্বারা তরু-লতা, ক্রপাকটাক্ষ দ্বারা যমুনাদি নদীগণ, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, পক্ষিগণ ও মৃগগণ, এবং মহাবৈকুণ্ঠমহিষী বাহাতে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ, সেই ভূজাস্তর (বক্ষঃস্থল) দ্বারা গোপীগণ ধন্য ।” ৩৪৪ ইতি । এই শ্লোকের কারিকা ।—শ্রীবৃন্দাবন

‘অসমোর্জ’ ও ‘অননাসিদ্ধ’ এই দুই বিশেষণ দ্বারা, কৃষ্ণভিন্ন অন্য স্বরূপে যে তাদৃশ রূপ সর্ব্বদা হ্রলভ, ইহাই বলা হইল ॥ ৩৪৩—৩৪৪ ॥

ও শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের মধুর্য্যাদর্শনে নিরতিশয় সত্যচিহ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা-
 টিপের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা নিজেরই উৎকর্ষে পর্য্যবসায়িত
 হয় দেখিয়া, বলদেবকে নিমিত্ত করিয়া ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৩৪৫ অত-
 এব বলদেবের উৎকর্ষবর্ণন কখনই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। বলদেবের
 সহিত সখ্যাবাহেতু শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পরিহাস করিয়াই উহা বলদেবকে বলিয়া-
 ছিলেন। ৩৪৬ তোমার, ভুজাস্তর—বক্ষঃস্থল, তদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণ ধৃত। যৎস্পৃহা—
 নারায়ণের মহিম্বী হইয়াও লক্ষ্মী যে বক্ষঃস্থলের অভিলাষ করিয়া থাকেন। ৩৪৭
 সেই লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই আছে, কিন্তু পাইবার যোগ্যতা নাই। ৩৪৮
 লক্ষ্মী সর্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থলস্থা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্পৃহা করিয়া,
 স্ব-পতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ দেখাইলেন। ৩৪৯ এই প্রকরণে

লক্ষ্মীর কৃষ্ণস্পৃহাসম্বন্ধে পদ-
 পুরাণীয় উপাখ্যানের
 স্থলমর্দ।

একটি পদপুরাণের উপাখ্যান লিখিতেছি। ৩৫০—লক্ষ্মী

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অলোকনে তাহাতে 'লোলুপ
 হইয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার তপস্তার কারণ কি?'

লক্ষ্মী কহিলেন, 'আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার
 করিতে অভিলাষ করি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাহা বড়ই দুর্লভ।'
 লক্ষ্মী পুনর্বার বলিলেন, 'নাথ! আমি স্বর্ণরেখার শ্রম হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে
 অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।'
 লক্ষ্মীও স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৫১
 যথা ত্রীদশমে নাগপত্নীগণ বলিয়াছেন—'লক্ষ্মী পরম-সুন্দরী হইয়াও তোমার
 যে চরণেরগুরু অভিলাষে সর্বকামনা পরিত্যাগ ও নিয়ম ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল
 তপস্তা করিয়াছিলেন।' ৩৫২ ইতি। এই শ্রীকৃষ্ণের নামেরও মহিমা সর্বাপেক্ষা

অতিশয়রূপে কথিত হইয়াছে। ৩৫৩ যথা ত্রীত্রিকাণ্ড-
 নারায়ণ-নাম অুপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-
 নামের মহিমাধিকা।

পুরাণে—'বৈশম্পায়নকথিত পরম পবিত্র মহত-
 নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফললাভ হয়, ব্রহ্মাণ্ড-

পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের শত-নামের মধ্যে যে কোন একটি নাম একবার কীৰ্ত্তিত
 হইলে, সেই (তারতোক-সহস্র-নামের তিনবার পাঠের), ফল প্রদান করিয়া
 থাকেন।' ৩৫৪ স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—'যিনি মধুর হইতেও মধুর, যিনি

সর্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, যিনি সমস্ত বেদবল্লীই উপাদেয় ফল এবং চিদেক-
স্বরূপ, সেই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে অথবা অবহেলাপূর্বক একবারমাত্রও পরি-
কীৰ্ত্তিত হইলে, হে শৌনক ! তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিভ্রাণ করিয়া থাকেন ।” ৩৫৫

ইতি । অতএব স্বয়ং-পদের অভ্যাস- (পুনঃপুনঃ কথন-)
শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ।

নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংরূপ, ইহাই
উক্তাবতাদিগ্ৰন্থে ব্যক্ত আছে । ৩৫৬ যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—“শ্রীকৃষ্ণই
পরমেশ্বর । সৎ, চিত্ত ও আনন্দই তাঁহার শরীর । তিনি অনাদি ও আদি । গো-
পীলন, তাঁহার লীলা বলিয়া, তাঁহার একটি নাম ‘গোবিন্দ’ । তিনি নিখিলকারণের
কারণ ।” ৩৫৭ ইতি । যথাচ—“যে পরমপুৰুষ, রামাদিমূর্ত্তিসমূহে নিয়মিত শক্তির
অভিব্যক্তি করিয়া প্রপঞ্চে শ্রানান্ধ অবতাব করিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং
জ্ঞাবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি ।” ৩৫৮ ইতি ।

অতএব মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণও এই শ্রীকৃষ্ণের
‘নারায়ণ’ই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস,
শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস
‘নহেন’ এই নিজ
সিদ্ধান্ত স্থাপন
আর শ্রুতিসমূহেরও উহাই
তাৎপৰ্য্য ।

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার” ইত্যাদি । ৩৬১

যদি বল, ‘এই শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অবসানে
প্রাদুর্ভূত হন, আর সেই মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ
কিন্তু অনাদিসিদ্ধ, অতএব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস,
এ কথা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে ?’ ৩৬২ তাহা
বলিতে পার না । গোহেতু, শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি-
সিদ্ধ, তাঁহার জন্মলীলাও তেমনই অনাদি ; কেবল
স্বেচ্ছাবশতই প্রপঞ্চে পুনঃপুনঃ তিনি ঐ জন্মলীলা
প্রকট করিয়া থাকেন । ৩৬৩ তথাচ শ্রীভূতীয়ে—
“স্বীয় শাস্ত্ররূপ অর্থাৎ ভক্ত বহুদেবাদি, বিকৃত

মহাতারতীর আশুশ্রমসিক-পক্ষে সন্ধ্যাতার-সম্বন্ধি নামের এবং ব্রহ্মাওপুত্রাদি কেবল
শ্রীভূতাবতার-সম্বন্ধি নামের স্তোত্রন করা হইয়াছে । ৩৬৪-৩৬৫

ও ভয়ঙ্করাকার কংসাদি দৈত্য কৰ্ত্তৃক পীড়্যমান হইলে, অরণি (অগ্নিমধুনকাষ্ঠ) হইতে যেমন অগ্নি প্রকট হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত ষ্কেকের অবীশ্বর, দয়াব্রহ্মদয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ “অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি রূপান্তরের সহিত যোগপ্রাপ্ত হইয়া, নিজলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ।” ৩৩ ইতি ।

এই শ্লোকের কারিকা ।—স্ব—ভক্ত, স্ব এবং শাস্তরূপ, এইরূপ সমাস ; শাস্তি—ভগবনিষ্ঠবুদ্ধি, শাস্ত—ভগবনিষ্ঠবুদ্ধিশালী । ৩৬ স্বশাস্তরূপ—সেই বহুদেবাদি ও নন্দাদি (নিতাসিক) এবং সাধু (সাধক) । সেই বহুদেবাদি হইকে ভিন্ন—স্বশাস্তবিকল্প কংস প্রভৃতি অসুরাদি । স্বরূপ—স্বষ্ট অরূপ (স্ব + অরূপ = স্বরূপ) ; অরূপতা—বিকপতা, অর্থাৎ ভয়ানক ও অতিশয় বিকটাকার ।

স্বস্পষ্টই এই অর্থ কথিত হইয়াছে । ৩৬ অভয়দামন—সেই কংসাদি কৰ্ত্তৃক (সেই স্বশাস্তরূপ বহুদেবাদি), সর্বতোভাবে মহাভক্তি-প্রদান-পূর্বক পীড়্যমান, হইলে, যিনি দয়াব্রহ্মদয় হন । পর—মায়াসম্বন্ধবর্জিত গোলোকাদি । অধর—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল । সেই সকল পর এবং অবরের, ইশ—অধিনায়ক । ৩৭ মহান্—অতিশয় পরমমহত্তম । পরব্যোমনাথ এবং অষ্টব্যূহই সেই অতিশয় পরমমহত্তম । ৩৮ তন্মধ্যে পরব্যোমনাথের বাহুদেবাদি-চতুর্ভূহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের

চতুর্ভূহ যে অতিশয় উৎকর্ষশালী, তাহা সাধু-নামায়ণব্যূহ কৃষ্ণব্যূহেরই গণের সম্মত । এই সকল শ্রীকৃষ্ণব্যূহ, স্বীয় বিলাস-বিলাস ।

পরমব্যোমনাথব্যূহের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমন পূর্বক প্রাকৃত হইয়াছেন । ৩৯ অংগ—তাহার প্রসিদ্ধ অব-তার যে পুরুষাদি, আর শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হরগ্রীব, এবং অজিতাদি । ৩৯ তাঁহাদিগের সহিত, এই শ্রীকৃষ্ণ, যুক্ত—সর্বদা যোগপ্রাপ্ত, হইয়া, অবস্থান করেন । ৩৯ অতএব শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই অবতারাদির লীলা

প্রকট দেখা যায় । ৩৯ এই বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাই বৈকুণ্ঠনাথের লীলা । যেহেতু স্বাংশ-দ্বারেই সেই লীলা প্রকাশিত হয় । ৩৯ মথুরা

শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণাদির অস্ত-ভাবে ও নারায়ণাদি-লীলার প্রকাশ ।

১ দশমস্কন্ধে ৮৭তম অধ্যায়ে বর্ণিত কৃতিস্তবের তাৎপর্য্যগোচর এই শ্রীকৃষ্ণ ; এই নিমিত্ত দেবর্ষি নারদ নারায়ণাদিকে পরিত্যাগ পূর্বক দেখানে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ও দ্বারকাদিতে বাসুদেবাস্তি রূপে বাসুদেবদির যে সকল লীলা প্রকাশ হয়, তাহা ব্রজমধ্যেও বালুকৌড়া দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদামা গরুড় হইলে, শ্রীকৃষ্ণ চতুভুজ এবং তৎকালে দ্বাদশ আদিত্য ভ্রমসিয়া প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশবাহু হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন। ৩৭৪ তদ্রূপ দৈত্যসংহারিকা সঙ্কর্ষণলীলাও তিনি প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ এবং মনিকঙ্কর শ্রীমূর্তিসকল অদ্যাপি মাথুরমণ্ডলে বিরাজমান আছেন। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি এবং বরাহপুরাণাদিতে এই সকল মূর্তির কথা শুনা যায়। ৩৭৫ এইরূপে শেষশায়িকপ মূর্তিসমূহ দ্বারা মাথুরমণ্ডলে পুরুষলীলাসমূহের ওষধাযথ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ৩৭৬ শ্রীকৃষ্ণ যখন যখন সেই সকল লীলার আবিষ্কার করেন, পুরাণসমূহেও অমনি সেই সকল লীলার উপাখ্যান প্রচারিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ৩৭৭ ভগবান স্বীয় লীলায় যে সকল রামাদি রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল মূর্তি অদ্যাপি প্রতিমারূপে মাথুরমণ্ডলে বিরাজমান আছেন। ৩৭৮ গো-পরাক্ষের পয়োরশি দ্বারা ক্ষীরসমুদ্রের আবিষ্কার ও গোপগণকে দেবাসুর করিয়া, শয়ং অজিতরূপে সেই ক্ষীরবারিধি মস্থন করিয়াছিলেন। ৩৭৯ অতএব ব্রহ্মাও পুরাণে বলিয়াছেন— “যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপপতি, যিনি নরসং নারায়ণ, তিনিই ভগবান পুরুষোত্তম বন্দাবনবিশারী নন্দনন্দন। ৩৮০ যেমন মহাগ্নি হইতে শতসহস্র বিষ্ণুপীঙ্গ নিষ্কর্ত হইয়া পুনর্বার তাহাতেই লীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অগ্ন্যন্ত অনন্ত অবতারগণ পুনর্বার তাহাতেই একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।” ৩৮১ ইতি। এইরূপে পূর্বোক্ত-কারণ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের মহা-দংশের সহিত যোগ সিদ্ধ হইল। ৩৮২ অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ নর-শ্রীতা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সংগ্রহীর্ষা পুরুষ, আর কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত নারায়ণাল্লিঙ্গ অংশ হইতে আশ্রিত তত্ত্বলীলামাত্রাংশে সেই সেই মূনিগণ তত্ত্ব চরিত্রের অনুগামী হইয়া তত্ত্ব রূপে (নারায়ণাদিরূপে) শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন। ৩৮৩

উপোদাত-কথা সমাপন করিয়া পুনর্বার প্রকৃত ভগবানের অস্তিত্ব ও ভ্রমিদের অকিরোধ স্থাপন। বিষয় লিখিত হইতেছে। ৩৮৪ অঙ্গ—জন্মহী হইয়াও, জাত—জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ৩৮৫ যদি

‘বল’ একের অজ্ঞ ও জ্ঞানিত্ব বিরুদ্ধ হয় (অজ কখনই জন্মগ্রহণ করেন না, জ্ঞাত বস্তু কখনই অজ হইতে পারে না) । এই আশঙ্কার পরিত্যক্তার্থ বলিলেন, ভগবান্—অচিৎস্বার্থ্যবৈভব অর্থাৎ বাঁহার ঐশ্বর্য্যবৈভব কাইঙ্গুই বুদ্ধিগোচর হয় না । ৩৬ অনল যেমন তত্তৎস্থানে তেজোরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও কোন হেতু

জন্মাদিলীলার আবিষ্কার
কিরূপ ?

বশত মণি (পাষণবিশেষ) ও কাষ্ঠাদি হইতে প্রাচুর্য্য ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কখন কোন কারণ নিবন্ধন অদ্ভুত ও অনাদি জন্মাদিলীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন । ৩৭ স্বীয় লীলাকীর্তির বিস্তারহেতু সাধক ভক্তমণ্ডলীকে অশ্রুগ্রহ

জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের
মুখ্য ও গোণ কারণ ।

করিবার ইচ্ছাই, তাঁহার জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্যহেতু । ৩৮ আর ভয়ঙ্কর দানবদল কর্তৃক পীড়মান পূর্বাভিভূত বহুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপা ও যে তাঁহার প্রাচুর্য্যবৈভবের হেতু, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ৩৯ পৃথিবীর ভার-

হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার প্রাচুর্য্যবৈভবের আশ্চর্য্যক অর্থাৎ গোণ কারণ । ৪০ যদি কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠাভরে আর্জি হইয়া অদ্যাপি দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহা ভক্তজনের অদ্যাপি সেই সেই লীলা বর্ণন ।

লীলা তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ৪১ কোন কোন ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম, প্রেমভরে বিবশ হইয়া, অদ্যাপি বৃন্দাবনমুখে ক্রোড়াসক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন । ৪২

‘এখন তাঁহার পার্শ্বদগণও নিত্যমুর্জিত বলিয়া শাস্ত্রে ভগবৎপার্বদ ও ভগবানের উক্ত হইয়াছেন, তখন সেই সর্বৈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যমুর্জিত ও তদ্বিশয়ে নিত্যমুর্জিত, ইহাতে আপ বিচিত্রতা কি আছে । ৪৩ তথাপি শুভবাদনিষ্ঠ হেতুবাদীদিগের বাক্যারোধের

ভূতারহরণ ভগবৎপ্রাচুর্য্যবৈভবের মুখ্য কারণ হইতে পারে না । কারণ ভগবচ্ছতাবিষ্ট তীক্ষ্ণ জীবও ভূতারহরণে সক্ষম, তন্নিমিত্ত ভগবানের অবতার করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু ভক্তের আর্জি শাস্তি করিতে একমাত্র ভগবান্ই সমর্থ । ক্ষতদেব ও বহুলাংশ প্রভৃতির ন্যায় ভক্তজনকে নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা আনন্দপ্রদান এবং অত্যাচারী দানবদলের বিনাশদ্বারা বহুদেবাদি প্রিয়জনের প্রতি অশ্রুগ্রহ, এই দুইটি ভগবানের জন্মলীলাবিস্তারের মুখ্য কারণ ॥ ৩৯ ॥ ৪১ ॥

জন্ম পুরাণাদির বচন লিখিত হইতেছে ।^{৩৯৪} তথাপি, শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে বলিয়াছেন—“ভগবান্ ! তুমি অনন্ত এবং নিত্যানন্দবিগ্রহ ও নিত্যজ্ঞানতম । এই জগৎ তোমাতৈরী অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । অতএব জগৎ যদিও মায়া হইতে উদ্ভূত, সূতরাং নশ্বর, তথাপি তুমি যখন উহার অধিষ্ঠান, তখন অধিষ্ঠানভূত তোমারই গুণে উহা ঈৎ না স্নতস্ত্রেক গ্রায় প্রতিভাত হইতেছে ।”^{৩৯৫} শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও—“ভগবান্ শ্রীহরির রূপ অনাদেয় এবং অত্যাভ্য । উহার আবির্ভাব এবং তিরোভাবই হেহণ ও মোচন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ।”^{৩৯৬} শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—“জগৎপতি ভগবানের অবতার, মুক্তি, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং অহুভব, সুকলই নিত্য ।”^{৩৯৭} পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাস ও অশ্বরীষের সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্যাসবাক্য—“মধুস্থদন ! আমি লোচনদ্বারা তোমাদ্রক দর্শন করিতে ইচ্ছা করি । উপনিষদগণ সত্য, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ এবং জগৎপতি বলিয়া যাহাকে নির্দেশ করেন, নাথ ! সেই রূপ আমারে নয়নগোচর হউক ।”^{৩৯৮} শ্রীকৃষ্ণবাক্য—“তোমাকে আমার বদগোপিত স্বরূপ দেখাইব, দর্শন কর ।” “রাজন্ ! তৎপরে কিশোর-মুক্তি, নবঘনশ্রাম, গোপীগণপরিবৃত, গোপবালকদিগের সহিত হান্তপরাযুগ, কদম্ব-মূলে সমাসীন, পীতবসন গোপরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম ।”^{৩৯৯} সেই পদ্মপুরাণেই পরে বলিয়াছেন—“স্তদনন্তর ব্রহ্মাবনবিহারী, ভগবান্ মৃদুমধুর হান্ত করিতে করিতে তোমাকে বলিলেন, ‘তুমি অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্কিয়, শাস্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন, এই মে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর ভয় নাই ।’^{৪০০} বদগণ এই রূপকেই সর্ব্বকারণকারণ, সত্য, সর্ব্বব্যাপি, পরমানন্দ, চিদবন, শাস্ত এবং মঙ্গলময় বলিয়া থাকেন ।”^{৪০১} শ্রীশাস্ত্রদেবউপনিষদে—“আমার আদিমধ্যান্তশূন্ত, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ, অবয়ব এবং অদ্বয় ব্রহ্ম, এই রূপ, ভক্তি দ্বারা জানিতে পারা যায় ।”^{৪০২} ইতি । যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ স্বস্ত অরূপ (অদৃশ্য), কিন্তু মায়িক-নিভামুক্তিত্বের বিরুদ্ধে ।

আশঙ্ক্যবাক্য ।

বিগ্রহযোগে নয়নগোচর হইয়া থাকেন ।^{৪০৩} তথাপি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচন যথা—“আমি রূপবান্ বলিয়া

এই সকল শাস্ত্র, মুক্তি এবং মহদমুত্তর দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানাদিলীলা যে অনাদি, ইহাই প্রতিপাদিত করিলেন ॥ ৩৯২ ॥

আবির্ভাবক নিত্য হইলৈ আবির্ভাব্য লীলাও সূতরাং নিত্য হইবে, এই জ্ঞান আবির্ভাবক নিত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—“যখন উহার ইত্যাদি ॥ ৩৯৩—৪১৭ ॥

নেত্রগোচর হইয়া থাকি, ইহা তুমি মনে করিও না। আমি সকল কার্যে সমর্থ এবং জগতের গুরু। অতএব ইচ্ছা করিলে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে নাশ পাইতে বা অদর্শন হইতে পারি। ৭০৪ হে নারদ! সমস্তভূতগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি-যুক্ত রূপে আমাকে যে দেখিতেছ, এ আমার সৃষ্ট মায়া, আমাকে এ প্রকারে জানা তোমার উচিত নহে।” ৭০৫ ইতি। তথাচ পদ্মসুত্রে—“বেদ এবং স্মৃতি যাহাকে অকর্তা ও নাম-রূপরহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর ভগবান্ হরি।” ৭০৬ ইতি। এই বিষয়ের সমাধান যথা শ্রীবার্হদেবভাষ্যে—

উক্ত আশঙ্কাবাক্যের
সমাধান। রূপে বলিতে না পারায়, তিনি ‘অনামা’ বলিয়া এবং

রূপ অপ্রাকৃত হওয়ায় ‘অরূপ’ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। আর প্রকৃতিসম্বন্ধে শ্রীরির কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই-ই, এই জ্ঞান পুরাতনভাৱা সেই পুরাণপুৰুষকে ‘অকর্তা’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৭০৭ ইতি। এইহেতু মোক্ষধর্মের সেই বচন যোগ্যই হইয়াছে। ৭০৮ তথাহি—রূপী বলিয়া যেমন প্রাকৃত ব্যক্তি নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ভগবান্ ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, তুমি এরূপ নিশ্চয় করিও না। ৭০৯ ভগবান্ এই কথা বলিয়া রূপবস্তা থাকিতেও আপনার অদৃশ্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। আর এতদ্বারা স্বীয়-স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও দেখাইয়াছেন। ৭১০ সেই রূপের দর্শন এবং অদর্শনে আমার অকুণ্ঠিত

ভগবদিচ্ছাই ভগবৎকৃতি-
দর্শনের কারণ। ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়ে আবার স্বয়ং “ইচ্ছন মুহূর্ত্তান্শেষং” এই অর্কগদ্য বলিলেন। নশ্বেয়ং—

অদৃশ্য হইতে পারি। যেহেতু ‘নশ্’ ধাতুর অর্থ
অদর্শন। ৭১১ তথাপি আমাকে যে ভূতগুণে যুক্ত বলিয়া দেখিতেছ, এ মায়া,
আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি এ প্রকারে আমাকে জানিও না। ৭১২ মায়া-
শব্দে ফোন স্থানে চিচ্ছক্তিরও অভিধান আছে। ৭১৩

কোন কোন স্থানে মায়া-
শব্দের অর্থ চিচ্ছক্তি। “মায়াবান্ধী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিদ্বারা (চিচ্ছক্তি-

দ্বারা) যুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে ‘মায়াময়’ বলিয়া
থাকেন।” মধ্বাচার্য্য নিজকৃত বেদান্তভাষ্যে এই (চতুর্ধেদশিণা-উপনিষদের)
প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭১৪ তন্মধ্যে কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছায় ভগবৎকৃতির
প্রকাশের কথা সেই মোক্ষধর্মেরই বলিয়াছেন—“অনন্তর দেবদেব সনাতন

উক্ত 'যেচ্ছেকপ্রকাশ্য' অন্তরে অদৃশ্য হইলেও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন ।” ৪১৫ “তৎপরে বৃহস্পতি, ক্রোধপূর্বক

সবেগে ক্ষক (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) উত্তোলন করিয়া তদ্বারা আকাশকে অশিত করিতে করিতে রৌষভরে অগ্নি বিসর্জন করিয়া ছিলেন ।” ৪১৬ “এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন । কিন্তু কি নিমিত্ত বিভূ হরি, এই যজ্ঞে দর্শন প্রদান করিলেন না ?” ৪১৭ অনন্তর সেই মহীপাল উপরিচর বসু এবং সদস্রগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ সেই সুরাচার্য্যকে সর্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ।” ৪১৮ “হে বৃহস্পতি ! তুমি যাহাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছ, তিনি ক্রোধশূল, তুমি এবং আমরা তাঁহার দর্শনে সমর্থ নহি । তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান ।” ৪১৯ সেই মোক্ষদমন্যে একত, দ্বিত, এবং ত্রিত নামক ঋষিভ্রমের বাক্য— “অনন্তর সেই যজ্ঞের অবতীর্ণসময়ে বাগ্‌দেবী অলক্ষিতভাবে থাকিয়া ভগবানের আমন্ত্রণ সঞ্চার করিতে করিতে সিন্ধু এবং গভীর বচনে বলিয়াছিলেন ।” “হে তত্ত্ববর্ণ ! তোমরা জিজ্ঞাস্য, অতএব কি প্রকারে সেই বিভূকে দর্শন করিবে ?” ৪২০ ইতি । অতএব সেই ভগবান্ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ং-প্রকাশশক্তি দ্বারা ন্যয়নে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া নেত্রে, অভিরাজ্য হন না । ৪২১ “যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ভগবান্ স্বভাবত অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি (স্বরূপশক্তি) দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন । সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পুরমাত্ম্য হরিকে দেখিতে পারে ?” ৪২২ ইতি । পুণ্যপুরাণেও বলিয়াছেন— “ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্তূতরাগ্ অধোক্ষজ (অচাক্ষুষ) হইয়াও স্বীয়শক্তিপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের নয়নে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” ৪২৩ ইতি । ভগবানের যে বিগ্রহ সর্ব-

অন্য দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু বিভূ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন । ইহাতেই অধ্যাত্ম বৃহস্পতির ক্রোধ হইয়াছিল ॥ ৪১৮—৪২০ ॥

ভগবান্ কৃপাশক্তিদ্বারা ধাতৃবর্গের নয়নদ্বয়ে প্রকাশমান হইয়া থাকেন । কৃপাশক্তি ব্যতীত ভগবান্কে প্রকাশ করিতে নয়নদ্বয়ের সামর্থ্য হয় না । এতদ্বারা ভগবজ্ঞপের চিদ-ঘনতা সিদ্ধ হইল ॥ ৪২১—৪২৩ ॥

‘খ্যাপী’, ‘সে-ই বিগ্রহই’ পরিচ্ছিন্ন। অতএব একই ভগবদ্বিগ্রহের যুগপৎ সর্বব্যাপ-
কৃষ্ণের একদা বিরূপতা (সর্বব্যাপকত্ব ও পরি-
কত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব)।

‘চ্ছিন্নত্ব’ বিরাজমান রহিয়াছে। ৪২৪ খণ্ডা শ্রীদশমে—
“যাহার ‘অভাস্তরদেশ ও তৎপ্রতিযোগী বহির্দেশও নাই, যাহার পূর্ষ ও অপূর্ষও
নাই, যিনি জগতের অন্তর্বহির্দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন এবং যিনি জগন্ময়,
যশোদা সেই অবাক্ত, অধোক্ষজ, নরাকার, শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ-বোধে প্রাকৃত
বালকের ন্যায় রজ্জ্বদ্বারা উদ্ধলে বন্ধন করিয়াছিলেন।” ৪২৫ ইতি। এই দুই
শ্লোকদ্বারা দামবন্ধনসময়ে ব্রজরাজনন্দনের দ্বিধাপতাই অভিযাক্ত হইয়াছে। ৪২৬

সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুবাণসমূহেও সুস্পষ্টই
শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা।

শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা শুনিতে ‘পাওয়া যায়। ৪২৭
যথাত শ্রীপ্রথমে শ্রীনারদবাসিগণের উক্তি—“অহো! যদ্বংশ সার্তিশয় শ্রাব্য-
তম। অহো! মধুবন, অতীথ পুণ্যতম।” যেহেতু পুরুষোত্তম শ্রীকান্ত, স্বীয়
জন্মদ্বারা যদুকুলকে এবং বিহারদ্বারা মধুবনকে সংকৃত করিতেছেন।” ৪২৮ ইতি।
দ্বারকাবাসিগণের উক্তিতে বর্তমানকালের উপপাদক “অকৃতি” এই ক্রিয়াপ্রব-
শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। ৪২৯ শ্রীদশমে শ্রীশুকের উক্তি—
“যিনি জনগণের নিবাস বা আশ্রয়স্বরূপ, দেবকীতে যাহার জন্মের প্রসিদ্ধি,
যাদবগণ যাহার পরিকর, যিনি নিজ ভক্তরূপ বাহুদ্বারা অধঃক্ষেপে দূরে উৎসারিত,
স্বাবর ও জঙ্গম নিখিলপ্রাণীর সংসার বিনাশ এবং সুস্থিত শ্রীমুখদ্বারা ব্রজবনিতা
ও পুরবনিতা গণের কাম (প্রেম) বর্জন করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উৎ-
কর্ষের আবিষ্কারপূর্বক সর্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন।” ৪৩০ শ্রীকল্কপুরাণে
শ্রীমধুরাথের শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য—“বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ঐক-

দ্বারকালীলার অন্তর্গত হস্তিনাপুরাদিভীলা, এই নিমিত্ত পরবর্তী শ্লোকটি হস্তিনাপুর-
বাসিনী কুলরত্নশ্রীগণের উক্তি হইলেও দ্বারকাবাসিনীর উক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪২৮ ॥

যে ক্রিয়ার পূর্বে প্রারম্ভ হইয়াছে, কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় নাই, সেই ক্রিয়াকেই বর্তমান-
কালের ক্রিয়া বলে। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কোন না
কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সেই লীলা ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকায়, কোন কালেই সেই সেই
লীলার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব “অকৃতি” এই শব্দদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন
করিলেন। অতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-নিত্য ॥ ৪২৯—৪৩৪ ॥

দেবের সহিত ব্রজবালকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বাস ও বসন্তরৌ গণেব সঞ্চিত
ক্রোড়া করিতেছেন । ৪৩০ ইতি । যৎকালে নারদ-বৃষ্টিবিসংবাদ হয়, তৎকালে
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়া ; তথাপি “ক্রীড়তি” এই বর্তমান ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, কৃষ্ণদীপার
নিভৃত্য ব্যক্ত করিতেছে । ৪৩১ পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্বত্যের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-
বাক্য—“সেখানে কংকমিহন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, অহো ! সেই মধু-
পুরীই বজ্র । সেই স্থানে মুনি ও দেবগণ, সকলেই সর্বদা বাস করিতে অভিলাষ
করেন ” ৪৩২ ইতি ।

ব্রজবাসী, যাদবগণ, এছা, ইন্দ্র, কুবেরতনয় নল-
লীলাপরিকববর্ণ ।

কুবর-মণিগ্রীব প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি মুনিগণ,
কেশি প্রভৃতি দানবগণ, কাদির প্রভৃতি নাগগণ, এবং আচ্ছাদ প্রভৃতি যক্ষগণ,
ইহারা সকলেই লীলাপরিকর । ৪৩৩

‘প্রকট’ ও ‘অপ্রকট’ ভেদে সেই লীলা দ্বিবিধ । ৪৩৪
লীলা দ্বিবিধ—প্রকট
ও অপ্রকট ।

লীলা দ্বারা সর্বদাই ক্রোড়া করিতেছেন । কদাচিত্ত
তিনি সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বপরিবারের সহিত জগদন্তরে
প্রাচুর্ভূত হইয়া জন্মাদিলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন । ৪৩৫ সেই লীলা-নাট্যী শক্তিই

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে সেই সকল পরিকর-
লীলাপরিকরণের ভগবৎ
প্রতিকূল্যের কারণ ।

দীর্ঘকৃত সেই সেই (অনুকূল ও প্রতিকূল) স্বভাব
উদ্ভাবিত করিয়া দেন । ৪৩৬ প্রপঞ্চের গোচর হইলে,
সেই লীলাকে ‘প্রকট’ লীলা বলে । তত্ত্বের আর
সমস্তই ‘অপ্রকট’ লীলা । এই অপ্রকট লীলা প্রপঞ্চের
প্রকট ও অপ্রকট লীলার
লক্ষণ ।

গোচর হয় না । ৪৩৭ তন্মধ্যে প্রকট লীলাতেই
শ্রীকৃষ্ণেব গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে । ৪৩৮ যে যে
লীলা-গোকুলাদির অন্ততম স্থানে অপ্রকট হয়, সেই সেই লীলা সেই গোকুলা-
দিরই অদৃশ্য প্রকাশমধ্যে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই “জয়তি জননিবাসঃ”
ইত্যাদি শ্লোকসমূহ বারংবার প্রকাশ করিতেছেন । ৪৩৯

নিতাধামে লীলাপরিকরব মধ্যে যে দুমুখাদির উল্লেখ হইল, তাহারা সকলেই
অপ্রাকৃত ॥ ৪৩৪—৪৩৭ ॥

ব্রহ্মার আদেশে দেবদ্বির অংশপরম্পরা অবতরণ
প্রকটলীলার আরম্ভপ্রকার ।

করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বসুদেবাদির অংশ স্বর্গস্থিত
যে কণ্ঠপাদি, তাহার নিত্যলীলাস্থিত বসুদেবাদি অংশীর সহিত সাক্ষ্য লাভ
করিয়া, শূর প্রভৃতি হইতে মথুরাতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন । ৪৪১ মুহুর্তক্ষণপীতি
নারায়ণ যাহার বিলাসমুর্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, মথুরায় আবির্ভাবের
অভিলাষী হইয়া প্রথমত সঙ্কষণব্যাহের আবির্ভাব করেন, তাহার পর সেই ৪৪২
মেঘর আপনার অন্তরস্থিত প্রহ্ম ও অনিরুদ্ধ নানক আর দুইটি ব্যাহফে যথা-
সময়ে আবিষ্কৃত করিবেন স্থির করিয়া আনকদ্বন্দ্বিভব হৃদয়ে প্রকট হন । ৪৪২
অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারওরণার্থ বৈবস্বত-মনস্তরীয় অষ্টাবিংশ-
চতুর্গুণের স্বাপরশেষে ক্ষীরোদুশাষী অনিরুদ্ধ বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণকপের
সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া, আনকদ্বন্দ্বিভব হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট
হন । ৪৪৩ দেবকীর বাৎসল্যকপু প্রেমানন্দায়ুতদ্বারা লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই
দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের স্থায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধির আবিষ্কার করেন । ৪৪৪ অনন্তর
ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে মহানিশায়, এই শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয় হইতে
তিরোহিত হইয়া, কংসকারাগারস্থ স্থতিকাগৃহে তাহার শয্যায় আদিভূত
হন । ৪৪৫ জননী প্রভৃতি ইহাই মনে করেন যে দৌকিক রীতিতেই শিশু পরম
সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ৪৪৬ এই শ্রীকৃষ্ণ, কি দ্বিভূম কি চতুর্ভূজ, উভয়রূপেই

শ্রীকৃষ্ণ কপন কখন চতুর্ভূজ
হইলেও, তদ্বাচ্য তাহার
কৃষ্ণবর্ণের হানি
হয় না ।

মল্লযোের স্থায় চেষ্টা, গুণ এবং তদনুযায়ী প্রভাবের
অনুবর্তন করেন, সূতবাৎ কখনই কৃষ্ণত্ব পরিত্যাগ
করেন না । ৪৪৭ তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজ-রূপকেই
প্রধান বলিয়াছেন । কিন্তু মহেশ্বর্য্য গূঢ় বা আচ্ছাদিত

থাকে বলিয়া, কোন কোন স্থানে দ্বিভূজকে অপ্রধানের স্থায় কীর্তন
করিয়াছেন । যেহেতু ‘নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ়’ এইরূপ খ্যাতি আছে । ৪৪৮ অনন্তর
বসুদেব, মহাক্ষন যশোদার গৃহে প্রবেশ পূর্বক, সেই স্থানে নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে
রক্ষা করিয়া, সেই যশোদার কন্যাকে লইয়া নিঃসৃত হন । ৪৪৯ এইরূপে সেই এই
শ্রীকৃষ্ণ, যুগাদিকাল হইতে যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজমান থাকায়, প্রকট-

১. সপ্তমস্কন্ধে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, ‘হে মহারাজ ! নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ় হইয়া
তোমাদিগের গৃহে বাস করিতেছেন’ ॥ ৪৪৮ ॥ ৪৪৯ ॥

লীলায় দেবকীর আশ্রয় সেই যশোদাকেও দ্বার কলিয়া আবির্ভূত হইলেন।^{১৪০০} অনন্তর বজ্ররাজরূত উৎসবে প্রকট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে বাল্যাদি-
লীলা প্রকাশ করেন। তিনি কোটি কোটি অপ্রকট প্রকাশেও এই সকল লীলা
করিতেছেন।^{১৪০১} প্রেষ্ঠজনের আনন্দপ্রদ এবং নিজেরও চমৎকারকারক সেই সেই
লীলার উল্লাসদাবী। শ্রীলীলাপুস্তকোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বজ্র বিলাস করিয়া থাকেন।^{১৪০২}
নন্দ-যশোদার অসমোদ্ধ বাৎসল্য-বশে ভগবান্ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদিগের
পুত্র বলিয়াই জানেন।^{১৪০৩}

এই প্রকরণে কোন কোন পুৰাতন ভাগবতগণ
বহুদেবগৃহে প্রথমবাহু বাস-
দেবের, অর্থাৎ নন্দগৃহে প্রথম-
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবি-
র্ভাব হইয়া কোন কোন
ভাগবতের মতন।

এই প্রকরণে কোন কোন পুৰাতন ভাগবতগণ
বহুদেবগৃহে প্রথমবাহু বাস-
দেবের, অর্থাৎ নন্দগৃহে প্রথম-
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবি-
র্ভাব হইয়া কোন কোন
ভাগবতের মতন।
গমনপূর্বক, যশোদাকে স্তূতিকাগারে প্রবেশ কলিয়া,
কেবল স্তূত্র একট কল্যাণি দেখিতে পাঠিলেন। তিনি সেই কল্যাণিকে লইয়া,
মধুরায় আগমন করিলেন। ক্রমিক বাসুদেবও লীলাপুস্তকোত্তমে প্রবিষ্ট হই-
লেন।^{১৪০৪} এত বিষয় অতীত রহিয়া বসিয়া, শ্রীশুকদেবাদি কথাক্রমে সেই সেই
স্থানে বলেন নাই। কিন্তু প্রসিদ্ধবশত কোন কোন স্থানে স্মৃতি করিয়া-
ছেন।^{১৪০৫} মগা স্তোত্রাদি—“মহাত্মা নন্দ আয়ুজ উৎপন্ন হইলে একান্ত আনন্দিত
হইয়াছিলেন।”^{১৪০৬} তথা সেই দৃশ্যমই বলিয়াছেন—“উদ্ধারচৈত্যা নন্দ প্রবাস
বহতে আগমন করিয়া, নিজ পুত্রকে লইয়া তাঁহার মন্তকোত্তরণপূর্বক পরমা-

• যৎকালে দেবকীদেবী চতুর্ভুজরূপ সংবরণ করিতে প্রার্থনা করেন, তৎকালে ভগবান্
চতুর্ভুজরূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদায় হৃদয়স্থিত দ্বিজরূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন ;
ইহাই ঐবক্ষ্যবতোষণসম্বন্ধতঃ । “ব্রজোঃ-সংবক্ষ্যতোঃ-সদ্যো-বহুব-প্রাকৃতঃ শিশুঃ” ভা.
১-৭৭৬ এই শ্লোকের ভাষ্যদেখ। অতএব এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দ্বার করিয়া
তাঁহার হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোদাকে দ্বার করিয়া তদীয়-হৃদয়স্থ দ্বিজরূপে আবি-
র্ভূত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বহুদেব যশোদার হৃদয়ের ধন দ্বিজমূর্ত্তি তাঁহার শয্যায়
রক্ষা করিয়া তদীয় গর্ভমন্ত্ৰতা যোগমায়ায়াকে কংসবধনার্থ আনয়ন করেন ॥ ৪৫০—৪৫৬ ॥

এই শ্লোকে ‘আয়ুজ’ ও পববর্তী তিনটি শ্লোকে ‘সপুত্র, গোপিকামৃত এবং পশুপাস্কজ’ এই
তিনটি শ্লোক দ্বারা শীকস দেবায় যেন পুত্র, ইহাও বক্ষ্যবতোষণসম্বন্ধতঃ ॥ ৪৫৭-৪৬০ ॥

‘নন্দ’ লাভ করিয়াছিলেন।” ৪৫৮ তথাচ—“এই ভগবান্ গোপিকাসুত দেহাভি
মানীদিগের সখলভা নহেন।” ৪৫৯ তথাচ সেই দশমে শ্রীব্রজস্তুতিতে উক্ত হই-
য়াছে—“ঘাহার কণ্ঠে বনমাল্য, বামপাণিতে দশোদনগ্রাস, বামকক্ষে বেত্র ও
শুঙ্গ, জঠরপটসন্ধিতে বেণু, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেথারূপা শ্রী এবং পদতল অতীব
কোমল, সেই পশুপাঙ্গজ (নন্দাসুসুত) শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ-পাসন্ন করিবার নিমিত্ত
আমি স্তুতি করি।” ৪৬০ তদনুসঙ্গ শ্রীযামলের বচনও উদাহরণ করিয়া থাকেন—
“যদ্বংশসুত কৃষ্ণ অস্ত্র (পৃথক্), যিনি পূর্ণ, তিনি ইহার পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব।
তিনি বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না। ৪৬১ তিনি সর্ব-
দাই দ্বিভুজ, কোনকালেই চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত
মিলিত হইয়া, সর্বদা বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।” ৪৬২ ইতি।

শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণবালীলা ও
দ্ব্যস্তবালীলা।

অনন্তর প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরপুত্রতা
আচ্ছাদন ও স্বীয় বহুদেবপুত্রতা প্রকাশ করিয়া
মথুরায় গমন করেন। যে বাহুদেব, দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ,

উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৪৬৩ শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরীতে মধুপুরের সেই সেই

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ—যদ্বংশসুত অর্থাৎ বহুদেবনন্দন বলিষা বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ, অস্ত্র—
অস্ত্রপ্রকাশ। ইহাব পব যে প্রকাশ, পূর্ণ—পূর্ণতম, বলিষা বিখ্যাত, তিনি অপ্রকটপ্রকাশে
বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না, অর্থাৎ অপ্রকট প্রকাশে বৃন্দাবনে
অবস্থিতি করিয়া, প্রকট-প্রকাশে মধুপুরী গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬১ ॥

এই পুৰাতন ভাগবতগণের মতে গ্রন্থকারের সন্দেহ নাই। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন
করিলে, ব্রজবাসিনীদিগের বিবাহ, মৃত্যু, পিতা এবং প্রেয়সী গোপীদিগের সাধুনর্থ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
ব্রজে উদ্ধবের প্রেষণ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ ব্রজবাসিনীদিগের বৃক্ষক্ষেত্রে গমন, দন্তবজ্রবধানস্তর শ্রীকৃষ্ণ
পুনরবার ব্রজে আগমন, এই সকল বর্ণনা অনর্থক হইয়া যায়। ‘গদ্য এ কথা বল, যখন
আদিবাহু বাহুদেব নন্দ-নন্দনব অন্তত্বের হইয়াছেন, তখনই সেই নন্দনন্দনের মথুরাদি
গমনের বাধা কি? অতএব অন্তর্গতাদিবাহু নন্দ-নন্দনই মথুরায় গমন এবং তিনিই পুনরবার
দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন করেন? তাহাও বলিতে পাঠা যায় না। কারণ তাহাতে যামল
বচনের সঙ্গতি হয় না। ‘অতএব অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিভ্রমণ না করিয়া,
সর্বদা একেই ক্রীড়া করেন। প্রকট-প্রকাশে, ব্রজ হইতে পুরীতে গমন করিয়া থাকেন।
এইকপ সিদ্ধান্তে কোন প্রস্তাবই অসঙ্গতি হয় না। অতএব যামলবচন অপ্রকটলীলাবিশেষক
ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

লীলা প্রকাশ করিয়া, আত্মার দ্বারকায় সেই সেই লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, দ্বারকায় গমন করেন । ৪৬৪ শ্রীকৃষ্ণ, সেই দ্বারকায় প্রহ্লাদ-নামক তৃতীয়বারের প্রকটন করেন । যাহা হইতে অনিৰুদ্ধ-নামক চতুর্থ-দ্বারকায় ৩য় ও ৪র্থ ব্যাহরণ ব্যাহরণ প্রকাশ হয় । ৪৬৫ এইরূপে দ্বারকাতেই এই ব্যাহরণ চতুষ্টির অতীত চমৎকারজনক বহুবিধ বিবাহাদি লীলাও বর্ণিত আছে । ৪৬৬ প্রকটলীলায় ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনমাস একটেলীলায় ব্রজে তিনমাস বিরহ হইয়াছিল । তাহাতেও আবির্ভাবসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের 'বিস্কৃতি' হইত । তিনমাসের পর তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ 'সঙ্গতি' হইয়াছিল । ৪৬৭ এই শ্রীকৃষ্ণের 'আবির্ভাব' ও 'আগতি' হেতু সেই 'সঙ্গতি' দুই প্রকার । ৪৬৮ তন্মধ্যে আবির্ভাব—বিরহজনিত কান্তির উদ্দেশ্যে যে সকল প্রেষ্ঠজনের চিত্ত অধীর হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ বাণ হইয়া হঠাৎ তাহাদিগের সমক্ষে প্রাক্তভূত হন । ৪৬৯ সেই প্রেষ্ঠজন, যে অবধি উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণ করেন, তদবধি বনমালীর ব্রজে প্রাক্তভাব হয় । ৪৭০ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রাক্তভাব, দুহিষ্ণুপুত্রাদিতে নানারূপে বাগ্‌বাণ বর্ণিত আছে । ৪৭১ যৎপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবস্থিত হইয়া বিহার করেন, তৎকালে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন । ৪৭২ অথ আগমন—

স্বজনবর্গের প্রতি প্রেম এবং নিজবাক্যের সত্যতা-
আগতি ।
দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রথাদিতে অধিকতর হইয়া,

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে প্রথমবারেই কৃষ্ণ ছিল ; দ্বিতীয় সঞ্চরণ, তৃতীয় প্রহ্লাদ এবং চতুর্থ অনিৰুদ্ধ এই ব্যাহরণে ৪৬৬—৪৭১ ॥

গদি বল, মথুরাগমনের তিনমাসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ নয়নগোচর হইলেন, কেবল যে নয়নগোচর হইলেন, তাহা নহে, ব্রজবাসীগণ একপ অনুভবও করিতে লাগিলেন যে, তাহার সহিত বিহার করিতেছি । অচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের এই আকস্মিক দর্শন ও সখিলন লাভের পর হইতে তাহার মথুরাগমনসম্বন্ধে ব্রজবাসীগণের মনের কিরূপ ভাব উপস্থিত হয় ? এই আকস্মিক বর্তমান প্রেক্ষার অবতারণা করিয়া গ্রন্থকাব বলিলেন, আবির্ভাবের পর হইতে ব্রজবাসীগণ মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র গমন করেন না, যে যে স্থানে পাই, তিনি মথুরায় যান, সে স্থানই তাহার সঙ্গমস্থল । ৪৭২—৪৭৩ ॥

পুনর্বার আপনার প্রিয় গোষ্ঠে আগমন করিয়া থাকেন। ৪৭৩ শ্রীকৃষ্ণের স্বাধীনতা, যথা শ্রীদশমে—“নিজের মথুরাগমনে সেই গোপীদিগকে ত্র্যদশ স্থানান্তিতা দেখিয়া, ‘আমি শত্রুই অসি’ এইরূপ প্রেমযুক্ত দূতবাক্য দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।” ৪৭৪ তথা—“হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরা সুহৃদগণের স্বতঃস্ফূর্তন করিয়া সুহৃদস্থিত জ্ঞাতিবর্গ আপনাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অচিরেই ফিরিয়া আসিতেছি।” ৪৭৫ ইতি। নিজের প্রিয়তম যত্নময়ী উদ্ধবদ্বারাও পুনর্বার এইবাক্যের অনর্দিষ্টতা তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৪৭৬ যথা সেই দশমেই—“নিখিল যত্নকুলেব” প্রীতিকুল কংসকে রঙ্গস্থলে সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাহা বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের সমাপে সমাগত হইয়া তিনি অতিশয়ই তাহা সত্য করিবেন।” ৪৭৭ ইতি। দারিদ্র্যবাসিগণের বচনে সেই শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সত্যতা প্রকটিত হইয়াছে। ৪৭৮ যথ শ্রী প্রথমে—“ভো অম্বজাঙ্গ! আপনি যখন সুহৃদগণকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুরু অথবা মধু দেশে গমন করেন, তখন আমাদিগের ক্ষণকাল কোটিবর্ষ বলিয়া বোধ হয়। হে অচ্যুত! স্বাধীন ব্যতীত যেমন নয়ন অন্ধ হইয়া যায়, তোমাকে না দেখিয়াও আমাদিগের তাদৃশী অবস্থা হইয়া থাকে।” ৪৭৯ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—“ভো অম্বজাঙ্গ! সুহৃদগণের—নন্দদির, দেখিবার ইচ্ছায়, অপসরণ—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরে গমন, করিয়াছিলেন। মধু—মথুরা। সে সময় মধুপুরীতে সুহৃদগণ বিদ্যমান না থাকায় মথুরা-শব্দে সুস্পষ্টই মথুরামণ্ডলটুকু একটুকুই বুঝাইতেছে। ৪৮০ রথাধিকৃত হইয়া মথুরায় গমনপূর্বক, দত্তবক্রকে নিহত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, এ কথা পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট উক্ত আছে। ৪৮১ সেই পদ্য ও পদ্য যথা—“শ্রীকৃষ্ণ ও সেই দত্তবক্রের নিধনসাধনান্তে ধর্ম্মনা উত্তীর্ণ হইয়া, নন্দব্রজে গমনপূর্বক, উৎকণ্ঠিত মাতা এবং পিতাকে অভিবাদন ও আশ্বাস প্রদান করিলে, স্ট্রাহারাও অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তিনি গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম ও আশ্বাসপ্রদান করিয়া, বহুবিধ রত্ন বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা তদ্রূপ সকলকেই পরিতৃপ্ত করিলেন। ৪৮২

কালযশনবধের পর শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াপ্রভাবে সমগ্র মথুরাবাসীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া ছিলেন। ইতিবাং এখানে মথুরা বলিতে ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র তকগণে পরিবৃত্ত রমণীয় যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এইরূপে গোপবেশ প্রভৃ, রমণীয় লীলানন্দ এবং বহুবিধ প্রেমরস আশ্বাদন করিতে করিতে, ছইমাস বন্দাবনে বাস অর্থাৎ প্রকটলীলা করিলেন । ১৮৫৩ ইতি । ইহার কাবিকা । — “উদ্যোগ” এই পদদ্বারা যে উত্তরণের বিষয় বর্ণনা হইয়াছে, সেই উত্তরণের অর্থ আপন অর্থাৎ অবগাহন । ছইমাস বন্দাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মানপার্ককুই ব্রজে আগমন করা উচিত । ১৮৫৪ অতএব প্রকটলীলাতেও অতি অল্পকালই বিরহ হইয়া থাকে । এই হেতু ধামত্রে অর্থাৎ চণাকুন্ড, মধুপুর এবং দারকায়া, শ্রীকৃষ্ণ সন্মুখাই বিহার করিতেছেন । ১৮৫৫

ব্রজলীলার নিত্যতা ।

পদ্মপুবাণে ব্রজাগমনকাল যেকপ বর্ণিত আছে, তাহাতে আব একটি বহুশিধ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় । ১৮৬৬ তথা— “অনন্তর স্ত্রীপুত্রাদিব সহিত তত্র নন্দগোপাদি এবং পুণ্ড, পক্ষী ও মৃগাদি, যত্নেই বাসুদেবের ওন্দাদে দিব্য-মাপ ধারণ ও বিমানে আরোহণ করিয়া পরমবৈকুণ্ঠলোক লাভ করিলেন ।” ১৮৬৭ ইহার ছইটা কাবিকা । — ব্রজে-স্বর্গাদির অংশ যে দোণাদি স্বর্গে গণ্য করিয়াছিলেন, নন্দাদিব অংশ দোণাদিব বৈকুণ্ঠে গমন ও অংশ নন্দাদিব ব্রজের অপ্রকট লক্ষণে অবস্থান ।

করা যায় । ১৮৭০ তথা— “তদনন্তর দেবরাজ শেখা-অংশে সহিত অংশে সাযুজ্য ও আতাপ্রাপ্ত, সতপ্রতিজ্ঞ লক্ষণকে সর্বসমক্ষে মধুর-কাষাবদানে পুনঃস্বা অংশে বচনে বলিলেন । ১৮৭১ ইতি কহিলেন । হে লক্ষণ ! শীঘ্র গাত্রোথান করিয়া স্বীয় পথে আরোহণ কর ।

যেমন সঙ্কর্যবাহ লক্ষণ, শ্রীব্রজের সহিত অবতীর্ণ হইলে, পাতালতলস্থ ভূধারী শেষ ভাহাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পরে দেবকার্য্য নিবৃত্ত হইলে, শেষ, লক্ষণ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পাতালে, এবং লক্ষণ বৈষ্ণবপদে গমন করেন ; তদ্রূপ ব্রজেশ্বরাদির অংশ দোণাদি প্রকটলীলায় ব্রজেশ্বরাদিতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পবে প্রকটলীলার সমাপ্তি হইলে ব্রজেশ্বরাদি হইতে নিষ্কান্ত হইয়া স্বীয়পদে গমন এবং ব্রজেশ্বরাদি অপ্রকটপ্রকাশে অবস্থান করেন । অতএব ভগ্নীতে অংশের যোগ ও তাহা হইতে নির্গম, শাস্তিসিদ্ধ । ১৮৭০—১৮৭১ ॥

হে বীর ! হে রিপুনিহন ! তুমি দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, এক্ষণে স্বীয় সনাতন পরমঐশ্বর্য্যবপদে গমন কর । তোমার মূর্ত্তি, ফণামণ্ডল-বিরাজিত শেখ ও সমাগত হইয়াছেন ।” ৪২২ ইত্যাদি । তদনন্তর—“দেবগণে পরিবৃত দেবদ্বাজ, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, ভূভারধারণক্ষম শেষকে পাতালে প্রস্থাপিত করিয়া; পরমাদরে লক্ষ্মণকে মানে আর্বোপণ করাইয়া, স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন ।” ৪২৩ ইতি ।

শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে, দ্বাবকার লীলা অপ্রকট করিতে দ্বারকালীলার নিত্যতা ।

ইচ্ছা করেন, তৎকালে, মুনিশ্যাপাদিক্রপা মায়ী প্রকাশ করিয়া থাকেন । ৪২৪ দেবদিগর অংশাবতরণ-সময়ে যাহারা যত্নগণে অবতীর কপি-
যাছিলেন, ক্ষীরোদনাথ সেই সকল দেবতার সহিত স্বধামে গমন করেন । ৪২৫
আর নিত্যলীলার পরিচয় যে, যাদবাদি, তাহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার
কৌড়া করিয়া থাকেন । ৪২৬

মাধুব ও দ্বারকা ভেদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বিবিধ ।
মাধুব, দ্বারকা, গোকুল তন্মধ্যে গোকুল এবং মধুপুরী ভেদে মাধুব ধাম ও
ও গোলোক ।

বিবিধ । ৪২৭ গোলোক বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, তাঁহা
গোকুলেরই বিভূতি । যথা ব্রহ্মসংহিতায় সেই গোলোকের কথা শ্রবণ করা
যায় । ৪২৮ “গোলোক-নামক স্বীয় ধাম এবং তন্নিম্নস্ত যথাক্রমে হরি, শিব ও দেবীর
সেই সেই ধামে যিনি সেই সেই প্রভাবাতিশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, আমি সেই
আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি ।” ৪২৯ ইতি ; সেইরূপ অগ্রেও কহিয়াছেন—

“যে গোলোকে সকল কান্তাই লক্ষ্মীরূপা, কাঁচ পরমপুরুষ, ব্রহ্ম কল্পতক, ভূমি
চিন্তামণিগণময়ী, জল সমুদ্র, স্বাভাবিক কথাই গান, স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, বংশী
প্রিয়সখী এবং চন্দ্রাদি জ্যোতি ও রস-গন্ধাদি ভোগ্য বস্তু, চিদানন্দময়, যেহেতু
উহারা পর অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই অংশভূত । ৪৩০ যে স্থানে সুরভীসমূহ হইতে সেই
বিপুল ক্ষীরসাগর নিঃসৃত হইতেছে, আর যেখানে নিমেষার্দ্ধ-নামক কালগতিও
পরিচক্ষিত হইয় না, আমি সেই শ্রেষ্ঠত্বীপের ভজনা করি ।” পৃথিবীতে বিবল-

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে, ক্ষীরাকিনাথ অনিরুদ্ধ তাঁহাতে এবং দেবদিগর অংশও যাদবাদিতে
প্রবিষ্ট হ’ল । পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অন্তর্দ্বান করিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিষ্কাশ
ক্ষীরোদনাথ, যাদবগণ হইতে নিষ্কাশ সেই দেবতাদিগর সহিত, পুনর্ব্বার স্বপদে আরোহণ
করেন ॥ ৪৩৫—৪৩৭ ॥

গোকুলের অপ্রকট প্রকাশকে গোলোক বলে ॥ ৪৩৮—৪৪০ ॥

প্রচার কতিপয় সাধু যাহাকে 'গোলোক' বলিয়া জানেন।"৫০১ ইতি।

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্যহেতু গো-
লোকে গোকুলের বৈভব বলা হইল।"৫০২ যথা

পাতালখণ্ডে—“বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী মধুপুরী
ধন্য। এই মধুপুরীতে একদিনমাত্র বাস করিলেও ইরিত্যক্তি সজ্ঞাত হয়।"৫০৩

অবোধা, মথুরা, মায়া (হবিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতী,
এই সাত পুরী শ্যামদায়িনী।"৫০৪ হে দেবি! এই সাত পুরীর মধ্যে মাথুর-
মণ্ডল সর্বোৎকৃষ্ট। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মাথুরের মহিমাতিশয় শ্রবণ কর।"৫০৫ ইতি।

মাথুর যে নিত্যলীলাস্থান, ইহা পূর্বেই দেখাইয়াছি।
মথুরামণ্ডলের নিত্যতা।

অতএব পদ্মপুরাণেও এই মাথুররূপের নিত্যতা বলি-
য়াছেন।"৫০৬ “আমার মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা, গোপকন্যা এবং গোপবালক,
ইহাদিগকে নিত্যরূপ বলিয়া জানিবে।"৫০৭ ইতি। সেই ভূমিদ্বারা অদ্ভুত

মাথুরমণ্ডল পরিচ্ছিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের লীলাস্বারে
পরিচ্ছিন্ন হইলেও লীলাস্বারে
মথুরামণ্ডলের বিস্তার
ও সঙ্কেত।

মণ্ডলেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যাপ্তি হইয়া
থাকে। ব্রহ্মা এই বৃন্দাবনের চতুর্শ্লোক-নামক প্রদেশে

তাহা অল্পতব করিয়াছেন।"৫০৮ অতএব রাসলীলাসময়ে সেই যমুনাপুলিনে যে
শতকোটি গোপী পরিমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?৫০৯

স্ব-স্ব লীলাপরিকর ভক্ত ভিন্ন অত্র কেহই যাহাদিগকে দেখিতে পায় না, তত্তল্লীলা-
দির অবসরে যাহাদিগের আবির্ভাব হওয়া উচিত,"৫১০ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে,
এক সময়ে একস্থানে থাকিয়াও যাহারা পরস্পর নিশ্চয়ই সঙ্কথা অসংপূর্ণ,"৫১১
আর যাহারা কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলাদ্বারা বিভূষিত, সেই সকল পর্বত, গোষ্ঠ ও

এই মোকে ও পুন্সবতী দুই মোকে গোলোকের সর্বোর্ধ্বে অবস্থিত এবং অসাধারণ মহিমা
দেখাইলেন। নিমেষাঙ্ক নামক কালগতিও পরিচ্ছিন্ন হয় না—এ কথাব ভাবার্থ এই যে, পল,
বিপল, অনুপল, স্তম্ভ, প্রহর, দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব বা কালবিভাগ ভগবদ-
ধামের অন্যান্য প্রকারেই আছে, গোলোকে নাই। যেতদ্বীপ—মায়াগন্ধশূন্য বায়ুমা যেত,
আর সর্বোর্ধ্বে বলিয়া বীপ। নতুবা উহা যে অনিচ্ছাদেবের ক্ষীরমাগরমধাহ ধাম, তাহা
নহে ॥ ৫০১—৫১৬ ॥

‘বর্নাদিব বহুবিধ কণ সর্বত্র মিত্যমান-রহিয়াছে।’^{১১৩} তিন শ্লোকে কুলক’, দর্শনে
অধিকারী ও অনধিকারী, উভয়বিধ ব্যক্তিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রদেশসকল
কৃষ্ণলীলাস্বিত হইলেও কখন-কখন শূন্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন।^{১১৪}
অতএব প্রভুর পবিকর, ধাম এবং সময়ের অচিন্ত্যপ্রভাব হেতু এই শ্রীকৃষ্ণে
কিছুই চর্য্যট হয় না।^{১১৫} নিচক্ষণগণ দ্বারকাতেও—প্রভুর লীলাদি এতাদৃশ

অচিন্ত্যপ্রভাব বলিয়া জানিবেন।^{১১৬} যথা গেহা-
মথুবামণ্ডলের ন্যায় দ্বারকারও
নিত্যত্যাগি।

স্ববর্ণমাতেই অশেষ অন্তর্ভাব নাশ এবং সর্ববিধ ম-
লের মঙ্গলত্ব সাধন কবেন, হে মহাবাজ। সেই শ্রীমৎ ভগবদালয়-পরিভ্রমণ
কবিয়া, সমুদ্র অপব দ্বারকাবিভাগকে ক্ষণমধ্যে জলপ্লাবিত করিয়াছিলেন। যেহেতু
ভগবান্ মধুসূদন দ্বারকায় নিতাই সন্নিহিত আছেন।^{১১৭} ইতি। অনন্তর একই
ভগবদালয়ে একই সময়ে যেমনাবিধ কপের ও সময়ের বৈচিত্র্যী, ভগবদালয়
দ্বারকাধামেব এই আর্চ একপ্রকার বৈভব, দেবর্ষি শ্রীনাভদেব দশগুরুসারে
ব্যক্ত আছে।^{১১৮} শ্রীকৃষ্ণের লীলায়ুগত চন্দ্রসূর্য্যাদি অপ্রাকৃত। কিন্তু ওচর্য্যত

গ্রহ হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকটপ্রকাশগত লীলা-
ধারিকাব চন্দ্র সূর্য্য অপ্রাকৃত।

পরিকরণগণ ঐ চন্দ্র-সূর্য্যকে প্রাকৃতির ত্রায় অনুভব
করেন।^{১১৯}

শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী গোচুলেই
সর্বাধিক।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিবিধ ধামে সর্বদাই বিহার
কবিতেন। তথাপি গোচুলে তাঁহার মাধুরী
‘সর্বাতিশায়িনী’।^{১২০} তথাচ সম্মোহনতত্ত্বে—“যদ্যপি
শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র উপদেয় অবতার বিদ্যমান আছেন, তথাপি সেই সৎক
অবতাবের মধ্যে বাল্য অতিহ্রলভ।”^{১২১} ইতি। এই শ্লোকেব কারিকা।—

বয়স।

বাল্য।

মতান্তরে বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ভেদে বয়স
তিনপ্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য।^{১২২}
তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—“আমার ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ

প্রকটলীলাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়া যে ভূভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন,

• একটলীলা সংবরণ করিলে সাগর তাহাই কৃষ্ণগত করিয়াছেন।^{১১৭—১২০}।

এখানে বাল্য বলিতে বাল্য, পৌগণ্ড ও ঠাকুর। অর্থাৎ ব্রহ্ম কপ।^{১২১—১২০}।

ভূরি-ভূরি রূপ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহারা গোপনরূপী আমার সুদৃশ হইতে পারে না।” ১২৩ ইতি। এই হেতু গোপনরূপী অর্থাৎ নন্দনন্দন বিষ্ণুর মহা-মাহাত্ম্যবিমণ্ডিত, দশাঙ্গুর অষ্টাদশাঙ্গুর প্রভৃতি অসংখ্য সকল বহুবিধ স্তম্ভে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। ১২৪ গোপালরূপী স্বয়ংভগবান্ সৃষ্টির অগ্রে বাহা বিধাতাকে বলিয়াছেন; সেই সমস্ত স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ গোপালতাপনী ক্রীতিও এইরূপই। ১২৫ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেগু এবং শ্রীবিগ্রহের শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ মাধুর্য্য।

ঐশ্বর্য্যের।—বাহা পূর্বে কুত্ৰাপি শুনিত পাওয়া ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য। যায় নাই, তাদৃশ মধুর ঐশ্বর্য্যারামিকর্ষক সেব্যমান হইয়া, হুরি সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন। ১২৬ কে ব্রজেশ্বর-কদ্রাদি দেবতাগণ সমুদ্রমে স্তব করিতে থাকিলেও, কেশব তাঁহাদিগের প্রতি কুটাক্ষপাতও করেন না। ১২৭ যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদবাক্য—“হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকানীথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দেবতা বিনাশ করিতে পার নাই, তাহাদিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে হরে! তুমি মিত্রবর্গের সন্তিত-ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রভঙ্গী বিস্তার কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মকদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন।” ১২৮ ইতি। ক্রীড়ার,

যথা পদ্মপুবাণে—“শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার চরিত্রই আশ্চর্য্য, তন্মধ্যে আবার গোপলীলা সর্বাপেক্ষা অতিশয় মনোহারিণী।” ১২৯ শ্রীবৃহদ্ভাস্করপুরাণে—“যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি হাসলীলা স্মরণ করিলে আমার মনঃ কে কীদৃগ্ভাবাপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না।” ১৩০ ইতি। বেণুর, যথা—নিখিল লোকে নাদের স্বতদুব মাধুরী আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের একটি পরমাণুতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। ১৩১

যে মোহন বেণুর ধ্বনি হইলে, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিবর্গ পরমানেন্দে নিমগ্ন হওয়ায়, তাহাদিগের ধুম্রবিপর্য্যাস হইয়া যায়। ১৩২ যে মোহন বেণুর ধ্বনি শ্রবণে সদাশিবাদি দেবগণ, শ্রবণাজলিপেয় এ. কি এক মোহনমন্ত্র অথবা ই. কি এক পরমাদ্বুত পদার্থ, এই কথা বলিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ১৩৩ যথা শ্রীদশমস্ক—“হে সাক্ষি যশোদে! বিবিধ গোপকীড়ায়, প্রবীণ তোমাব তনয়, যখন

বিদ্বাদ্বরে বেণু অর্পণ করিয়া, যাহাতে আপনার বেণুবাদনবিষয়িণী স্বভাবিকী
বহুবিধ শিক্ষা প্রকটিত হইতেছে, তাদৃশী স্ববজ্রাতিব আলাপ করিয়াছিলেন, ৫৩৫
তখন শঙ্কর বিবিকি ও শত্রু প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ সর্বজ্ঞ হইলেও তৎকালিণ্যে সন্দি-
হান হইয়া, গ্রীবা ও চিত্র আনত করিয়া, বারংবার মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ৫৩৬
ইতি। শ্রীদশমেব একবিংশ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে ত্রৈলোক্যদেবীগণ বেণুরই মহা-
দ্ভুত মাধুরীর গুণকীর্তন করিয়াছেন। ৫৩৭ শ্রীবিগ্রহেব, যথা—যাহাব্ সমান ঐঃ
জীবগ্রহম, বুবা।

যাহা অপেক্ষা অধিক মাই, তাদৃশ মাধুর্য্যচরিত্রসময়
অমৃতবারিধি যিনি, সেই শ্রীনন্দ-নন্দনের রূপ, স্থাবর
জঙ্গমেব নিবতিশয় উল্লাসবর্দ্ধক। ৫৩৮ যথা তস্মৈ—“যাহার পাদপদ্মে নখাঙ্কল
অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভাচর্চক নীরাঙ্গনাই এবং যাহার স্নায়াকান্তি, কোন
স্থানেই দর্শন ও শ্রবণেব বিষয়-হয় না, আমি সেই নন্দ-নন্দনেব পরম ধ্যানবিধি
বলিব।” ৫৩৯ শ্রীদশমেও বলিয়াছেন—“ত্রৈলোক্যেব মধ্যে এতাদৃশী নন্দী কে আছে,
যে তোমার কল্পদামৃতরূপ বেণুগীতে বিমোহিত হইয়া, এবং ত্রৈলোক্যসৌভগ
এই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, আর্ঘ্যচরিত বা নিজস্ব হইতে বিচলিত না হইবে
যেহেতু বেণুগীত শ্রবণ ও রূপ দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, তরু এবং মৃগ, ইহারাও
অঙ্গে পুলক ধারণ করিয়া থাকে।” ৫৪০ ইতি।

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতনামক

পুর্নখণ্ডে বঙ্গানুবাদঃ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতমৃত ।

উত্তরখণ্ড ।

ও শ্রীকৃষ্ণরস-রসিকগণকে নমস্কাৰ ।

৩র্থ শ্রীভক্তামৃত ।

ভক্তপূজার আবশ্যকতা ।

মুকুন্দের আরাধনা যেইপ আবশ্যক, তদীয় ভক্ত-
বর্গের আরাধনাও সেইরূপই আবশ্যক । অতথা হস্তর
অঙ্গরাধ হয় ।^১ তথাহি পদ্মপুরাণে—“হরিসেবানন্তর মার্কণ্ডেয়, অশ্বরীষ, কশ্যপ,
ম্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বকি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিহুয়, কুব, দাম্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম
এবং নারদাদি ভক্তবর্গের সেবা করা বৈষ্ণবগণের কর্তব্য, না করিলে ক্ষেত্রতর
অপরাধ হয় ।”^২ সেইরূপ ইতিভক্তিসুধোদয়েও কহিয়াছেন—“আহারা গোবি-

ন্দের অর্চনা করিয়া, তদীয় ভক্তবর্গের অর্চনা না করে, তাহারা দাস্তিক, ভগ-
বানের প্রসাদভাজন নহে ।”^৩ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে—“হে দেবি ! সমস্ত আরা-

বিকুর আরাধনা অপেক্ষাও
বৈষ্ণবের আরাধনা
শ্রেষ্ঠ ।

ধনার মধ্যে বিকুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার
তদীয় ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর ।”^৪ সেই পদ্ম-
পুরাণের উত্তরখণ্ডেই বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি গোবি-
ন্দের অর্চনা করিয়া তদীয় ভক্তের অর্চনা না করে,
তাহাকে ভাগবত না জানিয়া, কেবল দাস্তিক অর্থাৎ বিষ্ণুবন্ধক বলিয়া জানিবে ।”^৫

আদিপুরাণে—“হে পার্শ্ব ! যাহারা কেবল আমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন,
তাহারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহেন ; কিন্তু যাহারা
আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারা আমার ভক্ততম ।”^৬

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—“আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।” ইতি।

প্রজ্ঞাদ।

মার্কণ্ডেয়াদি এই সকল ভক্তবর্গের মধ্যেও প্রজ্ঞাদ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু স্কন্দপুরাণ এবং ভাগবতাদিতে তাঁহারু নহিমা বিশেষরূপে কীর্তিত আছে।^{১৮} যথ্য স্কন্দপুরাণে রুদ্রসংহিতা—“ভক্তই স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, আমি জানিতে পারি নাই। নিখিল হরিভক্তের মধ্যে প্রজ্ঞাদ অতিমহত্তম।”^{১৯} শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রজ্ঞাদেরই বাক্য—“হে প্রভো! রক্ষোঁগুণে উৎপন্ন ও তমোঁগুণে আবৃত এই অসুরকুলে মন্তৃত আমিই বা কোথায়, আর তোমার রূপাই বা কোথায়, অর্থাৎ এতাদৃশী ঘটনা বড়ই অসম্ভাবিত। যেহেতু যে পদ্মকরপ্রদাদ কখন ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবীর মস্তকেও অর্পিত হয় নাই, তাহাই আমার মস্তকে অর্পিত হইল।”^{২০} সেই সপ্তমস্কন্ধেই (প্রজ্ঞাদের প্রতি), শ্রীনৃসিংহবাক্য—“আমার ভক্তপুরুষগণ তোমার অল্পবর্তী হইবেন। যেহেতু তুমি আমার সমুদায় ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”^{২১} ইতি।

পাণ্ডবগণ।

এতাদৃশ প্রজ্ঞাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবেরা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।^{২২} তথাপি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) শ্রীনারদবাক্য—“অহে! নরলোকে তোমরাই সাতিশয় ভাগ্যবান, যেহেতু ভ্রোমাদিগের গৃহে গৃহ, নরাকৃতি, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বাস করিতেছেন জানিয়া, জগৎপবিত্রকালী সুনিগণ সর্বদা তোমাদিগের সেই গৃহে আসিতেছেন।^{২৩} যাহা হইতে বিগুহ্ণ মোক্ষানন্দের অন্তত্ব হইয়া থাকে, মহদগণের অন্বেষণীয় সেই পরব্রহ্ম এই শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদিগের প্রিয়, স্বহৃদ, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, বচনানুবর্তী এবং উপদেশক রূপে বর্তমান।^{২৪} মহাদেব এবং কমলধোনি প্রভৃতি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে যাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না এবং মৌন, ভক্তি ও উপশম সহকারে যাহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই মহাপতি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।”^{২৫} ইতি। শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন—“অহে! প্রজ্ঞাদের কি সৌভাগ্য! যিনি নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়াছেন; আমরাই কেবল মন্দভাগ্য এইরূপে বিবাদগ্রস্ত রাজাকে “যুয়ং” ইত্যাদি তিন শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন।”^{২৬} এই তিন শ্লোকের তাৎপর্যার্থও শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“প্রজ্ঞাদের গৃহে

পরব্রহ্ম বাস করিতেছেন না, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রহ্লাদের গৃহে মূর্খিগণ যাইতেছেন না, আর পরব্রহ্ম প্রহ্লাদের মাতুলেরাদিক্রুপেও বর্তমান নাই, পরব্রহ্ম স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই ; এইহেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের অপেক্ষা তোমরাই সাতিশয় ভাগ্যবান, ইহাই নারদের অভিপ্রায় ।” ২৭

সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে থাকিতে মমতাশিষ্য-
বাদবগণ ।

নিবন্ধন কতিপয় যাদব, পাণ্ডব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ-
তম । তথাহি শ্রীদশম- “অহো ভোজপতে ! এই জগতে মনুষ্যসমূহ তোম-
রাই সুকল্গজন্মা, যেহেতু তোমরা যোগীদিগেরও হৃদর্শ, শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর নয়ন-
গোচর করিতেছ ।” ২৮ “তোমরা যাহার দর্শন, স্পর্শন, অমুগতি ও সম্ভাষণ করিয়া
থাক, তোমাদিগের সহিত যাহার শয্যা, উপবেশন, ভোজন, ঘোষবন্ধ (বিবাহ-
সম্বন্ধ) ও পিণ্ডবন্ধ (দৈহিকসম্বন্ধ) বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যিনি স্বর্গ ও অপ-
বর্গের স্পৃহা উৎসারিত করেন, সংসারপ্রবাহ হইতে পরাশ্রয় যে তোমরা,
তোমাদিগের গৃহে, সেই বিষ্ণু স্বয়ং একট হইয়াছেন ।” ২৯ তথা— “কৃষ্ণকেচেতা
মূর্খিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা একত্র উপবেশন, পর্যটন, আলাপন, স্নান,
ক্রীড়া এবং ভোজনাদি কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া আত্মসত্তা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন
নাই ।” ৩০ ইতি ।

উদ্ধব ।

সমস্ত যাদব অপেক্ষাও শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ ; শ্রীমদ-
ভাগবতে তাঁহার অদ্বিত মহিমা শুনিতে পাওয়া যায় । ২২
তথাহি একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্য— “হে উদ্ধব ! তুমি আমার যাদব প্রিয়তম,
বিরিঞ্চি, শক্ৰ, সঙ্ঘর্ষণ, মহালক্ষ্মী এবং আমার নিজ বিগ্রহ ও আমার তাদৃশ প্রীতির
বিষয় নহেন ।” ২৩ তথা— “হে উদ্ধব ! ভাগবতের মধ্যে তুমিই আমি ।” ২৪ ইতি ।
বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দে ইহার সর্বোত্তমা ভক্তি । ২৫ তথাচ শ্রীতৃতীয়ে—
“হে সময় উদ্ধব পঞ্চবর্ষবয়স্ক, তৎকাল তিনি প্রাতর্ভোজন পরে জননীকর্তৃক
প্রার্থিত হইয়াও, বাল্যলীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজার ব্যাপ্ত থাকায়, ভোজন
করিতে ইচ্ছা করেন নাই ।” ২৬ অতএব সেই তৃতীয়স্কন্ধেই শ্রীভগবদ্বচন—
“প্রাকৃতগুণ যাহাকে কোনরূপ পীড়া প্রদানে সমর্থ হয় না, সেই প্রভু উদ্ধব
কোন অংশেই আমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন ।” ২৭ ইতি । ইহার অর্থ— “যদগুণৈঃ
যে উদ্ধবের গুণে, প্রভু যে আমি, সেই আমিও, “ন অদ্বিতঃ”— “অদ্বিত হই

নাই। অথবা,—“যৎ”—যেহেতু, উক্তব, “গুণৈঃ”—সম্বাদিগুণকর্তৃক, “ন
অদ্বিতঃ”—পীড়িত হন নাই, অর্থাৎ তিনি গুণাতীত। তাহার কারণ, তিনি
“প্রভু”—ভক্তিরসাস্বাদে সমর্থ। ২০

এতাদৃশ উক্তব অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী।
শ্রীব্রজদেবীগণ।

যেহেতু, এই উক্তবও ইহাদিগের প্রেমমাধুরী প্রার্থনা
করিয়া থাকেন। ২১ তথাহি শ্রীদশমে—“এই নন্দব্রজস্থিত গোপীগণই দেহ ধাক্ক
ণের ফললাভ করিয়াছেন। যেহেতু মুমুকু, মুক্ত এবং আমরা (হস্তিদাস)
যে ভাব বাঞ্ছা করিয়া থাকি, ইহাদিগের অশ্লিলাত্মা গোবিন্দে সেই ভাবের
(অধিকৃত মহাভাবের) উদ্ভব হইয়াছে। অতএব যাহাদিগের অনন্তকথায় অনু-
রাগ নাই, তাহাদিগের চতুর্ধুঞ্জয় হইলেই বা কি হইবে। ২০ শ্রীবৃন্দামন-
পুরাণে ভৃগুদিগের প্রতি শ্রীব্রজবাক্য—“নন্দব্রজস্থিত গোপীদিগের চরণরেণু-
লাভের নিমিত্ত, পুরাকালে আমি ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্বী করিয়াছিলাম, তথাপি
তাহাদিগের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই। ২১ ভৃগুদিবাক্য—“ভবাদৃশ
ব্যক্তিকেও যদি হরিভক্তের পাদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তবে নারদাদি ব্রহ্মতর
তাদৃশ হরিভক্ত ত লোকে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাহাদিগের চরণরেণু পরিত্যাগ
করিয়া আপনিও যে গোপীদিগের পাদরেণু গ্রহণে উৎসুক, এ বিষয়ে আমার সংশয়
উপস্থিত হইতেছে। হে প্রভো! ইহার কারণ কি বলুন। ২২ শ্রীব্রজ্য বাক্য—

“হে পুত্র! ব্রজমুন্দরীদিগকে সামান্য স্ত্রী বলিয়া বোধ
লক্ষ্মী অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ
শ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠ। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমি ব্রজা, আমরা
কখনই তাহাদিগের সদৃশ হইতে পারি না। ২৩ আদিপুরাণেও শ্রীঅর্জুনের
বাক্য—“হে প্রভো! ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ কোন্ ভক্ত আপনার মর্ম জানেন,
কোন ভক্তগণের প্রতিই বা আপনি মর্সদা পরিতুষ্ট, এবং কোন ভক্তগণেই বা
আপনার অতুল প্রেম?” ২৪ শ্রীভগবানের বাক্য—“হে অর্জুন! ব্রজা, ব্রজ,
মহালক্ষ্মী এবং আমার এই শ্রীবিগ্রহ, এ সকল আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে,
গোপীজন আমার তাদৃশ প্রিয়তম। ২৫ ভূতলে আমার কত-কত না ভক্ত ও অনুরক্ত
হ্যাছেন, কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম। ২৬ হে পরম্পদ! মনি,
যোগী এবং কুদ্ভাদি দেবতা, ইহারা আমাকে সেক্রপ অনুভব করিতে পারেন না,

গোপীগণ আমাকে যেরূপ অনুভব করিয়া থাকেন।^{১৭} তপঃ (বানপ্রস্থ্যধর্ম), বেদ (ব্রহ্মচারিধর্ম), আচার (গৃহস্থধর্ম) এবং বিদ্যা (জ্ঞানযোগ অর্থাৎ যতিধর্ম), এই চতুরাশ্রমধর্ম দ্বারা আমি বশীভূত হই না, একমাত্র প্রেমই আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে, গোপীগণই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।^{১৮} একমাত্র গোপীগণই আমার মুহূর্ত্তা, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব জানেন, অর্থাৎ কেহই আমার মর্ম্ম জানিতে পারেন না।^{১৯} যে গোপীসকল নিজের অঙ্গকেও 'আমার' (শ্রীকৃষ্ণের) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, হে পার্শ্ব সেই গোপীগণভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই।"^{২০} ইতি। উক্তবৎ এই গোপীগণের প্রেম-মাধুর্য্য প্রার্থনা করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি তাঁহাদিগের পাদব্রহ্মসিদ্ধ তৃণভক্ষণ ও যাঁজ্ঞা করিয়া থাকেন।^{২১} তথাহি শ্রীদশমঃ—“অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীদিগের পাদব্রহ্মসুখী, বৃন্দাবনের গুহা, লতা এবং ওষধির মধ্যে কোন কিছু হই; যেহেতু তাঁহার হস্ত্যঙ্গ স্পর্শ এবং আর্ঘ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতিগণের অশেষগণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন।”^{২২} ইতি। এই হেতু কৃষ্ণের উপাসকজন, অগ্রে কৃষ্ণের পূজি-চর্যা করিয়া, প্রসাদপুষ্পাদি দ্বারা অবশ্যই ব্রজসুন্দরীগণের সেবা করিবেন।^{২৩}

সেই সকল গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা
শ্রীরাধিকা।
নিরতিশয় বরীয়সী। যেহেতু পুরাণ এবং আগমাদি
শাস্ত্রে তিনি সর্বাধিকরূপে অতিষ্ঠিত হইয়াছেন।^{২৪} যথা পশ্চাৎ পুরাণে—“শ্রীকৃষ্ণের
রাধিকা যেমন প্রিয়া, সেই শ্রীরাধার কুণ্ডল তাঁহার সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত
গোপীর মধ্যে একমাত্র সেই শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবল্লভ।”^{২৫} আদি-
পুরাণেও—“ত্রিলোকীমধ্যে বাহাতে বৃন্দাবন বিদ্যমান, সেই পৃথিবীই ধন্য,
সেই বৃন্দাবনে আবার গোপিকারাই সূর্য্যোপেক্ষা ধন্য, তন্মধ্যে আবার আমার
রাধিকাই সূত্র।”^{২৬} ইতি।

। * । ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃত শ্রীভক্তাস্তনামক উত্তরখণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । * ।

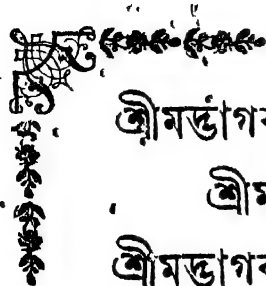
ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যবংশাবতঃস-

মহামহোপাধ্যায়-প্রভুপাদ-শ্রীমন্মদনগোপাল-

গোস্বামি-কৃত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

॥ * ॥ ॐ শ্রীহরিঃ ॐ ॥ * ॥ ;

শ্রীমদ্ভগবৎগোপালে সমস্ত সমর্পিত হউক।



শ্রীমদ্ভাগবতলোকং .

শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ সহ ।

শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্বাদ্যং

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ॥

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত ।

অধ্যাত্মরামায়ণ ।

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক অনূদিত

৩

বহুরিধু অবশ্যজ্ঞাতব্য টীকা-টিপ্পনী সহযোগে ব্যাখ্যাত ।

অধ্যাত্মরামায়ণে কি আছে, তাহাও কি বলিতে হইবে? অধ্যাত্মরামায়ণে
ক্লিষ্টশুদ্ধিসম্পাদক, প্রাণোন্মাদক, কাব্যরসের পূর্ণাধার, পরমার্থরসময়, সমধুর
রীমর্টারিত আছে—সঙ্গে সঙ্গে আবার মায়া, জীব, জৈব, আত্মা, পরমাশ্রয়, কুরীম,
কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, মোহ, তৃষ্ণা, ইহকাল, পরকাল,
মুক্তি, বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যে সকল কথা, হৃদয় মনুষ্যজন্ম লাভ
করিয়া জানা উচিত বা জ্ঞানির চেষ্টা কর্তব্য উচিত, প্রাজ্ঞ, ওজস্বিনী ও
কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, সেই সকল কথার—শাস্ত্রের সেই সকল অতিশয় তর্কজাল-
পূর্ণ ভাষার, অতিশয় ও বিশদ স্মৃতিমাংসা আছে। যদি বঙ্গানুবাদে মূল অধ্যাত্ম-
রামায়ণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে এই বঙ্গানুবাদ পাঠ কর।
অনুবাদ, হয় ত আরও স্থলভে পাইতে পার, কিন্তু তাহাতে মূলের ভাষা,
ভাব ও সৌন্দর্য্য, সমস্তই উবিয়া গিয়াছে।

ভাই বঙ্গবাসী! ভাল জিনিষের আদর করিতে শিখিবে না কি? কেবল
স্থলভস্থ জিও না, স্থলভও দেখ, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি কেমন হইল না হইল,
তালাও দেখিয়া লও!

এই অধ্যাত্মরামায়ণের মূল্যও স্থলভ করা হইয়াছে। পূর্বে মূল্য ছিল ৩
তিন টাকা, এখন হইতে ইহার স্থলভ মূল্য ২ হই টাকা ধার্য্য করা হইল।
১০০ সাত শত পুষ্ঠারও অধিক, ভাল কাগজ, উৎকৃষ্ট ও নূতন বড় রুড়
অক্ষরে অতি বিশুদ্ধ ও মনোহর মুদ্রকন, এমন একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকের
২ হই টাকা মূল্য কি অধিক মূল্য?

প্রধান প্রধান মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রের বিস্তর প্রশংসাপত্র আছে, সেগুলি
স্থানাভাবে প্রদত্ত হইল না।

কলিকাতা, সিমুলীয়া ৬৮ নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট, অনুবাদকের দিকট,—
অথবা, ৭৪ নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

প্রকাশক—শ্রীদক্ষকান্য চন্দ্র ।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত ।

মহর্ষি ত্রিক্ষণদৈপায়নপ্রণীত মূল, শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-
কৃত ক্রমসন্দর্ভ টিপ্পনী, অনুবাদ এবং শ্রীস্বামিপাদেব ও শ্রীগোস্বামিপাদেব
মতানুসারে অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা । প্রায় ৪০০ চারিশত গুণায় সম্পূর্ণ ।

যাঁহারা ভগবান্ ত্রিক্ষণেব রাসলীলাব নিগূঢ় মর্শ্বেব অভ্যন্তরে প্রবেশ
কবিত্তে চাহেন, যাঁহাবা শ্রীচৈতন্যদেবেব মত ও শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিদোভের
বাহ্য কবেন, অথবা যাঁহাবা গুণভক্তিব অমৃতবস আশ্বাদনে উৎসুক, যাঁহাবা
এই গ্রন্থবত্ত পাঠ কবিয়া আশ্রয় কবিবাব চেষ্টে, ককন, ভাব্যাসে সফলকাম
হইবেন । ইহাতে শ্রীভগুবানেব ত্রৈলোক্যেব ত্রুববগাহ বাসলীলা অতিমধুর ও
অতিবিশদ ভাষায় অতিবিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইবাছে ।

গোপীগীতিকা,—যাহা বৈষ্ণবেব প্রাণ,—এই রাসপঞ্চাধ্যায়েব একটি অধ্যায়
সুতবাং গোপীগীতিকার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ইহাষই মধ্যেই দেখিতে পাইবেন ।

বিস্তারিত সংবাদপত্র ‘বঙ্গবাসী’ও এই অমূল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে কি উচ্চ
অঙ্গের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, দেখুন :—

“যাঁহাবা বাসলীলাটিক অল্লীলতাপূর্ণ মনে কবেন, আমাদের বিশেষ অনুমোদ,
তাঁহাবা যেন এই পুস্তকখানি পাঠ কবেন । উত্তম আধ্যাত্মিক সাধ্যাব বিডম্বনা
ইহাতে নাই, স্বকপোৎসুকদ্বিত্ত ভাবেব ঘনঘটায় এ পুস্তক আচ্ছন্ন নহে, শুদ্ধ,
শান্ত, সিদ্ধ গোস্বামি প্রভুবা যাঁহা বুঝিয়াছেন ইহাতে তাঁহাই লেখা আছে ।
এমন উপায়ে গ্রন্থেব সমালোচনা হয় না, পড়িয়া দেখ—বুঝিয়া দেখ,
আপনি মজ্জিবে ।”

২রা শ্রাবণ, সন ১৩০৪ সাল ।

মূল্য অতি সুলভ—১।০ দেড় টাকামাত্র । কলিকাতা ১ নং গবান্‌হাটা স্ট্রীট
দোন্‌দার্স-পুস্তকালয়ে প্রকাশকেব নিকট পাওয়া যায় ।

প্রকাশক—শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ ।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবচার্য্য শ্রীমদগোপাল ভট্ট গোস্বামী কর্তৃক
অনুগ্রহে হিন্দুশাস্ত্র হইতে ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক সারাংশসংগ্রহ।
এই প্রাচীন মহাগ্রন্থের পূর্বপ্রকাশিত সংস্করণ ১৭ টাকা
মূল্যে বিক্রয় হইত, কিন্তু আমাদের নিজের প্রেসে মুদ্রিত
বলিয়া ৫ টাকায় দিতে সমর্থ হইয়াছি। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
সমস্কন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার বৈষ্ণবজগতে
লক্ষপ্রতিষ্ঠ কৃতক্ৰিয় গোস্বামী প্রভুগণেরই সর্ব্বাণ্ডে।
বঙ্গীলার গোস্বামী প্রভুগণ বলিয়াছেন—“আজ পর্য্যন্ত
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের যতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হই-
য়াছে, কালিকায়ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্করণই সর্ব্বাপেক্ষা
বিশুদ্ধ সংস্করণ, অপর একখানিও বর্ত্তমান সংস্করণের সমকক্ষ
নহে।” মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, বহুবিধ পাঠ্যমূল ও অন্ত্য-
বশ্যক টিপ্পনী সম্বলিত এই মহাগ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ, মনোহর
মুদ্রাক্ষর ও বিলাতী বঁধাই দর্শন করিয়া, পরমমাননীয় গোস্বামী
প্রভুগণের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন—“অতি পুরিপাটী।”
কেহ বলিয়াছেন—“আনন্দে অধীর হইয়াছি।” কেহ

বলিয়াছেন—“মানন্দে অভিভূত হইয়াছি।” কেহ বলিয়াছেন—“নিত্য-ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী!” বিখ্যাত গোস্বামী প্রভুগণের সবিশেষ স্মৃতি ও সমালোচনা ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গলাঙ্গী, হিতবাদী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রেও সবিশেষ প্রসংগিত হইয়াছে। ভক্তপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই গৃহে এই মহাগ্রন্থ এক এক খানি করিয়া রাখা ধর্ম-সম্পন্ন কর্তব্য! এই মহাগ্রন্থ গৃহস্থগণের সর্বমঙ্গলাকর। এই মহাগ্রন্থ শ্রীহরিবৎ-পূজনীয়। এই মহাগ্রন্থে, ভক্তপ্রাণ হিন্দুব যাহা কিছু ‘জানিবার ও শিখিবার, সমস্তই সবিস্তার ও নষ্টপ্রমাণ বর্ণিত আছে। যাকে লুই লে, মাসুল ১৮/০ ভি, পি, ৯/০, মোট ৫১/০ আনা।

প্রকাশক—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ;

২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, কলিকাতা।

